বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা

ঢাকা বোর্ড-২০২৪

বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা) বিষয় কোড 1 5 3

সময় : ৩০ মিনিট পূর্ণমান : ৩০

[**বিশেষ দ্রষ্টব্য :** সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসংবলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১]

প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না।

১. **স্বদেশী আন্দোলনের মূল কর্মসূচি কয়টি ছিল?**
K দুইটি L তিনটি M চারটি N পাঁচটি

২. **শশাঙ্কের রাজধানীর নাম কী ছিল?**
K মেদিনীপুর L কর্ণসুবর্ণ M কনৌজ N উড়িষ্যা

৩. **মধ্যযুগে হিন্দু সমাজে বিয়ের ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলত—**
K ধন-সম্পদ L সৌন্দর্য M বর্ণপ্রথা N মেধা

৪. **৬ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়েছিল—**
i. গণ আন্দোলনের জন্য ii. বাঙালির মুক্তির জন্য iii. বৈষম্য দূরীকরণের জন্য
নিচের কোনটি সঠিক?
K i ও ii L i ও iii M ii ও iii N i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৫ ও ৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
ছগীর আলী উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত বিশাল সম্পত্তি ভোগ বিলাসে ব্যয় না করে শিক্ষা, চিকিৎসা ও দরিদ্র মানুষের জন্য ব্যয় করেন।

৫. **উদ্দীপকটি ইংরেজ শাসন আমলের কোন মনীষীর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়?**
K রাজা রামমোহন রায় L হাজী মুহম্মদ মহসীন
M নওয়াব আবদুল লতিফ N ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

৬. **উক্ত মনীষীর—**
i. একাধিক ভাষায় পান্ডিত্য ছিল
ii. জীবনাবসানে গৃহীত কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়
iii. কার্যক্রম মুসলিম সমাজের আধুনিকীকরণে ভূমিকা রাখে
নিচের কোনটি সঠিক?
K i ও ii L i ও iii M ii ও iii N i, ii ও iii

৭. **মেজর রহিম তাঁর নাতিকে বলেন, তিনি যখন ১৯৬৬ সালে চাকুরিতে যোগদান করেন তখন ১৭ জন শীর্ষ কর্মকর্তার মাত্র ১ জন বাঙালি ছিলেন— এটি কোন বৈষম্যকে নির্দেশ করছে?**
K রাজনৈতিক L প্রশাসনিক M সামরিক N অর্থনৈতিক

৮. **১৩৩৮—১৩৫২ সালের বাংলার সুলতান সম্পর্কে জানতে পারি খোদিত—**
K মুদ্রা থেকে L পাথর থেকে M কাঠ থেকে N পোড়ামাটির ফলক থেকে

৯. **১৯৮৫ সালে সার্কের প্রথম শীর্ষ সম্মেলন কোথায় অনুষ্ঠিত হয়?**
K কাঠমান্ডু L থিম্পু M নয়াদিল্লী N ঢাকা

১০. **পরিসংখ্যান বলছে ব্যবসা-বাণিজ্যে সমৃদ্ধির ফলে সমুদ্র ও নদী বন্দর বৃদ্ধির সাথে সাথে দ্রব্য ও টাকা পয়সার লেনদেনও বৃদ্ধি পাচ্ছে। এটি বাংলার কোন আমলের অর্থনৈতিক অবস্থাকে স্মরণ করিয়ে দেয়?**
K পাল L সেন M মুসলিম N ব্রিটিশ

১১. **প্রাগৈতিহাসিক যুগের ১ম পর্বে ইতিহাসের ভিত্তি ছিল—**
K খাদ্য সংরক্ষণমূলক কর্মকাণ্ড L কৃষি উৎপাদনমূলক কর্মকাণ্ড
M অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড N রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড

১২. **বাংলার দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে জাতির নামে একটি জনপদ গড়ে উঠে। উক্ত জনপদটি হচ্ছে—**
K গৌড় L বঙ্গ M পুণ্ড্র N বরেন্দ্র

১৩. **সক্রেটিসের শিষ্য কে ছিলেন?**
K থেলিস L আলেকজান্ডার M প্লেটো N এরিস্টটল

১৪. **মুজিবনগর সরকার—**
i. বাংলাদেশের প্রথম সরকার
ii. ১ম দিন বাংলাদেশকে ৪টি সামরিক জোনে ভাগ করে
iii. স্থায়ী সরকার
নিচের কোনটি সঠিক?
K i ও ii L i ও iii M ii ও iii N i, ii ও iii

১৫. **রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের নতুন কমিটির আহ্বানে ১৯৪৮ সালের কত তারিখে ধর্মঘট পালিত হয়?**
K ২রা মার্চ L ১১ই মার্চ M ১৫ই মার্চ N ১৯শে মার্চ

১৬. **আধুনিক ইতিহাসের জনক কে?**
K হেরোডোটাস L লিওপোল্ড ফন র‍্যাংকে
M ই. এইচ. কার N র‍্যাপসন

১৭. **'রামচরিত' রচনা করেন কে?**
K রামপাল L বল্লাল সেন M লক্ষণ সেন N সন্ধ্যাকর নন্দী

১৮. **বাংলাদেশের প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়—**
i. সংবিধান কার্যকরের পর ii. গণপরিষদ ভেঙে দেয়ার পর
iii. গণতান্ত্রিক পরিবেশ নিশ্চিত করতে
নিচের কোনটি সঠিক?
K i ও ii L i ও iii M ii ও iii N i, ii ও iii

১৯. **স্বাধীনতার পর জাতীয় আয়ের কত অংশ কৃষি থেকে আসত?**
K অর্ধেকের বেশি L সম্পূর্ণ M অর্ধেক N অর্ধেকের কম

২০. **'মনিপুরী নাচ' দেখে রিতার প্রাচীন একটি জনপদের কথা মনে পড়ে যায়। রিতার কোন জনগণের কথা মনে পড়ে?**
K বঙ্গ L সমতট M গৌড় N হরিকেল

২১. **সুমেরা একটি জাতীয় স্মৃতিস্তম্ভ পরিদর্শন করে। এই স্মৃতিস্তম্ভটি একাত্তরের স্মৃতি সংরক্ষণের পাশাপাশি ঐ সময় সংঘটিত নির্বিচার হত্যাকাণ্ডের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি আদায়েও কাজ করছে। সুমেরা কোন স্মৃতিস্তম্ভটি পরিদর্শন করে?**
K অপরাজেয় বাংলা L মুজিবনগর স্মৃতিসৌধ
M মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর N গণহত্যা জাদুঘর

২২. **ঢাকার নাম কে 'জাহাঙ্গীরনগর' রাখেন?**
K মীর জুমলা L শায়েস্তা খান M ইসলাম খান N মুসা খান

২৩. **প্রাচীন বাংলার প্রধান ফসল কী ছিল?**
K পাট L তুলা M ইক্ষু N ধান

২৪. **কার নকশা ও পরিকল্পনায় শহিদ মিনার নির্মাণ করা হয়?**
K তানভীর করিম L মঈনুল হোসেন
M হামিদুর রহমান N মাজহারুল ইসলাম

২৫. **প্রাচীন বাংলার অধিকাংশ মানুষ গ্রামে বাস করত কেন?**
K আবহাওয়ার কারণে L সংস্কৃতির কারণে
M জীবিকার কারণে N রাজনৈতিক কারণে

২৬. **'ডেনিশ-ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি' গঠনের কারণ ছিল—**
K পণ্য উৎপাদন L সংস্কৃতির কারণে
M রাজ্য বিস্তার N আমদানি-রপ্তানি

২৭. **'লাল বাংলা' কী?**
K প্রচারপত্র L নিমন্ত্রণপত্র M সন্ধিপত্র N চুক্তিপত্র

উদ্দীপকটি দেখ এবং ২৮ ও ২৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

২৮. **ছবির ব্যক্তির সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন যুদ্ধ জড়িত?**
K পলাশীর যুদ্ধ L বক্সারের যুদ্ধ
M বিদারার যুদ্ধ N কর্ণাটকের যুদ্ধ

২৯. **উক্ত যুদ্ধে নবাবের পরাজয়ের কারণ ছিল—**
i. প্রধান সেনাপতির উচ্চাভিলাষিতা ii. শত্রুপক্ষের সুসংগঠিত অবস্থান
iii. আত্মীয়-স্বজনের ক্ষমতালিপ্সা
নিচের কোনটি সঠিক?
K i ও ii L i ও iii M ii ও iii N i, ii ও iii

৩০. **ছবির দ্বারা তৈরি অক্ষর দিয়ে লিখিত কোন সভ্যতার লোকজন?**
K সিন্ধু L মিশরীয় M গ্রীক N রোমান

■ **খালি ঘরগুলোতে পেনসিল দিয়ে উত্তরগুলো লেখো। এরপর প্রদত্ত উত্তরমালার সাথে মিলিয়ে দেখো তোমার উত্তরগুলো সঠিক কি না।**

উত্তর	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15	
	16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30	

ঢাকা বোর্ড-২০২৪

বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা (সৃজনশীল)

বিষয় কোড 1 5 3

সময় : ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট — পূর্ণমান : ৭০

[**দ্রষ্টব্য :** ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ দিয়ে পড়ো এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর যথাযথ উত্তর দাও। যেকোনো **সাতটি** প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

১। রায়পুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান সিরাজুল ইসলাম প্রায় ২৬ বছর একটানা চেয়ারম্যানী করার পর মৃত্যুবরণ করেন। তার ছেলে শাহ আলম উপনির্বাচনে চেয়ারম্যান হলেও যোগ্যতার পরিচয় দিতে না পারায় পরবর্তী নির্বাচনে পরাজিত হয়।
বর্তমানে মধু সংগ্রহ কষ্টকর ও অলাভজনক। তাই সুন্দরবনের গরিব ও নিরীহ লোকজন চ্যানেল আইতে শাইখ সিরাজের কৃষি বিষয়ক অনুষ্ঠান দেখে বাক্স পদ্ধতিতে মৌমাছি চাষে উদ্বুদ্ধ হয়। অধিক লাভবান হওয়ায় অনেকেই মৌমাছি চাষে আগ্রহী হয়ে উঠেছে।
ক. ফরায়েজি আন্দোলন কী? ১
খ. সেনদের 'ব্রহ্মক্ষত্রিয়' বলা হতো কেন? ২
গ. অনুচ্ছেদ-১ এ বর্ণিত বিষয়টি প্রাচীন বাংলার যে দিকটি নির্দেশ করছে তার বর্ণনা দাও। ৩
ঘ. সুন্দরবনের গরীব ও নিরীহ লোকজনের পেশা পরিবর্তনের বিষয়টি প্রাচীন বাংলার কোনো এক রাজ বংশের সাথে সজ্ঞাতিপূর্ণ– বিশ্লেষণ করে দেখাও যে, উক্তিটি যথার্থ। ৪

২। সীমার দাদু বলেন, মানব সমাজের যাবতীয় কর্মকাণ্ড ও জীবনযাত্রার অগ্রগতি ইতিহাস থেকে জানা যায়। অপরদিকে সীমা বলেন, দেশ ও জাতির উন্নয়নে ইতিহাস পাঠের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।
ক. আইন-ই-আকবরী কী? ১
খ. ইতিহাসকে 'শিক্ষণীয় দর্শন' বলা হয় কেন? ২
গ. সীমার দাদুর বক্তব্যের আলোকে ইতিহাসের বিষয়বস্তু ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. "দেশ ও জাতির উন্নয়নে ইতিহাস পাঠের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম"– উক্তিটির যথার্থতা নিরূপণ করো। ৪

৩। নিচের ছকটি লক্ষ্য করো :

পরিষদ	মোট আসন	প্রাপ্ত আসন	
		পূর্ব পাকিস্তান	পশ্চিম পাকিস্তান
প্রাদেশিক	৬২১	৩১০	৩১১
জাতীয়	৩১৩	১৬৯	১৪৪

ক. মুজিবনগর সরকার কী? ১
খ. 'বাংলা' নামকরণের ইতিহাস ব্যাখ্যা করো। ২
গ. নির্বাচনে বিজয়ী হয়েও পূর্ব পাকিস্তান ক্ষমতায় বসতে না পারার কারণ ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের পিছনে কী কী কারণ নিহিত ছিল বলে তুমি মনে করো? বিশ্লেষণ করো। ৪

৪। নেলসন ম্যান্ডেলা শুধু আফ্রিকা নয়, সমগ্র বিশ্বের জননন্দিত নেতা। অথচ এ লোকটি বিনা বিচারে দীর্ঘদিন সামরিক জান্তার কারাগারে বন্দী ছিলেন। বর্ণবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে গিয়েই তাঁর এ সুদীর্ঘ কারাবাস।
পিএলও প্রধান ইয়াসীর আরাফাত এখন আর নেই। কিন্তু প্যালেস্টাইনের জনগণ এখনও যুদ্ধ করছে ইসরাইলকে মুক্ত করা জন্য। ইহুদী গোষ্ঠী মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় নিরস্ত্র মানুষের উপর দীর্ঘদিন ধরে হত্যা, ধর্ষণ, লুটপাট চালিয়ে যাচ্ছে।
ক. রাজাকার ও আলবদর কারা? ১
খ. রাজাকার ও আলবদররা কেন স্বাধীনতার বিরোধীতা করেছিল? ২
গ. নেলসন ম্যান্ডেলার বন্দী জীবনের সাথে পশ্চিম পাকিস্তানের কারাগারে বঙ্গবন্ধুর বন্দী জীবনের তুলনা করো। ৩
ঘ. "প্যালেস্টাইনের ঘটনাপ্রবাহ ও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ঘটনাপ্রবাহ একই সূত্রে গাঁথা"– উক্তিটির যথার্থতা নিরূপণ করো। ৪

৫। নিচের ছবিগুলো দেখ :

ছবি-১

ছবি-২

ক. মৌলিক গণতন্ত্র কী? ১
খ. 'ছয়-দফা আমাদের বাঁচার দাবী', বঙ্গবন্ধুর কণ্ঠে উচ্চারিত উক্তিটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করো। ২
গ. ছবি-২ এর সাথে ১৯৬৯ এর গণঅভ্যুত্থানে নিহত শহীদ আসাদের কার্যক্রমের সাদৃশ্য ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. "ছবি-১, শহীদ আসাদ ও নবম শ্রেণির ছাত্র মতিউর দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তান"– যুক্তিসহ তোমার মতামত উপস্থাপন করো। ৪

৬। মিয়ানমারের সামরিক জান্তা সরকার রাখাইন রাজ্যের জনগণের বাড়িঘর পুড়িয়ে দেয়। তারা হত্যা, ধর্ষণ, লুন্ঠনসহ সব মানবতাবিরোধী অপকর্মে লিপ্ত হয়। প্রাণ বাঁচাতে রোহিঙ্গারা দলে দলে বাংলাদেশে পাড়ি জমায়।
মধ্যপ্রাচ্যে ইরাক শক্তিশালী রাষ্ট্র। ১৯৯১ সালে ইরাক প্রতিবেশী রাষ্ট্র কুয়েত আক্রমণ করে এবং জোরপূর্বক দখল করে নেয়। ইরাককে দমনের জন্য তার চেয়েও শক্তিশালী আমেরিকা ইরাকে হামলা চালায়।
ক. মাৎস্যন্যায় কী? ১
খ. 'ত্রিশক্তি সংঘর্ষ' বলতে কী বোঝায়? ২
গ. অনুচ্ছেদ-১ এ প্রাচীন বাংলার কোন অবস্থার চিত্র ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. 'জোর যার মুল্লুক তার'–এই প্রবাদেরই সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায় উদ্দীপকের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ের একটি ঘটনার– উক্তিটির যথার্থতা প্রতিপাদন করো। ৪

৭। নিচের ছকটি দেখ :

ক্ষেত্র	মোট জনবল (কর্মকর্তা)	পশ্চিম পাকিস্তান	পূর্ব পাকিস্তান	পার্থক্য	সন
প্রশাসনিক	৪২০০০	৩৯১০০	২৯০০	৩৬২০০	১৯৫৬
সামরিক	২২১১	২১২৯	৮২	২০৪৭	১৯৫৫

ক. COP কী? ১
খ. ১৯৬৫ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের কারণ কী ছিল? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. ছক-এ দেখানো প্রশাসনিক ও সামরিক ক্ষেত্রে জনবলের বিশাল বৈষম্যের কারণ ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. "ছকের বৈষম্যগুলো পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানের অবহেলা ও উদাসীনতার পরিচায়ক"– উক্তিটির যথার্থতা বিচার করো। ৪

৮। (i) 'ভাগ কর ও শাসন কর'।
(ii) প্রথম ব্যাপক ও জাতীয়ভিত্তিক গণআন্দোলন।
ক. 'চিটাগাং রিপাবলিকান আর্মি' কী? ১
খ. 'চিটাগাং রিপাবলিকান আর্মি'-এর কার্যক্রম ব্যাখ্যা করো। ২
গ. i নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত 'ভাগ করো ও শাসন করো' উক্তিটি কোন ঐতিহাসিক ঘটনার সাথে সম্পর্কিত? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. "ii নং ঘটনাটি রাজনৈতিক ইতিহাসের এক আন্দোলন"– উক্তিটির যথার্থতা নিরূপণ করো। ৪

৯। নিচের ছবিগুলো দেখো :

ছবি-১

ছবি-২

ক. আদি ঐতিহাসিক যুগ কী? ১
খ. জনপদ বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. প্রাচীন পুণ্ড্র জনপদের সাথে ছবি-২ এর তুলনা করো। ৩
ঘ. "ছবি-১, ছবি-২ ও মহাস্থানগড় সবগুলোই প্রাচীন ঐতিহ্যের সাক্ষ্য বহন করেছে"– মূল্যায়ন করো। ৪

১০। বাংলাদেশে প্রায় প্রতি বছরই বন্যায় নদীর তীরবর্তী এলাকা প্লাবিত হয়। বন্যা পরবর্তী উর্বর পলিমাটিতে প্রচুর ফসল উৎপাদিত হয়।
যুক্তি দিয়ে কথা বলা শাহেদের স্বভাব। তিনি মনে করেন যে, একটি আদর্শ রাষ্ট্র চায় সৎ নাগরিক। অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার জন্য তিনি একটি সংঘ গড়ে তোলেন। অনেকে তার নাম দিয়েছে যুক্তিবাদী দার্শনিক শাহেদ।
ক. সফিস্ট কী? ১
খ. মিশরকে নীল নদের দান বলা হয় কেন? ২
গ. প্রথম অনুচ্ছেদে বর্ণিত বিষয়বস্তুর সাথে কোন সভ্যতার মিল পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. "উদ্দীপকের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের বিষয়বস্তু কোনো এক প্রাচীন সভ্যতার দর্শন ও দার্শনিকের প্রতিনিধিত্ব করছে"– উক্তিটির সমর্থনে তোমার মতামত দাও। ৪

১১।

দৃশ্যকল্প-১ :	সমরতন্ত্র, ভূমিদাস, অনগ্রসরতা, ডোরীয়
দৃশ্যকল্প-২ :	গণতন্ত্র, রাজনীতি, উন্নয়ন, সোলন বিজ্ঞান

ক. নবোপলীয় যুগ কী? ১
খ. রোম নগরীকে সাতটি পর্বতের নগরী বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. দৃশ্যকল্প-১ এ উল্লিখিত তথ্যাবলি গ্রিক সভ্যতার কোন দিককে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. "দৃশ্যকল্প-২ এ উল্লিখিত তথ্যসমূহই গ্রিক সভ্যতার প্রকৃত পরিচায়ক"– উক্তিটির যথার্থতা নিরূপণ করো। ৪

উত্তরমালা

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

উত্তর																														
	1	K	2	L	3	M	4	M	5	L	6	L	7	L	8	K	9	N	10	M	11	K	12	L	13	M	14	K	15	L
	16	L	17	N	18	N	19	K	20	N	21	N	22	M	23	N	24	M	25	M	26	N	27	K	28	K	29	N	30	L

সৃজনশীল

প্রশ্ন ▸ ০১ রায়পুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান সিরাজুল ইসলাম প্রায় ২৬ বছর একটানা চেয়ারম্যানী করার পর মৃত্যুবরণ করেন। তার ছেলে শাহ আলম উপনির্বাচনে চেয়ারম্যান হলেও যোগ্যতার পরিচয় দিতে না পারায় পরবর্তী নির্বাচনে পরাজিত হয়।

বর্তমানে মধু সংগ্রহ কষ্টকর ও অলাভজনক। তাই সুন্দরবনের গরিব ও নিরীহ লোকজন চ্যানেল আইতে শাইখ সিরাজের কৃষি বিষয়ক অনুষ্ঠান দেখে বাক্‌স পদ্ধতিতে মৌমাছি চাষে উদ্বুদ্ধ হয়। অধিক লাভবান হওয়ায় অনেকেই মৌমাছি চাষে আগ্রহী হয়ে উঠেছে।

ক. ফরায়েজি আন্দোলন কী? ১

খ. সেনদের 'ব্রহ্মক্ষত্রিয়' বলা হতো কেন? ২

গ. অনুচ্ছেদ-১ এ বর্ণিত বিষয়টি প্রাচীন বাংলার যে দিকটি নির্দেশ করছে তার বর্ণনা দাও। ৩

ঘ. সুন্দরবনের গরীব ও নিরীহ লোকজনের পেশা পরিবর্তনের বিষয়টি প্রাচীন বাংলার কোনো এক রাজ বংশের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ— বিশ্লেষণ করে দেখাও যে, উক্তিটি যথার্থ। ৪

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ইসলাম ধর্ম থেকে অনৈসলামিক রীতিনীতি, কুসংস্কার, অনাচার ইত্যাদি দূর করার জন্য হাজী শরীয়তউল্লাহর নেতৃত্বে যে ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন পরিচালিত হয় তা 'ফরায়েজি আন্দোলন' নামে পরিচিত।

খ সেনরা ব্রাহ্মণ থেকে পেশা পরিবর্তন করে ক্ষত্রিয় হওয়ায় তাদেরকে 'ব্রহ্মক্ষত্রিয়' বলা হয়।

সেনবংশের লোকেরা প্রথমে ব্রাহ্মণ ছিল পরবর্তীতে পেশা পরিবর্তন করে তারা ক্ষত্রিয় হয় বলে তাদেরকে 'ব্রহ্মক্ষত্রিয়' বলা হয়।

গ অনুচ্ছেদ-১ এ বর্ণিত বিষয়টি প্রাচীন বাংলার পাল রাজা দ্বিতীয় মহীপালের দুর্বল শাসনব্যবস্থার দিকটি নির্দেশ করেছে।

১০৭৫ খ্রিষ্টাব্দে রাজা তৃতীয় বিগ্রহপাল মৃত্যুর পর তার পুত্র দ্বিতীয় মহীপাল সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ১০৮০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলার সিংহাসনে রাজত্ব করেন। ঐতিহাসিকদের মতে, দ্বিতীয় মহীপালের দুর্বল শাসনব্যবস্থা বাংলায় পাল শাসনামলের যবনিকাপাত ডেকে আনে। মূলত দ্বিতীয় মহীপালের সিংহাসনারোহণের পূর্বেই বাংলার পাল সাম্রাজ্য বহু স্বাধীন খণ্ড খণ্ড অংশে বিভক্ত হয়ে যায়। তার সময় পাল রাজত্বের দুর্যোগ আরও ঘনীভূত হয়। এ সময় উত্তর বঙ্গের বরেন্দ্র অঞ্চলে সামন্তবর্গ প্রকাশ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। ইতিহাসে এ বিদ্রোহ 'কৈবর্ত বিদ্রোহ' নামে পরিচিত। এ বিদ্রোহের নেতা ছিলেন কৈর্বত নায়ক দিব্যোক বা দিব্য। তিনি দ্বিতীয় মহীপালকে হত্যা করে বরেন্দ্র দখল করে নেন এবং কৈবর্ত শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। মূলত কৈবর্তদের সাথে যুদ্ধে মহীপালের পরাজয় ও নিহত হওয়ার ঘটনা বাংলার পাল শাসনামলের শেষের দিকের। পরবর্তীতে তার উত্তরাধিকারী কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামপাল ব্যতীত শাসকগণ ছিলেন অত্যন্ত দুর্বল। ফলে পাল বংশের হাল শক্ত হাতে ধরা সম্ভব ছিল না। অবশেষে দ্বাদশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে পাল সাম্রাজ্যের বিলুপ্তি ঘটে।

উদ্দীপকের রায়পুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান একটানা ২৬ বছর চেয়ারম্যানি করার পর মৃত্যুবরণ করেন। তার ছেলে শাহ আলম উপনির্বাচনে চেয়ারম্যান হলেও যোগ্যতার পরিচয় দিতে না পারায় পরবর্তী নির্বাচনে পরাজয় বরণ করেন। যা প্রাচীন বাংলার পাল রাজা দ্বিতীয় মহীপালের দুর্বল শাসন ব্যবস্থাকে নির্দেশ করে।

ঘ সুন্দরবনের গরিব ও নিরীহ লোকজনের পেশা পরিবর্তনের বিষয়টি প্রাচীন বাংলার সেন রাজবংশের রাজত্বকালের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

সেনদের আদি নিবাস ছিল দাক্ষিণাত্যের কর্ণাট। তারা ছিল ব্রাহ্মণ পরে পেশা পরিবর্তন করে ক্ষত্রিয় হয়। এজন্য তাদের ব্রহ্মক্ষত্রিয় বলা হতো। ধারণা করা হয় হেমন্ত সেন একজন সামন্তরাজা ছিলেন। এভাবে তারা ব্রাহ্মণ থেকে ক্ষত্রিয় পরিণত হয় এবং প্রায় দেড়শ বছর বাংলা শাসন করে।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে, বর্তমানে মধু সংগ্রহ কষ্টকর ও অলাভজনক। তাই সুন্দরবনের গরিব ও নিরীহ লোকজন চ্যানেল আইতে শাইখ সিরাজের কৃষি বিষয়ক অনুষ্ঠান দেখে বাক্‌স পদ্ধতিতে মৌমাছি চাষে উদ্বুদ্ধ হয়। অধিক লাভজনক হওয়ায় ঐ এলাকার অনেকেই মৌমাছি চাষে আগ্রহী হয়ে ওঠেছে। অনুরূপ ঘটনা সেন বংশের ক্ষেত্রে ঘটতে দেখা যায়। তাই বলা যায়, "সুন্দরবনের গরিব ও নিরীহ লোকজনের পেশা পরিবর্তনের বিষয়টি প্রাচীন বাংলার কোনো এক রাজবংশের রাজত্বকালের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ"– উক্তিটি যথার্থ।

প্রশ্ন ▸ ০২ সীমার দাদু বলেন, মানব সমাজের যাবতীয় কর্মকাণ্ড ও জীবনযাত্রার অগ্রগতি ইতিহাস থেকে জানা যায়। অপরদিকে সীমা বলেন, দেশ ও জাতির উন্নয়নে ইতিহাস পাঠের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

ক. আইন-ই-আকবরী কী? ১

খ. ইতিহাসকে 'শিক্ষণীয় দর্শন' বলা হয় কেন? ২

গ. সীমার দাদুর বক্তব্যের আলোকে ইতিহাসের বিষয়বস্তু ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. "দেশ ও জাতির উন্নয়নে ইতিহাস পাঠের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম"– উক্তিটির যথার্থতা নিরুপণ করো। ৪

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আইন-ই-আকবরী খ্রিষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত মুঘল সম্রাট আকবরের প্রশাসনের বিস্তারিত বর্ণনাসমৃদ্ধ একটি গ্রন্থ। এ গ্রন্থের রচয়িতা আবুল ফজল।

খ ইতিহাস দৃষ্টান্তের মাধ্যমে শিক্ষা দেয় বলে ইতিহাসকে শিক্ষণীয় দর্পণ বলা হয়।

ইতিহাস হচ্ছে মানবসভ্যতার বিবর্তনের সঙ্গে সম্পর্কিত বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের ধারাবাহিক ও সত্যনিষ্ঠ বিবরণ। অপরদিকে জগৎ, জীবন, মানুষের সমাজ; তার চেতনা এবং জ্ঞানের প্রক্রিয়া প্রভৃতি মৌল বিধানের আলোচনা হচ্ছে দর্শন। মানুষ ইতিহাস পাঠ করে অতীত ঘটনাবলির দৃষ্টান্ত থেকে শিক্ষা নিতে পারে। ইতিহাসের শিক্ষা বর্তমানের প্রয়োজনে কাজে লাগানো যেতে পারে। আর এজন্যই ইতিহাসকে শিক্ষণীয় দর্পণ বলা হয়।

গ সীমার দাদুর বক্তব্যের আলোকে ইতিহাসের বিষয়বস্তুর দিকটি ফুটে উঠেছে।

ইতিহাস হলো মানবসমাজ ও সভ্যতার ধারাবাহিক পরিবর্তনের প্রমাণ ও লিখিত দলিল। ঐতিহাসিক ভিকো মনে করেন, মানবসমাজ ও মানবীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের উৎপত্তি ও বিকাশই হচ্ছে ইতিহাসের বিষয়বস্তু। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, মানুষের গুরুত্বপূর্ণ অর্জন যা মানবসমাজ ও সভ্যতার উন্নতি ও অগ্রগতিতে অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে তা সবই ইতিহাসভুক্ত বিষয়। যেমন– শিল্প, সাহিত্য-সংস্কৃতি, দর্শন, স্থাপত্য, রাজনীতি, যুদ্ধ, ধর্ম, আইন, প্রভৃতি বিষয় সামগ্রিকভাবে যা কিছু সমাজ সভ্যতা বিকাশে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করেছে তাই ইতিহাসের বিষয়বস্তু।

উদ্দীপকে সীমার দাদু বলেন, মানব সমাজের যাবতীয় কর্মকাণ্ড ও জীবনযাত্রার অগ্রগতি ইতিহাস থেকে জানা যায়। অর্থাৎ মানবসমাজ ও মানবীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ তথা মানব সভ্যতার উৎপত্তি অগ্রগতি ও বিকাশই হচ্ছে ইতিহাসের মূল বিষয়বস্তু।

ঘ "দেশ ও জাতির উন্নয়নে ইতিহাস পাঠের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম"- উক্তিটি যথার্থ।

জ্ঞানচর্চার শাখা হিসেবে ইতিহাস পাঠের গুরুত্ব অত্যধিক। ইতিহাস পাঠ মানুষকে অতীতের পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান অবস্থা বুঝতে এবং ভবিষ্যৎ অনুধাবন করতে সাহায্য করে। ইতিহাস পাঠের মাধ্যমে আমরা মানবসমাজের ক্রমবিকাশ ও সভ্যতার বিবর্তনের ধারা সম্পর্কে জানতে পারি। আবার অতীতের সত্যনিষ্ঠ বর্ণনা মানুষের জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে। আর এ বিবরণ যদি হয় নিজ দেশ, জাতির সফল সংগ্রাম, গৌরবময় ঐতিহ্যের তাহলে তা মানুষকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করে। একই সঙ্গে আত্মপ্রত্যয়ী, আত্মবিশ্বাসী হতে সাহায্য করে। এ জন্যই উদ্দীপকের তপন স্যার তার শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি করেন। ইতিহাস জ্ঞান মানুষকে সচেতন করে তোলে। বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর উত্থান-পতন এবং সভ্যতার বিকাশ ও পতনের কারণগুলো জানতে পারলে মানুষ ভালোমন্দের পার্থক্যটা সহজেই বুঝতে পারে। ফলে ব্যক্তি তার কর্মের পরিণতি সম্পর্কে সচেতন থাকে।

সুতরাং উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, দেশ ও জাতির অগ্রগতির জন্য ইতিহাস পাঠের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

প্রশ্ন ▶ ০৩ নিচের ছকটি লক্ষ্য করো :

পরিষদ	মোট আসন	প্রাপ্ত আসন	
		পূর্ব পাকিস্তান	পশ্চিম পাকিস্তান
প্রাদেশিক	৬২১	৩১০	৩১১
জাতীয়	৩১৩	১৬৯	১৪৪

ক. মুজিবনগর সরকার কী? ১

খ. 'বাংলা' নামকরণের ইতিহাস ব্যাখ্যা করো। ২

গ. ১৯৭০ সালের নির্বাচনে বিজয়ী হয়েও পূর্ব পাকিস্তান ক্ষমতায় বসতে না পারার কারণ ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. ১৯৭০ সালের নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের পিছনে কী কী কারণ নিহিত ছিল বলে তুমি মনে করো? বিশ্লেষণ করো। ৪

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মুক্তিযুদ্ধ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য ১৯৭১ সালের ১০ই এপ্রিল যে সরকার গঠিত হয় সেই সরকারই মুজিবনগর সরকার নামে পরিচিত।

খ বঙ্গ থেকে 'বাংলা' নামকরণ হয়েছে।

মহাভারত এবং গ্রিক ঐতিহাসিক টলেমির লেখায় 'বাংলা' নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। তার অনেক পরে ১৩৪২ খ্রিষ্টাব্দে শামসউদ্দিন ইলিয়াস শাহ সর্বপ্রথম বাংলার তিনটি প্রধান কেন্দ্র লখনৌতি বা লক্ষণাবতী (গৌড়), সাতগাঁও (রাঢ়) ও সোনারগাঁ (বঙ্গ)-কে একত্র করে স্বাধীন বাংলা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এর স্বাধীনতা ২০০ বছর স্থায়ী হয়েছিল। ইলিয়াস শাহের উপাধি ছিল 'শাহ-ই-বাঙ্গালাহ', 'শাহ-ই-বাঙ্গালিয়ান', 'সুলতান-ই-বাঙ্গালাহ'। আর তখন থেকে সমগ্র বাংলা অঞ্চল 'বাঙ্গালাহ' নামে পরিচিতি লাভ করে। মোগল আমলে সম্রাট আকবরের সময় থেকে বাংলার পরিচয় হয় 'সুবাহ বাংলা' নামে।

গ উদ্দীপকের ছকটি দ্বারা ১৯৭০ সালের নির্বাচনকে বোঝানো হয়েছে। পশ্চিম পাকিস্তানের শাসক গোষ্ঠীর বিরোধিতার কারণে বিজয়ী হয়েও পূর্ব পাকিস্তান ক্ষমতায় বসতে পারেনি।

নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জাতীয় পরিষদে ১৬২টি আসনের মধ্যে ১৬০টি আসন লাভ করে। সংরক্ষিত মহিলা আসনসহ আওয়ামী লীগ মোট ১৬৭টি আসন লাভ করে জাতীয় পরিষদে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। আবার পূর্ব পাকিস্তানে প্রাদেশিক পরিষদের সংরক্ষিত মহিলা আসনসহ ৩১০টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ মোট ২৯৮টি আসন পেয়ে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে।

জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করায় এ দলের নেতৃত্বে সরকার গঠন হওয়া ছিল আইনসম্মত। কিন্তু, পাকিস্তানের সামরিক শাসক ইয়াহিয়া খান আওয়ামী লীগের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরে গড়িমসি আরম্ভ করেন। তিনি ৩রা মার্চ অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় পরিষদের অধিবেশন জুলফিকার আলী ভুট্টোর প্ররোচনায় ১লা মার্চ স্থগিত ঘোষণা করেন। আর এসব কারণেই বিজয়ী হয়েও পূর্ব পাকিস্তান ক্ষমতায় বসতে পারেনি।

ঘ পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানের বৈষম্য, বাঙালির বাঁচার দাবি ছয় দফা ইত্যাদি কারণে ১৯৭০ সালের নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে।

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টির পর থেকে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকরা রাজনৈতিক, প্রশাসনিক, সামরিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি বৈষম্য ও নিপীড়নমূলক নীতি

অনুসরণ করে। শিক্ষাখাতে বরাদ্দের ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি চরম বৈষম্য দেখানো হয়। ১৯৫৫ থেকে ১৯৬৭ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে শিক্ষাখাতে পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য বরাদ্দ ছিল ২০৮৪ মিলিয়ন রুপি এবং পূর্ব পাকিস্তানের জন্য ৭৯৭ মিলিয়ন রুপি। সমাজকল্যাণ ও সেবামূলক সুবিধা বেশিরভাগ পশ্চিম পাকিস্তানিরা পেত। দেশের মোট জনসংখ্যার ৫৬% মানুষের মুখের ভাষা বাংলা হওয়ার পরও শুধু উর্দুকে পাকিস্তানের শাসকরা রাষ্ট্রভাষা করতে চেয়েছিল। বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে দমিয়ে রাখতে আরবি হরফে বাংলা লেখা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্যকর্ম নিষিদ্ধসহ বিভিন্ন অপতৎপরতা চলে। এভাবে সাংস্কৃতিক দিক থেকেও পশ্চিম পাকিস্তান পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি চরম অবহেলা প্রদর্শন করেছে।

ছয় দফাতে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর শাসন, শোষণ ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে বাঙালির রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক মুক্তির কথা ছিল বলে একে বাঙালির মুক্তির সনদ বলা হয়। ছয় দফা কর্মসূচিতে বাঙালির স্বায়ত্তশাসনের অধিকার চাওয়া হয়। ছয় দফা প্রস্তাবে উজ্জীবিত হয়ে ১৯৭০ সালের নির্বাচনে বাংলার জনগণ অকুণ্ঠচিত্তে আওয়ামী লীগকে বিপুল ভোট দেয়। যার ফলে আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে।

প্রশ্ন ▶ ০৪ নেলসন ম্যান্ডেলা শুধু আফ্রিকা নয়, সমগ্র বিশ্বের জননন্দিত নেতা। অথচ এ লোকটি বিনা বিচারে দীর্ঘদিন সামরিক জান্তার কারাগারে বন্দী ছিলেন। বর্ণবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে গিয়েই তাঁর এ সুদীর্ঘ কারাবাস।

পিএলও প্রধান ইয়াসীর আরাফাত এখন আর নেই। কিন্তু প্যালেস্টাইনের জনগণ এখনও যুদ্ধ করছে ইসরাইলকে মুক্ত করা জন্য। ইহুদী গোষ্ঠী মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় নিরস্ত্র মানুষের উপর দীর্ঘদিন ধরে হত্যা, ধর্ষণ, লুটপাট চালিয়ে যাচ্ছে।

ক. রাজাকার ও আলবদর কারা? ১

খ. রাজাকার ও আলবদররা কেন স্বাধীনতার বিরোধীতা করেছিল? ২

গ. নেলসন ম্যান্ডেলার বন্দী জীবনের সাথে পশ্চিম পাকিস্তানের কারাগারে বঙ্গবন্ধুর বন্দী জীবনের তুলনা করো। ৩

ঘ. "প্যালেস্টাইনের ঘটনাপ্রবাহ ও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ঘটনাপ্রবাহ একই সূত্রে গাঁথা"– উক্তিটির যথার্থতা নিরূপণ করো। ৪

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক রাজাকার ও আলবদর পাকিস্তানি সামরিক জান্তার সহযোগী এদেশীয় ব্যক্তিবর্গ। যারা স্বাধীনতা বিরোধী শক্তি হিসেবে পরিচিত।

খ ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের শুরু থেকেই রাজাকার ও আলবদররা ইসলাম রক্ষার নামে পাকিস্তানি বাহিনীর সাথে হাতে হাত মিলিয়ে বাংলাদেশে নির্যাতন, হত্যা, অগ্নি সংযোগ, লুণ্ঠন ইত্যাদি অপকর্মে লিপ্ত হয়। রাজাকার ও আলবদররা মূলত অখণ্ড পাকিস্তানে বিশ্বাস ছিল। তাদের দৃষ্টিতে মুক্তিযোদ্ধারা ছিলেন দুষ্কৃতিকারী। রাজাকার ও আল বদররা প্রধানত জামায়াতে ইসলামী, মুসলিম লীগ, নেজামে ইসলাম, পূর্ব পাকিস্তান কাউন্সিল মুসলিম লীগের কর্মী-সমর্থক ছিলেন।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত নেলসন ম্যান্ডেলার বন্দিজীবনের সাথে পশ্চিম পাকিস্তানের কারাগারে অন্তরীণ বঙ্গবন্ধুর বন্দি জীবনের কিছু সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য রয়েছে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকদের নানা বৈষম্যের অবসান ও জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠায় সংগ্রাম করেছেন। নেলসন ম্যান্ডেলাও দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবৈষম্য দূর এবং কৃষ্ণাঙ্গদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় আন্দোলন সংগ্রাম করেছেন। বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের চব্বিশ বছরের মধ্যে ১২ বছর কারাগারে কাটিয়েছেন। নেলসন ম্যান্ডেলাও সরকারের বৈষম্যমূলক আচরণের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে গিয়ে ২৭ বছর জেল খেটেছেন। বঙ্গবন্ধুকে বলা হয় বাংলাদেশের স্থপতি এবং জাতির পিতা। নেলসন ম্যান্ডেলাও আধুনিক আফ্রিকার জনক। বঙ্গবন্ধুর আপসহীন নেতৃত্বে স্বাধীন ও গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হয়। দক্ষিণ আফ্রিকার গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায়ও নেলসন ম্যান্ডেলার অবদান অপরিসীম।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও নেলসন ম্যান্ডেলার সংগ্রামী জীবনের মধ্যে সাদৃশ্য থাকলেও কিছু বৈসাদৃশ্য রয়েছে। বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বায়ত্তশাসন এবং স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করেচেন। কিন্তু নেলসন ম্যান্ডেলা দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবৈষম্য ও কৃষ্ণাজ্ঞাদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় সংগ্রাম করেছেন। পরিশেষে বলা যায়, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও নেলসন ম্যান্ডেলা দেশ ও দেশের মানুষের কল্যাণে আজীবন সংগ্রাম করেছেন।

ঘ "প্যালেস্টাইনের ঘটনাপ্রবাহ ও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ঘটনাপ্রবাহ একই সূত্রে গাঁথা"- উক্তিটি যথার্থ।

উদ্দীপকে পিএলও প্রধান ইয়াসীর আরাফাত এখন আর নেই। কিন্তু প্যালেস্টাইনের জনগণ এখনো যুদ্ধ করছে ইসরাইলকে মুক্ত করার জন্য। ইহুদী গোষ্ঠী মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় নিরস্ত্র মানুষের উপর দীর্ঘদিন ধরে হত্যা, ধর্ষণ, লুটপাট চালিয়ে যাচ্ছে। যা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ঘটনা প্রবাহের সাথে মিল রয়েছে।

পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই বাঙালিরা পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বৈষম্যমূলক আচরণের শিকার হয়। তারা পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী বাঙালির মাতৃভাষা বাংলাকে বাদ দিয়ে উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণা দিলে বাঙালিরা রাষ্ট্রভাষার আন্দোলন শুরু করে। এ আন্দোলন চূড়ান্ত রূপ লাভ করে ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ভাষা শহিদদের আত্মদানের মধ্য দিয়ে। ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে বাঙালিদের মধ্যে বাঙালি জাতীয়তাবাদের বীজ রোপিত হয়। পরবর্তী সময়ে ১৯৬৬ সালের ৬ দফা ভিত্তিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি, ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান ও ১৯৭০ সালের নির্বাচনের মধ্য দিয়ে এই জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশ ঘটে। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে ঘটে এর চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ। এদেশের কৃষক, শ্রমিক, পেশাজীবী, ছাত্র-শিক্ষক, শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীসহ সর্বস্তরের মানুষ এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। নারীরাও মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয়, খাবার, তথ্য ও চিকিৎসা সেবা দিয়ে নানাভাবে সহায়তা করেছেন। কিছুসংখ্যক নারী প্রশিক্ষণ নিয়ে প্রত্যক্ষ যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করেছেন। এভাবে সর্বস্তরের জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে বাঙালিরা জয় লাভ করে।

তাই বলা যায়, "প্যালেস্টাইনের ঘটনাপ্রবাহ ও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ঘটনাপ্রবাহ একই সূত্রে গাঁথা।"- উক্তিটি যথার্থতা রয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ০৫ নিচের ছবিগুলো দেখ :

ছবি-১

ছবি-২

ক. মৌলিক গণতন্ত্র কী? ১

খ. 'ছয়-দফা আমাদের বাঁচার দাবী', বঙ্গবন্ধুর কণ্ঠে উচ্চারিত উক্তিটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করো। ২

গ. ছবি-২ এর সাথে ১৯৬৯ এর গণঅভ্যুত্থানে নিহত শহীদ আসাদের কার্যক্রমের সাদৃশ্য ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. "ছবি-১, শহীদ আসাদ ও নবম শ্রেণির ছাত্র মতিউর দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তান"– যুক্তিসহ তোমার মতামত উপস্থাপন করো। ৪

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মৌলিক গণতন্ত্র হচ্ছে এক ধরনের সীমিত গণতন্ত্র, যাতে কেবল নির্দিষ্ট সংখ্যক লোকের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের অধিকার ছিল ।

খ ১৯৬৬ সালের ৫-৬ই ফেব্রুয়ারি লাহোরে বিরোধী দলীয় নেতারা একটি সম্মেলনের আহ্বান করেন। আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতাদের নিয়ে বঙ্গবন্ধু লাহোর পৌছান। সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু ঐতিহাসিক 'ছয় দফা' প্রস্তাব পেশ করেন। তিনি ছয় দফাকে 'আমাদের বাঁচার দাবি' আখ্যায়িত করেন। ফলে ছয় দফার পক্ষে দ্রুত ব্যাপক জনমত গড়ে ওঠে। এরই হাত ধরে বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলন চরম রূপ লাভ করে এবং ৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থান, '৭০-এর সাধারণ নির্বাচন এবং সর্বশেষ ১৯৭১ সালে অর্জিত হয় মহান স্বাধীনতা।

গ ছবি-২ এর উল্লিখিত ব্যক্তি হলেন নূর হোসেন, যিনি নব্বইয়ের এরশাদ বিরোধী গণঅভ্যুত্থানে শহিদ হন। নূর হোসেনের সাথে ১৯৬৯ এর গণঅভ্যুত্থানে নিহত শহিদ আসাদের কার্যক্রমের সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়।

পাকিস্তান জন্মের পর থেকেই পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি জাতিগত নিপীড়ন, বঞ্চনা ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে জনগণ ফুঁসে ওঠে। ১৯৬৮ সালের নভেম্বর মাসের ছাত্র অসন্তোষ মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে গণআন্দোলনে পরিণত হয়। ১৯৬৯ সালের ৪ঠা জানুয়ারি 'সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' গঠন করে বঙ্গবন্ধু ছয় দফার সাথে মিলিয়ে আরও কয়েকটি দাবি নিয়ে ১১ দফা দাবি পেশ করে। ছাত্রদের ১১ দফা দাবিকে বাঙালি জনগোষ্ঠী সমর্থন করে। ঊনসত্তরের উত্তাল ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের এ ১১ দফা দাবি ছিল খুবই সময়োপযোগী। তথাপি স্বৈরাচারী আইয়ুব খান এসব দাবি মেনে নিতে অস্বীকার করে। দফায় দফায় ছাত্রদের ওপর পুলিশি নির্যাতন চালানো হয়। পুলিশের গুলিতে শহিদ হন ছাত্রনেতা আসাদুজ্জামান। ফলে সর্বস্তরের মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে যে তীব্র আন্দোলন শুরু হয় তা থেকে নিষ্কৃতি পেতে আইয়ুব খান পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। এর মধ্য দিয়ে ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের সমাপ্তি ঘটে।

তাই বলা যায়, ছবি-২ এর সাথে ১৯৬৯ এ গণ-অভ্যুত্থানে শহিদ আসাদের কার্যক্রমের সাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ "ছবি-১ এর উল্লিখিত ব্যক্তি হলেন ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে শহিদ রফিকউদ্দিন আহমেদ। ছবি-১, শহিদ আসাদ ও নবম শ্রেণির ছাত্র মতিউর দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তান"- মন্তব্যটি যথার্থ।

১৯৬৯ সালের ১৪ জানুয়ারি পুলিশি নির্যাতনের প্রতিবাদে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ধর্মঘট পালন করে। ধর্মঘট চলাকালীন পুলিশের সাথে ছাত্রদের ব্যাপক সংঘর্ষ হয়। ২০শে জানুয়ারি নির্যাতনের প্রতিবাদে ছাত্ররা পূর্ব পাকিস্তানে হরতাল পালন করেন। হরতাল পালনকালে ঢাকা মেডিকেল কলেজের সামনে ছাত্রনেতা আসাদুজ্জামান আসাদ পুলিশের গুলিতে নিহত হন। আসাদের হত্যার প্রতিবাদে ২২, ২৩ ও ২৪ তারিখে ব্যাপক কর্মসূচি ঘোষিত হয়। ২৪ তারিখে সারা দেশে হরতাল চলাকালে সর্বস্তরের মানুষের ঢল নামে। মানুষের অংশগ্রহণে আন্দোলন যেন গণঅভ্যুত্থানে রূপ নেয়।

আবারও পুলিশের গুলিতে নবম শ্রেণির ছাত্র কিশোর মতিউর নিহত হয় এবং অসংখ্য মানুষ আহত হয়। এরপর ক্ষিপ্ত জনতা সরকারি পত্রিকা দৈনিক পাকিস্তান ও মর্নিং নিউজ অফিসে আগুন লাগিয়ে দেয়। ঢাকা শহর সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। ২৪শে জানুয়ারির পর থেকে লাগাতার আন্দোলন ও হরতালে বহু মানুষ পুলিশ ও সেনাবাহিনীর গুলিতে নিহত ও আহত হয়। ১৫ই ফেব্রুয়ারি ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে ঐতিহাসিক আগরতলা মামলার অন্যতম অভিযুক্ত সার্জেন্ট জহুরুল হককে নৃশংসভাবে গুলি করে হত্যা করা হয়। জহুরুল হকের হত্যার প্রতিবাদে ১৬ই ফেব্রুয়ারি আন্দোলন দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে। জনতা আগরতলা মামলার বিচারপতির বাসভবনে আগুন ধরিয়ে দেয়। বিকেলে এক জনসভায় মওলানা ভাসানী ঘোষণা দেন, দুই মাসের মধ্যে ১১ দফা বাস্তবায়ন ও রাজবন্দীদের মুক্তি দিতে হবে। প্রয়োজন হলে ফরাসি বিপ্লবের মতো জেল ভেঙে মুজিবকে মুক্ত করে আনব। অবস্থা বেগতিক দেখে সরকার ঢাকায় কারফিউ জারি করে। ১৮ই ফেব্রুয়ারি সেনাবাহিনী রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ড. শামসুজ্জোহাকে বেয়োনেট চার্জ করে হত্যা করে।

১৮ই ফেব্রুয়ারির পর থেকে আন্দোলন আরও বেগবান হলে দেশের সার্বিক পরিস্থিতির ব্যাপক অবনতি ঘটে। অবশেষে আইয়ুব খান বিরোধী দলের নেতাদের নিয়ে গোলটেবিল বৈঠক আহ্বান করলে নেতারা তা প্রত্যাখ্যান করেন। আইয়ুব খান বুঝতে পারেন, আগরতলা মামলা প্রত্যাহার ও অভিযুক্তদের মুক্তি না দিলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবে। অবশেষে গণঅভ্যুত্থানের চাপে ২১শে ফেব্রুয়ারি আইয়ুব খান ঘোষণা দেন, পরবর্তী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে তিনি আর প্রার্থী হবেন না।

শহীদ আসাদ ও মতিউর দেশের স্বার্থে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন। তাদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে আমরা আজ স্বাধীন দেশে বসবাস করতে পারছি। তাই বলা যায়, ভাষা শহিদ রফিকউদ্দিন আহমেদ, শহিদ আসাদ ও নবম শ্রেণির ছাত্র মতিউর দেশের শ্রেষ্ঠ সম্পদ।

প্রশ্ন ▶ ০৬ মিয়ানমারের সামরিক জান্তা সরকার রাখাইন রাজ্যের জনগণের বাড়িঘর পুড়িয়ে দেয়। তারা হত্যা, ধর্ষণ, লুন্ঠনসহ সব মানবতাবিরোধী অপকর্মে লিপ্ত হয়। প্রাণ বাঁচাতে রোহিঙ্গারা দলে দলে বাংলাদেশে পাড়ি জমায়।

মধ্যপ্রাচ্যে ইরাক শক্তিশালী রাষ্ট্র। ১৯৯১ সালে ইরাক প্রতিবেশী রাষ্ট্র কুয়েত আক্রমণ করে এবং জোরপূর্বক দখল করে নেয়। ইরাককে দমনের জন্য তার চেয়েও শক্তিশালী আমেরিকা ইরাকে হামলা চালায়।

ক. মাৎস্যন্যায় কী? ১
খ. 'ত্রিশক্তি সংঘর্ষ' বলতে কী বোঝায়? ২
গ. অনুচ্ছেদ-১ এ প্রাচীন বাংলার কোন অবস্থার চিত্র ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. 'জোর যার মুল্লুক তার'—এই প্রবাদেরই সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায় উদ্দীপকের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ের একটি ঘটনার— উক্তিটির যথার্থতা প্রতিপাদন করো। ৪

৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক পুকুরে বড় মাছ ছোট মাছকে ধরে গিলে ফেলার মতো বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি হলো মাৎস্যন্যায়।

খ পালবংশের রাজা ধর্মপালের সময় উত্তর ভারতে আধিপত্য বিস্তার নিয়ে তিনটি রাজবংশের মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধকে ত্রিশক্তি সংঘর্ষ বলে।
বাংলার পাল, রাজপুতনার গুর্জরপ্রতিহার ও দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূট এই তিন রাজবংশের মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধই ইতিহাসে ত্রিশক্তির সংঘর্ষ বলে পরিচিত।

গ উদ্দীপকের অনুচ্ছেদ-১ এ প্রাচীন বাংলার ত্রিশক্তি সংঘর্ষের চিত্র ফুটে উঠেছে।
প্রাচীনকালে শাসন ক্ষমতা নিয়ে তিন রাজার মধ্যে যে লড়াই শুরু হয় তাকে ত্রিশক্তির সংঘর্ষ বলা হয়। দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূট রাজা, গুর্জরপ্রতিহার বংশের রাজা এবং ধর্মপালের মধ্যে তখন যে লড়াই শুরু হয় উদ্দীপকে তারই চিত্র ফুটে উঠেছে। প্রাচীনকাল থেকেই বাংলা খাদ্য ও শস্যে সমৃদ্ধ ছিল। তাই বাংলাকে নিজ রাজ্যভুক্ত করতে পার্শ্ববর্তী তিন রাজাই তৎপর হয়ে ওঠে। ধর্মপাল যুদ্ধে পরাজিত হলেও সে আবার তার পুরনো রাজ্যে ফিরে পান। কেননা বিজিত রাজা বেশিদিন সে অঞ্চলে থাকতে পারেনি। রাজ্য দখল করার সময় তারা লুণ্ঠন, ঘর-বাড়ি ধ্বংস প্রভৃতি কাজে লিপ্ত হতো। পরাজিত রাজ্যের সাধারণ অধিবাসীরা অন্যত্র পালিয়ে যেত।
সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের অনুচ্ছেদ-১ এ ঘটনাটি প্রাচীন বাংলার ত্রিশক্তির সংঘর্ষের চিত্র ফুটে উঠেছে।

ঘ উদ্দীপকের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের সাথে পাঠ্যবইয়ের প্রাচীন বাংলার মাৎস্যন্যায় ঘটনার সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়।
শশাংকের মৃত্যুর পর বাংলার ইতিহাসে এক অন্ধকার যুগের সূচনা হয়। দীর্ঘদিন বাংলায় কোনো যোগ্য শাসক ছিল না। ফলে রাজ্যে বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা দেখা দেয়। একদিকে হর্ষবর্ধন ও ভাস্কর বর্মণের হাতে গৌড় রাজ্য ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়, অন্যদিকে ভূস্বামীরা প্রত্যেকেই বাংলার রাজা হওয়ার কল্পনায় একে অন্যের সাথে সংঘাতে মেতে ওঠে। কেন্দ্রীয়শাসন শক্ত হাতে ধরার মতো তখন কেউ ছিল না। এ অরাজকতার সময়কালকে ধর্ম পালের 'খালিমপুর' তাম্রশাসনকে আখ্যায়িত করা হয়েছে মাৎস্যন্যায় বলে।
উদ্দীপকের অনুচ্ছেদ-২-এ উল্লিখিত মধ্যপ্রাচ্যে ইরাক শক্তিশালী রাষ্ট্র। ১৯৯১ সালে ইরাক প্রতিবেশী রাষ্ট্র কুয়েত আক্রমণ করে এবং জোরপূর্বক দখল করে নেয়। ইরাককে দমনের জন্য তার চেয়েও শক্তিশালী আমেরিকা ইরাকে হামলা চালায়। বিরাজমান সমস্যা সমাধানে কোনো যোগ্য নেতৃত্ব না থাকায় জোর যার মুল্লুক তার নীতিতেই সবই চলছিল। উদ্দীপকের এ ঘটনার সাথে পাঠ্যবইয়ের মাৎস্যন্যায়ের সাদৃশ্য রয়েছে। পুকুরে বড় মাছ ছোট মাছকে ধরে গিলে ফেলার মতো বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিকে বলে 'মাৎস্যন্যায়'। বাংলার সব অধিপতিরা এমন করে ছোট অঞ্চলগুলোকে গ্রাস করছিলেন। এ অরাজকতার যুগ চলে একশ বছরব্যাপী।
পরিশেষে বলা যায়, উদ্দীপকের অনুচ্ছেদ-১ এ জোর যার মুল্লুক তার প্রবাদের যে সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়, তা পাঠ্যবইয়ের প্রাচীন বাংলার মাৎস্যন্যায় বিষয়টির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

প্রশ্ন ▶ ০৭ নিচের ছকটি দেখ :

ক্ষেত্র	মোট জনবল (কর্মকর্তা)	পশ্চিম পাকিস্তান	পূর্ব পাকিস্তান	পার্থক্য	সন
প্রশাসনিক	৪২০০০	৩৯১০০	২৯০০	৩৬২০০	১৯৫৬
সামরিক	২২১১	২১২৯	৮২	২০৪৭	১৯৫৫

ক. COP কী? ১
খ. ১৯৬৫ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের কারণ কী ছিল? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. ছক-এ দেখানো প্রশাসনিক ও সামরিক ক্ষেত্রে জনবলের বিশাল বৈষম্যের কারণ ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. "ছকের বৈষম্যগুলো পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানের অবহেলা ও উদাসীনতার পরিচায়ক"— উক্তিটির যথার্থতা বিচার করো। ৪

৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সম্মিলিত বিরোধী দল বা কপ (COP) হলো ১৯৬৫ সালে অবিভক্ত পাকিস্তানে গঠিত একটি বিরোধীদলীয় রাজনৈতিক জোট। COP এর পূর্ণরূপ হলো– Combined Opposition Party.

খ ১৯৬৫ সালে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয় কাশ্মীরকে কেন্দ্র করে। ১৯৪৭ সালে ভারত ও পাকিস্তান জন্ম নিলেও কাশ্মীরকে কেন্দ্র করে তাদের মাঝে বৈরিতার সূত্রপাত হয়। উভয় দেশই কাশ্মীরকে তাদের অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে মনে করে। আইয়ুব খানের দীর্ঘদিনের ইচ্ছা ছিল ভারত আক্রমণ করে কাশ্মীর দখল করা। ১৯৬৫ সালে কাশ্মীরি নেতা শেখ আব্দুল্লাহকে ভারত সরকার গ্রেফতার করলে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। আইয়ুব খান এ সুযোগ গ্রহণ করেন। ৬ সেপ্টেম্বর পাকিস্তান বাহিনী ভারত আক্রমণ করলে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ শুরু হয়। ১৯৬৬ সালের জানুয়ারি মাসে সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রী কোসিগিনের মধ্যস্থতায় তাসখন্দ শহরে ভারত ও পাকিস্তান যুদ্ধবিরতি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

গ ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টির পর থেকে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী প্রশাসনিক ও সামরিক ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানির প্রতি বৈষম্য ও নিপীড়নমূলক নীতি অনুসরণ করে।
পাকিস্তানের প্রশাসনিক ক্ষেত্রে মূল চালিকাশক্তি ছিল সিভিল সার্ভিস কর্মকর্তাগণ। ১৯৬২ সালে পাকিস্তানের মন্ত্রণালয়গুলোতে শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তারা ৯৫৪ জনের মধ্যে বাঙালি ছিল মাত্র ১১৯ জন। ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের ৪২০০০ কর্মকর্তার মধ্যে বাঙালির সংখ্যা ছিল মাত্র ২৯০০। ১৯৪৭ সালে করাচিতে রাজধানী হওয়ায় সকল সরকারি অফিস-আদালতে পশ্চিম পাকিস্তানিরা ব্যাপকহারে চাকরি লাভ করে।

অন্যদিকে সামরিক বাহিনীর মোট ২২১১ জন্য কর্মকর্তার মধ্যে বাঙালি ছিল মাত্র ৮২ জন। এক্ষেত্রে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে পার্থক্য ছিল ২০৪৭ জনের।

পাকিস্তান শাসনামলে সংখ্যাগরিষ্ঠ পূর্ব পাকিস্তানকে রাজনৈতিকভাবে পঙ্গু করে পশ্চিম পাকিস্তানের মুখাপেক্ষী করে রাখার উদ্দেশ্যে প্রশাসনিক ও সামরিক ক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক নীতি প্রণয়ন করে।

ঘ "ছকের বৈষম্যগুলো পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানের অবহেলা ও উদাসীনতার পরিচায়ক"- উক্তিটি যথার্থ।

পাকিস্তানের প্রশাসনিক ক্ষেত্রে মূল চালিকাশক্তি ছিল সিভিল সার্ভিস কর্মকর্তাগণ। ১৯৬২ সালে পাকিস্তানের মন্ত্রণালয়গুলোতে শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তারা ৯৫৪ জনের মধ্যে বাঙালি ছিল মাত্র ১১৯ জন। ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের ৪২০০০ কর্মকর্তার মধ্যে বাঙালির সংখ্যা ছিল মাত্র ২৯০০। ১৯৪৭ সালে করাচিতে রাজধানী হওয়ায় সকল সরকারি অফিস-আদালতে পশ্চিম পাকিস্তানিরা ব্যাপকহারে চাকরি লাভ করে। বলার অপেক্ষা রাখে না, পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের প্রায় সকল উচ্চপদে পশ্চিম পাকিস্তানিদের একচেটিয়া অধিকার ছিল। এছাড়া পূর্ব পাকিস্তানের ওপর পশ্চিম পাকিস্তানিদের বৈষম্যমূলক শাসনের একটি ক্ষেত্র ছিল সামরিক বৈষম্য। সামরিক বাহিনীতে বাঙালিদের প্রতিনিধিত্ব ছিল অতি নগণ্য। প্রথম থেকেই সামরিক বাহিনীর শীর্ষ পদ পাঞ্জাবিরা দখল করে রেখেছিল। তারা বাঙালিদের সামরিক বাহিনী থেকে দূরে রাখার নীতি গ্রহণ করে। সামরিক বাহিনীর নিয়োগের ক্ষেত্রে যে কোটা পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়, তাতে ৬০% পাঞ্জাবি, ৩৫% পাঠান এবং মাত্র ৫% পশ্চিম পাকিস্তানের অন্যান্য অংশ ও পূর্ব পাকিস্তানের জন্য নির্ধারণ করা হয়। বাঙালির দাবির মুখে সংখ্যা কিছুটা বাড়লেও তা ছিল নগণ্য। ১৯৫৫ সালের এক হিসাবে দেখা যায়, সামরিক বাহিনীর মোট ২২১১ জন কর্মকর্তার মধ্যে বাঙালি ছিলেন মাত্র ৮২ জন। ১৯৬৬ সালে সামরিক বাহিনীর ১৭ জন শীর্ষ পর্যায়ের কর্মকর্তার মধ্যে মাত্র ১ জন ছিলেন বাঙালি। আইয়ুব খানের শাসনামলে মোট বাজেটের ৬০% সামরিক বাজেট ছিল। এর সিংহভাগ দায়ভার বহন করতে হতো পূর্ব পাকিস্তানকে, অথচ পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিরক্ষার প্রতি অবহেলা দেখানো হতো।

সুতরাং বলা যায়, ছকের বৈষম্যগুলো পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানের অবহেলা ও উদাসীনতার পরিচায়ক।

প্রশ্ন ▶ ০৮

(i) 'ভাগ কর ও শাসন কর'।

(ii) প্রথম ব্যাপক ও জাতীয়ভিত্তিক গণআন্দোলন।

ক. 'চিটাগাং রিপাবলিকান আর্মি' কী? ১

খ. 'চিটাগাং রিপাবলিকান আর্মি'-এর কার্যক্রম ব্যাখ্যা করো। ২

গ. i নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত 'ভাগ করো ও শাসন করো' উক্তিটি কোন ঐতিহাসিক ঘটনার সাথে সম্পর্কিত? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. "ii নং ঘটনাটি রাজনৈতিক ইতিহাসের এক আন্দোলন"– উক্তিটির যথার্থতা নিরূপণ করো। ৪

৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'চিটাগাং রিপাবলিকান আর্মি' একটি আত্মঘাতী বাহিনীর নাম, যা মাস্টারদা সূর্য সেন গঠন করেন।

খ চট্টগ্রামকে ব্রিটিশ শাসনমুক্ত করার জন্য মাস্টারদা সূর্য সেন গঠন করেন চট্টগ্রাম বিপ্লবী বাহিনী। পরে এই আত্মঘাতী বাহিনীর নাম হয় 'চিটাগাং রিপাবলিকান আর্মি'।

এই বাহিনী একের পর এক সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো দখল করতে থাকে। শেষ পর্যন্ত সরকারি অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করে। 'স্বাধীন চিটাগাং সরকার'-এর ঘোষণা দেওয়া হয় এবং একই সঙ্গে ব্রিটিশ সরকরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়।

গ উদ্দীপকের (i) নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত 'ভাগ কর ও শাসন কর' উক্তিটি ঐতিহাসিক বঙ্গভঙ্গ ঘটনার সাথে সম্পর্কিত।

লর্ড কার্জনের শাসনামলে বঙ্গভঙ্গ ছিল একটি প্রশাসনিক সংস্কার। বাংলা প্রেসিডেন্সির আয়তন অনেক বড় হওয়ার কারণে ১৮৫৩ থেকে ১৯০৩ সাল পর্যন্ত এর সীমানা পুনর্বিন্যাসের অনেক প্রস্তাব ব্রিটিশ সরকারি মহলে উপস্থাপন করা হয়। প্রকৃতপক্ষে ১৯০৩ সালে বাংলা প্রদেশকে দুভাগ করার পরিকল্পনা করা হয় এবং ১৯০৫ সালে তা কার্যকর হয়। এই পরিকল্পনায় বাংলাদেশের ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, আসাম, জলপাইগুঁড়ি, পার্বত্য ত্রিপুরা ও মালদহ নিয়ে গঠিত হয় পূর্ব বাংলা ও আসাম নামে নতুন প্রদেশ। এ প্রদেশগুলোর রাজধানী হয় ঢাকা। অপরপক্ষে পশ্চিম বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা নিয়ে গঠিত হয় পশ্চিম বাংলা প্রদেশ, যার রাজধানী হয় কলকাতা। মূলত শাসনকার্যের সুবিধার্থেই বাংলাকে বিভক্ত করা হয়। বঙ্গভঙ্গের ফলে মুসলমানরা সন্তোষ প্রকাশ করলেও হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া লক্ষ করা যায়।

তাই বলা যায়, উদ্দীপকের (i) নং অনুচ্ছেদের বিষয়টি ঐতিহাসিক বঙ্গভঙ্গের ঘটনার সাথে সম্পর্কিত।

ঘ উদ্দীপকের (ii) নং অনুচ্ছেদে ইঙ্গিতকৃত গণআন্দোলন হলো ১৮৫৮ সালের সিপাহী বিদ্রোহ তথা ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ।

পলাশি যুদ্ধের প্রায় একশত বছর পর ভারতের উত্তর ও পূর্বাঞ্চলে প্রধানত সিপাহিদের নেতৃত্বে যে সশস্ত্র বিদ্রোহ সংঘটিত হয়, তাকেই ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম বলা হয়। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কর্তৃক দীর্ঘসময় ধরে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক শোষণ, সামাজিকভাবে হেয় করা, ধর্মীয় অনুভূতিকে আঘাত করা, সর্বোপরি ভারতীয় সৈনিকদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ সবই এই সংগ্রামের প্রেক্ষাপট তৈরি করেছে। ১৮৫৭ সালের ২৯শে মার্চ বন্দুকের গুলি ছুড়ে বিদ্রোহের সূচনা করেন মঙ্গল পাণ্ডে নামক এক সিপাহি। দ্রুত এই বিদ্রোহ মিরাট, কানপুর, পাঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ, মধ্য প্রদেশ, বিহার, বাংলাসহ ভারতের প্রায় সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। বাংলাদেশের ঢাকা, চট্টগ্রাম, যশোর, সিলেট, কুমিল্লা, পাবনা, রংপুর, দিনাজপুর, রাজশাহীতে এই বিদ্রোহের দাবানল ছড়িয়ে পড়ে। এই বিদ্রোহের অধিকাংশ সিপাহি শহিদ হন অথবা ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করা হয়। এই বিদ্রোহের প্রকৃতি ছিল ব্যাপক। এর ফলে কোম্পানি শাসনের অবসান হয়। এরপর থেকে ব্রিটিশ সরকার ভারতের শাসনভার নিজ হাতে গ্রহণ করে।

উদ্দীপকের (ii) নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, প্রথম ব্যাপক ও জাতীয় ভিত্তিক গণ-আন্দোলন। যা ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা সংগ্রাম বা সিপাহী বিদ্রোহকে নির্দেশ করে। যা বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

প্রশ্ন ▶ ০৯ নিচের ছবিগুলো দেখো :

ছবি-১

ছবি-২

ক. আদি ঐতিহাসিক যুগ কী? ১
খ. জনপদ বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. প্রাচীন পুণ্ড্র জনপদের সাথে ছবি-২ এর তুলনা করো। ৩
ঘ. "ছবি-১, ছবি-২ ও মহাস্থানগড় সবগুলোই প্রাচীন ঐতিহ্যের সাক্ষ্য বহন করেছে"– মূল্যায়ন করো। ৪

৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক খ্রিস্টপূর্ব পাঁচ শতক থেকে খ্রিষ্টীয় ছয় শতক পর্যন্ত সময়কালকে আদি ঐতিহাসিক যুগ বলা হয়।

খ প্রাচীন যুগে বাংলা বর্তমান বাংলাদেশের মতো একক ও অখণ্ড ছিল না। সাম্রাজ্যভিত্তিক বা কেন্দ্রীয়শাসন শুরু হওয়ার আগে বাংলা ছোটো ছোটো অনেকগুলো অঞ্চলে বিভক্ত ও স্থানীয়ভাবে শাসিত হতো। প্রাচীন বাংলার জনবসতিপূর্ণ ও কৃষিনির্ভর এই ছোটো ছোটো অঞ্চলগুলোকেই বলা হয় জনপদ।

গ প্রাচীন পুণ্ড্র জনপদের সাথে ছবি-২ তথা শালবন বিহারের তুলনা করা হলো-

প্রাচীন বাংলার জনপদগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো পুণ্ড্র। বলা হয় যে, পুণ্ড্র বলে একটি জাতি এ জনপদ গড়ে তুলেছিল। বর্তমান বগুড়া, রংপুর, রাজশাহী ও দিনাজপুর অঞ্চল নিয়ে এ পুণ্ড্র জনপদটির সৃষ্টি হয়েছিল। পুণ্ড্রদের রাজ্যের রাজধানীর নাম ছিল পুণ্ড্রনগর। পরবর্তীকালে এর নাম হয় মহাস্থানগড়। মহাস্থানগড় প্রাচীন পুণ্ড্র নগরীর ধ্বংসাবশেষ বলে পণ্ডিতেরা মনে করেন।

অন্যদিকে পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় বঙ্গের পাশাপাশি সমতটের অবস্থান। সমতটের রাজধানী বড় কামতা এবং দেবপর্বত কুমিল্লার লালমাই পাহাড়ে অবস্থিত। গঙ্গা-ভাগীরথীর পূর্ব তীর থেকে শুরু করে মেঘনার মোহনা পর্যন্ত সমুদ্রকূলবর্তী এলাকা এবং বর্তমান ভারতের ত্রিপুরার প্রাচীন অংশই সমতট। কুমিল্লার ময়নামতিতে কয়েকটি প্রাচীন নিদর্শনের সন্ধান পাওয়া গেছে। শালবন বিহার এদের অন্যতম।

উল্লিখিত জনপদ দুটি তুলনা করে দেখা যায়, অবস্থানগত ও বৈশিষ্ট্যগত দিক থেকে কিছু অমিল রয়েছে।

ঘ "ছবি-১ তথা সোমপুর বিহার, ছবি-২ তথা শালবন বিহার, ছবি-২ তথা শালবন বিহার ও মহাস্থানগড় সবগুলোই প্রাচীন ঐতিহ্যের সাক্ষ্য বহন করছে"- উক্তিটি যথার্থ।

প্রাচীন বাংলার জনপদগুলো থেকে তখনকার বাংলার ভৌগোলিক অবয়ব, সীমারেখা, রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য, সামাজিক অবস্থা ও সমৃদ্ধি প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা পাওয়া যায়। যার ফলে তখনকার বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়। প্রাচীন যুগে বাংলা বর্তমান বাংলাদেশের মতো একক ও অখণ্ড ছিল না। সাম্রাজ্যভিত্তিক বা কেন্দ্রীয় শাসন শুরু হওয়ার আগে বাংলা ছোট ছোট অনেকগুলো অঞ্চলে বিভক্ত ছিল এবং স্থানীয়ভাবে শাসিত হতো। প্রাচীনকালে প্রাপ্ত বিভিন্ন ঐতিহাসিক উপাদান হতে বিভিন্ন জনপদ যেমন– বঙ্গ, গৌড়, পুণ্ড্র, হরিকেল, সমতট এগুলোর নাগরিকদের জীবনযাত্রা, অবস্থান, বিস্তৃতি, সম্পর্কে যে তথ্য পাওয়া যায় তা থেকে বিভিন্ন সময়ে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের ভৌগোলিক অবস্থানের পরিবর্তন সম্পর্কে আংশিক ধারণা লাভ করা যায়।

প্রাচীন বাংলার সোমপুর বিহার, শালবন বিহার ও মহাস্থানগড় থেকে আমরা তখনকার বাংলার ভৌগোলিক অবয়ব, সীমারেখা, রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা লাভ করতে পারি।

সুতরাং বলা যায়, "ছবি-১, ছবি-২ ও মহাস্থানগড় সবগুলোই প্রাচীন ঐতিহ্যের সাক্ষ্য বহন করছে"- উক্তিটি যথার্থ।

প্রশ্ন ▶ ১০ বাংলাদেশে প্রায় প্রতি বছরই বন্যায় নদীর তীরবর্তী এলাকা প্লাবিত হয়। বন্যা পরবর্তী উর্বর পলিমাটিতে প্রচুর ফসল উৎপাদিত হয়।

যুক্তি দিয়ে কথা বলা শাহেদের স্বভাব। তিনি মনে করেন যে, একটি আদর্শ রাষ্ট্র চায় সৎ নাগরিক। অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার জন্য তিনি একটি সংঘ গড়ে তোলেন। অনেকে তার নাম দিয়েছে যুক্তিবাদী দার্শনিক শাহেদ।

ক. সফিস্ট কী? ১
খ. মিশরকে নীল নদের দান বলা হয় কেন? ২
গ. প্রথম অনুচ্ছেদে বর্ণিত বিষয়বস্তুর সাথে কোন সভ্যতার মিল পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. "উদ্দীপকের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের বিষয়বস্তু কোনো এক প্রাচীন সভ্যতার দর্শন ও দার্শনিকের প্রতিনিধিত্ব করছে"– উক্তিটির সমর্থনে তোমার মতামত দাও। ৪

১০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক গ্রিসের যুক্তিবাদী দার্শনিকদেরকে বলা হতো সফিস্ট।

খ ইতিহাসের জনক হেরোডোটাস মিশরকে নীলনদের দান বলেছেন। নীলনদ না থাকলে মিশর মরুভূমিতে পরিণত হতো।

প্রাচীনকালে প্রতিবছর নীলনদে বন্যা হতো। বন্যার পানি সরে গেলে দুই তীরে পলিমাটি পড়ে জমি উর্বর হতো। জমে থাকা পলিমাটিতে জন্মাতো নানা ধরনের ফসল। প্রায় সমস্ত মিশর নীলনদের পানি দিয়ে গঠিত এবং নীলনদের জলে উর্বর সুজলা-সুফলা, শস্য-শ্যামলা হয়েছে। মিশরে শীতকালে তেমন বৃষ্টিপাত হয় না। ফলে এ শুষ্ক মৌসুমে তারা নীলনদের পানি দিয়ে গম, ধান, যব, আখ, তুলা প্রভৃতি মূল্যবান কৃষিজ ফসল চাষ করে। এসব কারণে মিশরকে নীলনদের দান বলা হয়।

গ প্রথম অনুচ্ছেদে বর্ণিত বিষয়বস্তুর সাথে প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতার মিল পাওয়া যায়।

মিশরের নীল নদের উৎপত্তি আফ্রিকার লেক ভিক্টোরিয়া থেকে। সেখান থেকে নদটি নানা দেশ হয়ে মিশরের মধ্য দিয়ে ভূমধ্যসাগরে এসে পড়েছে। ইতিহাসের জনক হেরোডোটাস যথার্থই বলেছেন, 'মিশর নীল নদের দান'। নীল নদ না থাকলে মিশর মরুভূমিতে পরিণত হতো।

প্রাচীনকালে প্রতিবছর নীলনদে বন্যা হতো। বন্যার পর পানি সরে গেলে দুই তীরে পলিমাটি পড়ে জমি উর্বর হয়ে যেত। জমে থাকা পলিমাটিতে জন্মাত নানা ধরনের ফসল।

উদ্দীপকে দেখা যায়, বাংলাদেশে প্রায় প্রতি বছরই বন্যায় নদীর তীরবর্তী এলাকা প্লাবিত হয়। বন্যা পরবর্তী উর্বর পলিমাটিতে প্রচুর ফসল উৎপাদিত হয়। আর এ ঘটনার সাথে প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতার মিল পাওয়া যায়।

তাই বলা যায়, প্রথম অনুচ্ছেদে বর্ণিত বিষয়বস্তুর সাথে প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতার মিল পাওয়া যায়।

ঘ "উদ্দীপকের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের বিষয়বস্তু প্রাচীন সভ্যতার দর্শন ও দার্শনিকের প্রতিনিধিত্ব করছে" উক্তিটি যথার্থ।

দার্শনিক চিন্তার ক্ষেত্রে গ্রিসে অভূতপূর্ব উন্নতি হয়েছিল। পৃথিবী কীভাবে সৃষ্টি হয়েছে, প্রতিদিন কীভাবে এর পরিবর্তন ঘটছে−এসব ভাবতে গিয়ে গ্রিসে দর্শনচর্চার সূত্রপাত। থালেস ছিলেন প্রথম দিককার দার্শনিক। তিনিই প্রথম সূর্যগ্রহণের প্রাকৃতিক কারণ ব্যাখ্যা করেন। এরপর গ্রিসে যুক্তিবাদী দার্শনিকের আবির্ভাব ঘটে। তাঁদের বলা হতো সফিস্ট। তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে, চূড়ান্ত সত্য বলে কিছু নেই। পেরিক্লিস তাঁদের অনুসারী ছিলেন। সক্রেটিস ছিলেন এ দার্শনিকদের মধ্যে সবচেয়ে খ্যাতিমান। তার শিক্ষার মূল দিক ছিল আদর্শ রাষ্ট্র ও সৎ নাগরিক গড়ে তোলা। অন্যায় শাসনের প্রতিবাদ করার শিক্ষাও তিনি দেন। সক্রেটিসের শিষ্য প্লেটো গ্রিক দর্শনকে চরম উন্নতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম হন। প্লেটোর শিষ্য অ্যারিস্টটলও একজন বড়ো দার্শনিক ছিলেন।

সুতরাং বলা যায়, "উদ্দীপকের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ প্রাচীন গ্রিক সভ্যতার দর্শন ও দার্শনিকের প্রতিনিধিত্ব করছে।"

প্রশ্ন ▸ ১১

দৃশ্যকল্প-১ :	সমরতন্ত্র, ভূমিদাস, অনগ্রসরতা, ডোরীয়
দৃশ্যকল্প-২ :	গণতন্ত্র, রাজনীতি, উন্নয়ন, সোলন বিজ্ঞান

ক. নবোপলীয় যুগ কী? ১

খ. রোম নগরীকে সাতটি পর্বতের নগরী বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. দৃশ্যকল্প-১ এ উল্লিখিত তথ্যাবলি গ্রিক সভ্যতার কোন দিককে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. "দৃশ্যকল্প-২ এ উল্লিখিত তথ্যসমূহই গ্রিক সভ্যতার প্রকৃত পরিচায়ক"− উক্তিটির যথার্থতা নিরূপণ করো। ৪

১১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক পুরনো পাথরের যুগ শেষ হয় মানুষের যাযাবর জীবনের অবসান ঘটিয়ে কৃষিভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। আর এ যুগকে বলা হয় নতুন পাথরের যুগ বা নবোপলীয় যুগ।

খ রোম নগরীকে সাতটি পর্বতের নগরী বলা হয়।

গুরুত্বপূর্ণ টাইবার নদীর উৎসমুখ থেকে প্রায় বারো-তোরো মাইল দূরে সাতটি পর্বতশ্রেণির ওপর রোম অবস্থিত। এজন্য রোমকে 'সাতটি পবর্তের নগরী' বলা হয়। রোমের ইতিহাস প্রায় আড়াই হাজার বছরের পুরোনো।

গ দৃশ্যকল্প-১ এ উল্লিখিত তথ্যাবলি গ্রিক সভ্যতার সামরিক নগররাষ্ট্র স্পার্টার সামগ্রিক চিত্রকে নির্দেশ করে।

প্রাচীন গ্রিসে যে অসংখ্য নগররাষ্ট্র গড়ে উঠেছিল তার মধ্যে একটি ছিল স্পার্টা। এ নগর রাষ্ট্রের অবস্থান ছিল দক্ষিণ গ্রিসের পেলোপনেসাস নামক অঞ্চলে। অন্যান্য নগর রাষ্ট্র থেকে স্পার্টা ছিল আলাদা। স্পার্টানদের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, সমরতন্ত্র দ্বারা তারা প্রভাবিত ছিল। মানুষের মানসিক উন্নতির দিকে নজর না দিয়ে সামরিক শক্তি সঞ্চয়ের দিকে তাদের দৃষ্টি ছিল বেশি। খ্রিষ্টপূর্ব ৮০০ অব্দে দীর্ঘ যুদ্ধের পর ডোরীয় যোদ্ধারা স্পার্টা দখল করতে সক্ষম হয়েছিল। পরাজিত স্থানীয় অধিবাসীদেরকে ভূমিদাস বা হেলট বলা হতো। তাছাড়া এরা সুযোগ পেলেই বিদ্রোহ করত। ফলে ক্ষমতা টিকিয়ে রাখা আর বিদ্রোহ দমন ছাড়া স্পার্টার রাজাদের মাথায় আর কোনো চিন্তা ছিল না। স্পার্টার সমাজ তৈরি হয়েছিল যুদ্ধের প্রয়োজনকে ঘিরে। সরকারের মূল উদ্দেশ্য ছিল যুদ্ধের জন্য নাগরিকদের প্রস্তুত করা ও যুদ্ধ পরিচালনা করা। সামরিক দিকে অত্যধিক মনোযোগ দেওয়ার কারণে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে তারা ছিল অনগ্রসর।

উদ্দীপকের দৃশকল্প-১ এ সমরতন্ত্র, ডোরীয়, ভূমিদাস ও অনগ্রসরতা এই চারটি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। উপরের আলোচনায় দেখা যায়, সামরিক নগররাষ্ট্র স্পার্টাও এই চারটি বিষয়কে কেন্দ্র করে আবর্তিত ছিল। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের প্রথম অংশে গ্রিক সভ্যতার সামরিক নগররাষ্ট্র স্পার্টার বিষয় প্রতিফলিত হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকের দৃশ্যকল্প-২ এ গ্রিক সভ্যতার গণতান্ত্রিক নগররাষ্ট্র এথেন্সের চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে। গণতান্ত্রিক নগররাষ্ট্র এথেন্সই হলো গ্রিক সভ্যতার প্রকৃত পরিচায়ক− উক্তিটি সঠিক ও যথার্থ।

প্রাচীন গ্রিসে যে অসংখ্য নগররাষ্ট্র গড়ে উঠেছিল তার মধ্যে একটি ছিল এথেন্স। প্রাচীন গ্রিসে প্রথম গণতন্ত্রের সূচনা হয় এথেন্সে। তবে প্রথম দিকে এথেন্স ছিল রাজতন্ত্র। খ্রিষ্টপূর্ব সপ্তম শতকে রাজতন্ত্রের পরিবর্তে এক ধরনের অভিজাততন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। এরপর সাধারণ মানুষের মধ্যে ক্ষোভ সৃষ্টি হয় এবং তাদের নামে কিছু লোক ক্ষমতা দখল করে নেয়, তাদের বলা হতো টাইরান্ট। দেশের মারাত্মক সংকটের সময়ে সব শ্রেণি সর্বসম্মতভাবে কয়েকজনকে সংস্কারের জন্য আহ্বান জানায়। তাদের মধ্যে খ্যাতিমান ছিলেন সোলন। সোলনের পর জনগণের কল্যাণে তাদের অধিকার দেওয়ার জন্য এগিয়ে আসেন পিসিসট্রেটাস এবং ক্লিসথেনিস। তারা জনগণের কল্যাণে অনেক আইন পাস করেন। তবে চূড়ান্ত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় পেরিক্লিসের সময়। তার সময়কে গ্রিক সভ্যতার স্বর্ণযুগ বলা হতো। পেরিক্লিসের যুগে এথেন্স সর্বক্ষেত্রে উন্নতির শিখরে আরোহণ করে। ৪৩০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে এথেন্সের ভয়াবহ মহামারিতে এক-চতুর্থাংশ লোক মৃত্যুবরণ করে। এই মহামারিতে পেরিক্লিসেরও মৃত্যু ঘটে। তাঁর মৃত্যুর পর পরই এথেন্সের দুর্ভোগ শুরু হয়। তবে জ্ঞান-বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য ও রাজনীতি সর্বক্ষেত্রে নগররাষ্ট্র এথেন্সের জনগণের অবদান ছিল অবিস্মরণীয়। আর উদ্দীপকের দ্বিতীয় অংশে এ বিষয়গুলোরই প্রতিফলন ঘটেছে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের দ্বিতীয় অংশ অর্থাৎ গণতান্ত্রিক নগররাষ্ট্র এথেন্সই গ্রিক সভ্যতার প্রকৃত পরিচায়ক।

রাজশাহী বোর্ড-২০২৪

বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা)

বিষয় কোড 1 5 3

সময় : ৩০ মিনিট | পূর্ণমান : ৩০

[**বিশেষ দ্রষ্টব্য :** সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসংবলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১]

প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না।

১. **উয়ারী বটেশ্বর কোথায় অবস্থিত?**
K নরসিংদী L বগুড়া M কুমিল্লা N নওগাঁ

২. **মিশরীয়দের কাছে নীল নদের দেবতা হিসেবে পরিচিত ছিল কে?**
K আমন রো L ওসিরিস M অ্যাপোলো N জিউস

৩. **মিশরীয়রা পিরামিড তৈরি করেছিল কেন?**
K পিরামিড তৈরির উপাদানের সহজলভ্যতার কারণে
L শক্তি প্রদর্শনের জন্য
M দেবতাদের সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে
N মৃতদেহ রক্ষার উদ্দেশ্যে

☐ **নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৪ থেকে ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
বোরহানপুর অঞ্চলের জনগণের ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধি মামুন। জনপ্রতিনিধি হওয়ায় জনগণের কাছে দায়বদ্ধতা থেকে তিনি এলাকার সার্বিক উন্নয়নে যথেষ্ট ভূমিকা রাখেন।

৪. **উদ্দীপকের মামুনের জনপ্রতিনিধি হওয়ার পদ্ধতি নিচের কোন নগর রাষ্ট্রের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ?**
K এথেন্স L স্পার্টা M থিবস N হরপ্পা

৫. **উক্ত পদ্ধতি গ্রহণের ফলে নগর রাষ্ট্রটিতে –**
i. জনসাধারণের মধ্যে সন্তুষ্টি পরিলক্ষিত হয়
ii. উন্নয়ন অগ্রযাত্রা ত্বরান্বিত হয়
iii. জনসাধারণের সাথে বিচার বিভাগের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৬. **রাজা শশাঙ্ক কোন অঞ্চলের রাজা ছিলেন?**
K বঙ্গ L পুণ্ড্র M গৌড় N হরিকেল

৭. **রাজা বল্লাল সেনের শাসনামলে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রভাব বৃদ্ধির কারণ ছিল–**
i. কৌলিন্য প্রথা চালু ii. রাষ্ট্রীয় অনুকূল্য লাভ
iii. বৌদ্ধ ভিক্ষুদের মধ্যকার বিরোধ
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

☐ **নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
ভূগোল ক্লাস করতে গিয়ে হাসান পৃথিবীর মানচিত্র নিয়ে পড়ালেখা করছিল। পুরো পৃথিবী সম্পর্কে ধারণা পেতে তার একটি পৃষ্ঠাই যথেষ্ট দেখে সে এই মানচিত্রের উদ্ভাবকের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানালো।

৮. **হাসান কোন সভ্যতার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানালো?**
K মিশরীয় L গ্রিক M রোমান N সিন্ধু

৯. **গিয়াসউদ্দিন ইওজ খলজি তার অশ্বারোহী বাহিনীর প্রতি পুরোপুরি নির্ভর করতে পারেননি কেন?**
K অশ্বারোহী বাহিনী দুর্বল ছিল L অশ্বের সরবরাহে ঘাটতি ছিল
M নদ-নদী পরিবেষ্টিত দেশ হওয়ায় N সুফি দরবেশদের পরামর্শে

১০. **হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপাল থেকে সংগ্রহ করেন কোনটি?**
K রামায়ণ L মহাভারত M পুরান N চর্যাপদ

১১. **প্রাচীন বাংলায় অধ্যাপনা করা কোন বর্ণের মানুষদের কাজ ছিল?**
K ব্রাহ্মণ L ক্ষত্রিয় M বৈশ্য N শূদ্র

১২. **শালবন বিহার কোথায় অবস্থিত?**
K বগুড়া L নরসিংদী M কুমিল্লা N নওগাঁ

১৩. **মধ্যযুগে বাংলায় হিন্দু সমাজের "গুরুবাদ" মুসলিম সমাজে প্রবেশ করেছিল কীভাবে?**
K মুসলমানদের আগ্রহে L হিন্দুদের আগ্রহে
M পূর্ববর্তী বিশ্বাসের প্রভাবে N পুরোহিতদের প্ররোচনায়

☐ **নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১৪ থেকে ১৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**

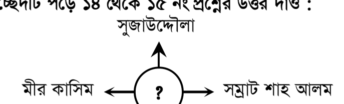

১৪. **উদ্দীপকের "?" চিহ্নিত স্থানে নিচের কোনটি যুক্তিযুক্ত?**
K পলাশির যুদ্ধ L বক্সারের যুদ্ধ M দ্বৈত শাসন N ছিয়াত্তরের মনন্তর

১৫. **উক্ত ঘটনার ফলশ্রুতিতে –**
i. ভূমি ব্যবস্থাপনায় ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে
ii. দেশীয় শক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে
iii. জাতীয়তাবাদী চেতনা স্থিমিত হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

১৬. **তিতুমীরের লাটিয়াল বাহিনীর প্রধান ছিলেন কে?**
K মজনু শাহ L গোলাম মাসুম M ভবানী পাঠক N মাদার বক্স

১৭. **ফকির সন্ন্যাসীরা ইংরেজ বিরোধী আন্দোলনে জড়িয়ে পড়ার অন্যতম কারণ কোনটি?**
K তিতুমীরের আমন্ত্রণ L হাজী শরিয়তউল্লাহর আগ্রহ
M ফরাসিদের প্ররোচনায় N ইংরেজ কর্তৃক সুবিধা বঞ্চিত হওয়ায়

☐ **নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১৮নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
রাশিদা কমলপুর চরাঞ্চলের বাসিন্দা। সেখানকার শিক্ষাবঞ্চিত ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষগুলো তাদের মেয়েদের পড়ালেখা না করিয়ে অল্প বয়সে বিয়ে দিত রাশিদা অভিবাকদের সচেতন করে তাদের মেয়েদের পড়ালেখার জন্য আগ্রহী করে গড়ে তোলেন।

১৮. **উদ্দীপকে রাশিদা নিচের কোন মহিয়সী নারীর প্রতিনিধিত্ব করছেন?**
K প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার L লক্ষ্মীবাঈ
M হজরত মহল N বেগম রোকেয়া

১৯. **১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রত্যক্ষ কারণ কোনটি?**
K নারীদের প্রতি অসম্মান
L দেশীয় স্থাপত্য নিদর্শন ধ্বংসের প্রতিবাদ
M ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত
N হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের আন্তঃবিরোধ

২০. **"আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি" গানটির রচয়িতা কে?**
K রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর L দ্বিজেন্দ্রলাল রায়
M রজনীকান্ত N মুকুন্দ দাস

২১. **তমদ্দুন মজলিস গঠনে নেতৃত্ব দেন কে?**
K ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ L অধ্যাপক আবুল কাশেম
M খাজা নাজিমুদ্দীন N আব্দুল মতিন

২২. **১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের প্রতীক কী ছিল?**
K হারিকেন L নৌকা M মোমবাতি N হাতুড়ি

২৩. **প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে বাংলা যুগ যুগ ধরে বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে নিরাপদ হওয়ার অন্যতম কারণ কোনটি?**
K শক্তিশালী সামরিক বাহিনীর উপস্থিতি
L পাশ্ববর্তী রাষ্ট্রের সাথে মিত্রতার সম্পর্ক
M বিশেষ ধরনের সামরিক অস্ত্রের মজুদ
N নদী, সাগর ও পাহাড় পরিবেষ্ঠিত হওয়ায়

☐ **নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ২৪ থেকে ২৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
খলিলগঞ্জ অঞ্চলের ছোট গ্রাম রায়পুর। সেখানে বিভিন্ন ধর্মের মানুষের বসবাস। ঈদ, পূজা, বৈশাখী পূর্ণিমায় তারা যার যার ধর্মীয় অনুষ্ঠান শান্তিপূর্ণভাবে পালন করেন। পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের ফলে সে অঞ্চলে কখনো অস্থিতিশীল পরিবেশ সৃষ্টি হয়নি।

২৪. **উদ্দীপকের রায়পুর গ্রামে নিচের কোন বৈশিষ্ট্যটি দৃশ্যমান?**
K জাতীয়তাবাদ L গণতন্ত্র M সমাজতন্ত্র N ধর্মনিরপেক্ষতা

২৫. **উক্ত বৈশিষ্ট্যের ফলে বাংলাদেশে –**
i. সাম্প্রদায়িকতার ঝুঁকি কমে যায় ii. বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্থিতিশীলতা দেখা যায়
iii. উন্নয়ন অগ্রযাত্রা ব্যাহত হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

২৬. **মুজিবনগর সরকারের প্রধানমন্ত্রী কে ছিলেন?**
K বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান L সৈয়দ নজরুল ইসলাম
M তাজউদ্দিন আহমেদ N ক্যাপ্টেন এম. মনসুর আলী

২৭. **সুলতান গিয়াসউদ্দিন আজম শাহের সুখ্যাতির অন্যতম কারণ কোনটি?**
K বৈদেশিক ক্ষেত্রে সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠা L সামরিক বাহিনীর দক্ষতা
M কৃষি ক্ষেত্রে ব্যাপক বিপ্লব N বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা

☐ **নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ২৮নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
কামাল জোরপূর্বক রোহিতপুর ক্লাবের সভাপতির পদটি দখল করেন। পরবর্তী নির্বাচনে সদস্যদের সমর্থন না পাওয়ার আশংকায় সভাপতি নির্বাচনের প্রচলিত পদ্ধতি পরিবর্তন করে তার পছন্দমতো এক বিশেষ পদ্ধতিতে নির্বাচন করে সভাপতি হন। ক্লাবের সদস্যরা এর প্রতিবাদ করেন।

২৮. **কামালের নির্বাচন পদ্ধতি নিচের কোন নেতার নির্বাচনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ?**
K ইস্কান্দার মির্জা L আইয়ুব খান
M ইয়াহিয়া খান N মালিক ফিরোজ খান

২৯. **জেনারেল এরশাদ সোভিয়েত কূটনৈতিককে ঢাকা থেকে বহিস্কার করেন কেন?**
K জনদাবীর প্রেক্ষিতে L ভারত সরকারের চাপে
M নির্বাচনী অঙ্গীকার পূরণে N মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সন্তস্টির উদ্দেশ্যে

৩০. **"যতদিন রবে পদ্মা যমুনা
গৌরি মেঘনা বহমান
ততদিন রবে কীর্তি তোমার
শেখ মুজিবুর রহমান"
কবিতাংশটির রচয়িতা কে ছিলেন?**
K মুকুন্দ দাস L কাজী নজরুল ইসলাম
M অন্নদাশঙ্কর রায় N রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

■ **খালি ঘরগুলোতে পেনসিল দিয়ে উত্তরগুলো লেখো। এরপর প্রদত্ত উত্তরমালার সাথে মিলিয়ে দেখো তোমার উত্তরগুলো সঠিক কি না।**

উত্তর	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15	
	16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30	

রাজশাহী বোর্ড-২০২৪

বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা (সৃজনশীল)

বিষয় কোড | 1 | 5 | 3 |

সময় : ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

পূর্ণমান : ৭০

[**দ্রষ্টব্য :** ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ দিয়ে পড়ো এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর যথাযথ উত্তর দাও। যেকোনো **সাতটি** প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

১। ইতিহাসের শিক্ষক জনাব রায়হান সাহেব ইতিহাসের উপাদানের তালিকা তৈরি করতে বলায় ছাত্রছাত্রীরা নিম্নোক্ত তালিকাটি উপস্থাপন করে –

সন্ধ্যাকর নন্দী	রামচরিত
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান	অসমাপ্ত আত্মজীবনী
ফা হিয়েন	ফো কুয়ো কি
কৌটিল্য	অর্থশাস্ত্র

ক. ঐতিহ্য কী? ১

খ. ইতিহাস কীভাবে মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধি করে? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে উপস্থাপিত উপাদানটি ইতিহাসের কোন ধরনের উপাদান? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের তথ্যসমূহ ইতিহাস রচনার খণ্ডিত চিত্রেরই প্রতিফলন– মতামত দাও। ৪

২। 'ক' সভ্যতার মানুষ সূর্যগ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন। তাদের শিক্ষার মূল দিক ছিল আদর্শ রাষ্ট্র গঠন ও সৎ নাগরিক গড়ে তোলা। তারাই প্রথম পৃথিবীর মানচিত্র অঙ্কন করেন।

ক. 'হায়ারোগ্লিফিক' কী? ১

খ. সিন্ধু সভ্যতার নগর পরিকল্পনার ব্যাখ্যা দাও। ২

গ. উদ্দীপকের তথ্যগুলো কোন সভ্যতার প্রতিনিধিত্ব করছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "রোমান সভ্যতা ধর্মীয় ক্ষেত্রে উক্ত সভ্যতার দ্বারা প্রভাবিত ছিল"– বিশ্লেষণ কর। ৪

৩।

(i) ত্রিপুরায় গোপন বৈঠক
(ii) সাক্ষী ২২৭ জন
(iii) মুখ্যমন্ত্রী শচীন্দ্রলাল সিংহ

ক. এন. ডি. এফ এর পূর্ণরূপ কী? ১

খ. আমাদের বাঁচার দাবি বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের তথ্যগুলো কোন ঐতিহাসিক ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর উক্ত ঘটনা বাঙালিদের জাতীয়তাবাদী চেতনার স্ফুরণে ভূমিকা রেখেছিল? উত্তরের সপক্ষে মতামত দাও। ৪

৪। সাকিব ও রেহান দুই বন্ধু। সাকিব বলল গ্রীষ্মের ছুটিতে আমরা সপরিবারে কুমিল্লা বেড়াতে গিয়েছিলাম। সেখানে আমরা শালবন বিহারসহ অন্যান্য ঐতিহাসিক দর্শনীয় স্থানগুলো পরিদর্শন করেছি।
অন্যদিকে বন্ধু রেহান বলল, আমি প্রাচীন বাংলার প্রথম স্বাধীন রাজা শশাঙ্কের রাজধানী দেখতে গিয়েছিলাম। যা আমাকে প্রতিবেশী দেশটিকে নতুনভাবে পরিচয় করে দিয়েছে।

ক. বরেন্দ্র কোন এলাকা জুড়ে বিস্তৃত? ১

খ. বাংলার মানুষের জীবনে ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যের প্রভাব ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে সাকিবের পরিদর্শনকৃত এলাকাটি কোন জনপদের অন্তর্ভুক্ত? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উক্ত ভ্রমণকৃত স্থানগুলো থেকে কি প্রাচীন বাংলার সামগ্রিক চিত্র পাওয়া সম্ভব? মতামত দাও। ৪

৫। 'ক' অঞ্চলের শাসক নিতু সাহা পিতার যোগ্য উত্তরসূরি। তাঁর সময়ে পিতার রাজ্য রক্ষাসহ পার্শ্ববর্তী অঞ্চল নিজ রাজ্যভুক্ত করেন। তিনি একজন সুপণ্ডিত ও বিদ্যানুরাগী ছিলেন এবং তাঁর লেখনী প্রতিভা ছিল অসামান্য। বৃদ্ধ বয়সে তিনি কিছু কাজ অসম্পূর্ণ রেখে তার পুত্র রাজ সাহার হাতে রাজ্যভার অর্পণ করেন। পরবর্তীতে রাজ সাহা পিতার অসম্পূর্ণ কাজগুলো সম্পন্ন করেন।

ক. শশাংকের রাজধানী কোথায় ছিল? ১

খ. বাংলায় কৌম ব্যবস্থা চিরস্থায়ী হয়নি কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে শাসক নিতু সাহা কোন বংশের কোন শাসকের প্রতিনিধিত্ব করছেন? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে রাজ সাহা সেন বংশের যে শাসকের প্রতিনিধিত্ব করছে তার দুর্বলতার সুযোগেই বাংলায় মুসলিম সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, বিশ্লেষণ কর। ৪

৬। রাজ ও মনি দুই বন্ধু। রাজের বাড়ি নরসিংদী জেলায়। সেখানে রয়েছে প্রাগৌতিহাসিক যুগের পাথর, জীবাশ্ম কাঠের হাতিয়ার, নদী অববাহিকায় নদীবন্দর ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কেন্দ্র। অপরদিকে মনির বাড়ি রাজশাহীতে। যেখানে তারা বিয়েতে গায়ে হলুদ দেয়, পায়ে আলতা পড়ে, অতিথিদেরকে পান সুপারি দিয়ে আপ্যায়ন করে।

ক. সংকরজন কী? ১

খ. সতীদাহ প্রথা বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত রাজ এর আবাসস্থল প্রাচীন বাংলার কোন নগর সভ্যতার স্মৃতি বহন করে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. মনিদের এলাকার বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান যে সমাজের জনজীবনের সংস্কৃতির কথা মনে করিয়ে দেয় তা বিশ্লেষণ কর। ৪

৭। স্বল্প উচ্চতার অধিকারী মাহির স্বীয় কর্মশক্তিতে বিশ্বাসী। সে উচ্চতর ডিগ্রি অর্জনের পর কর্মসংস্থানের চেষ্টা করেন। অজানা কোনো কারণে কর্তৃপক্ষের নজরে আসতে ব্যর্থ হন। কিন্তু সে হাল ছাড়েনি। অবশেষে তার বুদ্ধি ও মেধারগুণে সে বর্তমানে উচ্চ পদে আসীন। উত্তর খিজিরপুরের একজন যোগ্য শাসক জনাব কবির। বিশৃঙ্খলপূর্ণ রাজত্বকালকে তিনি সে সময়কার স্বর্ণযুগে পরিণত করেন। তাঁর দক্ষতার মাধ্যমে তার এলাকার শাসন কার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে ধর্ম, বর্ণের কোনো ভেদাভেদ করতেন না। ফলে তাঁর শান্তিপূর্ণ রাজত্বকালে প্রজারা শান্তিতে বসবাস করত।

ক. সুবা কী? ১

খ. বার ভূঁইয়া বলতে কী বোঝায়? ২

গ. মাহির কোন মুসলিম শাসকের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে অনুপ্রাণিত হয়ে সফল হয়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. জনাব কবির যে মুসলিম শাসকের প্রতিনিধিত্ব করছেন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষায় তার ভূমিকা কী ছিল? বিশ্লেষণ কর। ৪

৮।

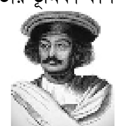

ছবি-১

ছবি-২

ক. ফরায়েজি আন্দোলন কী? ১

খ. ইন্ডিগো কমিশন কেন গঠন করা হয়? ২

গ. সমাজ সংস্কারক হিসেবে চিত্র-১ এ প্রদর্শিত ব্যক্তির অবদান ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের চিত্র-২ এর ব্যক্তি দ্বারা সৃষ্ট ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন কীভাবে কৃষক আন্দোলনে রূপ নেয়? বিশ্লেষণ কর। ৪

৯। দৃশ্যকল্প-১ : বাদল জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে একটি পার্ক দেখে বাদলের ব্রিটিশ ভারতের একটি সংগ্রামের কথা মনে পড়ে। এই পার্কেই অনেক দৈনিককে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করা হয়।
দৃশ্যকল্প-২ : সিসাপুর ইউনিয়ন আয়তনে বড় হওয়ায় সব দিকের উন্নয়ন একইভাবে করা সম্ভব হয় না। তাই ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান সিসাপুর ইউনিয়নকে দুই অঞ্চলে ভাগ করেন। কিন্তু ইউনিয়নের কিছু জনগণ এই বিভক্তি মেনে না নেওয়ায় চেয়ারম্যান আবার সিসাপুর ইউনিয়নের দুই অংশকে একত্রিত করেন।

ক. স্বত্ববিলোপ নীতি কী? ১

খ. খিলাফত আন্দোলন কেন হয়েছিল? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. দৃশ্যকল্প-১ এ বাদলের দেখা পার্কটি কোন ঐতিহাসিক সংগ্রামের সাক্ষ্য বহন করে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "দৃশ্যকল্প-২ এর ঘটনায় বাংলার মানুষের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা যায়"– পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

১০।

A	B
১৯৪৭ সাল ১৯৪৮ সাল ১৯৫২ সাল	প্রাদেশিক নির্বাচন ১৯৫৪ সাল ব্যালট বিপ্লব ২১টি নির্বাচনি ইশতেহার

ক. COP এর পূর্ণরূপ লেখ। ১

খ. মৌলিক গণতন্ত্রের ধারণাটি ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে ছক-A এর সালগুলো কোন আন্দোলনের সাথে সংশ্লিষ্ট? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. ছক-B এর তথ্যগুলো যে আন্দোলনের সাথে সংশ্লিষ্টতা ছিল মুসলিম লীগের ব্যর্থ শাসনের বিরুদ্ধে বাঙালির ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদ– বিশ্লেষণ কর। ৪

১১।

ছক-ক	ছক-খ
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চীন ইরান সৌদি আরব	ভারত সোভিয়েত ইউনিয়ন পোল্যান্ড কিউবা

ক. জাতিসংঘের মূল লক্ষ্য কী? ১

খ. 'কনসার্ট ফর বাংলাদেশ' কীভাবে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সহায়তা করেছিল? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে ছক-ক এর উল্লিখিত দেশগুলোর ভূমিকা ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. ছক-খ এর দেশগুলোর সহায়তা আমাদের স্বাধীনতা অর্জনকে ত্বরান্বিত করেছে– তোমার পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

উত্তরমালা

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

উত্তর	1	K	2	L	3	N	4	K	5	N	6	M	7	K	8	L	9	M	10	N	11	K	12	M	13	M	14	L	15	N
	16	L	17	N	18	N	19	M	20	K	21	L	22	L	23	N	24	N	25	K	26	M	27	K	28	L	29	N	30	M

সৃজনশীল

প্রশ্ন ▶ ০১ ইতিহাসের শিক্ষক জনাব রায়হান সাহেব ইতিহাসের উপাদানের তালিকা তৈরি করতে বলায় ছাত্রছাত্রীরা নিম্নোক্ত তালিকাটি উপস্থাপন করে –

সন্ধ্যাকর নন্দী	রামচরিত
বঙ্গাবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান	অসমাপ্ত আত্মজীবনী
ফা হিয়েন	ফো কুয়ো কি
কৌটিল্য	অর্থশাস্ত্র

ক. ঐতিহ্য কী? ১

খ. ইতিহাস কীভাবে মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধি করে? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে উপস্থাপিত উপাদানটি ইতিহাসের কোন ধরনের উপাদান? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের তথ্যসমূহ ইতিহাস রচনার খণ্ডিত চিত্রেরই প্রতিফলন– মতামত দাও। ৪

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ঐতিহ্য হচ্ছে অতীতের অভ্যাস, শিক্ষা, ভাষা, শিল্প, সাহিত্য-সংস্কৃতি যা ভবিষ্যতের জন্য সংরক্ষিত থাকে।

খ ইতিহাসের জ্ঞান মানুষকে তার কর্মের পরিণতি সম্পর্কে সজাগ করার মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধি করে।

ইতিহাস হচ্ছে মানবসভ্যতার বিবর্তনের সঙ্গে সম্পর্কিত বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের ধারাবাহিক ও সত্যনিষ্ঠ বিবরণ। ফলে ইতিহাস পাঠের মাধ্যমে মানবগোষ্ঠীর উত্থান-পতন, সভ্যতার বিকাশ ও পতনের কারণগুলো জানার মাধ্যমে মানুষ ভালো ও মন্দের মধ্যে পার্থক্য সহজেই অনুধাবন করতে পারে এবং নিজের কর্মের পরিণতি সম্পর্কে সচেতন থাকে। এভাবেই ইতিহাস পাঠ মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধি করে।

গ উদ্দীপকে উপস্থাপিত উপাদানটি ইতিহাসের লিখিত উপাদান।

ইতিহাস রচনার লিখিত উপাদানের মধ্যে রয়েছে সাহিত্য, বৈদেশিক বিবরণ, দলিলপত্র ইত্যাদি। বিভিন্ন দেশি-বিদেশি সাহিত্যকর্মেও তৎকালীন সময়ের কিছু তথ্য পাওয়া যায়। যেমন– বেদ, কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র', কলহনের 'রাজতরঙ্গিনী', মিনহাজ-উস-সিরাজের' তবকাত-ই-নাসিরী' বঙ্গাবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' ইত্যাদি। বিদেশি পর্যটকদের বিবরণ সব সময়ই ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান বলে বিবেচিত হয়েছে। যেমন– পঞ্চম থেকে সপ্তম শতকে বাংলায় আগত চৈনিক পরিব্রাজক যথাক্রমে ফা-হিয়েন, হিউয়েন সাং ও ইৎসিং-এর বর্ণনা। পরবর্তী সময়ে আফ্রিকান পরিব্রাজক ইবনে বতুতাসহ অন্যদের লেখাতেও এ অঞ্চল সম্পর্কে বিবরণ পাওয়া গিয়েছে। এসব বর্ণনা থেকে তৎকালীন সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতি, ধর্ম, আচার-অনুষ্ঠান সম্পর্কে অনেক তথ্য জানা যায়।

উদ্দীপকের তালিকাটিতে সন্ধ্যাকর নন্দী, বঙ্গাবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, ফা হিয়েন, কৌটিল্য, রামচরিত, অসমাপ্ত, আত্মজীবনী, ফো-কুয়ো-কি, অর্থ শাস্ত্রের উল্লেখ করা হয়েছে। যা ইতিহাসের লিখিত উপাদানের অন্তর্ভুক্ত।

তাই বলা যায়, উদ্দীপকে উপস্থাপিত উপাদানটি ইতিহাসের লিখিত উপাদান।

ঘ উদ্দীপকের তথ্যসমূহ তথা লিখিত উপাদান ইতিহাস রচনার খণ্ডিত চিত্রেরই প্রতিফলন– মন্তব্যটি যথার্থ।

ইতিহাস হলো অতীতের ঘটনাবলির বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ ধারাবাহিক বিবরণ। আর যেসব তথ্য-প্রমাণের ওপর ভিত্তি করে ঐতিহাসিক সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব, তাকেই ইতিহাসের উপাদান বলা হয়। বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস রচনায় ইতিহাসের লিখিত ও অলিখিত উভয় উপাদানই গুরুত্বপূর্ণ। শুধু লিখিত উপাদান বা শুধু অলিখিত উপাদান দ্বারা পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনা করা সম্ভব নয়। কেননা, একটিমাত্র উপাদান কোনো বিষয় সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ তথ্য-উপাত্ত দিতে পারে না। এ জন্য একজন ঐতিহাসিক সম্ভাব্য সমস্ত উৎস থেকে তথ্য খোঁজেন এবং সেগুলো সমন্বয় করে সঠিক ইতিহাস রচনার চেষ্টা করে থাকেন। কারণ ইতিহাসে আবেগ, অনুমান বা অতিকথনের স্থান নেই। ইতিহাসকে হতে হবে যথার্থ ও বাস্তবধর্মী। আর এ ক্ষেত্রে ইতিহাসের লিখিত উপাদানের সাথে অলিখিত উপাদানের সমন্বয় সাধন করা প্রয়োজন।

উদ্দীপকে তালিকাটিতে উপস্থাপিত লিখিত উপাদানসমূহ সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিত', বঙ্গাবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রচিত 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী', ফা হিয়েন কর্তৃক রচিত 'ফো কুয়ো কি' এবং কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র' থেকে তৎকালীন সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতি, ধর্ম, আচার-অনুষ্ঠান সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায়। অপরদিকে ইতিহাসের অলিখিত উপাদান থেকেও তৎকালীন সময়ের সমাজ, ধর্ম, রাজনীতি, অর্থনীতি সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায়। এই দুই উপাদানের সমন্বয়ে বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ ইতিহাস জানা সম্ভব।

পরিশেষে বলা যায়, উদ্দীপকের লিখিত উপাদান থেকে সম্পূর্ণ ইতিহাস জানা সম্ভব নয়। লিখিত উপাদানের সাথে অলিখিত উপাদানের সমন্বয় প্রয়োজন। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের তথ্যসমূহ ইতিহাস রচনার খণ্ডিত চিত্রেরই প্রতিফলন।

প্রশ্ন ▶ ০২ 'ক' সভ্যতার মানুষ সূর্যগ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন। তাদের শিক্ষার মূল দিক ছিল আদর্শ রাষ্ট্র গঠন ও সৎ নাগরিক গড়ে তোলা। তারাই প্রথম পৃথিবীর মানচিত্র অঙ্কন করেন।

ক. 'হায়ারোগ্লিফিক' কী? ১
খ. সিন্ধু সভ্যতার নগর পরিকল্পনার ব্যাখ্যা দাও। ২
গ. উদ্দীপকের তথ্যগুলো কোন সভ্যতার প্রতিনিধিত্ব করছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "রোমান সভ্যতা ধর্মীয় ক্ষেত্রে উক্ত সভ্যতার দ্বারা প্রভাবিত ছিল"– বিশ্লেষণ কর। ৪

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মিশরীয় চিত্রলিপিকে বলা হয় হায়ারোগ্লিফিক বা পবিত্র অক্ষর।

খ সিন্ধুসভ্যতা ছিল ভারতীয় উপমহাদেশের প্রাচীনতম সভ্যতা। এ সভ্যতার প্রধান দুটি শহর ছিল হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারো। হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারো ছিল নগর সভ্যতা। এখানে নাগরিক জীবনের সকল সুব্যবস্থা ছিল। ঘরবাড়ি ছিল পোড়ামাটির ইট দিয়ে তৈরি। নগরীর ভিতর দিয়ে চলে গেছে পাকা রাস্তা। রাস্তাগুলো ছিল সোজা। প্রত্যেকটি বাড়িতে খোলা জায়গা, কূপ ও স্নানাগার ছিল। পানি নিষ্কাশনের জন্য ছোট ছোট নর্দমাগুলো মূল নর্দমার সাথে সংযুক্ত ছিল। রাস্তাঘাট পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা হতো। পথের ধারে সারিবদ্ধ ল্যাম্পপোস্ট ছিল।

গ উদ্দীপকের তথ্যগুলো গ্রিক সভ্যতার প্রতিনিধিত্ব করছে।
দার্শনিক চিন্তার ক্ষেত্রে গ্রিসের অভূতপূর্ব উন্নতি হয়েছিল। পৃথিবী কীভাবে সৃষ্টি হয়েছে, প্রতিদিন কীভাবে এর পরিবর্তন ঘটছে– এসব ভাবতে গিয়ে গ্রিসে দর্শনচর্চার সূত্রপাত। থালেস ছিলেন প্রথম দিককার দার্শনিক। তিনিই প্রথম সূর্যগ্রহণের প্রাকৃতিক কারণ ব্যাখ্যা করেন। এরপর গ্রিসে যুক্তিবাদী দার্শনিকের আবির্ভাব ঘটে। তাদের বলা হতো সফিস্ট। তারা বিশ্বাস করতেন যে, চূড়ান্ত সত্য বলে কিছু নেই। পেরিক্লিস তাদের অনুসারী ছিলেন। সক্রেটিস ছিলেন এ দার্শনিকদের মধ্যে সবচেয়ে খ্যাতিমান। তার শিক্ষার মূল দিক ছিল আদর্শ রাষ্ট্র এবং সৎ নাগরিক গড়ে তোলা। অন্যায় শাসনের প্রতিবাদ করার শিক্ষাও তিনি দেন। সক্রেটিসের শিষ্য প্লেটো গ্রিক দর্শনকে চরম উন্নতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম হন। প্লেটোর শিষ্য এরিস্টটলও একজন বড় দার্শনিক ছিলেন।
উদ্দীপকে যা গ্রিক সভ্যতার বৈশিষ্ট্যের সাথে মিল রয়েছে।
তাই বলা যায়, উদ্দীপকের তথ্যগুলো গ্রিক সভ্যতার প্রতিনিধিত্ব করছে।

ঘ "রোমান সভ্যতা ধর্মীয় ক্ষেত্রে গ্রিক সভ্যতা দ্বারা প্রভাবিত ছিল"- উক্তিটি যথার্থ।
রোমানরা ধর্মীয় ক্ষেত্রে গ্রিকদের দ্বারা প্রভাবিত ছিল। অনেক গ্রিক দেব-দেবীর নাম পরিবর্তন হয়ে রোমানদের দেব-দেবী হয়েছে। রোমানদের অন্যতম প্রধান দেবতার নাম ছিল জুপিটার। অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ দেব-দেবী হচ্ছে জুনো, নেপচুন, মার্স, ভলকান, ভেনাস, মিনার্ভা, ব্যাকাস ইত্যাদি। রোমান দেবমন্দিরে প্রধান পুরোহিত ছিলেন যাঁরা, তাঁরা ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পরিচালনা করতেন। তবে রোমানদের পরকালের প্রতি বিশ্বাস ছিল না। অগাস্টাস সিজারের সময় থেকে ঈশ্বর হিসেবে সম্রাটকে পূজা করার রীতি চালু হয়। উল্লেখ্য, এ সময় খ্রিষ্টধর্মের প্রবর্তক যিশুখ্রিষ্টের জন্ম হয়। পরবর্তীকালে রোমান ধর্মের পাশাপাশি খ্রিষ্টধর্ম বিস্তার লাভ করতে থাকে। অনেক রোমান এই ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করে। এতে সম্রাট ক্ষুব্ধ হন কারণ খ্রিষ্টধর্মের অনুশাসন মেনে চলতে গেলে সম্রাটকে আর ঈশ্বরের মতো পূজা করা যায় না। ফলে রোমান সম্রাটরা এই ধর্ম প্রচার বন্ধ করে দেন এবং খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণকারী রোমানদের ওপর নির্যাতন শুরু করেন। কিন্তু সম্রাট কন্সটানটাইন খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করেন এবং এই ধর্মকে রোমান সরকারি ধর্মে পরিণত করেন। সুতরাং বলা যায়, রোমান সভ্যতা ধর্মীয় ক্ষেত্রে গ্রিক সভ্যতার দ্বারা প্রভাবিত ছিল।

প্রশ্ন ▶ ০৩

(i) ত্রিপুরায় গোপন বৈঠক
(ii) সাক্ষী ২২৭ জন
(iii) মুখ্যমন্ত্রী শচীন্দ্রলাল সিংহ

ক. এন. ডি. এফ এর পূর্ণরূপ কী? ১
খ. আমাদের বাঁচার দাবি বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকের তথ্যগুলো কোন ঐতিহাসিক ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. তুমি কি মনে কর উক্ত ঘটনা বাঙালিদের জাতীয়তাবাদী চেতনার স্ফুরণে ভূমিকা রেখেছিল? উত্তরের সপক্ষে মতামত দাও। ৪

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক এন. ডি. এফ এর পূর্ণরূপ– ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট।

খ আমাদের বাঁচার দাবি বলতে ছয় দফাকে বোঝায়।
১৮-২০ শে মার্চ, ১৯৬৬ সালে আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটিতে ছয় দফা গৃহীত হওয়ার পর বঙ্গবন্ধু ছয় দফার পক্ষে জনমত গড়ে তোলার জন্য বিভিন্ন স্থানে ২০ মার্চ থেকে ৮ মে পর্যন্ত ৩২ টি জনসভায় বক্তব্য দেন। তিনি ছয় দফাকে 'আমাদের বাঁচার দাবি' আখ্যায়িত করেন।

গ উদ্দীপকের তথ্যগুলো আগরতলা মামলার সাথে সম্পৃক্ত।
আগরতলা মামলাটি করা হয়েছিল ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে পূর্ব বাংলার গণমানুষের মুক্তির জন্য সশস্ত্র সংগ্রামের প্রস্তুতির অভিযোগে। পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্মের পর থেকেই পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানিদের বৈষম্য ক্রমেই বাড়ছিল। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জনমানুষের সাথে অধিক সম্পৃক্ততা তাকে পূর্ব পাকিস্তানের জননেতায় পরিণত করেছিল। বিভিন্ন সময় বঙ্গবন্ধুর সাথে নানা পেশার, বিশেষ করে সামরিক বাহিনীর তরুণ বাঙালি সদস্যদের যোগাযোগ হয়। একসময় তিনি সশস্ত্র বিপ্লবের দিকে আকৃষ্ট হন। এদিকে সামরিক বাহিনীতে বিদ্যমান বৈষম্যের কারণে কয়েকজন বাঙালি অফিসার ও সেনাসদস্য গোপনে সশস্ত্র বিপ্লবের জন্য সংগঠিত হতে থাকেন। কিন্তু পাকিস্তান সরকারের গোয়েন্দা সংস্থার কাছে বিষয়টি প্রকাশ হয়ে পড়ে। এ ষড়যন্ত্রের জন্য বঙ্গবন্ধুকে প্রধান আসামি হিসেবে অভিযুক্ত করা হয়। এ মামলাটি দায়ের করা হয় ১৯৬৮ সালের জানুয়ারি মাসে। এ মামলায় অভিযুক্ত ছিলেন ৩৫ জন এবং সাক্ষীর সংখ্যা ছিল সরকার পক্ষের ১১ জন রাজসাক্ষীসহ মোট ২২৭ জন। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের রাজধানী

আগরতলায় গোপনে বৈঠক হয়। এজন্য মামলাটির নাম হয় আগরতলা মামলা। কিন্তু সরকারি নথিতে এর নাম হলো 'রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য'।

উদ্দীপকে উল্লিখিত ত্রিপুরায় গোপন বৈঠক, সাক্ষী ২২৭ জন, মুখ্যমন্ত্রী শচীন্দ্রলাল সিংহ প্রভৃতি আগরতলা মামলার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ হ্যাঁ, আগরতলা মামলার ঘটনা বাঙালিদের জাতীয়তাবাদী চেতনার স্ফুরণে ভূমিকা রেখেছিল।

বাঙালিদের মধ্যে জাতীয়তাবাদী চেতনার স্ফুরণে এই মামলা গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। যে উদ্দেশ্যে আইয়ুব সরকার আগরতলা মামলা দায়ের করেছিল তা আদৌ সফল হয়নি; বরং এটি আইয়ুব সরকারের জন্য বুমেরাং হয়ে দেখা দেয়।

ঐতিহাসিক আগরতলা মামলা থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তির পর উনসত্তরের গণআন্দোলন নতুন রূপ লাভ করে। ২৩শে ফেব্রুয়ারি সংবর্ধনা সভায় বঙ্গবন্ধু ১১ দফা দাবির প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করেন এবং ৬ দফা ও ১১ দফা বাস্তবায়নে প্রতিশ্রুতি দেন। এই সময় তাকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করা হয়। ২৬শে ফেব্রুয়ারি আইয়ুব খানের সাথে বঙ্গবন্ধু গোলটেবিল বৈঠকে ৬ দফা ও ১১ দফার প্রশ্নে অটল থাকেন। এদিকে পশ্চিম পাকিস্তানেও আইয়ুববিরোধী আন্দোলন ব্যাপক আকার ধারণ করে। গোলটেবিল বৈঠকের আলোচনা বারবার ব্যর্থ হতে থাকে। পুরো দেশে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটে। মার্চ মাসে সেনাবাহিনীর গুলিতে ৯০ জন নিহত হয়। অবশেষে ১০ই মার্চের বৈঠকে আইয়ুব খান সংসদীয় পদ্ধতি প্রবর্তন ও প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচনের কথা ঘোষণা করেন। ২২শে মার্চ আইয়ুব খান পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর মোনায়েম খানকে অপসারণ করেন। তাতেও গণআন্দোলন থামানো যায়নি। ২৫শে মার্চ আইয়ুব খান সেনাপ্রধান জেনারেল ইয়াহিয়া খানের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। এভাবে পূর্ব পাকিস্তানে আইয়ুববিরোধী গণঅভ্যুত্থান সফলতা অর্জন করে। আন্দোলনের এ সাফল্য পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা আরও বাড়িয়ে দেয় এবং বাঙালি জাতীয়তাবাদের চেতনার প্রকাশ তুঙ্গে ওঠে।

প্রশ্ন ▸ ০৪ সাকিব ও রেহান দুই বন্ধু। সাকিব বলল গ্রীষ্মের ছুটিতে আমরা সপরিবারে কুমিল্লা বেড়াতে গিয়েছিলাম। সেখানে আমরা শালবন বিহারসহ অন্যান্য ঐতিহাসিক দর্শনীয় স্থানগুলো পরিদর্শন করেছি।

অন্যদিকে বন্ধু রেহান বলল, আমি প্রাচীন বাংলার প্রথম স্বাধীন রাজা শশাঙ্কের রাজধানী দেখতে গিয়েছিলাম। যা আমাকে প্রতিবেশী দেশটিকে নতুনভাবে পরিচয় করে দিয়েছে।

ক. বরেন্দ্র কোন এলাকা জুড়ে বিস্তৃত? ১

খ. বাংলার মানুষের জীবনে ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যের প্রভাব ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে সাকিবের পরিদর্শনকৃত এলাকাটি কোন জনপদের অন্তর্ভুক্ত? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উক্ত ভ্রমণকৃত স্থানগুলো থেকে কি প্রাচীন বাংলার সামগ্রিক চিত্র পাওয়া সম্ভব? মতামত দাও। ৪

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বগুড়া, দিনাজপুর ও রাজশাহী জেলার অনেক অঞ্চল এবং সম্ভবত পাবনা জেলা জুড়ে বরেন্দ্র অঞ্চল বিস্তৃত।

খ কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চলের মানুষের জীবনাচরণ ও ইতিহাসের ওপর সে অঞ্চলের জলবায়ু বা ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যের প্রভাব অপরিসীম। আর এজন্যই পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের জীবনধারা ও আচার-আচরণে পরিলক্ষিত হয় স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য।

আবহাওয়া, জলবায়ু বা ঋতুবৈচিত্র্যের কারণেই ঝড়-জলোচ্ছ্বাস অথবা প্রকৃতির সাথে যুদ্ধ করতে গিয়েই মানুষ হয়ে ওঠে সংগ্রামী। জলবায়ুর তারতম্যের কারণেই গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলের মানুষেরা সুতি ও পাতলা কাপড় পরিধান করে। আবার শীতপ্রধান অঞ্চলের মানুষেরা মোটা কাপড় পরিধান করে। তাই একটি অঞ্চলের জলবায়ু উক্ত অঞ্চলের জনগণের জীবনাচরণে ভীষণভাবে প্রভাবিত করে ।

গ উদ্দীপকে সাকিবের পরিদর্শনকৃত এলাকটি সমতট জনপদের অন্তর্ভুক্ত।

পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় বঙ্গের পাশাপাশি সমতটের অবস্থান। সমতটের রাজধানী বড় কামতা এবং দেবপর্বত কুমিল্লার লালমাই পাহাড়ে অবস্থিত। গঙ্গা-ভাগীরথীর পূর্ব তীর থেকে শুরু করে মেঘনার মোহনা পর্যন্ত সমুদ্রকূলবর্তী এলাকা এবং বর্তমান ভারতের ত্রিপুরার প্রাচীন অংশই সমতট। কুমিল্লার ময়নামতিতে কয়েকটি প্রাচীন নিদর্শনের সন্ধান পাওয়া গেছে। শালবন বিহার এদের অন্যতম।

উদ্দীপকে যা প্রাচীন বাংলার সমতট জনপদের সাথে মিল রয়েছে।

তাই বলা যায়, উদ্দীপকে সাকিবের পরিদর্শনকৃত এলাকটি সমতট জনপদের অন্তর্ভুক্ত।

ঘ উদ্দীপকে উক্ত ভ্রমণকৃত স্থানগুলো থেকে প্রাচীন বাংলার সামগ্রিক চিত্র পাওয়া সম্ভব নয়। এখানে শুধু সমতট ও গৌড় জনপদ সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। যার মাধ্যমে প্রাচীন বাংলার আংশিক চিত্র পাওয়া সম্ভব। কেননা এ দুটি জনপদ ছাড়াও আরও অনেক জনপদ রয়েছে যেগুলো প্রাচীন বাংলা সম্পর্কে তথ্য প্রদান করে।

প্রাচীন বাংলার জনপদগুলো থেকে তখনকার বাংলার ভৌগোলিক অবয়ব, সীমারেখা, রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য, সামাজিক অবস্থা ও সমৃদ্ধি প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা পাওয়া যায়। যার ফলে তখনকার বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়। প্রাচীন যুগে বাংলা বর্তমান বাংলাদেশের মতো একক ও অখণ্ড ছিল না। সাম্রাজ্যভিত্তিক বা কেন্দ্রীয় শাসন শুরু হওয়ার আগে বাংলা ছোট ছোট অনেকগুলো অঞ্চলে বিভক্ত ছিল এবং স্থানীয়ভাবে শাসিত হতো। প্রাচীনকালে প্রাপ্ত বিভিন্ন ঐতিহাসিক উপাদান হতে বিভিন্ন জনপদ যেমন– বঙ্গ, গৌড়, পুন্ড্র, হরিকেল, সমতট এগুলোর নাগরিকদের জীবনযাত্রা, অবস্থান, বিস্তৃতি, সম্পর্কে যে তথ্য পাওয়া যায় তা থেকে বিভিন্ন সময়ে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের ভৌগোলিক অবস্থানের পরিবর্তন সম্পর্কে আংশিক ধারণা লাভ করা যায়।

সুতরাং বলা যায়, কেবল সমতট ও গৌড় জনপদ থেকে প্রাচীন বাংলার সামগ্রিক চিত্র পাওয়া সম্ভব নয়।

প্রশ্ন ▶ ০৫ 'ক' অঞ্চলের শাসক নিতু সাহা পিতার যোগ্য উত্তরসূরি। তাঁর সময়ে পিতার রাজ্য রক্ষাসহ পার্শ্ববর্তী অঞ্চল নিজ রাজ্যভুক্ত করেন। তিনি একজন সুপন্ডিত ও বিদ্যানুরাগী ছিলেন এবং তাঁর লেখনী প্রতিভা ছিল অসামান্য। বৃদ্ধ বয়সে তিনি কিছু কাজ অসম্পূর্ণ রেখে তার পুত্র রাজ সাহার হাতে রাজ্যভার অর্পণ করেন। পরবর্তীতে রাজ সাহা পিতার অসম্পূর্ণ কাজগুলো সম্পন্ন করেন।

ক. শশাংকের রাজধানী কোথায় ছিল? ১

খ. বাংলায় কৌম ব্যবস্থা চিরস্থায়ী হয়নি কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে শাসক নিতু সাহা কোন বংশের কোন শাসকের প্রতিনিধিত্ব করছেন? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে রাজ সাহা সেন বংশের যে শাসকের প্রতিনিধিত্ব করছে তার দুর্বলতার সুযোগেই বাংলায় মুসলিম সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, বিশ্লেষণ কর। ৪

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক শশাংকের রাজধানী ছিল কর্ণসুবর্ণ।

খ বাংলায় রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কারণে কৌম ব্যবস্থা চিরস্থায়ী হয়নি।

যে সমাজে বাংলার অধিবাসীদের মধ্যে তেমন কোনো রাজনৈতিক পরিচয় ছিল না তাই কৌম সমাজ। মৌর্য শাসনের পূর্বে বাংলায় অধিবাসীদের মধ্যে কোনো রাজনৈতিক পরিচয় গড়ে ওঠেনি। এ সময় সমাজ বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত ছিল। তখন রাজা ছিল না, রাজত্বও ছিল না। পঞ্চায়েত প্রথায় স্থানীয় কৌম শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হতো। খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকের পূর্বেই বাংলায় রাজতন্ত্রের বিকাশ ঘটলে কৌম ব্যবস্থা ভেঙে যেতে থাকে। যার ফলে বাংলার কৌম ব্যবস্থা চিরস্থায়ী হয়নি।

গ উদ্দীপকে শাসক নিতু সাহা সেন বংশের বল্লাল সেনের প্রতিনিধিত্ব করছেন।

সেন বংশের সুপন্ডিত শাসক বল্লাল সেন অত্যন্ত সুপন্ডিত ছিলেন। বিদ্যা ও বিদ্বানের প্রতি তার যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। তিনি বেদ, স্মৃতি, পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছিলেন। তার একটি বিরাট গ্রন্থাগার ছিল। কবি বা লেখক হিসেবে সংস্কৃত সাহিত্যে তার দান অপরিসীম। বল্লাল সেনের পূর্বে বাংলার কোনো প্রাচীন রাজা এরূপ লেখনী প্রতিভার পরিচয় দিতে পারেননি। তিনি 'দানসাগর' ও 'অদ্ভুতসাগর' নামে দুটি গ্রন্থ রচনা করেন। অবশ্য 'অদ্ভুতসাগর' গ্রন্থের অসমাপ্ত অংশ তার পুত্র লক্ষণ সেন সম্পূর্ণ করেছিলেন। এ গ্রন্থদ্বয় তার আমলের ইতিহাসের অতীব মূল্যবান উপকরণ। তিনি রামপালে নতুন রাজধানী স্থাপন করেছিলেন। বল্লাল সেন তন্ত্র হিন্দুধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ফলে তার রাজত্বকালে ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায় এবং বৌদ্ধধর্ম দুর্বল হয়ে পড়ে। তিনি হিন্দু সমাজকে নতুন করে গঠন করার উদ্দেশ্যে 'কৌলীন্য প্রথা' প্রবর্তন করেছিলেন। এর ফলে সামাজিক আচার-ব্যবহার, বিবাহ অনুষ্ঠান প্রভৃতি বিষয়ে কুলীন শ্রেণির লোকদিগকে কতকগুলো বিশেষ রীতিনীতি মেনে চলতে হতো।

তাই বলা যায়, শাসক নিতু সাহা সেন বংশের বল্লাল সেনের প্রতিনিধিত্ব করছে।

ঘ উদ্দীপকে রাজ সাহা সেন বংশের লক্ষণ সেনের প্রতিনিধিত্ব করছে। তার দুর্বলতার সুযোগেই বাংলায় মুসলিম সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

সেন বংশ ১০৬১ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১২০৪ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় দেড়শ বছর বাংলা শাসন করে। সেন বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন সামন্ত সেন এবং শেষ রাজা ছিলেন লক্ষণ সেন। লক্ষণ সেনের সময় তেরো শতকের প্রথমদিকে মুসলমান সেনাপতি বখতিয়ার খলজি নদীয়া আক্রমণ করেন। বৃদ্ধ লক্ষণ সেন কোনো প্রতিরোধ না করে নদীপথে পূর্ববঙ্গের রাজধানী বর্তমান মুন্সীগঞ্জ জেলার বিক্রমপুর আশ্রয় গ্রহণ করেন। উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম বাংলা বখতিয়ার খলজি সহজেই অধিকার করে নেন। লক্ষণাবতীকে (গৌড়) কেন্দ্র করে বাংলায় মুসলিম সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় অবস্থান করে লক্ষণ সেন আরও ২/৩ বছর রাজত্ব করেন। খুব সম্ভব ১২০৬ খ্রিষ্টাব্দে (মতান্তরে ১২০৫ খ্রিষ্টাব্দে) তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। লক্ষণ সেনের মৃত্যুর পর তার দুই পুত্র বিশ্বরূপ সেন ও কেশব সেন কিছুকাল পূর্ব বাংলা শাসন করেন। এভাবে লক্ষণ সেনের পরাজয়ের মধ্য দিয়ে বাংলায় সেন শাসনের অবসান ঘটে এবং বাংলায় এক নতুন যুগের সূচনা হয়।

প্রশ্ন ▶ ০৬ রাজ ও মনি দুই বন্ধু। রাজ্যের বাড়ি নরসিংদী জেলায়। সেখানে রয়েছে প্রাগৌতিহাসিক যুগের পাথর, জীবাশ্ম কাঠের হাতিয়ার, নদী অববাহিকায় নদীবন্দর ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কেন্দ্র। অপরদিকে মনির বাড়ি রাজশাহীতে। যেখানে তারা বিয়েতে গায়ে হলুদ দেয়, পায়ে আলতা পড়ে, অতিথিদেরকে পান সুপারি দিয়ে আপ্যায়ন করে।

ক. সংকরজন কী? ১

খ. সতীদাহ প্রথা বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত রাজ এর আবাসস্থল প্রাচীন বাংলার কোন নগর সভ্যতার স্মৃতি বহন করে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. মনিদের এলাকার বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান যে সমাজের জনজীবনের সংস্কৃতির কথা মনে করিয়ে দেয় তা বিশ্লেষণ কর। ৪

৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাঙালির জনপ্রকৃতিতে বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর ধারা এসে মিলিত হয়েছে। এটি তাদেরকে সংকরজন হিসেবে পরিচিত করেছে।

খ স্বামীর মৃত্যু হলে স্ত্রীকেও মৃত স্বামীর চিতায় সহমরণে যাওয়ার প্রথাকে বলা হয় সতীদাহ প্রথা।

সতীদাহ প্রথা একটি ঘৃণ্য এবং অমানবিক প্রথা। তাই মুঘল শাসক থেকে আরম্ভ করে ইংরেজ অনেক শাসক এটি বন্ধে জোর প্রচেষ্টা চালায়। সচেতন হিন্দু সমাজ এ প্রথার চরম বিরোধিতা করে। সবশেষে ১৮২৯ সালে লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক সতীদাহ প্রথা বিলাপে আইন পাস করে এ প্রথা বন্ধ করতে সক্ষম হন।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত রাজ এর আবাসস্থল প্রাচীন বাংলার উয়ারী-বটেশ্বর নগর সভ্যতার স্মৃতি বহন করে।

অতি সম্প্রতি উয়ারী-বটেশ্বর গ্রামে প্রায় আড়াই হাজার বছরের প্রাচীন এক নগর সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে। নরসিংদী জেলার বেলাব, শিবপুর ও রায়পুরা উপজেলার ৫০টি স্থান থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে প্রাগৈতিহাসিক যুগের পাথর ও প্রস্তরীভূত জীবাশ্ম-কাঠের হাতিয়ার, তাম্র-প্রস্তর সংস্কৃতির প্রত্নবস্তু। উয়ারী-বটেশ্বর ছিল

বাংলাদেশের প্রাচীনতম নগরী। এখান থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে মাটির দুর্গ-প্রাচীর, পরিখা, পাকা রাস্তা, পার্শ্ব-রাস্তাসহ ইটনির্মিত স্থাপত্য কীর্তি। পুরাতন এখানে বিকশিত হয়েছিল স্বল্প-মূল্যবান পাথরের নয়নাভিরাম পুঁতি তৈরির কারখানা। এখানে আবিষ্কৃত ব্রহ্মপুত্র নদ অববাহিকায় অবস্থিত উয়ারী-বটেশ্বর ছিল একটি নদীবন্দর ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকেন্দ্র। এ উপমহাদেশের প্রাচীনতম ছাপাঙ্কিত রৌপ্যমুদ্রা ও মুদ্রাভার, অনন্য স্থাপত্যকীর্তি, হরেক রকমের পুঁতি, সুদর্শন লকেট ও মন্ত্রপূত কবচ, বাটখারা, পোড়ামাটির ও ধাতব শিল্পবস্তু, মৃৎপাত্র, চিত্রশিল্প ইত্যাদি শিল্পীর দক্ষতা, উন্নত শিল্পবোধ ও দর্শনের পরিচয় বহন করে।

এগুলো প্রাচীন বাংলার উয়ারী বটেশ্বর নগর সভ্যতাকে নির্দেশ করে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে উল্লিখিত রাজ এর আবাসস্থল প্রাচীন বাংলার উয়ারী-বটেশ্বর নগর সভ্যতার স্মৃতি বহন করে।

ঘ মনিরের এলাকার বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান প্রাচীন বাংলার হিন্দু সমাজ ব্যবস্থার জনজীবনের সংস্কৃতির কথা মনে করিয়ে দেয়।

প্রাচীন যুগের সমাজব্যবস্থায় বেশকিছু আর্যপূর্ব আচার-অনুষ্ঠান বা প্রথার উপস্থিতি দেখা যায়। যার মধ্যে অন্যতম ছিল অতিথিদের পান সুপারি খেতে দেওয়া, শিবের গীত গাওয়া, বিয়েতে গায়ে হলুদ দেওয়া, ধুতি-শাড়ি পরা এবং বিয়ের সময় মেয়েদের কপালে সিঁদুর দেওয়া ইত্যাদি। এছাড়াও উদ্দীপকের সাথে প্রাচীন বাংলার সমাজব্যবস্থার আরও একটি দিক লক্ষণীয়, সেটি হলো, মেয়েদের লেখাপড়ার বিষয়। উদ্দীপকে উল্লিখিত হয়েছে মনি রানির পড়াশুনা শেষ করার কথা। প্রাচীন বাংলার সমাজব্যবস্থায় দেখা যায় বাঙালি মেয়েদের গুণাবলির সুখ্যাতি ছিল, মেয়েরা লেখাপড়া শিখত এবং হিন্দুসমাজে কিছু সামাজিক প্রথা বা আচার-আচরণের মাধ্যমে বিবাহ সম্পন্ন হতো বলে লক্ষ করা যায়।

সুতরাং বলা যায়, মনিদের এলাকার বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান প্রাচীন বাংলার হিন্দু সমাজব্যবস্থার জনজীবনের সংস্কৃতির কথা মনে করিয়ে দেয়।

প্রশ্ন ▶ ০৭ স্বল্প উচ্চতার অধিকারী মাহির স্বীয় কর্মশক্তিতে বিশ্বাসী। সে উচ্চতর ডিগ্রি অর্জনের পর কর্মসংস্থানের চেষ্টা করেন। অজানা কোনো কারণে কর্তৃপক্ষের নজরে আসতে ব্যর্থ হন। কিন্তু সে হাল ছাড়েনি। অবশেষে তার বুদ্ধি ও মেধারগুণে সে বর্তমানে উচ্চ পদে আসীন। উত্তর খিজিরপুরের একজন যোগ্য শাসক জনাব কবির। বিশৃঙ্খলপূর্ণ রাজত্বকালকে তিনি সে সময়কার স্বর্ণযুগে পরিণত করেন। তাঁর দক্ষতার মাধ্যমে তার এলাকার শাসন কার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে ধর্ম, বর্ণের কোনো ভেদাভেদ করতেন না। ফলে তাঁর শান্তিপূর্ণ রাজত্বকালে প্রজারা শান্তিতে বসবাস করত।

ক. সুবা কী? ১

খ. বার ভূঁইয়া বলতে কী বোঝায়? ২

গ. মাহির কোন মুসলিম শাসকের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে অনুপ্রাণিত হয়ে সফল হয়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. জনাব কবির যে মুসলিম শাসকের প্রতিনিধিত্ব করছেন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষায় তার ভূমিকা কী ছিল? বিশ্লেষণ কর। ৪

৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সুবা হচ্ছে প্রদেশের নাম। মুঘল আমলে প্রদেশগুলোকে সুবা বলা হতো।

খ মধ্যযুগে বাংলায় স্থানীয় অঞ্চলপ্রধান ও জমিদারদের মধ্যে যারা সম্রাট আকবর এবং জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে মোগল বিরোধী প্রতিরোধ গড়েছিলেন তারাই ইতিহাসে 'বারোভূঁইয়া' নামে পরিচিত।

১৫৭৬ খ্রিষ্টাব্দে সম্রাট আকবর বাংলা বিজয় সম্পন্ন করলেও বাংলার বড়ো বড়ো জমিদার মুঘলদের অধীনতা মেনে নেননি। জমিদারগণ তাদের নিজ নিজ জমিদারিতে স্বাধীন ছিলেন। তাদের শক্তিশালী সৈন্যদল ও নৌবহর ছিল এবং স্বাধীনতা রক্ষার জন্য তারা একজোট হয়ে মোগল সেনাপতির বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তেন। বাংলার ইতিহাসে এ জমিদারগণকে বারোভূঁইয়া বলা হয়। বারো বলতে মূলত বারোজনের সংখ্যা বোঝায় না। এখানে অনির্দিষ্ট সংখ্যক জমিদারদের বোঝাতেই বারো শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। বারোভূঁইয়াদের প্রভাবশালী জমিদার ছিলেন ঈশা খান, মুসা খান, কেদার রায়, প্রতাপাদিত্য প্রমুখ।

গ মাহির ইখতিয়ার উদ্দিন মুহম্মদ বখতিয়ার খলজির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে অনুপ্রাণিত হয়ে সফল হয়।

বখতিয়ার খলজি স্বীয় কর্মশক্তিতে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি ১১৯৫ খ্রিষ্টাব্দে নিজ জন্মভূমির মায়া ত্যাগ করে জীবিকার অন্বেষণে গজনীতে এসে শিহাবউদ্দিন ঘোরীর সৈন্য বিভাগে চাকরি প্রার্থী হয়ে শারীরিক বৈশিষ্ট্যের জন্য ব্যর্থ হন। গজনীতে ব্যর্থ হয়ে বখতিয়ার দিল্লিতে সুলতান কুতুবউদ্দিন আইবেকের দরবারে গেলে সেখান থেকেও তিনি ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসেন। এরপর বদাউনের শাসনকর্তা মালিক হিজবর উদ্দিনের কাছে গেলে তিনি মাসিক বেতনে তাকে সৈন্য বিভাগে নিযুক্ত করেন। কিন্তু উচ্চাভিলাষী বখতিয়ার এ ধরনের সামান্য বেতনভোগী সৈনিকের পদে সন্তুষ্ট থাকতে পারেননি। অল্পকাল পর তিনি বদাউন ত্যাগ করে অযোধ্যা যান। সেখানকার শাসনকর্তা হুসামউদ্দিনের অধীনে তিনি পর্যবেক্ষকের দায়িত্বে নিযুক্ত হন।

উদ্দীপকে যা বখতিয়ার খলজির বৈশিষ্ট্যের সাথে মিল রয়েছে। তাই বলা যায়, মাহির ইখতিয়ার উদ্দিন মুহম্মদ বখতিয়ার খলজির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অনুপ্রাণিত হয়ে সফল হয়।

ঘ জনাব কবির সুলতান আলাউদ্দিন হুসেন শাহের প্রতিনিধিত্ব করছেন। সাম্প্রতিক সম্প্রীতি রক্ষায় তার ভূমিকা অপরিসীম।

সুলতান আলাউদ্দিন হুসেন শাহ ছিলেন হুসেন শাহি যুগের শ্রেষ্ঠ সুলতান। তিনি আরব দেশীয় সৈয়দ বংশের লোক ছিলেন। পিতা সৈয়দ আশরাফ আল হুসাইনি ও ভাই ইউসুফের সাথে তিনি মক্কা হতে বাংলায় আসেন এবং রাঢ়ের চাঁদপাড়া গ্রামে প্রথমে বসবাস শুরু করেন। তিনি মুজাফফর শাহের অধীনে চাকরি লাভ করেন। পরে তিনি উজির হন। আর এভাবেই তিনি বাংলার ক্ষমতায় আসেন।

রাজ্যের শাসনভার গ্রহণের পর তিনি দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় গভীরভাবে আত্মনিয়োগ করেন। তার সময়ে বাংলার রাজ্যসীমা সবচেয়ে বেশি বৃদ্ধি পায়। তিনি কামরূপ ও কামতা জয় করেন। হাবসিদেরকে দমন ও রাজ্য থেকে বিতাড়িত করেন। তাছাড়া তিনি দেহরক্ষী পাইক বাহিনীর ক্ষমতা বিনাশ করে সম্ভ্রান্ত হিন্দু ও মুসলমানদের নিয়ে নতুন রক্ষীদল গঠন করেন। এছাড়াও তিনি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে সৈয়দ, মোঙ্গাল, আফগান, হিন্দুদেরকে নিয়োগ দানের মাধ্যমে অতি অল্প সময়ের মধ্যে রাজ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনেন।

রাজার জন্য রাজ্য জয়ই শেষ কথা নয়, যুগোপযোগী ও ন্যায়ভিত্তিক শাসনব্যবস্থাও যে অপরিহার্য তা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। তিন হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সৌহার্দ ও সম্প্রীতি স্থাপনের উদ্যোগ নেন। তার শাসনামলে সত্যপিরের আরাধনা হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
পরিশেষে বলা যায়, উদ্দীপকে বর্ণিত শাসকের কর্মকাণ্ড হুসেন শাহি বংশের আলাউদ্দিন হুসেন শাহের শাসনেরই প্রতিচ্ছবি।

প্রশ্ন ▸ ০৮

ছবি-১

ছবি-২

ক. ফরায়েজি আন্দোলন কী? ১

খ. ইন্ডিগো কমিশন কেন গঠন করা হয়? ২

গ. সমাজ সংস্কারক হিসেবে চিত্র-১ এ প্রদর্শিত ব্যক্তির অবদান ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের চিত্র-২ এর ব্যক্তি দ্বারা সৃষ্ট ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন কীভাবে কৃষক আন্দোলনে রূপ নেয়? বিশ্লেষণ কর। ৪

৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ফরায়েজি আন্দোলন উনিশ শতকে বাংলায় গড়ে ওঠা একটি সংস্কার আন্দোলন।

খ নীল বিদ্রোহের অবসানের জন্য ১৮৬১ সালে ব্রিটিশ সরকার ইন্ডিগো কমিশন বা নীল কমিশন গঠন করে। এ কমিশনের সুপারিশের ওপর ভিত্তি করে নীল চাষকে কৃষকদের 'ইচ্ছাধীন' বলে ঘোষণা করা হয়। তাছাড়া ইন্ডিগো কন্ট্রাক্ট বাতিল হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে নীল বিদ্রোহের অবসান হয়।

গ সমাজ সংস্কারক হিসেবে চিত্র-১ এ প্রদর্শিত রাজা রামমোহন রায়ের অবদান অপরিসীম।
বাংলার নবজাগরণের স্রষ্টা ভারতের প্রথম আধুনিক পুরুষ ছিলেন রাজা রামমোহন রায়। অসাধারণ পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন তিনি। বিশেষ করে আরবি, ফারসি, উর্দু, ল্যাটিন ও গ্রিক ভাষায় তিনি অসামান্য দক্ষতা অর্জন করেন। রাজা রামমোহন রায় নিজের চিন্তাধারার আলোকে নতুন সমাজ গঠনে প্রয়াসী হন। তিনি হিন্দুসমাজের সতীদাহ প্রথা, বাল্যবিবাহ, কৌলীন্য প্রথা ও অন্যান্য কুসংস্কার দূর করতে প্রচেষ্টা চালান। হিন্দুধর্মের সংস্কারের উদ্দেশ্যে 'আত্মীয় সভা' নামে একটি সমিতি গঠন করেন। ১৮২৮ সালের ২০ আগস্ট তিনি ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। শিক্ষাবিস্তারেও তার অবদান ছিল অসামান্য। তিনি ১৮২২ সালে কোলকাতায় 'অ্যাংলো-হিন্দু স্কুল' প্রতিষ্ঠা করেন। ইংরেজ সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ১ লক্ষ টাকা তিনি সংস্কৃত ও মাদ্রাসা শিক্ষায় ব্যয় না করে আধুনিক শিক্ষায় ব্যয় করার জন্য সরকারের প্রতি আবেদন করেন। এভাবে তিনি বাংলায় নবজাগরণের সূচনা করেন।
তাই বলা যায়, সমাজ সংস্কারক হিসেবে রাজা রামমোহন রায়ের অবদান অপরিসীম।

ঘ উদ্দীপকের চিত্র-২ এর ব্যক্তি তথা তিতুমিরের দ্বারা সৃষ্ট ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন কৃষক আন্দোলনে রূপ নেয়।
তিতুমির ১৮২৭ সালে ধর্মীয় সংস্কার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তার এ আন্দোলনে বহু মুসলমান বিশেষ করে চব্বিশ পরগনা এবং নদীয়া জেলা বহু কৃষক, তাঁতি যোগদান করে। ইংরেজ, জমিদার, নীলকরদের দ্বারা নির্যাতিত কৃষকরা দলে দলে তিতুমিরের বাহিনীতে যোগ দিলে ধর্মসংস্কারের আন্দোলন ব্যাপক কৃষক আন্দোলনে রূপ নেয়। ফলে শাসক-শোষক, জমিদারশ্রেণি কৃষকদের সংঘবদ্ধতা এবং তিতুমিরের শক্তিবৃদ্ধিতে শঙ্কিত হয়ে ওঠে। শেষ পর্যন্ত ১৮৩১ সালে তিতুমিরের বিরুদ্ধে ইংরেজ সরকার এক বিশাল সুশিক্ষিত সেনাবাহিনী প্রেরণ করে। এ বাহিনী তিতুমিরের নারিকেলবাড়িয়া বাঁশের কেল্লা আক্রমণ করে। ইংরেজদের কামান-বন্দুকের সামনে বীরের মতো লড়াই করে পরাজিত হয় তিতুমিরের বাহিনী। তিনি যুদ্ধে শহিদ হন। গোলার আঘাতে বাঁশের কেল্লা ধ্বংস হয়ে যায়। এভাবেই পরিসমাপ্তি ঘটে একটি সুসংগঠিত কৃষক আন্দোলনের। তিতুমির ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ব্যাপক কৃষক আন্দোলন গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন। ইংরেজদের গোলাবারুদ, নীলকর, জমিদারদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধের মুখে তার বাঁশের কেল্লা ছিল দুঃসাহস আর দেশপ্রেমের প্রতীক, যা যুগে যুগে বাঙালিকে অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে সাহস জুগিয়েছে, প্রেরণা জুগিয়েছে স্বাধীনতার পথে এগিয়ে যেতে।
সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের চিত্র-২ এর ব্যক্তি অর্থাৎ তিতুমিরের দ্বারা সৃষ্ট ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন নির্যাতিত ও নিপীড়িত কৃষকদের রক্ষা ও অন্যায় অত্যাচার প্রতিরোধের মধ্য দিয়ে ব্যাপক কৃষক আন্দোলনে রূপ নেয়।

প্রশ্ন ▸ ০৯ দৃশ্যকল্প-১ : বাদল জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে একটি পার্ক দেখে বাদলের ব্রিটিশ ভারতের একটি সংগ্রামের কথা মনে পড়ে। এই পার্কেই অনেক দৈনিককে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করা হয়।

দৃশ্যকল্প-২ : সিসাপুর ইউনিয়ন আয়তনে বড় হওয়ায় সব দিকের উন্নয়ন একইভাবে করা সম্ভব হয় না। তাই ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান সিসাপুর ইউনিয়নকে দুই অঞ্চলে ভাগ করেন। কিন্তু ইউনিয়নের কিছু জনগণ এই বিভক্তি মেনে না নেওয়ায় চেয়ারম্যান আবার সিসাপুর ইউনিয়নের দুই অংশকে একত্রিত করেন।

ক. স্বত্ববিলোপ নীতি কী? ১

খ. খিলাফত আন্দোলন কেন হয়েছিল? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. দৃশ্যকল্প-১ এ বাদলের দেখা পার্কটি কোন ঐতিহাসিক সংগ্রামের সাক্ষ্য বহন করে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "দৃশ্যকল্প-২ এর ঘটনায় বাংলার মানুষের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা যায়"– পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক স্বত্ববিলোপ নীতি হলো ব্রিটিশ শাসক লর্ড ডালহৌসির প্রবর্তিত এমন এক নীতি যাতে দত্তক পুত্র সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হতে পারত না।

খ তুরস্কের খলিফার মর্যাদা ও তুরস্কের অখণ্ডতা রক্ষার জন্য খিলাফত আন্দোলন হয়।
হিন্দু ও মুসলমানের মিলিত সংগ্রাম হিসেবে উপমহাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে খিলাফত আন্দোলন এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। তুরস্কের খলিফার মর্যাদা ও তুরস্কের অখণ্ডতা রক্ষার জন্য ভারতীয় মুসলিম সমাজ এই

আন্দোলন গড়ে তোলে। কেননা ভারতের মুসলমানেরা তুরস্কের সুলতানকে মুসলিম বিশ্বের খলিফা বা ধর্মীয় নেতা হিসেবে শ্রদ্ধা করতেন। কিন্তু তুরস্কের সুলতান প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটিশবিরোধী শক্তি জার্মানির পক্ষ অবলম্বন করায় ভারতীয় মুসলিম সমাজ বিব্রত হয়। যুদ্ধে জার্মানি হেরে গেলে তুরস্কের ভাগ্য বিপর্যয় ঘটে। ফলে ভারতীয় মুসলিমরা খিলাফত আন্দোলনের ডাক দেন।

গ দৃশ্যকল্প-১ এ বাদলের দেখা পার্কটি ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামের সাক্ষ্য বহন করে।

মঙ্গল পাণ্ডে নামক একজন সিপাহির গুলি ছোড়ার মধ্য দিয়ে ১৮৫৭ সালের ২৯শে মার্চ এ বিদ্রোহের সূত্রপাত হয়। এ বিদ্রোহ পরবর্তীতে দেশটির স্বাধীনতা ও জাতীয়তার মূর্ত প্রতীক হয়ে দাঁড়ায়। এ বিদ্রোহে যুদ্ধরত বিদ্রোহী নেতারা প্রাণপণ লড়াই করে পরাজিত হন। অনেক বিদ্রোহীকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করা হয়। বিদ্রোহীরা দিল্লি দখল করে মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহকে ভারতবর্ষের সম্রাট বলে ঘোষণা করেন। এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন, নানা সাহেব, ঝাঁসির রানি লক্ষ্মীবাঈ, অযোধ্যার বেগম হযরত মহল, মৌলভি আহমদ উল্লাহসহ ক্ষুব্ধ বঞ্চিত দেশীয় রাজন্যবর্গের অনেকে। এ সংগ্রামের সাথে জড়িতদের বেশিরভাগই সিপাহি যুদ্ধে শহিদ হন, বাকিদের ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করা হয়। মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহকে রেঙ্গুনে নির্বাসিত করা হয়। এ যুদ্ধ সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন মতামত রয়েছে। ইউরোপীয় ঐতিহাসিকরা মনে করেন যে, এ বিদ্রোহ শুধু সিপাহিদের বিদ্রোহ ছিল। কোনো কোনো ভারতীয় ঐতিহাসিকের মতে, এটি ছিল ব্রিটিশ ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম।

উদ্দীপকে যা ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামের সাদৃশ্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, দৃশ্যকল্প-১ এ বাদলের দেখা পার্কটি ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামের সাক্ষ্য বহন করে।

ঘ "দৃশ্যকল্প-২ এর ঘটনায় তথা বঙ্গভঙ্গের ফলে বাংলার মানুষের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা যায়" -উক্তিটি যথার্থ।

বঙ্গভঙ্গ ঘোষণার ফলে বাংলার মানুষের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া লক্ষ করা যায়। পূর্ব বাংলার মুসলমানরা নবাব সলিমুল্লাহর নেতৃত্বে বঙ্গভঙ্গকে স্বাগত জানায়। মুসলিম পত্রপত্রিকাগুলোও বঙ্গ বিভাগে সন্তোষ প্রকাশ করে। নতুন প্রদেশের জনসংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ ছিল মুসলমান। সুতরাং পূর্ব বাংলার পিছিয়ে পড়া মুসলমান সম্প্রদায় শিক্ষাদীক্ষা এবং প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিকভাবে বিভিন্ন ধরনের সুযোগ সুবিধা পাবে এ আশায় তারা বঙ্গভঙ্গের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন প্রদান করে। অপরদিকে, বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া লক্ষ করা যায় মুসলিম বিদ্বেষী বর্ণবাদী হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বে তারা বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে সুদৃঢ় ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলে। এর পিছনের কারণ সম্পর্কে কোনো কোনো ঐতিহাসিক বলেছেন, উঁচুতলার মানুষ অর্থাৎ পুঁজিপতি, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত, জমিদার, আইনজীবী, সংবাদপত্রের মালিক, রাজনীতিবিদদের স্বার্থে আঘাত লাগার কারণে এরা বঙ্গভঙ্গের ঘোর বিরোধিতা শুরু করে। তবে ব্যক্তিগত স্বার্থরক্ষার কারণে হোক বা জাতীয় ঐক্যের মহৎ আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে হোক, বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলন অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে। এ আন্দোলনে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি, বিপিনচন্দ্র পাল, অরবিন্দ ঘোষ, অশ্বিনীকুমার দত্ত, বালগঙ্গাধর তিলকসহ গোখলের মতো উদারপন্থি নেতাও অংশ নেন। সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি বঙ্গভঙ্গকে জাতীয় দুর্যোগ বলে আখ্যায়িত করেন। বঙ্গভঙ্গের পর থেকে ভারতে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কে ফাটল ধরে। এরপর থেকেই সাম্প্রতিক দাঙ্গার সূত্রপাত ঘটে। বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলন ক্রমে স্বদেশী আন্দোলনে রূপ নেয়। চরমপন্থী নেতাদের কারণে এ আন্দোলনের সঙ্গে সশস্ত্র কার্যকলাপও যুক্ত হয়। ব্রিটিশ সরকার আন্দোলনকারীদের দমন করতে না পেরে শেষ পর্যন্ত ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রহিত করে।

উপরিউক্ত আলোচনা শেষে বলা যায়, বঙ্গভঙ্গের ফলে হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া হয়। মুসলমানরা বঙ্গভঙ্গকে সাদরে গ্রহণ করলেও হিন্দুরা এর তীব্র বিরোধিতা করে।

প্রশ্ন ▶ ১০

A	B
১৯৪৭ সাল ১৯৪৮ সাল ১৯৫২ সাল	প্রাদেশিক নির্বাচন ১৯৫৪ সাল ব্যালট বিপ্লব ২১টি নির্বাচনি ইশতেহার

ক. COP এর পূর্ণরূপ লেখ। ১

খ. মৌলিক গণতন্ত্রের ধারণাটি ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে ছক-A এর সালগুলো কোন আন্দোলনের সাথে সংশ্লিষ্ট? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. ছক-B এর তথ্যগুলো যে আন্দোলনের সাথে সংশ্লিষ্টতা ছিল মুসলিম লীগের ব্যর্থ শাসনের বিরুদ্ধে বাঙালির ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদ– বিশ্লেষণ কর। ৪

১০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক COP এর পূর্ণরূপ হলো– Combined Opposition Party.

খ মৌলিক গণতন্ত্র হচ্ছে একধরনের সীমিত গণতন্ত্র, যাতে কেবল নির্দিষ্ট সংখ্যক লোকের প্রেসিডেন্ট ও অন্যান্য নির্বাচনে ভোট দেওয়ার অধিকার ছিল।

জেনারেল আইয়ুব খান ক্ষমতা কুক্ষিগত করার জন্য মৌলিক গণতন্ত্র নামক এক ধরনের অদ্ভুত ও নতুন নির্বাচন কাঠামো প্রবর্তন করেন। ১৯৫৯ সালে মৌলিক গণতন্ত্রের আদেশ জারি করা হয়। মৌলিক গণতন্ত্র ছিল একটি চার স্তরবিশিষ্ট ব্যবস্থা এবং এ ব্যবস্থায় মৌলিক গণতন্ত্রীরাই ছিল প্রকৃত নির্বাচক।

গ উদ্দীপকে ছক- A এর সালগুলো ভাষা আন্দোলনের সাথে সংশ্লিষ্ট।

১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট ভারত উপমহাদেশ বিভক্ত হয়ে পাকিস্তান সৃষ্টি হয়। পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে ইতিহাস, ঐতিহ্য, ভাষা, সংস্কৃতি কোনো কিছুরই মিল ছিল না। ফলে পাকিস্তান নামক এ নতুন রাষ্ট্রের শাসকগোষ্ঠী প্রথমেই বাঙালিকে শোষণ করার কৌশল হিসেবে বাংলা ভাষার ওপর আঘাত হানে। ১৯৪৮ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান গণপরিষদের প্রথম অধিবেশনে ইংরেজির পাশাপাশি উর্দুতে কার্যক্রম শুরু হলে পূর্ব বাংলার কংগ্রেস পার্টির সদস্য কুমিল্লার ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত এর প্রতিবাদ করেন এবং বাংলাকেও অধিবেশনের অন্যতম ভাষা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার দাবি জানান। কিন্তু মুসলিম লীগের সকল সদস্য এ দাবি প্রত্যাখ্যান করেন। এ ঘটনায় পূর্ব বাংলার ছাত্রসমাজ ব্যাপক প্রতিবাদ করতে থাকে। ছাত্ররা ২৬শে ও ২৯শে ফেব্রুয়ারি ১৯৪৮ সালে ছাত্র ধর্মঘট পালন করে এবং ২রা মার্চ রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠন করে। ১৯৪৮ সালে পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ২১শে মার্চ তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে এবং

২৪শে মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, 'উর্দু এবং উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা'। উপস্থিত ছাত্ররা তীব্র প্রতিবাদে না না ধ্বনি দিয়ে ওঠে। এসময় সারা পূর্ব পাকিস্তানেই ভাষা আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। ১৯৪৮ সালের ১৮ই নভেম্বর পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান এবং ১৯৫২ সালে খাজা নাজিমুদ্দীনের বক্তব্যে জিন্নাহর কথার প্রতিধ্বনি হলে ভাষা আন্দোলন নতুন মাত্রা ও সর্বাত্মক রূপ লাভ করে।

পরিশেষে বলা যায় উদ্দীপকে ছক-A এর সালগুলো ভাষা আন্দোলনের সাথে সংশ্লিষ্ট।

ঘ ছক-B এর তথ্যগুলো ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট গঠন এবং প্রাদেশিক নির্বাচন ও নির্বাচনের ব্যালট বিপ্লব ছিল মুসলিম লীগের ব্যর্থ শাসনের বিরুদ্ধে বাঙালির ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদ– মন্তব্যটি যথার্থ।

বাঙালি জাতি ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের মাধ্যমে মুসলিম লীগকে বুঝিয়ে দেয় যে, তারা পূর্ব বাংলায় মুসলিম লীগকে আর চায় না। তারা যুক্তফ্রন্টের তরুণ নেতৃত্বের প্রতি ঝুঁকে পড়ে। তারা ক্ষমতাসীন অত্যাচারীদের প্রতি ধিক্কার জানিয়েছিল তাদের ভোটের মাধ্যমে। তারা বুঝতে পারে, পশ্চিম পাকিস্তানি ও তাদের এদেশীয় দোসরদের দ্বারা বাঙালির প্রকৃত মুক্তি সম্ভব নয়। ফলে বাঙালি জাতীয়তাবাদী আদর্শের ভিত্তিতে পূর্ব বাংলার জনগণ স্বায়ত্তশাসন প্রতি পূর্ণ সমর্থন ব্যক্ত করে। মুসলিম লীগ ক্ষমতাশীল ও প্রভাবশালী রাজনৈতিক দল হয়েও ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। উদ্দীপকে ছক-B এর তথ্যগুলো দ্বারা ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচন ও যুক্তফ্রন্টের ব্যালট বিজয়কে নির্দেশ করছে। যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা কর্মসূচি পূর্ব বাংলার মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে সামনে রেখে প্রণীত হয়েছিল। যার ফলে পূর্ব বাংলার মানুষ মুসলিম লীগের অন্যায়, বৈষম্যমূলক ও ব্যর্থ শাসনের বিরুদ্ধে বাঙালিরা ঐক্যবদ্ধভাবে যুক্তফ্রন্টকে ভোট দিয়ে মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়। এই নির্বাচনের মাধ্যমে বাঙালি জাতি মুসলিম লীগকে বুঝিয়ে দেয় যে, তার পূর্ব বাংলায় মুসলিম লীগকে আর চায় না।

উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, ১৯৫৪ সালের নির্বাচন ছিল মুসলিম লীগের ব্যর্থ শাসনের বিরুদ্ধে বাঙালি জাতির ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ।

প্রশ্ন ▸ ১১

ছক-ক	ছক-খ
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	ভারত
চীন	সোভিয়েত ইউনিয়ন
ইরান	পোল্যান্ড
সৌদি আরব	কিউবা

ক. জাতিসংঘের মূল লক্ষ্য কী? ১

খ. 'কনসার্ট ফর বাংলাদেশ' কীভাবে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সহায়তা করেছিল? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে ছক-ক এর উল্লিখিত দেশগুলোর ভূমিকা ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. ছক-খ এর দেশগুলোর সহায়তা আমাদের স্বাধীনতা অর্জনকে ত্বরান্বিত করেছে– তোমার পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

১১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক জাতিসংঘের মূল লক্ষ্য হলো বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা করা।

খ 'কনসার্ট ফর বাংলাদেশ' বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে আর্থিক সহায়তা করেছিল।

মুক্তিযুদ্ধে পরাশক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছিল। তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিল্পী, সাহিত্যিক এবং অনেক রাজনীতিবিদ বাংলাদেশের পক্ষে ছিলেন। পণ্ডিত রবি শংকরের উদ্যোগে আয়োজিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক শহরে 'কনসার্ট ফর বাংলাদেশ' অনুষ্ঠানে ৪০,০০০ দর্শকের উপস্থিতিতে জর্জ হ্যারিসন, বব ডিলানসহ বিখ্যাত শিল্পীরা অংশগ্রহণ করেন। এই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের জন্য অর্থ জোগানের ব্যবস্থা হয়।

গ ছক- ক এর উল্লিখিত দেশগুলো বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিপক্ষে ছিল।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনগণ, প্রচার মাধ্যম, কংগ্রেসের অনেক সদস্য এ দেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সোচ্চার ছিল; তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকার, চীন এবং ইরান ও সৌদি আরবসহ মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য মুসলিম দেশ মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষে ছিল। তবে মার্কিন শিল্পী, সাহিত্যিক এবং অনেক রাজনীতিবিদ বাংলাদেশের পক্ষে ছিলেন। পণ্ডিত রবি শংকরের উদ্যোগে আয়োজিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক শহরে 'কনসার্ট ফর বাংলাদেশ' অনুষ্ঠানে ৪০, ০০০ দর্শকের উপস্থিতিতে জর্জ হ্যারিসন, বব ডিলানসহ বিশ্বখ্যাত শিল্পীরা অংশগ্রহণ করেন। এই অনুষ্ঠানটির মধ্য দিয়ে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের জন্য অর্থ জোগানের ব্যবস্থা হয়।

সুতরাং বলা যায়, ছক- ক এর উল্লিখিত দেশগুলো তথা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চীন, ইরান, সৌদি আরব বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিপক্ষে ভূমিকা রেখেছিল।

ঘ "ছক-খ এর দেশগুলোর সহায়তা আমাদের স্বাধীনতা অর্জনকে ত্বরান্বিত করেছে"- মন্তব্যটি যথার্থ।

উদ্দীপকে উল্লিখিত সাংবাদিক শুভাষ সরকারের-এ উক্তিটি যথার্থ। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের পর সর্বাধিক অবদান রাখে অধুনা বিলুপ্ত সোভিয়েত ইউনিয়ন (বর্তমান রাশিয়া)। পাকিস্তানি বাহিনী কর্তৃক বাংলাদেশে গণহত্যা, অগ্নিসংযোগ, নারীনির্যাতন বন্ধ করার জন্য সোভিয়েত রাষ্ট্রপ্রধান, পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানকে আহ্বান জানান। তিনি ইয়াহিয়াকে বাংলাদেশের জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্যও বলেন। সোভিয়েত পত্রপত্রিকা, প্রচার মাধ্যমগুলো বাংলাদেশে পাকিস্তানি বাহিনীর নির্যাতনের কাহিনি ও মুক্তিযুদ্ধের অগ্রগতি প্রচার করে বিশ্বজনমত সৃষ্টিতে সহায়তা করে। জাতিসংঘে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পাকিস্তানের পক্ষে যুদ্ধ বন্ধের প্রস্তাব সোভিয়েত ইউনিয়ন 'ভেটো' (বিরোধিতা করা) প্রদান করে বাতিল করে দেয়। সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্বে কিউবা, যুগোস্লাভিয়া, পোল্যান্ড, হাঙ্গেরি, বুলগেরিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া, পূর্ব জার্মানিসহ তৎকালীন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলো বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামকে সমর্থন জানায়।

সুতরাং বলা যায়, ছক- খ এর দেশগুলোর তথা ভারত, সোভিয়েত ইউনিয়ন, পোল্যান্ড, কিউবার সহায়তা আমাদের স্বাধীনতা অর্জনকে ত্বরান্বিত করেছে।

কুমিল্লা বোর্ড– ২০২৪

বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা) **বিষয় কোড : 1 5 3**

[২০২৪ সালের সিলেবাস অনুযায়ী]

সময় : ৩০ মিনিট পূর্ণমান : ৩০

[**বিশেষ দ্রষ্টব্য :** সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসংবলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১]

প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না।

১. যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী প্রতীক কী ছিল?
ক টেলিভিশন খ নৌকা গ বই ঘ মোমবাতি

২. বাংলাদেশের প্রথম অস্থায়ী সরকারের নাম কী?
ক মুজিবনগর সরকার খ মেহেরপুর সরকার
গ কেন্দ্রীয় সরকার ঘ প্রাদেশিক সরকার

৩. নিচের চিত্রটি কোন আন্দোলনকে স্মরণ করিয়ে দেয়?

ক অসহযোগ আন্দোলন খ খিলাফত আন্দোলন
গ ভাষা আন্দোলন ঘ বয়কট আন্দোলন

৪. বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্য ছিল–
i. গণতন্ত্রের চর্চা ii. রাষ্ট্র পরিচালনা iii. দেশ পুনর্গঠন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৫. বঙ্গবন্ধুর শাসনামলে বাংলাদেশ কতটি রাষ্ট্রের স্বীকৃতি অর্জন করে?
ক ১১০ খ ১১১ গ ১২০ ঘ ১৩০

□ **নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৬ ও ৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
পরাধীনতার হাত থেকে 'ক' নামে এক মহান নেতার নেতৃত্বে দেশ শত্রুমুক্ত হয়। কিছুদিন দেশ পরিচালনার পরই ঘাতকদের বুলেটের আঘাতে তিনি সপরিবারে শাহাদাত বরণ করেন।

৬. অনুচ্ছেদে বাংলাদেশের কোন নেতাকে ইঙ্গিত করা হয়েছে?
ক সৈয়দ নজরুল ইসলাম খ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
গ ক্যাপ্টেন মুনসুর আলী ঘ তাজউদ্দীন আহমেদ

৭. উক্ত নেতার সপরিবারে হত্যার ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল, কত তারিখে?
ক ১০ জানুয়ারি খ ২৩ জুন গ ১৫ আগস্ট ঘ ২১ ফেব্রুয়ারি

৮. 'হিস্টরিয়া' শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন কে?
ক হেরোডোটাস খ ফন্ র‍্যাংকে গ অধ্যাপক গার্নার ঘ র‍্যাগসন

৯. রোমানদের প্রধান দেবতার নাম কী?
ক ভালকান খ জুপিটার গ নেপচুন ঘ ভেনাস

১০. ইতিহাস সম্পর্কে অনুসন্ধান করতে হলে জানতে হবে–
i. ইতিহাসের উপাদান ii. ইতিহাসের প্রকারভেদ
iii. ইতিহাসের পরিসর
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১১. 'সোমপুর বিহার' কোন জেলায় অবস্থিত?
ক পাবনা খ বগুড়া গ রাজশাহী ঘ নওগাঁ

১২. ধর্মপালকে পালবংশের সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক বলা হয়, কারণ–
ক যুদ্ধে জয়লাভ করেছিলেন
খ বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী ছিলেন
গ অরাজকতার হাত থেকে দেশকে রক্ষা করেছিলেন
ঘ বিভিন্ন বিহার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন

১৩. 'রামচরিত' কাব্যটি রচনা করেন কে?
ক শ্রী চৈতন্য দেব খ সন্ধ্যাকর নন্দী গ সুবর্ণ চক্রবর্তী ঘ শান্তিদেব নন্দী

□ **নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১৪ ও ১৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
করিম তার নিজস্ব সম্পত্তি প্রথমে পাঁচ বছরের জন্য এবং পরে এক বছরের জন্য বন্দোবস্ত দেন। এতে কোনো লাভ না হওয়ায় তিনি নির্দিষ্ট অর্থের বিনিময়ে ইজারাদারদের সাথে স্থায়ী বন্দোবস্তের সিদ্ধান্ত নেন।

১৪. উদ্দীপকের ঘটনার সাথে কোন ঘটনা সাদৃশ্যপূর্ণ?
ক প্রজাস্বত্ব আইন খ ভূমিস্বত্ব আইন
গ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ঘ সূর্যাস্ত আইন

১৫. উক্ত ঘটনার বৈশিষ্ট্য হলো–
i. জমির স্থায়ী মালিকানা স্বত্ব লাভ ii. রাজস্ব আদায় করার সুবিধা
iii. চিরস্থায়ী অধিকার লাভ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৬. মিশরীয়রা সর্বপ্রথম কতটি ব্যঞ্জনবর্ণের আবিষ্কার করেন?
ক ২১টি খ ২৩টি গ ২৪টি ঘ ২৫টি

১৭. প্রাচীন বাংলার মানুষদের ভাষার নাম কী ছিল?
ক চর্যাপদ খ ব্রাহ্মলিপি গ আর্যলিপি ঘ অস্ট্রিক

১৮. সক্রেটিসের শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ছিল–
ক আদর্শ রাষ্ট্র ও সৎ নাগরিকত্ব খ শাসন ব্যবস্থা কেন্দ্রীভূতকরণ
গ সুরক্ষিত নগর ব্যবস্থা ঘ শিল্প ও সাহিত্যের উন্নয়ন

১৯. মধ্যযুগের বাংলার রপ্তানি পণ্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো–
i. মসলিন কাপড় ii. আদা iii. কাঁচা মরিচ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২০. ভারতের প্রথম আধুনিক পুরুষের নাম কী?
ক হাজী মুহম্মদ মহসীন খ রাজা রামমোহন রায়
গ সৈয়দ আমির আলী ঘ নওয়াব আব্দুল লতিফ

২১. মধ্যযুগের বাঙালি বণিকরা গুজরাট থেকে আমদানি করত–
ক রৌপ্য খ স্বর্ণ গ তুলা ঘ রেশম

□ **নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ২২ ও ২৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
সালমা সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের মেয়ে। পারিবারিকভাবে লেখাপড়া ছিল নিষিদ্ধ। শিক্ষাগ্রহণের জন্য প্রবল আগ্রহ থাকার কারণে বড় ভাইয়ের উৎসাহে তিনি বিভিন্ন ভাষায় শিক্ষা অর্জন করতে সক্ষম হন।

২২. উদ্দীপকে সালমার সাথে কোন মহীয়সী নারীর মিল রয়েছে?
ক বেগম রোকেয়া খ সুফিয়া কামাল
গ প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার ঘ শাহেরা বানু

২৩. উক্ত মহীয়সী নারীর অবদান হলো–
i. নারী শিক্ষার প্রসার ii. পুরুষ শিক্ষার উচ্ছেদ iii. নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৪. পলাশীর যুদ্ধ সংঘটিত হয় কত সালে?
ক ১৭৫৬ খ ১৭৫৭ গ ১৭৬০ ঘ ১৭৬৪

২৫. মহাত্মা গান্ধী অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন কত সালে?
ক ১৯০৫ খ ১৯১১ গ ১৯২০ ঘ ১৯৪৭

২৬. বয়কট আন্দোলনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল–
i. বিলেতি পণ্য বর্জন ii. বিলেতি শিক্ষা বর্জন iii. দেশি পণ্য গ্রহণ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৭. নিচের ? ছকটির স্থানে কোনটি বসবে?

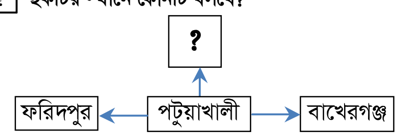

ক গৌড় খ বঙ্গ গ পুণ্ড্র ঘ তাম্রলিপি

২৮. কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের নকশা করেছিলেন কে?
ক মঈনুল হোসেন খ সৈয়দ আবদুল্লাহ খালিদ
গ তানভীর করিম ঘ হামিদুর রহমান

□ **নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ২৯ ও ৩০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
বাংলার একজন শাসকের আমলে যোগাযোগ ও কৃষিক্ষেত্রে অনেক উন্নয়ন হয়েছিল। তার আমলে টাকায় আট মণ চাল পাওয়া যেত।

২৯. উদ্দীপকে কোন শাসকের কথা বলা হয়েছে?
ক মুর্শিদকুলী খান খ ইব্রাহীম খান গ শায়েস্তা খান ঘ আব্দুল লতিফ খান

৩০. উক্ত শাসকের স্থাপত্য কীর্তির মধ্যে রয়েছে-
i. লালবাগ কেল্লা ii. হোসনি দালান iii. ছোট কাটারা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

■ **খালি ঘরগুলোতে পেনসিল দিয়ে উত্তরগুলো লেখো। এরপর প্রদত্ত উত্তরমালার সাথে মিলিয়ে দেখো তোমার উত্তরগুলো সঠিক কি না।**

উত্তর	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15	
	16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30	

কুমিল্লা বোর্ড– ২০২৪

বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা (সৃজনশীল)

[২০২৪ সালের সিলেবাস অনুযায়ী]

বিষয় কোড : 1 5 3

সময় : ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট — পূর্ণমান : ৭০

[**দ্রষ্টব্য :** ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগসহকারে পড় এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর যথাযথ উত্তর দাও। যেকোনো **সাতটি** প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

১।

ছক-ক
মেগাস্থিনিসের 'ইন্ডিকা'
ফা হিয়েনের 'ফো-কুয়ো-কি'
হিউয়েন সাং-এর 'সি-ইউ-কি'

ছক-খ
গুপ্তযুগের স্বর্ণমুদ্রা
শশাংকের স্বর্ণমুদ্রা
প্রাচীন শিল্পকীর্তি

ক. ইতিহাস সম্পর্কে লিওপোল্ড ফন র‍্যাংকে প্রদত্ত সংজ্ঞাটি লেখো। ১
খ. হেরোডোটাস তার গবেষণাকর্মে কেন ইতিহাস শব্দটি ব্যবহার করেন? ২
গ. উদ্দীপকের ছক-ক দ্বারা ইতিহাসের কোন উপাদানকে নির্দেশ করা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. ছক-খ পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস জানতে কতখানি ভূমিকা রাখবে বলে মনে কর? পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

২।

চিত্র-১ : মহাস্থানগড়

চিত্র-২ : শালবন বিহার

ক. প্রাচীন যুগ কাকে বলে? ১
খ. মানুষের জীবনাচরণে ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যের প্রভাব ব্যাখ্যা করো। ২
গ. চিত্র-১ যে জনপদের প্রতিনিধিত্ব করছে তার ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. চিত্র-১ এবং চিত্র-২ এ নির্দেশিত জনপদ থেকেই কি প্রাচীন বাংলার সম্পূর্ণ সীমারেখা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া সম্ভব? বিশ্লেষণ করো। ৪

৩। মিথিলার বাড়ি ফরিদপুর জেলায়। শীতকালীন ছুটিতে সে বাবার সাথে ঐতিহাসিক স্থান মহাস্থানগড় বেড়াতে যায়। সেখানে সে এক প্রাচীন নগরীর ধ্বংসাবশেষ দেখতে পায়। তাছাড়া সে সেখানে পাথরের উপর বিশেষ ধরনের লেখা দেখতে পায়।

ক. গৌড়ের রাজধানী কোথায় ছিল? ১
খ. প্রাচীন বাংলার শাসকগণ কীভাবে একাধিক জনপদের শাসনক্ষমতা লাভ করতেন? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. মিথিলার বাড়ি প্রাচীন বাংলার কোন জনপদের অন্তর্ভুক্ত? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. মিথিলার দেখা জনপদটি সভ্যতার নিদর্শনের দিক থেকে প্রাচীন বাংলার সবচেয়ে সমৃদ্ধ জনপদ– বিশ্লেষণ করো। ৪

৪। স্কুল শিক্ষক জাহেদ আহমেদ অনেক দিনের ইচ্ছায় বড় একটি লাইব্রেরি তৈরি করেন। শিক্ষকতার পাশাপাশি তিনি লেখালেখি করেন। তার রচিত চারটি গ্রন্থ ফেব্রুয়ারির মেলাতে প্রকাশ হয়েছে। লেখাপড়ার প্রতি তিনি খুব আগ্রহী। তাই বিদ্বান ব্যক্তিবর্গকে তিনি সমাদর করেন। জাহেদ আহমেদের ছেলেও বাবার মতো সে বাবার সব কাজে সাহায্য করেন।

ক. চন্দ্র রাজাদের মূল কেন্দ্র কোথায় ছিল? ১
খ. মাৎস্যন্যায় বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকের শিক্ষক জাহেদ আহমেদের কাজ কোন সেন শাসকের কাজের সাথে মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. তুমি কি মনে কর উক্ত শাসকের উত্তরসূরিরাও শিক্ষাক্ষেত্রে অবদান রেখেছেন? পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

৫। সীমা গ্রীষ্মের ছুটিতে গ্রামে মামাবাড়ি বেড়াতে যায়। ট্রেন থেকে নেমে ভ্যানে করে ব্রিজ পার হয়ে যাওয়ার পথে সে ধান, পাট, সরিষা, ইক্ষুসহ অনেক ফল গাছ দেখতে পায়। মামাবাড়ির পাশেই একজন কামারকে লোহার প্রয়োজনীয় দ্রব্য তৈরি করতে দেখে। তার মামাবাড়িতে খুব সুন্দর সুন্দর পুরনো কাঠের আসবাবপত্র দেখতে পায়। মামার বাড়ির মধ্যেই দেখলো তাঁতে বিভিন্ন কাপড় বুনছে। পাশাপাশি মসলিন শাড়িও বোনা হচ্ছে। সীমা জানতে পারে মসলিন শাড়ি বোনার জন্য সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা রয়েছে।

ক. বাংলা সাহিত্যের জন্ম কোথা থেকে হয়েছে। ১
খ. বৌদ্ধস্তূপ কী? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের চিত্রটি বাংলার কোন আমলের সাথে মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উক্ত আমলের সামাজিক জীবন বর্তমানের সামাজিক জীবন থেকে ভিন্ন– পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

৬। নদ-নদী পরিবেষ্টিত অস্টমীর চর অঞ্চলের শাসক ছিলেন শাহাদাত হোসেন। নিজের অঞ্চলের নিরাপত্তার জন্য পদাতিক, অশ্বারোহী বাহিনী থাকলেও তার রাজ্য নদীবিধৌত হওয়ায় নিরাপত্তার জন্য তিনি বিশেষ নৌ বাহিনী তৈরি করেন। বন্যার হাত থেকে তার এলাকা রক্ষার জন্য তিনি বহু খাল খনন ও সেতু নির্মাণ করে তার এলাকার উন্নয়ন নিশ্চিত করেন। তার প্রভাব প্রতিপত্তিকে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের শক্তিশালী শাসক সুনজরে দেখেননি। তিনি অষ্টমীর চর আক্রমণ করে তার রাজ্যভুক্ত করেন।

ক. সতীদাহ প্রথা কী? ১
খ. পৌরাণিক ধর্ম বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের শাহাদাতের সাথে বাংলার কোন খলজি মালিক শাসকের তুলনা করা চলে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. "উক্ত শাসকের পরাজয়ের ফলে বঙ্গদেশ দিল্লির অধিকারে চলে আসে"– বিশ্লেষণ করো। ৪

৭। একটি প্রদেশের শাসক তরুণ বয়সে রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করেন। কিন্তু তার ঘনিষ্ঠজন এবং দেশি-বিদেশি বণিক শ্রেণি ও সেনাপতিসহ অনেকেই নিজ নিজ স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে শাসকের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু করে। ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে শাসক যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন এবং পরাজিত ও নিহত হন।

ক. 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' প্রবর্তন করেন কে? ১
খ. "অন্ধকূপ হত্যা" কী? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের ঘটনাটি বাংলার কোন ঐতিহাসিক ঘটনাকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উক্ত ঘটনার ফলে বাংলা প্রায় দুইশত বছরের পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়– বিশ্লেষণ করো। ৪

৮।

চিত্র-A

চিত্র-B

ক. "The Spirit of Islam" গ্রন্থটির লেখক কে ছিলেন? ১
খ. 'বাংলার নীল বিদ্রোহের অবসান ঘটে কীভাবে? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. নারী শিক্ষার প্রসারে চিত্র 'A' তে প্রদর্শিত ব্যক্তির অবদান ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. "আধুনিক সমাজ বিনির্মাণে চিত্র 'B' তে প্রদর্শিত ব্যক্তির ভূমিকা ছিল অনস্বীকার্য"– বিশ্লেষণ করো। ৪

৯।

ক. INA-এর পূর্ণরূপ কী? ১
খ. 'আজাদ হিন্দ ফৌজ' গঠনের কারণ ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের চিত্রটি কোন ঐতিহাসিক ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. ভারতবর্ষের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনে উক্ত ঘটনার প্রভাব অনস্বীকার্য– বিশ্লেষণ করো। ৪

১০।

ছক-১	ছক-২
এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম	১০ এপ্রিল ১৯৭১ ১৭ এপ্রিল ১৯৭১ বৈদ্যনাথতলা

ক. 'পোড়ামাটি' নীতি কী? ১
খ. 'অপারেশন সার্চলাইট' বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের ছক-১ দ্বারা কোন ঐতিহাসিক ঘটনাকে ইঙ্গিত করা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. তুমি কি মনে কর উদ্দীপকের ছক-২ এর তথ্য বাংলাদেশের স্বাধীনতার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে? বিশ্লেষণ করো। ৪

১১। মায়ানমারের স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম নেতা ছিলেন অংসান। ইয়াংগুন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে সক্রিয় রাজনীতি করায় তিনি একজন ছাত্র নেতায় পরিণত হন। পরবর্তীতে তিনি 'AFPL' পার্টি প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৪৭ সালে মায়ানমারের আইনসভার নির্বাচনে AFPL পার্টি নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে এবং অংসান অস্থায়ী সরকারের প্রধান হন। তার প্রতিষ্ঠিত AFPL মায়ানমারের স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতৃত্ব দেয়। স্বাধীনতা আন্দোলনের এ নেতা ১৯৪৭ সালে আততায়ীর হাতে নিহত হন।

ক. বঙ্গবন্ধু কখন স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন? ১
খ. বাংলাদেশের সংবিধানকে দুষ্পরিবর্তনীয় বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত নেতার সাথে বাংলাদেশের কোন নেতার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের মিল লক্ষ করা যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. "যুদ্ধ-বিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠনে উক্ত নেতার অবদান অনস্বীকার্য"– বিশ্লেষণ করো। ৪

উত্তরমালা

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

উত্তর																														
	1	L	2	K	3	M	4	N	5	N	6	L	7	M	8	K	9	L	10	K	11	N	12	M	13	L	14	M	15	N
	16	M	17	N	18	K	19	N	20	L	21	M	22	K	23	L	24	L	25	M	26	K	27	L	28	N	29	M	30	N

সৃজনশীল

প্রশ্ন ▶ ০১

ছক-ক
মেগাস্থিনিসের ‘ইন্ডিকা’
ফা হিয়েনের ‘ফো-কুয়ো-কি’
হিউয়েন সাং-এর ‘সি-ইউ-কি’

ছক-খ
গুপ্তযুগের স্বর্ণমুদ্রা
শশাংকের স্বর্ণমুদ্রা
প্রাচীন শিল্পকীর্তি

ক. ইতিহাস সম্পর্কে লিওপোল্ড ফন র‍্যাংকে প্রদত্ত সংজ্ঞাটি লেখো। ১

খ. হেরোডোটাস তার গবেষণাকর্মে কেন ইতিহাস শব্দটি ব্যবহার করেন? ২

গ. উদ্দীপকের ছক-ক দ্বারা ইতিহাসের কোন উপাদানকে নির্দেশ করা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. ছক-খ পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস জানতে কতখানি ভূমিকা রাখবে বলে মনে কর? পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ইতিহাস সম্পর্কে লিওপোল্ড ফন র‍্যাংকের প্রদত্ত সংজ্ঞাটি হলো- “প্রকৃতপক্ষে যা ঘটেছিল তার অনুসন্ধান ও তার সত্য বিবরণই ইতিহাস।”

খ ইতিহাস শব্দের আভিধানিক অর্থ সত্যানুসন্ধান বা গবেষণা। এ কারণে হেরোডোটাস সর্বপ্রথম তাঁর গবেষণাকর্মে ইতিহাস শব্দটি ব্যবহার করেন।

গ্রিক শব্দ ‘হিস্টরিয়া;’ (Historia) থেকে ইংরেজি হিস্টরি (History) শব্দটির উৎপত্তি, যার বাংলা প্রতিশব্দ হচ্ছে ইতিহাস। হেরোডোটাস বিশ্বাস করতেন, ইতিহাস হলো– যা সত্যিকার অর্থে ছিল বা সংঘটিত হয়েছিল তা অনুসন্ধান করা ও লেখা। তিনি তাঁর গবেষণায় গ্রিস ও পারস্যের মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধের বিভিন্ন বিষয় অনুসন্ধান করেছেন। হেরোডোটাসই প্রথম ইতিহাস ও অনুসন্ধান– এ দুটি ধারণাকে সংযুক্ত করেন। ফলে ইতিহাস পরিণত হয় বিজ্ঞানে, পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে তথ্যনির্ভরতায় এবং গবেষণার বিষয়ে।

গ উদ্দীপকের ছক ‘ক’ দ্বারা ইতিহাসের লিখিত উপাদানকে নির্দেশ করা হয়েছে।

ইতিহাস রচনার লিখিত উপাদানের মধ্যে রয়েছে সাহিত্য, বৈদেশিক বিবরণ, দলিলপত্র ইত্যাদি। বিভিন্ন দেশি-বিদেশি সাহিত্যকর্মেও তৎকালীন সময়ের কিছু তথ্য পাওয়া যায়। যেমন– বেদ, কৌটিল্যের ‘অর্থশাস্ত্র’, কলহনের ‘রাজতরঙ্গিনী’, মিনহাজ-উস-সিরাজের’ তবকাত-ই-নাসিরী’ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ‘অসমাপ্ত আত্মজীবনী’ ইত্যাদি। বিদেশি পর্যটকদের বিবরণ সব সময়ই ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান বলে বিবেচিত হয়েছে। যেমন– পঞ্চম থেকে সপ্তম শতকে বাংলায় আগত চৈনিক পরিব্রাজক যথাক্রমে ফা-হিয়েন, হিউয়েন সাং ও ইৎসিং-এর বর্ণনা। পরবর্তী সময়ে আফ্রিকান পরিব্রাজক ইব্‌নে বতুতাসহ অন্যদের লেখাতেও এ অঞ্চল সম্পর্কে বিবরণ পাওয়া গিয়েছে। এসব বর্ণনা থেকে তৎকালীন সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতি, ধর্ম, আচার-অনুষ্ঠান সম্পর্কে অনেক তথ্য জানা যায়।

উদ্দীপকের ছক-ক এর বিষয়গুলো ইতিহাসের লিখিত উপাদানের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের ছক- ‘ক’ দ্বারা ইতিহাসের লিখিত উপাদানকে নির্দেশ করে।

ঘ ছক- খ তথা অলিখিত উপাদান পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস জানতে আংশিক ভূমিকা রাখবে। কেননা কেবল অলিখিত উপাদানের মাধ্যমে একটি জাতির পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস জানা সম্ভব নয়।

লিখিত ও অলিখিত উপাদানের ওপর ভিত্তি করেই ইতিহাস রচিত হয়ে থাকে। লিখিত উপাদানের মধ্যে সাহিত্য, নথিপত্র, জীবনী, দলিলপত্র, চিঠিপত্র প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত। অন্যদিকে, অলিখিত উপাদান মূলত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন। মূর্তি, স্মৃতিস্তম্ভ, মুদ্রা, লিপি, ইমারত ইত্যাদি প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান। এসব উপাদানের মাধ্যমে বিভিন্ন মানুষ ও সমাজের ইতিহাস জানা সম্ভব। তবে প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান মানবজীবনের অতীত অগ্রগতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ তথ্য দিতে পারে না। সেক্ষেত্রে অবশ্যই লিখিত উপাদানের ওপর নির্ভর করতে হয়। তাই ইতিহাস রচনায় ইতিহাসের উভয় উপাদানই গুরুত্বপূর্ণ। শুধু লিখিত উপাদান কিংবা অলিখিত উপাদান দ্বারা পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনা সম্ভব নয়। কেননা একটিমাত্র উপাদান ইতিহাস সম্পর্কে পূর্ণ তথ্য দিতে পারে না। একজন ঐতিহাসিকের দায়িত্ব সমস্ত উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্যের সমন্বয়সাধন করে সঠিক ইতিহাস রচনা করা। ইতিহাস কল্পনাবিলাসী কোনো ভাবের বস্তু নয়। এতে আবেগ প্রাধান্য পায় না। তাই ইতিহাসের উৎস হতে হবে যথার্থ ও বাস্তবধর্মী। আর এক্ষেত্রে ইতিহাসের লিখিত ও অলিখিত উপাদানের সমন্বয়সাধন আবশ্যক।

সুতরাং উপরের আলোচনার শেষে বলা যায়, শুধু অলিখিত উপাদানের মাধ্যমে কোনো একটি জাতির সার্বিক ইতিহাস জানা সম্ভব নয়। সার্বিক ইতিহাস রচনার জন্য অলিখিত উপাদানের পাশাপাশি লিখিত উপাদানও গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশ্ন ▶ ০২

চিত্র-১ : মহাস্থানগড়

চিত্র-২ : শালবন বিহার

ক. প্রাচীন যুগ কাকে বলে? ১

খ. মানুষের জীবনাচরণে ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যের প্রভাব ব্যাখ্যা করো। ২

গ. চিত্র-১ যে জনপদের প্রতিনিধিত্ব করছে তার ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. চিত্র-১ এবং চিত্র-২ এ নির্দেশিত জনপদ থেকেই কি প্রাচীন বাংলার সম্পূর্ণ সীমারেখা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া সম্ভব? বিশ্লেষণ করো। ৪

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক খ্রিষ্টপূর্ব ৫ম শতক থেকে খ্রিষ্টীয় ১৩ শতক পর্যন্ত সময়কাল হলো বাংলার ইতিহাসের প্রাচীন যুগ।

খ কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চলের মানুষের জীবনাচরণ ও ইতিহাসের ওপর সে অঞ্চলের জলবায়ু বা ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যের প্রভাব অপরিসীম। আর এজন্যই পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের জীবনধারা ও আচার-আচরণে পরিলক্ষিত হয় স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য।

আবহাওয়া, জলবায়ু বা ঋতুবৈচিত্র্যের কারণেই ঝড়-জলোচ্ছ্বাস অথবা প্রকৃতির সাথে যুদ্ধ করতে গিয়েই মানুষ হয়ে ওঠে সংগ্রামী। জলবায়ুর তারতম্যের কারণেই গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলের মানুষেরা সুতি ও পাতলা কাপড় পরিধান করে। আবার শীতপ্রধান অঞ্চলের মানুষেরা মোটা কাপড় পরিধান করে। তাই একটি অঞ্চলের জলবায়ু উক্ত অঞ্চলের জনগণের জীবনাচরণে ভীষণভাবে প্রভাবিত করে ।

গ চিত্র-১ পুন্ড্র জনপদের প্রতিনিধিত্ব করছে।

পুণ্ড্র শব্দের অর্থ আখ বা ইক্ষু। প্রাচীন বাংলার জনপদগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো পুণ্ড্র। খুব সম্ভবত: পুণ্ড্র বলে একটি জনগোষ্ঠী এ জনপদ গড়ে তুলেছিল। বর্তমান বগুড়া, রংপুর, রাজশাহী ও দিনাজপুর এলাকা নিয়ে এ পুণ্ড্র জনপদটির সৃষ্টি হয়েছিল। রাজধানীর নাম ছিল পুণ্ড্রনগর। পরবর্তীকালে এর নাম হয় মহাস্থানগড়। মহাস্থানগড় প্রাচীন পুণ্ড্র নগরীর ধ্বংসাবশেষ বলে পন্ডিতেরা মনে করেন। প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শনের দিক দিয়ে পুণ্ড্রই ছিল প্রাচীন বাংলার সবচেয়ে সমৃদ্ধ নগরসভ্যতা।

উদ্দীপকে চিত্র-১ এ উল্লিখিত নির্দশনটি হলো মহাস্থানগড় যা পূর্বে পুণ্ড্র নামে পরিচিত ছিল।

ঘ চিত্র-১ 'পুন্ড' জনপদ এবং চিত্র-২ প্রাচীন 'সমতট' জনপদকে নির্দেশ করে। 'পুণ্ড্র' এবং 'সমতট' জনপদ থেকে প্রাচীন বাংলার সম্পূর্ণ সীমারেখা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া সম্ভব নয়।

প্রাচীনযুগে বাংলা (বর্তমানের বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গ) এখনকার বাংলাদেশের মতো কোনো একক ও অখণ্ড রাষ্ট্র বা রাজ্য ছিল না। বাংলার বিভিন্ন অংশ তখন ছোটো ছোটো অঞ্চলে বিভক্ত ছিল। আর প্রতিটি অঞ্চলের শাসক যার যার মতো শাসন করতেন। বাংলার এ অঞ্চলগুলোকে তখন সমষ্টিগতভাবে নাম দেওয়া হয় 'জনপদ'। উৎকীর্ণ শিলালিপি ও বিভিন্ন সাহিত্যগ্রন্থে প্রায় ষোলোটি জনপদের কথা জানা যায়। তবে প্রতিটি অঞ্চলের সীমা সব সময় একই রকম থাকেনি। কখনো কোনো জনপদের সীমা বেড়েছে, আবার কখনো কমেছে। প্রাচীন বাংলার উল্লেখযোগ্য কিছু জনপদ হলো– গৌড়, বঙ্গ, পুণ্ড্র, হরিকেল, সমতট, বরেন্দ্র, তাম্রলিপ্ত, রাঢ়, চন্দ্রদ্বীপ প্রভৃতি।

প্রাচীন বাংলার এ জনপদগুলো থেকে তখনকার বাংলার ভৌগোলিক অবয়ব, সীমারেখা, রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা লাভ করা যায়। প্রাচীন বাংলায় তখন কোনো রাজনৈতিক ঐক্য ছিল না। শক্তিশালী শাসকগণ তাদের আধিপত্য বিস্তারের মাধ্যমে একাধিক জনপদের শাসন ক্ষমতা লাভ করতেন। ফলে সম্পূর্ণ প্রাচীন বাংলার সীমারেখা সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে সবগুলো জনপদই অধ্যয়ন করা প্রয়োজন। দুই একটি জনপদ থেকেই সম্পূর্ণ প্রাচীন বাংলার সীমারেখা সম্পর্কে ধারণা লাভ করা সম্ভব নয়।

উদ্দীপকে চিত্র-১ এ উল্লিখিত নিদর্শনটি হলো 'মহাস্থানগড়' যা প্রাচীন বাংলার 'পুণ্ড্র' জনপদে অবস্থিত এবং চিত্র-২ এ উল্লেখিত নিদর্শনটি হলো 'শালবন বিহার' যা প্রাচীন বাংলার 'সমতট' জনপদে অবস্থিত। উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে তাই বলা যায়, উল্লেখিত জনপদ দুটি থেকেই প্রাচীন বাংলার সম্পূর্ণ সীমারেখা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া সম্ভব নয়।

প্রশ্ন ▶ ০৩ মিথিলার বাড়ি ফরিদপুর জেলায়। শীতকালীন ছুটিতে সে বাবার সাথে ঐতিহাসিক স্থান মহাস্থানগড় বেড়াতে যায়। সেখানে সে এক প্রাচীন নগরীর ধ্বংসাবশেষ দেখতে পায়। তাছাড়া সে সেখানে পাথরের উপর বিশেষ ধরনের লেখা দেখতে পায়।

ক. গৌড়ের রাজধানী কোথায় ছিল? ১

খ. প্রাচীন বাংলার শাসকগণ কীভাবে একাধিক জনপদের শাসনক্ষমতা লাভ করতেন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. মিথিলার বাড়ি প্রাচীন বাংলার কোন জনপদের অন্তর্ভুক্ত? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. মিথিলার দেখা জনপদটি সভ্যতার নিদর্শনের দিক থেকে প্রাচীন বাংলার সবচেয়ে সমৃদ্ধ জনপদ– বিশ্লেষণ করো। ৪

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক গৌড়ের রাজধানী ছিল কর্ণসুবর্ণ।

খ প্রাচীন বাংলার শাসকগণ তাদের আধিপত্য বিস্তারের মাধ্যমে একাধিক জনপদের শাসন ক্ষমতা লাভ করতেন।

প্রাচীন যুগে বাংলা এখনকার মতো কোনো একক ও অখণ্ড রাষ্ট্র বা রাজ্য ছিল না। বাংলার বিভিন্ন অংশ তখন ছোটো ছোটো অঞ্চলে বিভক্ত ছিল। আর প্রতিটি অঞ্চলের শাসক যার যার মতো শাসন করতেন। বাংলার এ অঞ্চলগুলোকে তখন সমষ্টিগতভাবে নাম দেওয়া হয় 'জনপদ'। প্রাচীন বাংলার জনপদ থেকে তখনকার বাংলার ভৌগোলিক অবয়ব, সীমারেখা, রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়। প্রাচীন বাংলায় তখন কোনো রাজনৈতিক ঐক্য ছিল না। শক্তিশালী শাসকগণ তাদের আধিপত্য বিস্তারের মাধ্যমে একাধিক জনপদের শাসন ক্ষমতা লাভ করতেন।

গ মিথিলার বাড়ি প্রাচীন বাংলার বঙ্গ জনপদের অন্তর্ভুক্ত।

বঙ্গ একটি অতি প্রাচীন জনপদ। বর্তমান বাংলাদেশের পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব দিকে বঙ্গ জনপদ নামে একটি অঞ্চল গড়ে উঠেছিল। অনুমান করা হয়, এখানে বঙ্গ বলে একটি জাতি বাস করতো। তাই জনপদটি পরিচিত হয় বঙ্গ নামে। প্রাচীন শিলালিপিতে বঙ্গের দুইটি অঞ্চলের নাম পাওয়া যায়– একটি 'বিক্রমপুর', আর অন্যটি 'নাব্য'। বর্তমানে নাব্য বলে কোনো জায়গার অস্তিত্ব নেই। ধারণা করা হয়, ফরিদপুর, বাখেরগঞ্জ ও পটুয়াখালীর নিচু জলাভূমি এ নাব্য অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রাচীন বঙ্গ জনপদ ছিল খুব শক্তিশালী অঞ্চল। 'বঙ্গ' থেকে 'বাঙালি' জাতির উৎপত্তি ঘটেছিল।

উদ্দীপকে মিথিলার বাড়ি ফরিদপুর জেলায়। এ জেলা প্রাচীন বাংলার বঙ্গ জনপদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাই বলা যায়, মিথিলার বাড়ি প্রাচীন বাংলার জনপদের অন্তর্ভুক্ত।

ঘ মিথিলার দেখা জনপদটি যথা পুণ্ড্র জনপদটি সভ্যতার নিদর্শনের দিক থেকে প্রাচীন বাংলার সবচেয়ে সমৃদ্ধ জনপদ।

পুণ্ড্র শব্দের অর্থ আখ বা ইক্ষু। প্রাচীন বাংলার জনপদগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো পুণ্ড্র। খুব সম্ভবত: পুণ্ড্র বলে একটি জনগোষ্ঠী এ জনপদ গড়ে তুলেছিল। বর্তমান বগুড়া, রংপুর, রাজশাহী ও দিনাজপুর এলাকা নিয়ে এ পুণ্ড্র জনপদটির সৃষ্টি হয়েছিল। এর রাজধানীর নাম

ছিল পুড্রনগর। পরবর্তীকালে এর নাম হয় মহাস্থানগড়। মহাস্থানগড় প্রাচীন পুড্র নগরীর ধ্বংসাবশেষ বলে পন্ডিতেরা মনে করেন। প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শনের দিক দিয়ে পুড্রই ছিল প্রাচীন বাংলার সবচেয়ে সমৃদ্ধ নগরসভ্যতা।

পাথরের চাকতিতে খোদাই করা বাংলাদেশের প্রাচীনতম শিলালিপি এখানে পাওয়া গেছে। করতোয়া নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত পুড্রনগরের সাথে জল ও স্থলপথে বাংলার অন্যান্য অংশের বেশ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল এবং প্রাচীন যুগে জনপদটি ব্যবসায়-বাণিজ্যের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসেবে বিখ্যাত ছিল।

উদ্দীপকে শীতকালীন ছুটিতে মিথিলা বাবার সাথে ঐতিহাসিক স্থান মহাস্থানগড় বেড়াতে যায়। সেখানে সে এক প্রাচীন নগরীর ধ্বংসাবশেষ দেখতে পায়। তাছাড়া সে সেখানে পাথরের বিশেষ ধরনের লেখা দেখতে পায়। যা পুড্র জনপদকে নির্দেশ করে। এটি একটি সমৃদ্ধ জনপদ।

প্রশ্ন ▸ ০৪ স্কুল শিক্ষক জাহেদ আহমেদ অনেক দিনের ইচ্ছায় বড় একটি লাইব্রেরি তৈরি করেন। শিক্ষকতার পাশাপাশি তিনি লেখালেখি করেন। তার রচিত চারটি গ্রন্থ ফেব্রুয়ারির মেলাতে প্রকাশ হয়েছে। লেখাপড়ার প্রতি তিনি খুব আগ্রহী। তাই বিদ্বান ব্যক্তিবর্গকে তিনি সমাদর করেন। জাহেদ আহমেদের ছেলেও বাবার মতো সে বাবার সব কাজে সাহায্য করেন।

ক. চন্দ্র রাজাদের মূল কেন্দ্র কোথায় ছিল? ১

খ. মাৎস্যন্যায় বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের শিক্ষক জাহেদ আহমেদের কাজ কোন সেন শাসকের কাজের সাথে মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর উক্ত শাসকের উত্তরসূরিরাও শিক্ষাক্ষেত্রে অবদান রেখেছেন? পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক চন্দ্র রাজাদের মূল কেন্দ্র ছিল লালমাই পাহাড়।

খ 'মাৎস্যন্যায়' বলতে বুঝায় পুকুরে বড় মাছ ছোট মাছকে ধরে গিলে ফেলার মতো বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিকে।

ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে 'মাৎস্যন্যায়' বলতে একটি দুর্যোগপূর্ণ সময়কালকে বোঝায়। শশাংকের মৃত্যুর পর বাংলার ইতিহাসে এ দুর্যোগপূর্ণ যুগের সূচনা হয়। এসময় দীর্ঘদিন বাংলায় যোগ্য শাসকের অভাবে রাজ্যে বিশৃঙ্খলা ও চরম অরাজকতা দেখা দেয়। আর এ অরাজকতাপূর্ণ সময়কালকে পাল তাম্রশাসনে 'মাৎস্যন্যায়' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

গ উদ্দীপকের শিক্ষক জাহেদ আহমেদের কাজ বল্লাল সেনের কাজের সাথে মিল রয়েছে।

সেন বংশের সুপন্ডিত শাসক বল্লাল সেন অত্যন্ত সুপন্ডিত ছিলেন। বিদ্যা ও বিদ্বানের প্রতি তার যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। তিনি বেদ, স্মৃতি, পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছিলেন। তার একটি বিরাট গ্রন্থাগার ছিল। কবি বা লেখক হিসেবে সংস্কৃত সাহিত্যে তার দান অপরিসীম। বল্লাল সেনের পূর্বে বাংলার কোনো প্রাচীন রাজা এরূপ লেখনী প্রতিভার পরিচয় দিতে পারেননি। তিনি 'দানসাগর' ও 'অদ্ভুতসাগর' নামে দুটি গ্রন্থ রচনা করেন। অবশ্য 'অদ্ভুতসাগর' গ্রন্থের অসমাপ্ত অংশ তার পুত্র লক্ষণ সেন সম্পূর্ণ করেছিলেন। এ গ্রন্থদ্বয় তার আমলের ইতিহাসের অতীব মূল্যবান উপকরণ। তিনি রামপালে নতুন রাজধানী স্থাপন করেছিলেন। বল্লাল সেন তন্ত্র হিন্দুধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ফলে তার রাজত্বকালে ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায় এবং বৌদ্ধধর্ম দুর্বল হয়ে পড়ে। তিনি হিন্দু সমাজকে নতুন করে গঠন করার উদ্দেশ্যে 'কৌলীন্য প্রথা' প্রবর্তন করেছিলেন। এর ফলে সামাজিক আচার-ব্যবহার, বিবাহ অনুষ্ঠান প্রভৃতি বিষয়ে কুলীন শ্রেণির লোকদিগকে কতকগুলো বিশেষ রীতিনীতি মেনে চলতে হতো।

উদ্দীপকে এসব কার্যক্রম বল্লাল সেনের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের শিক্ষক জাহেদ আহমেদের কাজ বল্লাল সেনের কাজের সাথে মিল রয়েছে।

ঘ হ্যাঁ, উক্ত শাসকের অর্থাৎ বল্লাল সেনের উত্তরসূরিরাও শিক্ষা ক্ষেত্রে অবদান রেখেছেন।

বল্লাল সেনের পর তাঁর পুত্র লক্ষণ সেন প্রায় ৬০ বছর বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করেন। পিতার ন্যায় তিনিও শিক্ষাক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। লক্ষণ সেন নিজেও পন্ডিত এবং বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। পিতার অসমাপ্ত গ্রন্থ 'অদ্ভুতসাগর' তিনিই সমাপ্ত করেছিলেন। লক্ষণ সেন রচিত কয়েকটি শ্লোকও পাওয়া গেছে। তাঁর রাজসভায় বহু পন্ডিত ও জ্ঞানী ব্যক্তির সমাবেশ ঘটেছিল। যেমন— ধোয়ী, জয়দেব, শরণ, গোবর্ধন, উমাপতিধর প্রভৃতি। ভারতের প্রসিদ্ধ পন্ডিত হলায়ুধ তাঁর প্রধানমন্ত্রী ও ধর্মীয় প্রধান ছিলেন। মুসলিম সাহিত্যিক মিনহাজ তার দানশীলতা ও ঔদার্যের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

তেরো শতকের প্রথমদিকে লক্ষণাবতীকে (গৌড়) কেন্দ্র করে বাংলায় মুসলিম সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় অবস্থান করে লক্ষণ সেন আরও ২/৩ বছর রাজত্ব করেন। লক্ষণ সেনের মৃত্যুর পর তাঁর দুই পুত্র বিশ্বরূপ সেন ও কেশব সেন কিছুকাল পূর্ব বাংলা শাসন করেন। পিতার ন্যায় তাঁরাও শিক্ষার প্রতি অনুরাগী ছিলেন।

উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে তাই বলা যায়, বল্লাল সেনের উত্তরসূরিরাও শিক্ষাক্ষেত্রে অবদান রেখেছেন— বক্তব্যটি যথার্থ।

প্রশ্ন ▸ ০৫ সীমা গ্রীষ্মের ছুটিতে গ্রামে মামাবাড়ি বেড়াতে যায়। ট্রেন থেকে নেমে ভ্যানে করে ব্রিজ পার হয়ে যাওয়ার পথে সে ধান, পাট, সরিষা, ইক্ষুসহ অনেক ফল গাছ দেখতে পায়। মামাবাড়ির পাশেই একজন কামারকে লোহার প্রয়োজনীয় দ্রব্য তৈরি করতে দেখে। তার মামাবাড়িতে খুব সুন্দর সুন্দর পুরনো কাঠের আসবাবপত্র দেখতে পায়। মামার বাড়ির মধ্যেই দেখলো তাঁতে বিভিন্ন কাপড় বুনছে। পাশাপাশি মসলিন শাড়িও বোনা হচ্ছে। সীমা জানতে পারে মসলিন শাড়ি বোনার জন্য সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা রয়েছে।

ক. বাংলা সাহিত্যের জন্ম কোথা থেকে হয়েছে। ১

খ. বৌদ্ধস্তূপ কী? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের চিত্রটি বাংলার কোন আমলের সাথে মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত আমলের সামাজিক জীবন বর্তমানের সামাজিক জীবন থেকে ভিন্ন— পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলা সাহিত্যের জন্ম হয়েছে চর্যাপদ থেকে।

খ বৌদ্ধস্তূপ হচ্ছে বাংলাদেশের স্থাপত্যের সবচেয়ে প্রাচীন নিদর্শন। গৌতম বুদ্ধের দেহের হাড় বা তার ব্যবহার করা জিনিসপত্রের ওপর স্তূপ নির্মাণ করা হতো। পরে জৈন ধর্মাবলম্বীরাও স্তূপ নির্মাণ করতো। এছাড়া বৌদ্ধ ভিক্ষুরা বসবাস ও বিদ্যাচর্চা করার জন্য বিহার নির্মাণ করতো।

গ উদ্দীপকের চিত্রটি বাংলার প্রাচীন আমলের সাথে মিল রয়েছে।
প্রাচীন বাংলার অর্থনীতি গড়ে উঠেছিল কৃষির ওপর নির্ভর করে। ধান ছিল বাংলার প্রধান ফসল। এছাড়া পাট, ইক্ষু, তুলা, নীল, সরিষা ও পান চাষের জন্য বাংলার খ্যাতি ছিল। ফলবান বৃক্ষের মধ্যে ছিল আম, কাঁঠাল, নারিকেল, সুপারি, ডালিম, কলা, লেবু, ডুমুর, খেজুর ইত্যাদি। কুটির শিল্পে প্রাচীন বাংলা অত্যন্ত সমৃদ্ধ ছিল। লোহার তৈরি জিনিসপত্রের মধ্যে ছিল দা, কুড়াল, কোদাল, খন্তা, খুরপি, লাঙ্গল ইত্যাদি। এছাড়াও জলের পাত্র, তীর, বর্শা, তলোয়ার প্রভৃতি যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র তৈরি হতো। কাঠের শিল্পও সেসময় অত্যন্ত উন্নত ছিল। সংসারের আসবাবপত্র, ঘর-বাড়ি, মন্দির, পালকি, গোরুর গাড়ি, ঘোড়ার গাড়ি, রথ প্রভৃতি কাঠের দ্বারাই তৈরি হতো। বস্ত্র শিল্পের জন্য বাংলা প্রাচীনকালেই বিখ্যাত হয়ে উঠেছিল। বিশ্ববিখ্যাত মসলিন কাপড় প্রাচীনকাল থেকেই বাংলায় তৈরি হতো। এ বস্তু এত সূক্ষ্ম যে, ২০ গজ মসলিন একটি নস্যির কৌটায় ভরা যেত। কার্পাস তুলা ও রেশমের তৈরি উন্নতমানের সূক্ষ্ম বস্ত্রের জন্যও বঙ্গ প্রসিদ্ধ ছিল।
উদ্দীপকে সীমা গ্রীষ্মের ছুটিতে মামাবাড়ি বেড়াতে যাওয়ার সময় ধান, পাট, সরিষা, ইক্ষুসহ অনেক ফলগাছ দেখতে পায়। মামা বাড়ির পাশেই একজন কামারকে লোহার প্রয়োজনীয় দ্রব্য তৈরি করতে দেখে। এছাড়াও পুরোনো কাঠের আসবাবপত্র, তাঁতে তৈরি কাপড় প্রভৃতির পাশাপাশি মসলিন শাড়িও দেখতে পায়। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, উদ্দীপকের চিত্রটি প্রাচীন বাংলারই প্রতিচ্ছবি।

ঘ উক্ত আমলের তথা প্রাচীন আমলের সামাজিক জীবন বর্তমানের সামাজিক জীবন থেকে ভিন্ন– উক্তিটি যথার্থ।
প্রাচীন বাংলার সামাজিক প্রথা ও আচার-আচরণের মধ্যে ছিল অতিথিদের পান-সুপারি খেতে দেওয়া, শিবের গীত গাওয়া, বিয়েতে গায়ে হলুদ দেওয়া, ধুতি-শাড়ি পরা এবং মেয়েদের কপালে সিঁদুর দেয়া প্রভৃতি। এগুলো ছাড়াও তখন সমাজে জাতিভেদ প্রথা অত্যন্ত ব্যাপক ছিল। হিন্দুদের মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র চারটি বর্ণের বিভাজন ছিল। বাংলার মেয়েদের গুণাবলির সুখ্যাতি ছিল ও তারা লেখাপড়া শিখত। তবে হিন্দু সমাজে সতীদাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। খাদ্যাভ্যাসের ভেতর ছিল ভাত, মাছ, মাংস, শাক-সবজি, দুধ, দধি, ঘৃত, ক্ষীর ইত্যাদি। পূর্ববঙ্গে ইলিশ ও শুঁটকি মাছ প্রিয় খাবার ছিল। খাওয়া-দাওয়ার শেষে মসলাযুক্ত পান খাওয়ার রীতি ছিল।
বাংলার নর-নারীরা যথাক্রমে ধুতি ও শাড়ি পরত। উৎসব-অনুষ্ঠানে বিশেষ পোশাক ও অলঙ্কার ব্যবহারের রীতি প্রচলিত ছিল। খেলাধুলার ভেতর পাশা ও দাবা খেলার প্রচলন ছিল। আমোদ-প্রমোদের জন্য বীণা, বাঁশি, মৃদঙ্গ, ঢাক, ঢোল, খোল, করতাল ইত্যাদি ছিল। কুস্তি, নৌকাবাইচ, শিকার ও বাজিকরের খেলা পুরুষদের খুব পছন্দ ছিল। নারীদের মধ্যে উদ্যান রচনার প্রচলন ছিল। আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে ছিল অন্নপ্রাশন, বিয়ে, শ্রাদ্ধ, রথযাত্রা, নবান্ন, ভ্রাতৃদ্বিতীয়া, হোলি, গঙ্গাস্নান প্রভৃতি। যাতায়াতের প্রধান বাহন ছিল গোরুর গাড়ি ও নৌকা, ভেলা, ডোঙ্গা ও ছোটো ছোটো সাঁকো। ধনীরা হাতি, ঘোড়া, নৌকা, পালকি ব্যবহার করত যাতায়াতের জন্য।
উপরের আলোচনা থেকে দেখা যায়, প্রাচীন বাংলার সমাজব্যবস্থায় সামাজিক প্রথা ও আচার-আচরণের পাশাপাশি খাদ্যাভ্যাস, পোশাক-পরিচ্ছদ, খেলাধুলা, আমোদ-প্রমোদ, উৎসব, যাতায়াতব্যবস্থা প্রভৃতি সামাজিক জীবনের যে বিষয়গুলো বিদ্যমান ছিল বর্তমানের সামাজিক জীবনে সেগুলো আর তেমন লক্ষ করা যায় না। এ কারণে বলা যায়, প্রাচীন আমলের সামাজিক জীবন বর্তমানের সামাজিক জীবন থেকে ভিন্ন– উক্তিটি যথার্থ।

প্রশ্ন ▸ ০৬ নদ-নদী পরিবেষ্টিত অস্টমীর চর অঞ্চলের শাসক ছিলেন শাহাদাত হোসেন। নিজের অঞ্চলের নিরাপত্তার জন্য পদাতিক, অশ্বারোহী বাহিনী থাকলেও তার রাজ্য নদীবিধৌত হওয়ায় নিরাপত্তার জন্য তিনি বিশেষ নৌ বাহিনী তৈরি করেন। বন্যার হাত থেকে তার এলাকা রক্ষার জন্য তিনি বহু খাল খনন ও সেতু নির্মাণ করে তার এলাকার উন্নয়ন নিশ্চিত করেন। তার প্রভাব প্রতিপত্তিকে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের শক্তিশালী শাসক সুনজরে দেখেননি। তিনি অষ্টমীর চর আক্রমণ করে তার রাজ্যভুক্ত করেন।

ক. সতীদাহ প্রথা কী? ১
খ. পৌরাণিক ধর্ম বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের শাহাদাতের সাথে বাংলার কোন খলজি মালিক শাসকের তুলনা করা চলে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. "উক্ত শাসকের পরাজয়ের ফলে বঙ্গাদেশ দিল্লির অধিকারে চলে আসে"– বিশ্লেষণ করো। ৪

৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সতীদাহ প্রথা হিন্দু সমাজে প্রচলিত একটি কুপ্রথা বিশেষ। মৃত স্বামীর সাথে জীবন্ত স্ত্রীকেও স্বামীর চিতার আগুনে পুড়িয়ে মারাকে সতীদাহ প্রথা বলা হয়।

খ বৈদিক যুগে পূর্বের দেব-দেবীর পরিবর্তে নতুন নতুন দেব-দেবীর পূজা শুরু হয়। এ নতুন দেব-দেবীরা ছিলেন মূলত পুরাণ ও মহাকাব্য বর্ণিত দেব-দেবী। তাই এ ধর্মকে পৌরাণিক ধর্ম বলে।

গ উদ্দীপকের শাহাদাতের সাথে বাংলার সুলতান গিয়াসউদ্দিন ইওজ খলজির তুলনা করা চলে।
সুলতান গিয়াসউদ্দিন ইওজ খলজি নিঃসন্দেহে খলজি মালিকদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। শাসনকার্যের সুবিধার জন্য তিনি রাজধানী দেবকোট থেকে গৌড় বা লখনৌতিতে স্থানান্তর করেন। রাজধানীর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ় করার জন্য বসনকোট নামক স্থানে একটি দুর্গ নির্মাণ করা হয়। লখনৌতি নদীতীরে অবস্থিত হওয়ায় ব্যবসায় বাণিজ্যের সুবিধা ছিল। তাছাড়া ইওজ খলজি বুঝতে পেরেছিলেন যে শক্তিশালী নৌবাহিনী ছাড়া শুধু অশ্বারোহী বাহিনীর পক্ষে নদীমাতৃক বাংলায় রাজ্য সম্প্রসারণ সম্ভব হবে না। বাংলার শাসন বজায় রাখতে হলেও নৌবাহিনীর প্রয়োজন ছিল। তাই বলা যায় যে, বাংলায় মুসলমান শাসকদের মধ্যে ইওজ খলজিই নৌবাহিনীর গোড়াপত্তন করেছিলেন। রাজধানীর নিরাপত্তার জন্য এর তিন পাশে গভীর ও প্রশস্ত পরিখা নির্মাণ করেন। বার্ষিক বন্যার হাত থেকে লখনৌতি ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলকে রক্ষা করার জন্য তিনি বহু খাল খনন ও সেতু নির্মাণ করেন। তিনি রাস্তা নির্মাণ করে সৈন্য ও পণ্য চলাচলের সুবন্দোবস্ত করেন। এ রাজপথ নির্মাণের ফলে রাজ্য শাসন ও ব্যবসায় বাণিজ্যেরই শুধু সুবিধা হয়নি, বরং দেশের লোকের নিকট আশীর্বাদস্বরূপও ছিল। কারণ তা বার্ষিক বন্যার কবল থেকে তাদের গৃহ ও শস্যক্ষেত্র রক্ষা করত।
উদ্দীপকে এসব কর্মকাণ্ড গিয়াসউদ্দিন ইওজ খলজির কর্মকাণ্ডের সাথে মিল রয়েছে। তাই বলা যায়, শাহাদাতের সাথে বাংলার সুলতান গিয়াসউদ্দিন ইওজ খলজির তুলনা করা চলে।

ঘ "উক্ত শাসকের তথা সুলতান গিয়াসউদ্দিন ইওজ খলজির পরাজয়ের ফলে বঙ্গদেশ দিল্লির অধিকারে চলে আসে"– উক্তিটি যথার্থ।

দিল্লির সুলতান ইলতুৎমিশ ইওজ খলজির অধীনে লখনৌতির (বাংলা) মুসলমান রাজ্যের প্রতিপত্তি বিস্তার কখনো ভালো চোখে দেখেননি। কিন্তু রাজত্বের প্রারম্ভে আশু বিপদ ও সমস্যার সমাধান করার পূর্বে বাংলার দিকে নজর দেওয়া তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। ১২২৪ খ্রিষ্টাব্দে বিপদসমূহ দূর হলে সুলতান ইলতুৎমিশ বাংলার দিকে দৃষ্টি দেন। ১২২৫ খ্রিষ্টাব্দে মুঙ্গের কিংবা শকরিগলি গিরিপর্বতের নিকট উভয় দলের সৈন্য মুখোমুখি হলে ইওজ খলজি সন্ধির প্রস্তাব করেন। উভয়পক্ষে সন্ধি হয়। ইলতুৎমিশ খুশি হয়ে মালিক আলাউদ্দিন জানিকে বিহারের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন এবং ইওজ খলজিকে বঙ্গের শাসক পদে বহাল রেখে দিল্লিতে ফিরে যান। কিন্তু সুলতান দিল্লিতে প্রত্যাবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ইওজ খলজি পুনরায় স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। বিহার আক্রমণ করে সেখানকার শাসনকর্তা আলাউদ্দিন জানিকে বিতাড়িত করেন।

ইওজ খলজি লখনৌতি ফিরে এসেই বুঝতে পেরেছিলেন যে, ইলতুৎমিশ আবার বাংলা আক্রমণ করবেন। তিনি প্রায় এক বছরকাল প্রস্তুতি নিয়ে রাজধানীতে অবস্থান করেন এবং পাল্টা আক্রমণের জন্য অপেক্ষা করেন। এ সময় দিল্লির রাজকীয় বাহিনী অযোধ্যার বিদ্রোহ দমনে ব্যস্ত হয়ে পড়লে ইওজ খলজি মনে করেন এ অবস্থায় দিল্লি বাহিনীর পক্ষে বাংলা আক্রমণ সম্ভব হবে না। তাই তিনি এ অবসরে পূর্ববঙ্গ আক্রমণ করার মনস্থ করেন। রাজধানী লখনৌতি একপ্রকার অরক্ষিত অবস্থায় ছিল। এদিকে, সুলতান ইলতুৎমিশ পুত্র নাসিরউদ্দিন মাহমুদকে লখনৌতি আক্রমণের নির্দেশ দেন। তিনি ইওজ খলজির অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে বঙ্গের রাজধানী লখনৌতি আক্রমণ করেন। এ সংবাদ শুনে ইওজ খলজি অতি অল্প সংখ্যক সৈন্য নিয়ে রাজধানীতে তাড়াতাড়ি ফিরে আসেন। শত্রুবাহিনী পূর্বেই তাঁর বসনকোট দুর্গ অধিকার করেছিল। যুদ্ধে ইওজ খলজি পরাজিত ও বন্দি হন। পরে তাঁকে হত্যা করা হয়। ইওজ খলজির পরাজয় ও পতনের ফলে বঙ্গদেশ পুরোপুরি দিল্লির সুলতানের অধিকারে আসে।

সুতরাং উপরের আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, সুলতান গিয়াসউদ্দিন ইওজ খলজির পরাজয়ের ফলেই বঙ্গদেশ দিল্লির অধিকারে আসে।

প্রশ্ন ▸ ০৭ একটি প্রদেশের শাসক তরুণ বয়সে রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করেন। কিন্তু তার ঘনিষ্ঠজন এবং দেশি-বিদেশি বণিক শ্রেণি ও সেনাপতিসহ অনেকেই নিজ নিজ স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে শাসকের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু করে। ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে শাসক যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন এবং পরাজিত ও নিহত হন।

ক. 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' প্রবর্তন করেন কে? ১

খ. "অন্ধকূপ হত্যা' কী? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের ঘটনাটি বাংলার কোন ঐতিহাসিক ঘটনাকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত ঘটনার ফলে বাংলা প্রায় দুইশত বছরের পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়– বিশ্লেষণ করো। ৪

৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রবর্তন করেন লর্ড কর্নওয়ালিশ।

খ নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে হেয় করতে হলওয়েল কর্তৃক প্রচারিত একটি মিথ্যা প্রচারণা ইতিহাসে 'অন্ধকূপ হত্যা' নামে পরিচিত। হলওয়েলের বর্ণনা অনুযায়ী ১৮ ফুট দৈর্ঘ্য ও ১৪.১০ ফুট প্রস্থ একটি ছোট ঘরে ১৪৬ জন ইংরেজকে বন্দি করে রাখা হয়। যার ফলে প্রচণ্ড গরমে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে ১২৩ জন ইংরেজ সেনার মৃত্যু হয়। এটি ছিল ইংরেজ সেনা হলওয়েল কর্তৃক প্রচারিত একটি সম্পূর্ণ বানোয়াট ও মিথ্যা গুজব। এর কোনো ঐতিহাসিক সত্যতা নেই।

গ উদ্দীপকের ঘটনাটি বাংলার পলাশি যুদ্ধকে নির্দেশ করে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, উদ্দীপকের ন্যায় বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার নবাব সিরাজউদ্দৌলার প্রধান সেনাপতি ছিলেন মীরজাফর আলী খান। নবাব মীরজাফরকে অনেক বিশ্বাস করতেন। কিন্তু মীরজাফর ক্ষমতা লাভের আশায় নবাবের শত্রু ইংরেজদের সাথে গোপনে হাত মেলায়।

বাংলার ক্ষমতা লাভের উদ্দেশ্যে ইংরেজরা নবাবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে। এ ষড়যন্ত্রে লর্ড ক্লাইভের সঙ্গে যুক্ত হয় ব্যবসায়ী ধনকুবের জগৎ শেঠ, রায়দুর্লভ, উমিচাঁদ, রাজা রাজবল্লভ ও প্রধান সেনাপতি মীরজাফর আলী খান। ফলে ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন পলাশির আমবাগানে ইংরেজদের বিরুদ্ধে সিরাজউদ্দৌলার যুদ্ধ হয়। নবাবের পক্ষে দেশপ্রেমিক মীর মদন, মোহনলাল এবং ফরাসি সেনাপতি সিন ফ্রে প্রাণপণে যুদ্ধ করেন। যুদ্ধে নবাবের বিজয় আসন্ন দেখে মীরজাফর ষড়যন্ত্রমূলকভাবে যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা করে। এছাড়া মীরজাফর যুদ্ধক্ষেত্রে সহযোগিতা না করে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে। ফলে সিরাজউদ্দৌলা পরাজিত ও নিহত হন এবং ইংরেজরা বিজয়ী হয়।

ঘ উক্ত ঘটনা তথা পলাশির যুদ্ধে নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরাজয়ের ফলে বাংলা প্রায় দুইশত বছরের পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়– বক্তব্যটি সঠিক।

১৭৫৭ সালের ২৩ জুন ভাগীরথী নদীর তীরে সংঘটিত পলাশির যুদ্ধে মীরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতায় নবাবের পরাজয় ঘটে। সিরাজউদ্দৌলার পরাজয় ও মৃত্যু বাংলায় প্রত্যক্ষ ঔপনিবেশিক শাসনের পথ সুগম করে। পুরো ক্ষমতা চলে যায় ইংরেজদের হাতে। এর সুদূরপ্রসারী পরিণতি ছিল সমগ্র উপমহাদেশে কোম্পানির শাসন প্রতিষ্ঠা।

পলাশির যুদ্ধে সিরাজউদ্দৌলার পরাজয় ও মৃত্যুর পর বাংলা তথা উপমহাদেশের জনগণের ভাগ্যে নেমে আসে চরম দুর্দশা। যুদ্ধের পর মীরজাফরকে বাংলার সিংহাসনে বসালেও তিনি ছিলেন নামেমাত্র নবাব। প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী ছিল ইংরেজরা। বাংলায় একচেটিয়া ব্যবসা-বাণিজ্যের অধিকার লাভ করে তারা। এ যুদ্ধের পর ইংরেজ শক্তির স্বার্থে এদেশের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক পরিবর্তন সংঘটিত হতে থাকে। পলাশির যুদ্ধের পর দেশীয় শাসনক্ষমতা ইংরেজদের হাতে চলে যায়। ফলে প্রায় ২০০ বছরের জন্য বাংলা পরাধীন হয়ে যায়। প্রতিষ্ঠিত হয় ঔপনিবেশিক শাসন।

পরিশেষে বলা যায়, পলাশির যুদ্ধে নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরাজয়ের ফলে বাংলার স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত হয় এবং বাংলা প্রায় দুইশত বছরের পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়।

প্রশ্ন ▶ ০৮

চিত্র-A

চিত্র-B

ক. "The Spirit of Islam" গ্রন্থটির লেখক কে ছিলেন? ১

খ. 'বাংলার নীল বিদ্রোহের অবসান ঘটে কীভাবে? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. নারী শিক্ষার প্রসারে চিত্র 'A' তে প্রদর্শিত ব্যক্তির অবদান ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. "আধুনিক সমাজ বিনির্মাণে চিত্র 'B' তে প্রদর্শিত ব্যক্তির ভূমিকা ছিল অনস্বীকার্য"– বিশ্লেষণ করো। ৪

৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক "The Spirit of Islam" গ্রন্থটির লেখক সৈয়দ আমীর আলী।

খ ১৮৬১ সালে ইন্ডিগো কমিশন বা নীল কমিশন গঠনের পরিপ্রেক্ষিতে নীল বিদ্রোহের অবসান ঘটে।

বাংলার নীল চাষিরা যখন নীল চাষের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড বিদ্রোহে ফেটে পড়ে, তখন ব্রিটিশ সরকার নীল চাষকে ঐচ্ছিক ঘোষণা করার প্রেক্ষাপটে ১৮৬১ সালে ইন্ডিগো কমিশন বা নীল কমিশন গঠন করে। এই কমিশনের সুপারিশের ওপর ভিত্তি করে নীল চাষকে কৃষকদের 'ইচ্ছাধীন' বলে ঘোষণা করা হয়। তাছাড়া ইন্ডিগো কন্ট্রাক্ট বাতিল করা হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে নীল বিদ্রোহের অবসান হয়। পরবর্তীকালে নীলের বিকল্প কৃত্রিম নীল আবিষ্কৃত হওয়ায় ১৮৯২ সালে এদেশে নীল চাষ চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়।

গ নারী শিক্ষার প্রসারে চিত্র 'A' তে প্রদর্শিত বেগম রোকেয়ার অবদান অপরিসীম।

বিশ শতকের শুরুতে ব্রিটিশ শাসনের প্রভাবে যখন ভারতবর্ষের ঘরে ঘরে শিক্ষার আলো জ্বলছে, বাঙালি মুসলমান মেয়েরা তখনও পিছিয়ে ছিল। বাংলার মুসলমান সমাজের মেয়েরা অন্যান্য সামাজিক অধিকারের পাশাপাশি শিক্ষার অধিকার থেকেও বঞ্চিত ছিল। এর মূল কারণ ছিল ধর্মীয় ও সামাজিক গোঁড়ামি। মুসলমান মেয়েদের এই অবস্থা থেকে মুক্তি দিতে সংকল্পবদ্ধ হন নারীজাগরণের অগ্রদূত বেগম রোকেয়া। তিনি নিজে বড়ো ভাইয়ের আন্তরিক উৎসাহে উর্দু, আরবি, ফারসি, বাংলা ও ইংরেজি ভাষা শিক্ষালাভ করেন। পত্রপত্রিকায় নিবন্ধ প্রকাশ ও বই লেখার মাধ্যমে তিনি তৎকালীন অবহেলিত নারীসমাজকে শিক্ষা সচেতন করার চেষ্টা করেন। তার রচনাগুলো ছিল মূলত নারী শিক্ষা ও নারীজাগরণকেন্দ্রিক। তার সেসব লেখনী আজও বাংলার নারীদের প্রেরণা জোগায়।

বর্তমানে নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে যেসব অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়, তা নারীজাগরণের অগ্রদূত বেগম রোকেয়ার নারী আন্দোলনের পথ ধরে এসেছে। ফলে আজকের দিনে নারীরা দেশ-বিদেশের গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। এমনকি বর্তমানে নারীরা প্রধানমন্ত্রী হওয়া থেকে শুরু করে বিশ্বের সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ মাউন্ট এভারেস্টে পা রেখেছেন। মেয়েরা আজ কৃষি, শিক্ষা, চিকিৎসা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিসহ তথ্যপ্রযুক্তির নানা ক্ষেত্রেও বিশেষ অবদান রাখছে। তাছাড়াও বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন পদে নারীরা অধিষ্ঠিত রয়েছে।

অতএব উপর্যুক্ত আলোচনা হতে বলা যায়, বর্তমান নারী শিক্ষার অগ্রগতিতে বেগম রোকেয়ার গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে।

ঘ "আধুনিক সমাজ বিনির্মাণে চিত্র 'B' তে প্রদর্শিত রাজা রামমোহন রায়ের ভূমিকা ছিল অনস্বীকার্য" - মন্তব্যটি যথার্থ।

বাংলার নবজাগরণের স্রষ্টা ভারতের প্রথম আধুনিক পুরুষ ছিলেন রাজা রামমোহন রায়। অসাধারণ পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন তিনি। বিশেষ করে আরবি, ফারসি, উর্দু, ল্যাটিন ও গ্রিক ভাষায় তিনি অসামান্য দক্ষতা অর্জন করেন। রাজা রামমোহন রায় নিজের চিন্তাধারার আলোকে নতুন সমাজ গঠনে প্রয়াসী হন। তিনি হিন্দুসমাজের সতীদাহ প্রথা, বাল্যবিবাহ, কৌলীন্য প্রথা ও অন্যান্য কুসংস্কার দূর করতে প্রচেষ্টা চালান। হিন্দুধর্মের সংস্কারের উদ্দেশ্যে 'আত্মীয় সভা' নামে একটি সমিতি গঠন করেন। ১৮২৮ সালের ২০ আগস্ট তিনি ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। শিক্ষাবিস্তারেও তার অবদান ছিল অসামান্য। তিনি ১৮২২ সালে কোলকাতায় 'অ্যাংলো-হিন্দু স্কুল' প্রতিষ্ঠা করেন। ইংরেজ সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ১ লক্ষ টাকা তিনি সংস্কৃত ও মাদ্রাসা শিক্ষায় ব্যয় না করে আধুনিক শিক্ষায় ব্যয় করার জন্য সরকারের প্রতি আবেদন করেন। এভাবে তিনি বাংলায় নবজাগরণের সূচনা করেন।

প্রশ্ন ▶ ০৯

ক. INA-এর পূর্ণরূপ কী? ১

খ. 'আজাদ হিন্দ ফৌজ' গঠনের কারণ ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের চিত্রটি কোন ঐতিহাসিক ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. ভারতবর্ষের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনে উক্ত ঘটনার প্রভাব অনস্বীকার্য– বিশ্লেষণ করো। ৪

৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক INA এর পূর্ণরূপ Indian National Army.

খ 'Indian National Army' গঠন করা হয় যুদ্ধ করে উপমহাদেশ থেকে ইংরেজদের বিতাড়নের উদ্দেশ্যে। যখন দেশের অভ্যন্তরে রাজনীতিতে চরম হতাশা বিরাজ করছে, ব্যর্থ হয়েছে ইংরেজ তাড়ানোর প্রাণপণ প্রচেষ্টা, তখন যুদ্ধ করে ইংরেজ বিতাড়নের জন্য বাঙালিদের নেতৃত্বে দেশের বাইরে গঠিত হয় আজাদ হিন্দ ফৌজ বা Indian National Army (INA)। এই সেনাবাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু। এই বাহিনী গড়তে সাহায্য করেন আরেক বাঙালি বিপ্লবী রাসবিহারী বসু।

গ উদ্দীপকের চিত্রটি তথা বাহাদুর শাহ পার্ক সিপাহি বিদ্রোহের সাথে সম্পৃক্ত।

মঙ্গল পাণ্ডে নামক একজন সিপাহির গুলি ছোড়ার মধ্য দিয়ে ১৮৫৭ সালের ২৯শে মার্চ এ বিদ্রোহের সূত্রপাত হয়। এ বিদ্রোহ পরবর্তীতে দেশটির স্বাধীনতা ও জাতীয়তার মূর্ত প্রতীক হয়ে দাঁড়ায়। এ বিদ্রোহে যুদ্ধরত বিদ্রোহী নেতারা প্রাণপণ লড়াই করে পরাজিত হন। অনেক বিদ্রোহীকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করা হয়। বিদ্রোহীরা দিল্লি দখল করে মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহকে ভারতবর্ষের সম্রাট বলে ঘোষণা করেন। এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন, নানা সাহেব, ঝাঁসির রানি লক্ষ্মীবাঈ, অযোধ্যার বেগম হযরত মহল, মৌলভি আহমদ উল্লাহসহ ক্ষুব্ধ বঞ্চিত দেশীয় রাজন্যবর্গের অনেকে। এ সংগ্রামের সাথে জড়িতদের বেশিরভাগই সিপাহি যুদ্ধে শহিদ হন, বাকিদের ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করা হয়। মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহকে রেঙ্গুনে নির্বাসিত করা হয়। এ যুদ্ধ সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন মতামত রয়েছে। ইউরোপীয় ঐতিহাসিকরা মনে করেন যে, এ বিদ্রোহ শুধু সিপাহিদের বিদ্রোহ ছিল। কোনো কোনো ভারতীয় ঐতিহাসিকের মতে, এটি ছিল ব্রিটিশ ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম।

তাই বলা যায়, উল্লিখিত চিত্রটি সিপাহি বিদ্রোহের সাথে সম্পৃক্ত।

ঘ ভারতবর্ষের রাজনৈতিক পট পরিবর্তনে উক্ত ঘটনা তথা ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রভাব অনস্বীকার্য–বক্তব্যটি যথার্থ।

পলাশির যুদ্ধের একশ বছর পর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় এবং সামরিক প্রতিটি ক্ষেত্রে বৈষম্যের কারণে প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম সংঘটিত হয়। এটি ছিল মূলত সিপাহিদের বিদ্রোহ। এ বিদ্রোহের তাৎক্ষণিক গুরুত্বও ছিল অনেক। এর ফলে ভারতে কোম্পানি শাসনের অবসান ঘটে এবং ব্রিটিশ সরকার ভারতের শাসনভার নিজ হাতে গ্রহণ করে।

১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামের পর ব্রিটিশ সরকার কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করে। ১৮৫৭ সালের ১ নভেম্বর মহারানি ভিক্টোরিয়া একটি ঘোষণাপত্র জারি করেন। এতে স্বত্ববিলোপ নীতি এবং এর সঙ্গে যুক্ত অন্যান্য নিয়ম বাতিল করা হয়। এছাড়া ভারতীয়দের চাকরি প্রদান এবং ধর্মীয় স্বাধীনতার নিশ্চয়তাসহ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের প্রতি ক্ষমা ঘোষণা করা হয়। এই বিদ্রোহের সুদূরপ্রসারী গুরুত্ব হচ্ছে এই বিদ্রোহের ক্ষোভ থেমে যায়নি। এই সংগ্রামের পরিপ্রেক্ষিতে জনগণ সচেতন হয়ে ওঠে এবং আন্দোলন-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ১৯৪৭ সালে ইংরেজ শাসনের অবসান ঘটায়।

উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, রাজনৈতিক পট পরিবর্তনে ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রভাব অনস্বীকার্য। এর তাৎক্ষণিক ফলাফল হচ্ছে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনের অবসান, যা ব্রিটিশ ভারতের রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের সূচনা।

প্রশ্ন ▶ ১০

ছক-১	ছক-২
এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম	১০ এপ্রিল ১৯৭১ ১৭ এপ্রিল ১৯৭১ বৈদ্যনাথতলা

ক. 'পোড়ামাটি' নীতি কী? ১

খ. 'অপারেশন সার্চলাইট' বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের ছক-১ দ্বারা কোন ঐতিহাসিক ঘটনাকে ইঙ্গিত করা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর উদ্দীপকের ছক-২ এর তথ্য বাংলাদেশের স্বাধীনতার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে? বিশ্লেষণ করো। ৪

১০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'পোড়ামাটি নীতি' বলতে বোঝায় যুদ্ধ ক্ষেত্রে সেনাবাহিনী কর্তৃক বিভিন্ন সম্পদ ধ্বংস করে ফেলা, যেন শত্রুপক্ষ দেশ দখল করলেও ব্যবহারযোগ্য কোনো সম্পদ না পায়।

খ ২৫শে মার্চের কালরাতের বর্বরতম গণহত্যাকে পাকিস্তানি সেনাদের ভাষায় 'অপারেশন সার্চলাইট' বলা হয়। ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ মধ্যরাতে বাঙালির তথা পৃথিবীর ইতিহাসে একটি কলঙ্কজনক অধ্যায়ের সূচনা হয়, যা 'কালরাত্রি' নামে পরিচিত। সে সময় পাকিস্তান সেনাবাহিনী পূর্ব পাকিস্তানের নিরস্ত্র, নিরীহ, স্বাধীনতাকামী সাধারণ জনগণের ওপর হামলা করে এবং নির্বিচারে হত্যাযজ্ঞ চালায়। পাকিস্তান তাদের এ অভিযানের নাম দেয় 'অপারেশন সার্চলাইট'। ১৮ই মার্চ টিক্কা খান, রাও ফরমান আলী 'অপারেশন সার্চলাইট' বা বাঙালির ওপর নৃশংস হত্যাকাণ্ড পরিচালনার নীল নকশা তৈরি করে।

গ উদ্দীপকের ছক-১ দ্বারা বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলেও ইয়াহিয়া খান ক্ষমতা হস্তান্তরে গড়িমসি করে। ফলে পূর্ব বাংলার জনগণ আন্দোলনে ফেটে পড়ে। পাকিস্তানের রাজনৈতিক অঙ্গনে এক অস্থিরতা সৃষ্টি হয়। পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে লক্ষ লক্ষ লোক জমায়েত হতে থাকে। বঙ্গবন্ধু এ সমাবেশে এক ঐতিহাসিক ভাষণ দেন। এ ভাষণে তিনি বাঙালি জাতির শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে জেগে ওঠার আহ্বান জানান। তিনি পরোক্ষভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। তিনি বলেন– "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।" তার এ ভাষণে উদ্বুদ্ধ হয়ে বাংলার আপামর জনসাধারণ স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে থাকে। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ অনুসারে দেশের স্কুল-কলেজ, অফিস, আদালত, কল-কারখানা সব বন্ধ হয়ে যায়। বিক্ষুব্ধ জনতা পাকিস্তানবাহিনীর সদস্যদের বিভিন্ন স্থানে প্রতিরোধ করতে থাকে।

তাই বলা যায়, ছক-১ দ্বারা বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকের ছক-২ এর তথ্য তথা মুজিবনগর সরকার বাংলাদেশের স্বাধীনতায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল মুক্তিযুদ্ধকে সঠিকভাবে পরিচালনার উদ্দেশ্যে গঠিত হয় মুজিবনগর সরকার। মুক্তিযুদ্ধকে সঠিকভাবে পরিচালনা করার পাশাপাশি বাংলাদেশের পক্ষে বিশ্ব জনমত সৃষ্টির ক্ষেত্রেও মুজিবনগর সরকার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। মুজিবনগর সরকার কলকাতা, দিল্লি, লন্ডন ওয়াশিংটন, নিউইয়র্ক, স্টকহোম ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ শহরে বাংলাদেশ সরকারের মিশন স্থাপন করে। এসব মিশন বাংলাদেশের পক্ষে প্রচারণা ও সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করে। মুজিবনগর সরকারের উদ্যোগে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার জন্য এসব বাহিনীতে ছিল পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে কর্মরত বাঙালি সেনা কর্মকর্তা, সেনাসদস্য, পুলিশ, ইপিআর, নৌ ও বিমানবাহিনীর সদস্যগণ। এছাড়া বিভিন্ন পেশার মানুষ মুজিবনগর সরকারের প্রচেষ্টায় মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিল। ১৯৭১ সালের মুক্তিযোদ্ধারা মুজিবনগর

সরকারের নেতৃত্বে দেশকে পাকিস্তানিদের দখলমুক্ত করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে, যার ফলাফল ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন।

উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, মুজিবনগর সরকার গঠন ব্যতীত ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর মুক্তিযুদ্ধে বিজয় অর্জন সম্ভব ছিল না।

সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের ছক-২ এর তথ্য তথা মুজিবনগর সরকার বাংলাদেশের স্বাধীনতায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

প্রশ্ন ▸ ১১ মায়ানমারের স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম নেতা ছিলেন অংসান। ইয়াংগুন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে সক্রিয় রাজনীতি করায় তিনি একজন ছাত্র নেতায় পরিণত হন। পরবর্তীতে তিনি 'AFPL' পার্টি প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৪৭ সালে মায়ানমারের আইনসভার নির্বাচনে AFPL পার্টি নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে এবং অংসান অস্থায়ী সরকারের প্রধান হন। তার প্রতিষ্ঠিত AFPL মায়ানমারের স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতৃত্ব দেয়। স্বাধীনতা আন্দোলনের এ নেতা ১৯৪৭ সালে আততায়ীর হাতে নিহত হন।

ক. বঙ্গবন্ধু কখন স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন? ১

খ. বাংলাদেশের সংবিধানকে দুষ্পরিবর্তনীয় বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত নেতার সাথে বাংলাদেশের কোন নেতার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের মিল লক্ষ করা যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. "যুদ্ধ-বিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠনে উক্ত নেতার অবদান অনস্বীকার্য"— বিশ্লেষণ করো। ৪

১১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বঙ্গবন্ধু ১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

খ যে সংবিধান সহজে সংশোধন বা পরিবর্তন করা যায় না তাকে দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান বলে।

বাংলাদেশের সংবিধান হলো দুষ্পরিবর্তনীয়। বাংলাদেশের সংবিধান পরিবর্তন সহজে করা যায় না। এর জন্য এক বিশেষ পদ্ধতির অবলম্বন করা হয়। সাধারণ আইন দ্বারা পরিবর্তন সম্ভব নয়। বাংলাদেশের সংবিধান সংশোধন বা পরিবর্তনের ক্ষেত্রে জাতীয় সংসদের মোট সদস্য সংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের ভোটের প্রয়োজন হয়। যা সংগ্রহ করা অধিকাংশ সময় কঠিন। এ কারণে একে দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান বলে।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত নেতার সাথে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের মূল নায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের মিল লক্ষ করা যায়।

বাঙালি, জাতির মুক্তির লক্ষ্য নিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৪৮ সালে ছাত্রলীগ এবং ১৯৪৯ সালে আওয়ামী মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা করতে উদ্যোগী হন। তিনি ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন। এছাড়া তিনি ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, ১৯৫৬ সালের সংবিধানে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দান, ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খানের সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলনে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখেন। বঙ্গবন্ধু ১৯৬৬ সালের ছয় দফাভিত্তিক আন্দোলন, ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান, ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নজিরবিহীন বিজয় এবং ১৯৭১ সালের অসহযোগ আন্দোলন থেকে স্বাধীনতা ঘোষণা ও স্বাধীনতা অর্জনে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেন। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ নিরস্ত্র বাঙালির উপর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়লে ২৬ মার্চ, ১৯৭১-এর প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়েই বাঙালি মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। দীর্ঘ নয় মাস যুদ্ধের পর ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ চূড়ান্ত বিজয় লাভ করে।

উদ্দীপকে মায়ানমারের স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম নেতা অংসান ইয়াগুন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে সক্রিয় রাজনীতি করায় তিনি একজন ছাত্র নেতায় পরিণত হন। পরবর্তীতে তিনি 'AFPL' পার্টি প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৪৭ সালে মায়ানমারের আইনসভা নির্বাচনে AFPL পার্টি নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে এবং অংসান অস্থায়ী সরকারের প্রধান হন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত AFPL মায়ানমারের স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতৃত্ব দেয়। উদ্দীপকে উল্লেখিত অংসানের কর্মকাণ্ডের সাথে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কর্মকাণ্ডের মিল লক্ষ করা যায়।

ঘ "যুদ্ধ-বিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠনে উক্ত নেতার তথা বঙ্গবন্ধুর অবদান অনস্বীকার্য।"- উক্তিটি যথার্থ।

স্বাধীনতা-উত্তর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশ বিনির্মাণে পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তিনি ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে একযোগে কাজ করার আহ্বান জানান এবং যোগ্যতা অনুযায়ী তাদেরকে নিয়োগ দেন। কৃষির উন্নয়নের জন্য তিনি ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মওকুফ করেন। ১০০ বিঘা পর্যন্ত জমির মালিকানা নির্ধারণ করে দেন। শিক্ষার উন্নয়নের জন্য তিনি ১৯৭২ সালের ২৬শে জুলাই কুদরাত-ই-খুদার নেতৃত্বে একটি শিক্ষা কমিশন গঠন করেন। এছাড়াও তিনি ৯০০ কলেজ ভবন ও ৪০০ হাইস্কুল ভবন ১৮ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণ করেন। প্রাথমিক বিদ্যালয়কে সরকারিকরণ করেন। সড়ক, রেল ও বিমান যোগাযোগের উন্নয়নের জন্য বঙ্গবন্ধু নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। যুদ্ধ বিধ্বস্ত সকল সড়ক ও সেতুর সংস্কার এবং বিমান যোগাযোগের জন্য ১৯৭৩ সালের ১৮ জুন প্রথম ফ্লাইট চালু করেন। দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য নবীন রাষ্ট্র হিসেবে বঙ্গবন্ধু ১৯৭২ সালের জানুয়ারি মাসে পরিকল্পনা কমিশন গঠন করেন। এছাড়া সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য প্রথম পাঁচশালা পরিকল্পনা (১৯৭৩-৭৮) গ্রহণ করা হয়।

সুতরাং বলা যায়, যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠনে বঙ্গবন্ধুর অবদান অনস্বীকার্য।

যশোর বোর্ড– ২০২৪

বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা) **বিষয় কোড : 1 5 3**

[২০২৪ সালের সিলেবাস অনুযায়ী]

সময় : ৩০ মিনিট পূর্ণমান : ৩০

[**বিশেষ দ্রষ্টব্য :** সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসংবলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১]

প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না।

১. **নিচের কোনটিকে 'শ্রুতি' বলা হতো?**
ক) রূপকথা খ) বেদ গ) গান ঘ) কাহিনীমালা

২. **মার্কসবাদ প্রচারের পর ইতিহাসের পরিসরে যুক্ত হয়েছে–**
i. অর্থনৈতিক ইতিহাস ii. শিল্পকলার ইতিহাস iii. সামাজিক ইতিহাস
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

□ **নিচের চিত্রগুলো দেখ এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**

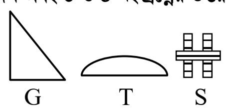

৩. **চিত্রগুলো কোন সভ্যতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়?**
ক) গ্রিক খ) রোমান গ) মিশরীয় ঘ) সিন্ধু

৪. **উক্ত সভ্যতার অধিবাসীরা ছিল–**
i. ধর্মভীরু ii. একেশ্বরবাদী iii. প্রথম পঞ্জিকার আবিষ্কারক
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৫. **ফিদিয়াস অমর হয়ে আছেন কেন?**
ক) নাটক রচনা করে খ) জ্যোতির্বিজ্ঞানে অবদানের জন্য
গ) মানচিত্র অঙ্কন করে ঘ) তার ভাস্কর্যের জন্য

৬. **কোন জনপদ বাংলার পূর্বপ্রান্তে গড়ে উঠেছিল?**
ক) সমতট খ) চন্দ্রদ্বীপ গ) তাম্রলিপ্ত ঘ) হরিকেল

৭. **পুণ্ড্র জনপদ কীভাবে পুণ্ড্রবর্ধনে রূপান্তরিত হয়েছে?**
ক) সমৃদ্ধি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে
খ) জনপদে রাষ্ট্রের ক্ষমতা বাড়িয়ে
গ) বিভিন্ন ঐতিহাসিক উপাদানের বিস্তারের মাধ্যমে
ঘ) শিলালিপি ও সাহিত্য গ্রন্থের মাধ্যমে

৮. **গুপ্ত শাসনের পরিসমাপ্তি ঘটেছিল কীভাবে?**
ক) রাজ্যের সীমা বৃদ্ধির জন্য খ) সম্রাট অশোকের আক্রমণে
গ) দুর্ধর্ষ পাহাড়ি জাতির আক্রমণে ঘ) বঙ্গ জনপদের সম্প্রসারণে

□ **নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৯ ও ১০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
রাজা রমেশ 'ক' অঞ্চলের শাসক ছিলেন। শাসক হিসেবে তিনি যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করেছিলেন। তাঁর শাসনামলে ধর্মীয় সম্প্রীতি বজায় ছিল। তিনি বিভিন্ন স্থানে অনেক শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যা তাঁকে ইতিহাসে অমরত্ব প্রদান করেছে।

৯. **উদ্দীপকে কোন শাসকের কর্মকাণ্ড প্রতিফলিত হয়েছে?**
ক) শশাঙ্ক খ) ধর্মপাল গ) হেমন্তসেন ঘ) দেবপাল

১০. **শিক্ষাক্ষেত্রে উক্ত শাসকের অবদানগুলো হলো–**
i. বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ ii. পণ্ডিতদের দ্বারা রাজসভা অলংকরণ
iii. বিভিন্ন স্থানে শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

১১. **সুখরাত্রিব্রত কোন মাসে পালিত হয়?**
ক) চৈত্র খ) বৈশাখ গ) শ্রাবণ ঘ) কার্তিক

১২. **পরবর্তীকালে আর্যদের প্রাচীন বৈদিক ভাষায় নাম সংস্কৃত করা হয় কেন?**
ক) পুরাতন ভাষাকে সংস্কারের জন্য খ) বহুভাষার লোক ছিল বলে
গ) নিজেদের ভাষা ত্যাগ করার জন্য ঘ) আর্যভাষা শ্রুতিমধুর বলে

১৩. **কোন আমলে বৌদ্ধ ধর্মের পতন ঘটে?**
ক) মৌর্য খ) পাল গ) সেন ঘ) সুলতানী

□ **নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১৪ ও ১৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
উচ্চ শিক্ষিত মিরাজ একটি কোম্পানিতে স্বল্পবেতনের চাকরি পায়। কিন্তু সে ছিল উচ্চাভিলাষী। তাই কিছুদিন পর চাকরি ছেড়ে দিয়ে ভাগ্যান্বেষণে বেরিয়ে পড়ে।

১৪. **উদ্দীপকের মিরাজের সাথে কোন বিখ্যাত শাসকের সাদৃশ্য রয়েছে?**
ক) বখতিয়ার খলজি খ) লক্ষ্মণ সেন
গ) শামসুদ্দিন ফিরোজ শাহ ঘ) ইওজ খলজি

১৫. **উক্ত শাসকের জন্য প্রযোজ্য তথ্য হলো–**
i. কদাকার চেহারার অধিকারী ii. ভীষণ সাহসী ও আত্মবিশ্বাসী
iii. দৈবজ্ঞ ও পাণ্ডিত্যসম্পন্ন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

১৬. **কার পরাজয় ও পতনের ফলে বঙ্গদেশ পুরোপুরি দিল্লি সালতানাতের অধিকারে আসে?**
ক) ইলতুৎমিশ খ) নাসিরউদ্দীন মাহমুদ শাহ
গ) আলাউদ্দিন জানি ঘ) ইওজ খলজি

১৭. **শায়েস্তা খান পর্তুগীজদের বাংলা থেকে বিতাড়িত করেন কেন?**
ক) পর্তুগীজদের ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ করতে
খ) তাদের বিভিন্ন অপকর্ম ও দস্যুতার জন্য
গ) প্রতিহিংসাবশত
ঘ) ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির প্ররোচনায়

১৮. **ওয়ারেন হেস্টিংস দ্বৈতশাসন ব্যবস্থার অবসান ঘটান। কারণ–**
i. প্রশাসনিক জটিলতা তীব্র হয়েছিল ii. সারাদেশে নৈরাজ্য দেখা দিয়েছিল
iii. রবার্ট ক্লাইভের সাথে দ্বন্দ্ব
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

১৯. **ইয়াং বেঙ্গল আন্দোলনের প্রবক্তা কে?**
ক) সৈয়দ আমির আলী খ) হেনরি লুই ডিরোজিও
গ) উইলিয়াম কেরী ঘ) রাজা রামমোহন রায়

২০. **কৃষক প্রজা পার্টি দুর্বল হয়ে পড়েছিল কেন?**
ক) অর্থনৈতিক সংকটের জন্য খ) রাজনৈতিক দুর্বলতায়
গ) প্রাদেশিক বিশৃঙ্খলার কারণে ঘ) মন্ত্রিসভার সমন্বয়হীনতায়

২১. **যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা পতনের পরও কেন পূর্ব পাকিস্তানে বার বার সরকার বদল হতে থাকে?**
ক) নির্বাচনে কারচুপির কারণে খ) অদক্ষতার কারণে
গ) কেন্দ্রীয় সরকারের ষড়যন্ত্রে ঘ) ঘন ঘন হরতালের কারণে

২২. **ভাষা আন্দোলনের আদি সংগঠন কোনটি?**
ক) তমদ্দুন মজলিশ খ) আওয়ামী মুসলিম লীগ
গ) যুক্তফ্রন্ট ঘ) কৃষক প্রজা পার্টি

২৩. **আগরতলা মামলার রাজসাক্ষী কতজন ছিল?**
ক) ৯ খ) ১১ গ) ২১ ঘ) ৩৫

২৪. **১৯৬২ খ্রিষ্টাব্দে সোহরাওয়ার্দীকে গ্রেফতার করা হয় কেন?**
ক) শিক্ষানীতির বিরোধিতার কারণে খ) সামরিক শাসনের বিরোধিতার জন্য
গ) দেশবিরোধী ষড়যন্ত্রের অভিযোগে ঘ) রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণে

২৫. **বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধের স্থপতি কে?**
ক) হামিদুর রহমান খ) মৃণাল হক
গ) মঈনুল হোসেন ঘ) মোস্তফা আলী কুদ্দুস

২৬. **অপরাজেয় বাংলা নির্মাণের কারণ কী?**
ক) আন্দোলন ও সংগ্রামের প্রতীক হিসেবে
খ) দেশকে শত্রুমুক্ত করার প্রেরণা দিতে
গ) ছাত্রদের গৌরবময় ত্যাগকে স্মরণীয় করার জন্য
ঘ) বাঙালির গৌরবময় আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায় তুলে ধরতে

২৭. **বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তি কোনটি?**
ক) অসাম্প্রদায়িক চেতনা খ) গণতন্ত্র
গ) সমাজতন্ত্র ঘ) বাঙালির আত্মপরিচয়

২৮. **পাঁচসনা পরিকল্পনায় স্থান পায়–**
i. অবকাঠামোর উন্নয়ন ii. দারিদ্র্য হ্রাস
iii. বৈদেশিক সাহায্য নির্ভরতা কমানো
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

২৯. **অষ্টম সংশোধনীর মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট এরশাদ কোনটি লাভের চেষ্টা করেন?**
ক) ইসলামপন্থী দলগুলোর সমর্থন খ) স্বাধীনতার বিরোধীদের সমর্থন
গ) সর্বস্তরের জনগণের সমর্থন ঘ) মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগিতা

৩০. **পাটের জিনোম সিকুয়েন্সিং আবিষ্কার করেন কে?**
ক) ড. জামাল উদ্দিন খ) আবেদ চৌধুরী
গ) ড. আলমগীর হোসেন ঘ) ড. মাকসুদুল আলম

■ **খালি ঘরগুলোতে পেনসিল দিয়ে উত্তরগুলো লেখো। এরপর প্রদত্ত উত্তরমালার সাথে মিলিয়ে দেখো তোমার উত্তরগুলো সঠিক কি না।**

উত্তর	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15	
	16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30	

যশোর বোর্ড– ২০২৪

বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা (সৃজনশীল)

বিষয় কোড | 1 | 5 | 3 |

সময় : ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট
পূর্ণমান : ৭০

[**দ্রষ্টব্য :** ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ দিয়ে পড়ো এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর যথাযথ উত্তর দাও। যেকোনো **সাতটি** প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

১। **দৃশ্য-১ :** প্রতি বর্ষাকালেই গনি মিয়ার গ্রামের লোকেরা হা-ডু-ডু, কুস্তি ও লাঠি খেলা শিখতো। ৩ বছর পর পর আশে পাশের কয়েকটি গ্রামের অংশগ্রহণে হা-ডু-ডু প্রতিযোগিত অনুষ্ঠিত হত।
দৃশ্য-২ : কাশিপুর গ্রামের প্রতিটি অধিবাসীর অধিকার রক্ষায় ও সামাজিক শৃংখলা বজায় রাখতে গ্রামের মুরুব্বিরা সকলের জন্য অবশ্য পালনীয় কতগুলো নিয়ম-কানুনের প্রচলন করেন।
ক. হেলেনিক সংস্কৃতি কী? ১
খ. "রোমে গণতন্ত্র একদিনে প্রতিষ্ঠিত হয়নি"। – ব্যাখ্যা কর। ২
গ. দৃশ্য-১ এ গণি মিয়ার গ্রামের চিত্র গ্রিক সভ্যতার কোন বিষয়টিকে মনে করিয়ে দেয়? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. দৃশ্য-২ এ নিহিত রয়েছে সভ্যতার বিকাশে রোমানদের শ্রেষ্ঠ উপহার। – মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর। ৪

২। **দৃশ্য-১ :** জনাব রজব লেখালেখি করা ও বই পড়তে পছন্দ করেন। তিনি ধার্মিক এবং সমাজকে নতুন করে গঠন করার উদ্দেশ্যে একটি নতুন প্রথা প্রবর্তন করেন।
দৃশ্য-২ : জনাব মোহর রূপবান মুড়া, বৌদ্ধ মন্দির, শালবন বিহার ও লালমাই পাহাড় ঘুরে দেখতে কুমিল্লায় যান।
ক. "ত্রি শক্তির সংঘর্ষ" কী? ১
খ. শশাংককে কেন প্রাচীন বাংলার প্রথম সার্বভৌম শাসক বলা হয়? ২
গ. দৃশ্য-১ এর জনাব রজবের সাথে সেন বংশের কোন রাজার মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. দৃশ্য-২ এ জনাব মোহর এর ভ্রমণকৃত অঞ্চলটি ছিল প্রাচীন দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার সবচেয়ে শক্তিশালী ও স্বাধীন রাজবংশের নিয়ন্ত্রণাধীন-মন্তব্যটির যথার্থতা নিরূপণ কর। ৪

৩।

পুরোহিত
↓
সৈনিক
↓
পণ্য আমদানিকারক
↓
কৃষক

ডায়াগ্রাম-ক

চিত্র-খ

ক. পৌরাণিক ধর্ম কী? ১
খ. প্রাচীন বাংলা কেন কুটির শিল্পে সমৃদ্ধ ছিল? ২
গ. প্রাচীন বাংলার সামাজিক জীবনের কোন দিকটি ডায়াগ্রাম-ক নির্দেশ করছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. চিত্র-খ প্রাচীন বাংলায় গড়ে ওঠা নগর সভ্যতার অন্যতম প্রমাণ– বিশ্লেষণ কর। ৪

৪। **দৃশ্য-১ :** পিতার মৃত্যুর পর জনাব 'ক' ক্ষমতালাভ করেন। তিনি ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠাকল্পে কাজ করেন। এ ছাড়া তিনি নিজে কবি ছিলেন এবং কবি সাহিত্যিকগণকে শ্রদ্ধা করতেন।
দৃশ্য-২ : জনাব 'খ' জনগণের জানমাল রক্ষার জন্য অত্যাচারী জলদস্যুদের উৎখাত করেন। পরবর্তীতে তিনি ইংরেজদের তার এলাকা থেকে বিতাড়িত করতে সক্ষম হন।
ক. বাংলায় প্রথম মুসলিম শাসনের সূত্রপাত করেন কে? ১
খ. ইওজ খলজিকে কেন সুশাসক বলা হয়? ২
গ. ইলিয়াস শাহী বংশের কোন শাসকের সাথে দৃশ্য-১ এর জনাব 'ক' এর মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. দৃশ্য-২ এর 'খ' যে মুঘল সুবাদারকে নির্দেশ করেন তিনি ছিলেন একজন অসাধারণ সেনাপতি– মূল্যায়ন কর। ৪

৫। **দৃশ্য-১ :** মন্দির থেকে এসে বীনা গান অনুশীলন করতো। সম্প্রতি তার ভাইদের মধ্যে পৈত্রিক সম্পত্তি ভাগাভাগি হয়েছে। কিন্তু নিয়ামনুসারে তার বোনেরা সম্পদের কোনো অংশ পায়নি।
দৃশ্য-২ : নিজের জমিতে জনাব হাসিব ব্রোকলি, ক্যাপসিকাম চাষ করে। এগুলো সে পাইকারী বাজারে বিক্রি করে। অন্যদিকে তার বন্ধু নাজমুল এ্যালুমিনিয়ামের হাঁড়ি-পাতিল ও স্টিলের দা-ছুরির কারখানা থেকে অনেক অর্থ উপার্জন করেন।
ক. 'আকিকা' কী? ১
খ. মধ্যযুগে 'গুরুবাদ' কেন মুসলিম সমাজে প্রচলিত ছিল? ২
গ. দৃশ্য-১ এর বীণার সাথে মধ্যযুগের বাংলার হিন্দু সমাজের কোন দিকটি মনে করিয়ে দেয়? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. দৃশ্য-২ এর হাসিব ও নাজমুলের কর্মকাণ্ডের মধ্য থেকে হাসিবের কর্মকাণ্ডই বাংলার মধ্যযুগের অর্থনীতিতে অধিক অবদান রেখেছে– বিশ্লেষণ কর। ৪

৬। **দৃশ্য-১ :** জনাব সুজন তার নানার ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের পরিচালনার দায়িত্ব পান। এতে তার খালাতো ভাইয়েরা অসন্তুষ্ট হন। প্রতিষ্ঠানের কর্মচারিদের একটি অংশও গোপনে সুজনের বিরোধীতা করেছিল।
দৃশ্য-২ : সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে সাবেক চেয়ারম্যান জনাব সাদিক স্থানীয় বড় ব্যবসায়ী ও প্রভাবশালী ব্যক্তির প্রভাবে প্রভাবিত হতেন। কিন্তু বর্তমান চেয়ারম্যান জনাব ইকরাম জনগণের কল্যাণ, ইউনিয়নের উন্নতিকে প্রাধান্য দিয়ে নিজের মতামত অনুসারে কাজ করতেন। এতে প্রভাবশালীদের সাথে তিনি দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়েন।
ক. কে কলকাতা শহরের গোড়া পত্তন করেন? ১
খ. পলাশীর যুদ্ধের ফলাফল ফরাসীদের ওপর কীরূপ প্রভাব ফেলে? ২
গ. দৃশ্য-১ এর ঘটনা নবাব সিরাজউদ্দৌলার সময়ের কোন 'সংকটকে' নির্দেশ করছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. তুমি কি মনে কর দৃশ্য-২ এর জনাব ইকরামের মনোভাবই বক্সারের যুদ্ধ অনিবার্য করে তোলে? মতামত দাও। ৪

৭। **দৃশ্য-১ :** নারীদের শিক্ষিত করে তুলতে সাজেদা বানু একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। সবাইকে নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বোঝাতে তিনি বই ও প্রবন্ধ প্রকাশ করেন।
দৃশ্য-২ : সুয়াপুর গ্রামে স্থাপিত স্কুল সকলের মধ্যে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিয়েছে। দেশ ও বিদেশের তথ্য এখন গ্রামে সহজেই পৌঁছায়। ফলে গ্রাম থেকে কুসংস্কার দূরীভূত হয়েছে এবং সবার মাঝে আত্মসচেতনতা সৃষ্টি হয়েছে।
ক. দাদন কী? ১
খ. তিতুমীরের ধর্মসংস্কার আন্দোলন কেন সশস্ত্র আন্দোলনে পরিণত হয়? ২
গ. দৃশ্য-১ এর সাজেদা বানুর সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন নারী সংস্কারকের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. দৃশ্য-২ এর সুয়াপুর অঞ্চলের সংঘটিত পরিবর্তনই ইংরেজ আমলে বাংলার জাতীয়তাবাদের বিকাশ ঘটায়– বিশ্লেষণ কর। ৪

৮।

ছক-ক	ছক-খ
কেন্দ্রীয় আইনসভা	পৃথক মুদ্রা ব্যবস্থা
প্রাদেশিক আইনসভা	প্রদেশের শুল্ক আদায়ের ক্ষমতা
সংসদীয় পদ্ধতি	প্রদেশের বাহির্বাণিজ্যের অধিকার
ভোটাধিকার	

ক. আগরতলা মামলার সরকারি নাম কী ছিল? ১
খ. ১৯৬৫ সালে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ সংগঠিত হয় কেন? ২
গ. ছক 'ক' ছয় দফা দাবির কোন দফাকে ইঙ্গিত করছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. তুমি কি মনে কর বাঙালির অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য ছক 'খ' অপরিহার্য ছিল? বিশ্লেষণ কর। ৪

৯। **দৃশ্য-১ :** কয়েকটি দেশের প্রতিনিধিরা মিলে সকলের স্বার্থসংরক্ষণে 'শতাব্দী' নামক সংগঠন গড়ে তোলে। কিন্তু 'ক' ও 'খ' দেশের মধ্যে সংঘাত শুরু হলে সংগঠনটি কর্যকর ভূমিকা পালন করতে পারেনি।
দৃশ্য-২ : জনাব সোহেল আরকানের মুসলমানদের উপর হামলার খবর বহির্বিশ্বকে অবগত করে। মুক্তি নামক সাংস্কৃতিক সংগঠন গান গেয়ে আরকানের মুসলমানদের মধ্যে সচেতনতা ও ঐক্য সৃষ্টি করে।
ক. বজ্রকণ্ঠ কী? ১
খ. ঢাকা শহর কেন মৃত্যুপুরীতে পরিণত হয়েছিল? ২
গ. দৃশ্য-১ এর 'শতাব্দী' সংগঠনটি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময়ের কোন আন্তর্জাতিক সংগঠনকে নির্দেশ করছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামী বাঙালি জনতাকে উজ্জীবিত রাখতে দৃশ্য-২ এর ব্যক্তি ও সংগঠনের ভূমিকা ছিল অপরিহার্য– বিশ্লেষণ কর। ৪

১০।

ছক-ক
(১) জনগণের প্রতিনিধির শাসন
(২) মৌলিক চাহিদা পূরণে সমঅধিকার
(৩) সকলের বিশ্বাসের সমান মর্যাদা
(৪) ভাষা ও সংস্কৃতি ভিত্তিক পরিচয়

ছবি-খ

ক. ১৯৭২ সালের সংবিধানে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির মূলকথা কী ছিল? ১
খ. সংসদীয় গণতন্ত্রের উপর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আস্থা কীভাবে প্রকাশিত হয়? ২
গ. ছক-'ক' রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য ১৯৭২ সালের সংবিধানের কোন দিকটিকে ইঙ্গিত করছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "ছবি-'খ' ছিল একজন মহান নেতাকে ইতিহাস থেকে মুছে ফেলার ঘৃণ্য প্রয়াস"– বিশ্লেষণ কর। ৪

১১।

১৯৮৩ → ১৯৯০

ডায়াগ্রাম-ক

চিত্র-খ

ক. বাংলাদেশের প্রথম স্যাটেলাইন এর নাম কী? ১
খ. "ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ, ১৯৭৫" কে কেন কালো আইন বলা হয়? ২
গ. ডায়াগ্রাম-'ক' এর সময়কার বাংলাদেশের প্রশাসনিক সংস্কার লেখ। ৩
ঘ. চিত্র-'খ' বাংলাদেশে গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনতে বিপ্লবী ভূমিকা পালন করে– মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর। ৪

উত্তরমালা

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

উত্তর																														
	1	L	2	N	3	M	4	L	5	N	6	N	7	K	8	M	9	L	10	N	11	N	12	K	13	M	14	K	15	K
	16	N	17	L	18	K	19	L	20	N	21	M	22	K	23	L	24	M	25	N	26	M	27	K	28	N	29	K	30	N

সৃজনশীল

প্রশ্ন ▸ ০১ **দৃশ্য-১ :** প্রতি বর্ষাকালেই গনি মিয়ার গ্রামের লোকেরা হা-ডু-ডু, কুস্তি ও লাঠি খেলা শিখতো। ৩ বছর পর পর আশে পাশের কয়েকটি গ্রামের অংশগ্রহণে হা-ডু-ডু প্রতিযোগিত অনুষ্ঠিত হত।

দৃশ্য-২ : কাশিপুর গ্রামের প্রতিটি অধিবাসীর অধিকার রক্ষায় ও সামাজিক শৃংখলা বজায় রাখতে গ্রামের মুরুব্বিরা সকলের জন্য অবশ্য পালনীয় কতগুলো নিয়ম-কানুনের প্রচলন করেন।

ক. হেলেনিক সংস্কৃতি কী? ১

খ. "রোমে গণতন্ত্র একদিনে প্রতিষ্ঠিত হয়নি"। – ব্যাখ্যা কর। ২

গ. দৃশ্য-১ এ গণি মিয়ার গ্রামের চিত্র গ্রিক সভ্যতার কোন বিষয়টিকে মনে করিয়ে দেয়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. দৃশ্য-২ এ নিহিত রয়েছে সভ্যতার বিকাশে রোমানদের শ্রেষ্ঠ উপহার। – মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক গ্রিক উপদ্বীপের প্রধান শহর এথেন্সকে কেন্দ্র করে যে সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে তাই হেলেনিক সংস্কৃতি।

খ "রোমে গণতন্ত্র একদিনে প্রতিষ্ঠিত হয়নি"।

রোমান প্রজাতন্ত্রের প্রথম ২০০ বছর ছিল প্যাট্রিসিয়ান ও প্লিবিয়ানদের মধ্যে সংঘাতের ইতিহাস। সমাজে প্লিবিয়ানরা বঞ্চিত শ্রেণি ছিল। অধিকারবঞ্চিত প্লিবিয়ানরা ক্রমাগত সংগ্রাম করতে থাকে। শেষ পর্যন্ত প্লিবিয়ানরা কিছু অধিকার আদায় করতে সক্ষম হয়। প্লিবিয়ানদের দাবির মুখে রোমান আইন সংকলিত হতে থাকে। ৪৫০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে প্লিবিয়ানরা ব্রোঞ্জপাতে ১২টি আইন লিখিতভাবে প্রণয়ন করে। আন্দোলনের চূড়ান্ত বিজয় হিসেবে দু'জন কনসালের মধ্যে একজন প্লিবিয়ানদের পক্ষ থেকে নির্বাচনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এভাবে, রোমে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়।

গ দৃশ্য-১ এ গণি মিয়ার গ্রামের চিত্রটি গ্রিক সভ্যতার খেলাধুলার বিষয়টিকে মনে করিয়ে দেয়।

গ্রিকরা তাদের সন্তানদের বিদ্যালয়ে হাতেখড়ি দিতেন খেলাধুলার মাধ্যমে। শরীরচর্চা ও খেলাধুলার প্রতি গ্রিকদের যথেষ্ট আগ্রহ ছিল। উৎসবের দিনে গ্রিসে নানা ধরনের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা হতো। বিশ্ববিখ্যাত অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা গ্রিকদেরই উদ্ভাবন। অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় গ্রিসের শ্রেষ্ঠ ক্রীড়াবিদরা অংশগ্রহণ করত। এতে দৌড়ঝাঁপ, মল্লযুদ্ধ, চাকা নিক্ষেপ, বর্শা ছোড়া, মুষ্টিযুদ্ধ ইত্যাদি বিষয়ে প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা থাকত। বিজয়ীদের জলপাই গাছের ডালপাতায় তৈরি মালা দিয়ে পুরস্কৃত করা হতো। প্রতি চার বছর পরপর এই খেলা অনুষ্ঠিত হতো। এ খেলায় গ্রিসের বিভিন্ন নগররাষ্ট্রের খেলোয়াড়রা অংশ নিত।

দৃশ্য-১ এ প্রতি বর্ষাকালেই গণি মিয়ার গ্রামের লোকেরা হা-ডু-ডু, কুস্তি ও লাঠি খেলা শিখতো। ৩ বছর পর পর আশেপাশের কয়েকটি গ্রামের অংশগ্রহণে হা-ডু-ডু প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হতো। এগুলো গ্রিক সভ্যতার খেলার প্রতি ইঙ্গিত করে। তাই বলা যায়, গণি মিয়ার গ্রামের চিত্রটি গ্রিক সভ্যতার খেলাধুলার বিষয়টিকে মনে করিয়ে দেয়।

ঘ "দৃশ্য-২ এ ইঙ্গিতকৃত রোমান আইন সভ্যতার বিকাশে রোমানদের শ্রেষ্ঠ উপহার।"

বিশ্বসভ্যতার ইতিহাসে রোমানদের সর্বশ্রেষ্ঠ এবং গুরুত্বপূর্ণ অবদান হচ্ছে আইন প্রণয়ন। খ্রিষ্টপূর্ব পাঁচ শতকের মাঝামাঝি সময়ে রোমানরা ফৌজদারি ও দেওয়ানি আইনগুলো সুষ্ঠুভাবে একসাথে সাজাতে সক্ষম হন। ৫৪০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে ১২টি ব্রোঞ্জপাতে সর্বপ্রথম আইনগুলো খোদাই করে লিখিত হয় এবং জনগণকে দেখাবার জন্য প্রকাশ্যে ঝুলিয়ে রাখা হয়। রোমান আইনের দৃষ্টিতে সকল মানুষ সমান। এ আইন পালন করা রোমান নাগরিকদের জন্য বাধ্যতামূলক ছিল। এছাড়া রোমীয় আইনে নাগরিকদের মৌলিক অধিকার রক্ষার কথাও বলা হয়েছে।

দৃশ্যা-২ এ কাশিপুর গ্রামের প্রতিটি অধিবাসীর অধিকার রক্ষায় ও সামাজিক শৃঙ্খলা বজায় রাখতে গ্রামের মুরব্বিরা সকলের জন্য অবশ্য পালনীয় কতগুলো নিয়ম-কানুনের প্রচলন করেন। এগুলো রোমান আইনকেই নির্দেশ করে।

সুতরাং বলা যায়, দৃশ্য-২ এ নিহিত রয়েছে সভ্যতার বিকাশে রোমানদের শ্রেষ্ঠ উপহার।

প্রশ্ন ▸ ০২ **দৃশ্য-১ :** জনাব রজব লেখালেখি করা ও বই পড়তে পছন্দ করেন। তিনি ধার্মিক এবং সমাজকে নতুন করে গঠন করার উদ্দেশ্যে একটি নতুন প্রথা প্রবর্তন করেন।

দৃশ্য-২ : জনাব মোহর রূপবান মুড়া, বৌদ্ধ মন্দির, শালবন বিহার ও লালমাই পাহাড় ঘুরে দেখতে কুমিল্লায় যান।

ক. "ত্রি শক্তির সংঘর্ষ" কী? ১

খ. শশাংককে কেন প্রাচীন বাংলার প্রথম সার্বভৌম শাসক বলা হয়? ২

গ. দৃশ্য-১ এর জনাব রজবের সাথে সেন বংশের কোন রাজার মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. দৃশ্য-২ এ জনাব মোহর এর ভ্রমণকৃত অঞ্চলটি ছিল প্রাচীন দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার সবচেয়ে শক্তিশালী ও স্বাধীন রাজবংশের নিয়ন্ত্রণাধীন-মন্তব্যটির যথার্থতা নিরূপণ কর। ৪

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক পাল বংশের রাজা ধর্মপালের সময় উত্তর ভারতে আধিপত্য বিস্তার নিয়ে তিনটি রাজবংশের মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধকে ত্রিশক্তি সংঘর্ষ বলে।

খ প্রাচীন বাংলার ইতিহাসে প্রথম স্বাধীন গৌড় রাজ্য প্রতিষ্ঠার কারণে শশাংককে প্রাচীন বাংলার প্রথম সার্বভৌম শাসক বলা হয়।

শশাংক প্রাচীন বাংলার একজন উল্লেখযোগ্য শাসক। মৌখরি ও পরবর্তী গুপ্তবংশীয় রাজাদের মধ্যে প্রায় পঞ্চাশ বছর পুরুষানুক্রমিক সংঘর্ষ এবং উত্তর থেকে তিব্বতীয় ও দাক্ষিণাত্য থেকে চালুক্যরাজগণের ক্রমাগত আক্রমণের ফলে বাংলায় গুপ্ত বংশীয় রাজাগণ দুর্বল হয়ে পড়ে। এ অবস্থার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে সামন্তরাজা শশাংক ৫৯৪ খ্রিষ্টাব্দের গোড়ার দিকে গৌড় অঞ্চল অধিকার করে স্বাধীন গৌড় রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। প্রাচীন বাংলার ইতিহাসে তিনিই প্রথম স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে রাজ্য শাসন করেন। এ কারণেই তিনি প্রাচীন বাংলার ইতিহাসে প্রথম গুরুত্বপূর্ণ সার্বভৌম নরপতি।

গ দৃশ্য-১ এর জনাব রজবের সাথে সেন বংশের রাজা বল্লাল সেনের মিল রয়েছে।

সেন বংশের শাসক বল্লাল সেন অত্যন্ত সুপণ্ডিত ছিলেন। বিদ্যা ও বিদ্বানের প্রতি তার যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। তিনি বেদ, স্মৃতি, পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছিলেন। তার একটি বিরাট গ্রন্থাগার ছিল। কবি বা লেখক হিসেবে সংস্কৃত সাহিত্যে তার দান অপরিসীম। বল্লাল সেনের পূর্বে বাংলার কোনো প্রাচীন রাজা এরূপ লেখনী প্রতিভার পরিচয় দিতে পারেননি। তিনি 'দানসাগর' ও 'অদ্ভুতসাগর' নামে দুটি গ্রন্থ রচনা করেন। অবশ্য 'অদ্ভুতসাগর' গ্রন্থের অসমাপ্ত অংশ তার পুত্র লক্ষণ সেন সম্পূর্ণ করেছিলেন। এ গ্রন্থদ্বয় তার আমলের ইতিহাসের অতীব মূল্যবান উপকরণ। তিনি রামপালে নতুন রাজধানী স্থাপন করেছিলেন। বল্লাল সেন তন্ত্র হিন্দুধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ফলে তার রাজত্বকালে ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায় এবং বৌদ্ধধর্ম দুর্বল হয়ে পড়ে। তিনি হিন্দু সমাজকে নতুন করে গঠন করার উদ্দেশ্যে 'কৌলীন্য প্রথা' প্রবর্তন করেছিলেন। এর ফলে সামাজিক আচার-ব্যবহার, বিবাহ অনুষ্ঠান প্রভৃতি বিষয়ে কুলীন শ্রেণির লোকদিগকে কতকগুলো বিশেষ রীতিনীতি মেনে চলতে হতো।

দৃশ্য-১ এ জনাব রজব লেখালেখি করা ও বই পড়তে পছন্দ করেন। তিনি ধার্মিক এবং সমাজকে নতুন করে গঠন করার উদ্দেশ্যে একটি প্রথা প্রবর্তন করেন। এসব কর্মকাণ্ড রাজা বল্লাল সেনের সাথে মিল রয়েছে। তাই বলা যায়, দৃশ্য-১ এর জনাব রজবের সাথে সেন বংশের রাজা বল্লাল সেনের মিল রয়েছে।

ঘ উদ্দীপকের দৃশ্য-২ এর জনাব মোহর রূপবান মুড়া, বৌদ্ধ বিহার, শালবন বিহার ও লালমাই পাহাড় ঘুরে দেখতে কুমিল্লায় যান। জনাব মোহর এর ভ্রমণকৃত অঞ্চলটি প্রাচীন দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার সবচেয়ে শক্তিশালী ও স্বাধীন চন্দ্র রাজবংশের নিয়ন্ত্রনাধীন ছিল।

দক্ষিণ-পূর্ববাংলার সবচেয়ে শক্তিশালী ও স্বাধীন রাজবংশ ছিল চন্দ্র বংশ। দশম শতকের শুরু থেকে এগারো শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত দেড়শ বছর এ বংশের রাজারা শাসন করেন। চন্দ্র বংশের প্রথম নৃপতি পূর্ণচন্দ্র ও তার পুত্র সুবর্ণচন্দ্র রোহিতগিরির ভূস্বামী ছিলেন। সুবর্ণচন্দ্রের পুত্র ত্রৈলোক্যচন্দ্রই এ বংশের সার্বভৌম ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর উপাধি ছিল 'মহারাজাধিরাজ'। ত্রৈলোক্যচন্দ্র হরিকেল, চন্দ্রদ্বীপ (বরিশাল ও পার্শ্ববর্তী এলাকা), বঙ্গ ও সমতট অর্থাৎ সমগ্র পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় নিজ বংশের শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। লালমাই পাহাড় ছিল চন্দ্র রাজাদের মূল কেন্দ্র। এ পাহাড় প্রাচীনকালে রোহিতগিরি নামে পরিচিত ছিল।

ত্রৈলোক্যচন্দ্রের সুযোগ্য উত্তরাধিকারী ছিলেন তাঁর পুত্র শ্রীচন্দ্র। তাঁর শাসনামলে চন্দ্র বংশের প্রতিপত্তি উন্নতির শিখরে পৌছে। নিঃসন্দেহে তিনি বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক ছিলেন। তাঁর রাজ্য দক্ষিণ-পূর্ব বাংলা ছাড়াও উত্তর-পূর্ব কামরূপ ও উত্তরে গৌড় পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। শ্রীচন্দ্রের পুত্র কল্যাণচন্দ্র ও পৌত্র লডহচন্দ্র চন্দ্র বংশের গৌরব অক্ষুণ্ন রাখেন।

উপরের আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, চন্দ্র বংশই ছিল প্রাচীন দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার সবচেয়ে শক্তিশালী ও স্বাধীন রাজবংশ। সুতরাং দৃশ্য-২ এ জনাব মোহর এর ভ্রমণকৃত অঞ্চলটি ছিল দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার সবচেয়ে শক্তিশালী ও স্বাধীন রাজবংশের নিয়ন্ত্রণাধীন– মন্তব্যটি যথার্থ।

প্রশ্ন ▶ ০৩

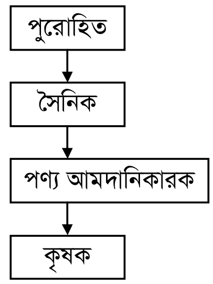

ডায়াগ্রাম-ক

চিত্র-খ

ক. পৌরাণিক ধর্ম কী? ১

খ. প্রাচীন বাংলা কেন কুটির শিল্পে সমৃদ্ধ ছিল? ২

গ. প্রাচীন বাংলার সামাজিক জীবনের কোন দিকটি ডায়াগ্রাম-ক নির্দেশ করছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. চিত্র-খ প্রাচীন বাংলায় গড়ে ওঠা নগর সভ্যতার অন্যতম প্রমাণ– বিশ্লেষণ কর। ৪

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বৈদিক যুগে পূর্বের দেব-দেবীর পরিবর্তে নতুন নতুন দেব-দেবীর পূজা শুরু হয়। এ নতুন দেব-দেবীরা ছিলেন মূলত পুরাণ ও মহাকাব্য বর্ণিত দেব-দেবী। তাই এ ধর্মকে পৌরাণিক ধর্ম বলে।

খ প্রাচীন বাংলার কুটিরশিল্প অত্যন্ত সমৃদ্ধ ছিল।

মাটির তৈরি জিনিসপত্রের মধ্যে ছিল কলস, ঘটি-বাটি, হাঁড়ি-পাতিল, বাসনপত্র ইত্যাদি। লোহার তৈরি জিনিসপত্রের মধ্যে ছিল দা, কুড়াল, কোদাল, খন্তা, খুরপি, লাঙল ইত্যাদি। এছাড়া জলের পাত্র, তীর, বর্শা, তলোয়ার প্রভৃতি যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র তৈরি হতো। বিলাসিতার নানারকম জিনিসের জন্য স্বর্ণ-শিল্প ও মণি-মাণিক্য শিল্প অনেক উন্নতি লাভ করেছিল। কাঠের শিল্পও সে সময়ে অত্যন্ত উন্নত ছিল।

গ প্রাচীন বাংলার সামাজিক জীবনের জাতিভেদ প্রথার দিকটি ডায়াগ্রাম-ক নির্দেশ করছে।

প্রাচীন বাংলার হিন্দু সমাজ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র নামক চারটি বর্ণে বিভাজিত ছিল। সমাজে প্রত্যেক জাতিরই নির্দিষ্ট পেশা ছিল। অধ্যয়ন, অধ্যাপনা ও পূজা-পার্বণ করা– এগুলো ছিল ব্রাহ্মণদের নির্দিষ্ট কর্ম। তারা সমাজে সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদা লাভ করত। ক্ষত্রিয়দের পেশা ছিল যুদ্ধ করা। ব্যবসা-বাণিজ্য করা ছিল বৈশ্যদের কাজ। সবচেয়ে নিম্নশ্রেণির শূদ্ররা সাধারণত কৃষিকাজ, মাছ শিকার ও অন্যান্য ছোটখাটো কাজ করত। ব্রাহ্মণ ছাড়া বাকি সব বর্ণের মানুষ একে অন্যের সাথে মেলামেশা করত। সাধারণত এক জাতির মধ্যেই বিবাহ হতো, তবে উচ্চশ্রেণির বর ও নিম্নশ্রেণির কনের মধ্যে বিবাহও চালু ছিল। কিন্তু পরবর্তী সময়ে এসব ব্যাপারে কঠোর নিয়ম চালু হয়।

ডায়াগ্রাম-ক তে প্রাচীন বাংলার জাতিভেদ প্রথার চিত্র ফুটে উঠেছে। তাই বলা যায়, প্রাচীন বাংলার সামাজিক জীবনের জাতিভেদ প্রথার দিকটি ডায়াগ্রাম-ক নির্দেশ করে।

ঘ চিত্র-খ উয়ারী-বটেশ্বরে আবিষ্কৃত ধ্বংসাবশেষকে নির্দেশ করে। চিত্র-খ অর্থাৎ উয়ারী-বটেশ্বর প্রাচীন বাংলায় গড়ে ওঠা নগর সভ্যতার অন্যতম প্রমাণ– বক্তব্যটি সঠিক।

অতি সম্প্রতি নরসিংদীর উয়ারী-বটেশ্বর গ্রামে প্রায় আড়াই হাজার বছরের প্রাচীন এক নগর সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে। নরসিংদী জেলার বেলাব, শিবপুর ও রায়পুরা উপজেলার ৫০টি স্থান থেকে

আবিষ্কৃত হয়েছে প্রাগৈতিহাসিক যুগের পাথর ও প্রস্তরীভূত জীবাশ্ম-কাঠের হাতিয়ার, তাম্র- প্রস্তর সংস্কৃতির প্রত্নবস্তু। উয়ারী বটেশ্বর ছিল বাংলাদেশের প্রাচীনতম নগরী। এখান থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে মাটির দুর্গ-প্রাচীর, পরিখা, পাকা রাস্তা, পার্শ্ব-রাস্তাসহ ইটনির্মিত স্থাপত্য কীর্তি।

পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদ অববাহিকায় অবস্থিত উয়ারী-বটেশ্বর ছিল একটি নদীবন্দর ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকেন্দ্র। এখানে বিকশিত হয়েছিল স্বল্প-মূল্যবান পাথরের নয়নাভিরাম পুঁতি তৈরির কারখানা। এখানে আবিষ্কৃত উপমহাদেশের প্রাচীনতম ছাপাঙ্কিত রৌপ্যমুদ্রা ও মুদ্রাভান্ডার, অনন্য স্থাপত্যকীর্তি, হরেক রকমের পুঁতি, সুদর্শন লকেট ও মন্ত্রপূত কবচ, বাটখারা, পোড়ামাটির ও ধাতব শিল্পবস্তু, মৃৎপাত্র, চিত্রশিল্প ইত্যাদি শিল্পীর দক্ষতা, উন্নত শিল্পবোধ ও দর্শনের পরিচয় বহন করে।

উপরের আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, উয়ারী বটেশ্বর প্রাচীন বাংলায় গড়ে ওঠা সভ্যতার অন্যতম প্রমাণ।

প্রশ্ন ▸ ০৪ **দৃশ্য-১ :** পিতার মৃত্যুর পর জনাব 'ক' ক্ষমতালাভ করেন। তিনি ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠাকল্পে কাজ করেন। এ ছাড়া তিনি নিজে কবি ছিলেন এবং কবি সাহিত্যিকগণকে শ্রদ্ধা করতেন।

দৃশ্য-২ : জনাব 'খ' জনগণের জানমাল রক্ষার জন্য অত্যাচারী জলদস্যুদের উৎখাত করেন। পরবর্তীতে তিনি ইংরেজদের তার এলাকা থেকে বিতাড়িত করতে সক্ষম হন।

ক. বাংলায় প্রথম মুসলিম শাসনের সূত্রপাত করেন কে? ১

খ. ইওজ খলজিকে কেন সুশাসক বলা হয়? ২

গ. ইলিয়াস শাহী বংশের কোন শাসকের সাথে দৃশ্য-১ এর জনাব 'ক' এর মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. দৃশ্য-২ এর 'খ' যে মুঘল সুবাদারকে নির্দেশ করেন তিনি ছিলেন একজন অসাধারণ সেনাপতি– মূল্যায়ন কর। ৪

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলায় প্রথম মুসলিম শাসনের সূত্রপাত করেন ইখতিয়ার উদ্দিন মুহম্মদ বখতিয়ার খলজি।

খ রাজ্যের নিরাপত্তা ও উন্নতিকল্পে ইওজ খলজির গৃহীত কর্মকাণ্ডের কারণে তাকে সুশাসক বলা হয়।

শাসনকার্যের সুবিধার জন্য তিনি রাজধানী দেবকোট থেকে গৌড় বা লখনৌতিতে স্থানান্তর করেন। বাংলায় শাসন বজায় রাখতে বাংলার মুসলমান শাসকদের মধ্যে ইওজ খলজিই নৌবাহিনীর গোড়াপত্তন করেছিলেন। বার্ষিক বন্যার হাত থেকে লখনৌতি ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলকে রক্ষা করার জন্য তিনি বহু খাল খনন ও সেতু নির্মাণ করেন। তিনি রাস্তা নির্মাণ করে সৈন্য ও পণ্য চলাচলের সুবন্দোবস্ত করেন। এ রাজপথ নির্মাণের ফলে রাজ্য শাসন ও ব্যবসা-বাণিজ্যেরই সুবিধা হয়নি; বরং দেশের লোকের নিকট আশীর্বাদস্বরূপও ছিল। কারণ, তা বার্ষিক বন্যার কবল থেকে তাদের গৃহ ও শস্যক্ষেত্র রক্ষা করত। এসব কার্যাবলির জন্যই ইওজ খলজিকে সুশাসক বলা হয়।

গ ইলিয়াস শাহী বংশের আলাউদ্দিন হুসেন শাহের সাথে দৃশ্য-১ এর জনাব 'ক' এর মিল রয়েছে।

সুলতান আলাউদ্দিন হুসেন শাহ ছিলেন হুসেন শাহি যুগের শ্রেষ্ঠ সুলতান। তিনি আরব দেশীয় সৈয়দ বংশের লোক ছিলেন। পিতা সৈয়দ আশরাফ আল হুসাইনি ও ভাই ইউসুফের সাথে তিনি মক্কা হতে বাংলায় আসেন এবং রাঢ়ের চাঁদপাড়া গ্রামে প্রথমে বসবাস শুরু করেন। তিনি মুজাফফর শাহের অধীনে চাকরি লাভ করেন। পরে তিনি উজির হন। আর এভাবেই তিনি বাংলার ক্ষমতায় আসেন। রাজ্যের শাসনভার গ্রহণের পর তিনি দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় গভীরভাবে আত্মনিয়োগ করেন। তার সময়ে বাংলার রাজ্যসীমা সবচেয়ে বেশি বৃদ্ধি পায়। তিনি কামরূপ ও কামতা জয় করেন। হাবসিদেরকে দমন ও রাজ্য থেকে বিতাড়িত করেন। তাছাড়া তিনি দেহরক্ষী পাইক বাহিনীর ক্ষমতা বিনাশ করে সম্ভ্রান্ত হিন্দু ও মুসলমানদের নিয়ে নতুন রক্ষীদল গঠন করেন। এছাড়াও তিনি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে সৈয়দ, মোঙ্গল, আফগান, হিন্দুদেরকে নিয়োগ দানের মাধ্যমে অতি অল্প সময়ের মধ্যে রাজ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনেন। রাজার জন্য রাজ্য জয়ই শেষ কথা নয়, যুগোপযোগী ও ন্যায়ভিত্তিক শাসনব্যবস্থাও যে অপরিহার্য তা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। তিন হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সৌহার্দ ও সম্প্রীতি স্থাপনের উদ্যোগ নেন। তার শাসনামলে সত্যপিরের আরাধনা হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

পরিশেষে বলা যায়, উদ্দীপকে বর্ণিত শাসকের কর্মকাণ্ড হুসেন শাহি বংশের আলাউদ্দিন হুসেন শাহের শাসনেরই প্রতিচ্ছবি।

ঘ দৃশ্য-২ এর 'খ' মোগল সুবাদার শায়েস্তা খানকে নির্দেশ করে। তিনি ছিলেন একজন অসাধারণ সেনাপতি।

সম্রাট আওরঙ্গজেবের মামা শায়েস্তা খান ১৬৬৪-১৬৮৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলার সুবাদারির দায়িত্ব পালন করেন। শায়েস্তা খান ছিলেন একজন সুদক্ষ সেনাপতি ও দূরদর্শী শাসক। তিনি মগদের উৎপাত হতে বাংলার জনগণের জানমাল রক্ষা করেন। তিনি সন্দ্বীপ ও চট্টগ্রাম অধিকার করে আরাকানি জলদস্যুদের সম্পূর্ণরূপে উৎখাত করেন। সুবাদার শায়েস্তা খান কুচবিহার, কামরূপ, ত্রিপুরা প্রভৃতি অঞ্চলে মোগল শাসন সুষ্ঠুভাবে প্রতিষ্ঠিত করেন। সীমান্ত এলাকার নিরাপত্তারও ব্যবস্থা করেন। তার শাসনকালে ইংরেজরা এদেশের জন্য হুমকি হিসেবে দেখা দিলে, দীর্ঘদিনের চেষ্টার পর শায়েস্তা খান বাংলা থেকে ইংরেজদের বিতাড়িত করেন। এছাড়াও তিনি জনহিতকর কাজের জন্যও স্মরণীয় হয়ে আছেন। শায়েস্তা খানের আমলে অনেক স্থাপত্যকীর্তি নির্মিত হয়। আর জনকল্যাণকর শাসনের জন্য শুধু বাংলায় নয় সমগ্র ভারতবর্ষেই তিনি খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। এজন্য বাংলার মানুষ শায়েস্তা খান তথা মোগল শাসকদের শ্রদ্ধা করতেন। এছাড়া সুবাদারি শাসনে জনগণের কোনো বিদ্রোহ বা প্রতিক্রিয়া লক্ষ করা যায়নি।

উদ্দীপকে এসব কর্মকাণ্ড সুবাদার শায়েস্তা খানের কর্মকাণ্ডের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

সুতরাং বলা যায়, মোগল সুবাদার শায়েস্তা খান ছিলেন একজন অসাধারণ সেনাপতি।

প্রশ্ন ▸ ০৫ **দৃশ্য-১ :** মন্দির থেকে এসে বীনা গান অনুশীলন করতো। সম্প্রতি তার ভাইদের মধ্যে পৈত্রিক সম্পত্তি ভাগাভাগি হয়েছে। কিন্তু নিয়ামনুসারে তার বোনেরা সম্পদের কোনো অংশ পায়নি।

দৃশ্য-২ : নিজের জমিতে জনাব হাসিব ব্রোকলি, ক্যাপসিকাম চাষ করে। এগুলো সে পাইকারী বাজারে বিক্রি করে। অন্যদিকে তার বন্ধু নাজমুল এ্যালুমিনিয়ামের হাঁড়ি-পাতিল ও স্টিলের দা-ছুরির কারখানা থেকে অনেক অর্থ উপার্জন করেন।

ক. 'আকিকা' কী? ১

খ. মধ্যযুগে 'গুরুবাদ' কেন মুসলিম সমাজে প্রচলিত ছিল? ২

গ. দৃশ্য-১ এর বীণার সাথে মধ্যযুগের বাংলার হিন্দু সমাজের কোন দিকটি মনে করিয়ে দেয়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. দৃশ্য-২ এর হাসিব ও নাজমুলের কর্মকাণ্ডের মধ্য থেকে হাসিবের কর্মকাণ্ডই বাংলার মধ্যযুগের অর্থনীতিতে অধিক অবদান রেখেছে– বিশ্লেষণ কর। ৪

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মুসলমান নবজাতক শিশুর নামকরণকে কেন্দ্র করে যে বিশেষ অনুষ্ঠান পালন করা হয় তাই আকিকা।

খ মধ্যযুগে ধর্মান্তরিত ব্যক্তিরা তাদের পূর্ববর্তী ধর্মের কোনো, কোনো বিশ্বাস ও সংস্কার ত্যাগ করতে পারেনি, এর ফলে হিন্দু সমাজের 'গুরুবাদ' মুসলমান সমাজে প্রবেশ করে।

বাংলার বিশাল সংখ্যক হিন্দু ও বৌদ্ধ মধ্যযুগে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিল। এভাবে ধীরে ধীরে বাংলায় একটি মুসলমান সমাজ কাঠামো গড়ে উঠতে থাকে। এ যুগে হিন্দু এবং মুসলমানগণ পাশাপাশি বাস করছিল। ফলে একে অন্যের চিন্তা-ভাবনা ও আচার-আচরণের মিশ্রণ ঘটতে থাকে। আর এভাবেই হিন্দু সমাজের 'গুরুবাদ' মুসলমান সমাজে প্রবেশ করে। হিন্দু সমাজের 'গুরুবাদ' মুসলমান সমাজে প্রবেশের পর পিরের দরগায় আলো জ্বালানো এবং শিরনি প্রদান অত্যন্ত সাধারণ ঘটনায় পরিণত হয়।

গ দৃশ্য-১ এর বীণার সাথে মধ্যযুগের বাংলার হিন্দু সমাজে নারী-পুরুষের বৈষম্যের দিকটি মনে করিয়ে দেয়।

মধ্যযুগে বাংলার হিন্দু সমাজে নারীদের তেমন কোনো অধিকার ছিল না। স্বামী-স্ত্রীকে তার সম্পত্তি হিসেবে গণ্য করত। কন্যা মাতা-পিতার ওপর, স্ত্রী স্বামীর ওপর, বিধবারা সন্তানদের ওপর নির্ভরশীল ছিল। গৃহকর্তার অনুমতি ছাড়া মেয়েরা গৃহের বাহিরে যেতে পারত না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সম্পত্তির ওপর স্ত্রীদের কোনো অধিকার ছিল না। সমাজে সতীদাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। তবে, বাংলায় সর্বত্র এ প্রথা বাধ্যতামূলক সামাজিক রীতি ছিল না। এ যুগে নারীদের মধ্যে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার প্রচলন ছিল না। তথাপি অনেক নারী নিজ যোগ্যতা ও বুদ্ধিমত্তা দ্বারা নিজেদের স্বাধীন সত্তাকে বিকশিত করতে সমর্থ হয়েছিল। সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও এ যুগের নারীদের কৃতিত্ব কম ছিল না। বিত্তশালী পরিবারে নিয়মিত শিল্প ও সংস্কৃতির চর্চা হতো। বীনা, তানপুরা ও অন্যান্য বাদ্যযন্ত্রে এ যুগের মহিলারা পারদর্শী ছিল।

উপরিউক্ত আলোচনা শেষে বলা যায়, মধ্যযুগের হিন্দু সমাজে নারীর কোনো সামাজিক, অর্থনৈতিক, আইনগত অধিকার স্বীকৃত ছিল না।

ঘ দৃশ্য-২ এর হাসিব ও নাজমুলের কর্মকাণ্ডের মধ্যে থেকে হাসিবের কর্মকাণ্ডই বাংলার মধ্যযুগের অর্থনীতিতে অধিক অবদান রেখেছে– বক্তব্যটি যথার্থ।

নদীমাতৃক বাংলার ভূমি চিরদিনই প্রকৃতির আশীর্বাদে পরিপুষ্ট। এখানকার কৃষি জমি খুব উর্বর। মধ্যযুগে বাংলার অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির মূল উৎস ছিল কৃষি। মধ্যযুগে এখানকার উৎপন্ন ফসলের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল ধান, গম, তুলা, ইক্ষু, পাট, আদা, জোয়ার, তিল, শিম, সরিষা ও ডাল। কৃষিজাত দ্রব্যের মধ্যে পিঁয়াজ, রসুন, হলুদ, শসা প্রভৃতি ছিল উল্লেখযোগ্য। আম, কাঁঠাল, কলা, খেজুর ইত্যাদি ফলমূলের ফলনও ছিল প্রচুর। পান, সুপারি, নারিকেল, গালা বা দ্রাক্ষাও প্রচুর উৎপন্ন হতো। মুসলমান শাসনের সময় থেকেই বাংলায় পাট ও রেশমের চাষ শুরু হয়। কৃষিজাত দ্রব্যের প্রাচুর্যের ফলে উদ্বৃত্ত পণ্য বিদেশে রপ্তানি করা হতো। এ ব্যবসায়িক তৎপরতা কালক্রমে শিল্পের ক্ষেত্রেও প্রসারিত হয়।

মধ্যযুগে বাংলার রকমারি ক্ষুদ্র শিল্পের কথা জানা যায়। এ প্রসঙ্গে ধাতব শিল্পের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তখন লৌহ নির্মিত দ্রব্যাদির ব্যাপক প্রচলন ছিল। কর্মকারগণ বিভিন্ন কৃষি যন্ত্রপাতি নির্মাণ করত। এছাড়া দু'ধারী তরবারী, ছুরি, কাঁচি, কোদাল ইত্যাদি নিত্য ব্যবহার্য ধাতব দ্রব্য তৈরি করা হতো। বাঙালি কারিগরেরা স্বর্ণ, রৌপ্য, ব্রোঞ্জ, কাঠ, পাথর, গজদন্ত ইত্যাদির কাজ বিশেষ নিপুণতার সাথে সম্পাদন করত।

উদ্দীপকের দৃশ্য-২ এর হাসিব কৃষি এবং নাজমুল ক্ষুদ্র শিল্পের কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত। সুতরাং বলা যায়, দৃশ্য-২ এর হাসিব ও নাজমুলের কর্মকাণ্ডের মধ্য থেকে হাসিবের কর্মকাণ্ডই অর্থাৎ কৃষিই বাংলার মধ্যযুগের অর্থনীতিতে অধিক অবদান রেখেছে।

প্রশ্ন ▶ ০৬ **দৃশ্য-১ :** জনাব সুজন তার নানার ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের পরিচালনার দায়িত্ব পান। এতে তার খালাতো ভাইয়েরা অসন্তুষ্ট হন। প্রতিষ্ঠানের কর্মচারিদের একটি অংশও গোপনে সুজনের বিরোধীতা করেছিল।

দৃশ্য-২ : সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে সাবেক চেয়ারম্যান জনাব সাদিক স্থানীয় বড় ব্যবসায়ী ও প্রভাবশালী ব্যক্তির প্রভাবে প্রভাবিত হতেন। কিন্তু বর্তমান চেয়ারম্যান জনাব ইকরাম জনগণের কল্যাণ, ইউনিয়নের উন্নতিকে প্রাধান্য দিয়ে নিজের মতামত অনুসারে কাজ করতেন। এতে প্রভাবশালীদের সাথে তিনি দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়েন।

ক. কে কলকাতা শহরের গোড়া পত্তন করেন? ১

খ. পলাশীর যুদ্ধের ফলাফল ফরাসীদের ওপর কীরূপ প্রভাব ফেলে? ২

গ. দৃশ্য-১ এর ঘটনা নবাব সিরাজউদ্দোলার সময়ের কোন 'সংকটকে' নির্দেশ করছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর দৃশ্য-২ এর জনাব ইকরামের মনোভাবই বক্সারের যুদ্ধ অনিবার্য করে তোলে? মতামত দাও। ৪

৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক জব চার্নক কোলকাতা শহরের গোড়াপত্তন করেন।

খ পলাশি যুদ্ধের ফলে ইংরেজরা বাংলায় একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার লাভ করে। ফলে বাংলার ফরাসি কুঠিগুলো ইংরেজদের দখলে চলে যায়। দাক্ষিণাত্যের কর্ণাটের যুদ্ধসমূহে ফরাসি কোম্পানি পরাজিত হলে তারা এদেশ ত্যাগ করে এদেশ থেকে বিদায় নিতে বাধ্য হয়। ইংরেজরা ভারতবর্ষে প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিতে পরিণত হয়।

গ দৃশ্য-১ এর ঘটনা নবাব সিরাজউদ্দৌলার রাজত্বকালীন সময়ের ষড়যন্ত্রকে নির্দেশ করছে।

আলীবর্দি খানের মৃত্যুর পর মাত্র ২২ বছর বয়সে নবাব সিরাজউদ্দৌলা সিংহাসনে বসেন। সিংহাসনে বসার পর থেকে তাকে নানামুখী ষড়যন্ত্র ও সমস্যা মোকাবেলা করতে হয়। নবাবের খালা ঘসেটি বেগম তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। এ ষড়যন্ত্রে আরও যোগ দেন ঘসেটি বেগমের দেওয়ান রাজা রাজবল্লভ, পূর্ণিয়ার শাসনকর্তা সিরাজের খালাতো ভাই শওকত জঙ্গ এবং অন্যরা। এছাড়া দেশি-বিদেশি বণিক শ্রেণি, নবাবের দরবারের প্রভাবশালী রাজন্যবর্গ ও অভিজাত শ্রেণি, নবাবের সেনাপতি মীর জাফরসহ আরও অনেকে নবাবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে জড়িত ছিল। এই ষড়যন্ত্রকারীরা পলাশি যুদ্ধের পটভূমি তৈরি করতে ভূমিকা রেখেছিল।

উদ্দীপকের দৃশ্য-১ এর জনাব সুজন তার নানার ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের পরিচালনার দায়িত্ব পান। এতে তার খালাতো ভাইয়েরা অসন্তুষ্ট হন। প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের একটি অংশও গোপনে সুজনের বিরোধিতা করেছিল। উদ্দীপকের এ ঘটনার সাথে উপরে আলোচিত পলাশি যুদ্ধে পূর্বকালীন পারিবারিক ও রাজন্যবর্গের ষড়যন্ত্রকে নির্দেশ করছে।

ঘ হ্যাঁ, দৃশ্য-২ এর জনাব ইকরামের মনোভাবই বক্সারের যুদ্ধ অনিবার্য করে তোলে।

মীর জাফরকে ক্ষমতা থেকে সরানোর পর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি মীর কাশিমকে বাংলার সিংহাসনে বসায়। মীর কাশিম ছিলেন একজন দেশপ্রেমিক ও স্বাধীনচেতা শাসক। তিনি তার প্রজাদের খুবই ভালবাসতেন। এজন্য তিনি প্রজাদের কল্যাণের প্রতি সচেতন ছিলেন। তিনি প্রথমে প্রশাসনকে ইংরেজদের রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ ও প্রভাবমুক্ত করার উদ্যোগ নেন। ইংরেজরা "দস্তক" নামক ছাড়পত্রের অপব্যবহার করলে দেশীয় ব্যবসায়ীদের সুবিধার্থে সবার জন্য তিনি আন্তঃবাণিজ্য শুল্ক উঠিয়ে দেন। এতে ইংরেজদের একচেটিয়া ব্যবসায় অসুবিধা হয় এবং তারা ক্ষুব্ধ হয়। পরবর্তীতে মীর কাশিম দেশ ও জনগণের স্বার্থে আরও কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করলে ইংরেজদের সাথে তার যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে উঠে। অবশেষে তিনি ১৭৬৪ সালে বক্সারের যুদ্ধে ইংরেজদের কাছে পরাজিত হন। মূলত দেশ ও জনগণের স্বার্থে কাজ করতে গিয়েই মীর কাশিম ইংরেজ কোম্পানির সাথে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন।

একইভাবে দৃশ্য-২ দেখা যায়, চেয়ারম্যান জনাব ইকরাম জনগণের কল্যাণে, ইউনিয়নের উন্নতিকে প্রাধান্য দিয়ে নিজের মতামত অনুসারে কাজ করতেন। এতে প্রভাবশালীদের সাথে তিনি দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়েন। বাংলার নবাব মীর কাশিমও প্রজাদের কল্যাণের প্রতি সচেতন ছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন ইংরেজদের সঙ্গে সম্মানজনক উপায়ে বাংলার স্বার্থরক্ষা করে আর্থিক ও সামরিক দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে। এ উদ্দেশ্যে তাঁর গৃহীত পদক্ষেপগুলোই শেষ পর্যন্ত বক্সারের যুদ্ধের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

উপরের আলোচনা থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, দৃশ্য-২ এর জনাব ইকরামের মনোভাব তথা মীর কাশিমের মনোভাবই বক্সারের যুদ্ধা অনিবার্য করে তোলে।

প্রশ্ন ▶ ০৭ **দৃশ্য-১ :** নারীদের শিক্ষিত করে তুলতে সাজেদা বানু একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। সবাইকে নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বোঝাতে তিনি বই ও প্রবন্ধ প্রকাশ করেন।

দৃশ্য-২ : সুয়াপুর গ্রামে স্থাপিত স্কুল সকলের মধ্যে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিয়েছে। দেশ ও বিদেশের তথ্য এখন গ্রামে সহজেই পৌঁছায়। ফলে গ্রাম থেকে কুসংস্কার দূরীভূত হয়েছে এবং সবার মাঝে আত্মসচেতনতা সৃষ্টি হয়েছে।

ক. দাদন কী? ১

খ. তিতুমীরের ধর্মসংস্কার আন্দোলন কেন সশস্ত্র আন্দোলনে পরিণত হয়? ২

গ. দৃশ্য-১ এর সাজেদা বানুর সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন নারী সংস্কারকের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. দৃশ্য-২ এর সুয়াপুর অঞ্চলের সংঘটিত পরিবর্তনই ইংরেজ আমলে বাংলার জাতীয়তাবাদের বিকাশ ঘটায়— বিশ্লেষণ কর। ৪

৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ইংরেজ আমলে কৃষকদের নীলচাষের জন্য অগ্রিম অর্থ গ্রহণে বাধ্য করা হতো, একেই দাদন বলে।

খ ইংরেজ জমিদার, নীলকরদের দ্বারা নির্যাতিত কৃষকরা দলে দলে তিতুমিরের বাহিনীতে যোগ দিলে ধর্মসংস্কার আন্দোলন ক্রমেই সশস্ত্র আন্দোলনে পরিণত হয়।

উত্তর ভারত ও পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে যখন ওয়াহাবি আন্দোলনের জোয়ার চলছে তখন পশ্চিমবঙ্গে বারাসাত অঞ্চলে এই আন্দোলন তিতুমিরের নেতৃত্বে প্রচণ্ড রূপ ধারণ করে। ওয়াহাবি আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য ছিল ধর্মীয় কুসংস্কার দূর করে মুসলিম সম্প্রদায়কে সঠিক পথে চালিত করা। বাংলার ওয়াহাবিরা তিতুমিরের নেতৃত্বে সংগঠিত হয়েছিল। ক্রমেই কৃষকগণ ব্যাপকভাবে এই আন্দোলনে যোগদান করে। ফলে তিতুমিরের ধর্মসংস্কার আন্দোলন সশস্ত্র আন্দোলনে রূপ নেয়।

গ দৃশ্য-১ এর সাজেদা বানুর সাথে পাঠ্যবইয়ের বেগম রোকেয়ার মিল রয়েছে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, দৃশ্য-১ এ নারীদের শিক্ষিত করে তুলতে সাজেদা বানু একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। সবাইকে নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বোঝাতে তিনি বই ও প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। যা বেগম রোকেয়ার কর্মকাণ্ডের সাথে মিল রয়েছে। বেগম রোকেয়া ছিলেন নারীজাগরণের অগ্রদূত। বিশ শতকের শুরুতে যখন ঘরে ঘরে শিক্ষার আলো জ্বলছে, বাঙালি মুসলমান মেয়েরা তখনও পিছিয়ে ছিল। লেখাপড়া শেখা তাদের জন্য নিষিদ্ধ ছিল। সমাজে ধর্মের নামে তাদের রাখা হতো পর্দার আড়ালে গৃহবন্দি করে। এরূপ পরিবেশে বেগম রোকেয়া তার বড়ো ভাই ও বড়ো বোনের কাছে শিক্ষা লাভ করেন। তিনি তার বিভিন্ন সাহিত্যকর্ম সমাজপতিদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতে চেয়েছেন নারীদের করুণ দশা। তার রচিত 'অবরোধবাসিনী', 'পদ্মরাগ', 'মতিচূর', 'সুলতানার স্বপ্ন' প্রভৃতি গ্রন্থে সে চিত্র ফুটে উঠেছে। তিনি নারী শিক্ষার অগ্রগতির জন্য স্বামীর নামে ভাগলপুরে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ১৯১১ সালে কোলকাতায় তিনি সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুল স্থাপন করেন।

তাই বলা যায়, উদ্দীপকের সাজেদা বানুর চরিত্রের সাথে পাঠ্যপুস্তকের মহীয়সী নারী বেগম রোকেয়ার মিল রয়েছে।

ঘ দৃশ্য-২ এর সুয়াপুর অঞ্চলের সংঘটিত পরিবর্তনই ইংরেজ আমলে বাংলার জাতীয়তাবাদের বিকাশ ঘটায়— উক্তিটি যথার্থ।

উদ্দীপকের দৃশ্য-২ এর সুয়াপুর গ্রামে স্থাপিত স্কুল সকলের মধ্যে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিয়েছে। দেশ ও বিদেশের তথ্য এখন গ্রামে সহজেই পৌঁছায়। ফলে গ্রাম থেকে কুসংস্কার দূরীভূত হয়েছে এবং সবার মাঝে আত্মসচেতনতা সৃষ্টি হয়েছে। উদ্দীপকের সুয়াপুর অঞ্চলের মতোই শিক্ষার হাত ধরে ইংরেজ আমলে নবজাগরণের সূচনা ঘটে এবং জাতীয়তাবাদের বিকাশ ঘটায়। ইংরেজ আমলে বাংলায় নানা বিদ্রোহ, আন্দোলন চললেও তা সফল হতে পারেনি। পরবর্তীতে উনিশ শতকের শেষার্ধে পাশ্চাত্যের আধুনিক চিন্তার প্রভাব পড়ে এ সমাজের শিক্ষিত মহলে। ফলে হিন্দু সমাজে যেমন— শিল্প, সাহিত্যে নবজাগরণের সূত্রপাত ঘটে, তেমনি উদ্ভব ঘটে মুক্তচিন্তা ও মুক্তিবুদ্ধি চর্চার। শুরু হয় কুসংস্কার, গোঁড়ামি দূর করে হিন্দুধর্মের সংস্কার। মুসলমান শিক্ষিত সমাজেও সংস্কারের মাধ্যমে তাদের পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ও যুগোপযোগী করে তোলার চেষ্টা চলে।

এই সময়ে প্রচলিত ধর্ম, শিক্ষা-সংস্কৃতি, সাহিত্য, সামাজিক রীতি-নীতি ও ঐতিহ্য সম্পর্কে এক ধরনের চিন্তার বিপ্লব সূচিত হয়। এভাবেই উপমহাদেশে তথা বাংলায় প্রথম নবজাগরণের বা রেনেসাঁর জন্ম। ফলে ভারতবর্ষের মধ্যে বাংলা হয়ে ওঠে আধুনিক চিন্তা-চেতনার কেন্দ্রস্থল। ইংরেজি শিক্ষা ও পাশ্চাত্য ভাবধারার-প্রভাবে বাঙালি পরিণত হয় পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধারক-বাহকে। বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের অনেকেই মধ্যযুগীয় চিন্তা-চেতনা প্রত্যাখ্যান করে যুক্তিবাদ, ব্যক্তিস্বাধীনতা, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিকে গ্রহণ করে আধুনিক মানুষে পরিণত হন।

পরিশেষে বলা যায়, শিক্ষার মধ্যেই নবজাগরণের বীজ নিহিত। আর আধুনিক শিক্ষার হাত ধরেই ইংরেজ শাসনামলে বাংলায় জাতীয়তাবাদের সূত্রপাত ঘটেছিল। তাই প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

প্রশ্ন ▶ ০৮

ছক-ক	ছক-খ
কেন্দ্রীয় আইনসভা	পৃথক মুদ্রা ব্যবস্থা
প্রাদেশিক আইনসভা	প্রদেশের শুল্ক আদায়ের ক্ষমতা
সংসদীয় পদ্ধতি	প্রদেশের বাহির্বাণিজ্যের অধিকার
ভোটাধিকার	

ক. আগরতলা মামলার সরকারি নাম কী ছিল? ১

খ. ১৯৬৫ সালে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ সংগঠিত হয় কেন? ২

গ. ছক 'ক' ছয় দফা দাবির কোন দফাকে ইঙ্গিত করছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর বাঙালির অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য ছক 'খ' অপরিহার্য ছিল? বিশ্লেষণ কর। ৪

৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আগরতলা মামলার সরকারি নাম ছিল 'রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান এবং অন্যান্য'।

খ ১৯৬৫ সালে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয় কাশ্মীরকে কেন্দ্র করে। ১৯৪৭ সালে ভারত ও পাকিস্তান জন্ম নিলেও কাশ্মীরকে কেন্দ্র করে তাদের মাঝে বৈরিতার সূত্রপাত হয়। উভয় দেশই কাশ্মীরকে তাদের অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে মনে করে। আইয়ুব খানের দীর্ঘদিনের ইচ্ছা ছিল ভারত আক্রমণ করে কাশ্মীর দখল করা। ১৯৬৫ সালে কাশ্মীরি নেতা শেখ আব্দুল্লাহকে ভারত সরকার গ্রেফতার করলে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। আইয়ুব খান এ সুযোগ গ্রহণ করেন। ৬ সেপ্টেম্বর পাকিস্তান বাহিনী ভারত আক্রমণ করলে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ শুরু হয়। ১৯৬৬ সালের জানুয়ারি মাসে সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রী কোসিগিনের মধ্যস্থতায় তাসখন্দ শহরে ভারত ও পাকিস্তান যুদ্ধবিরতি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

গ ছক 'ক' ছয় দফা দাবির ১ম দফাকে ইঙ্গিত করছে।

পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শাসনে বাঙালি নানা ধরনের বৈষম্যের শিকার হয়েছিল। ১৯৬৫ সালে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ অবসানের পর পূর্ব পাকিস্তানের নিরাপত্তার প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানি সরকারের চরম অবহেলা এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক, সামরিক শিক্ষা প্রভৃতি ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি সীমাহীন বৈষম্যের বিরুদ্ধে বঙ্গবন্ধু সোচ্চার হন। ১৯৬৬ সালের ৫-৬ ফেব্রুয়ারি লাহোরে অনুষ্ঠিত এক বিরোধী দলীয় সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু ছয় দফা দাবি পেশ করেন। ছয় দফা দাবির ১ম দফাটি হলো- লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে সংবিধান রচনা করে পাকিস্তানকে একটি ফেডারেল রাষ্ট্র হিসেবে গঠন করতে হবে। এটি হবে সংসদীয় পদ্ধতির যুক্তরাষ্ট্র ব্যবস্থা। প্রাপ্তবয়স্কদের সর্বজনীন ভোটাধিকারের মাধ্যমে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভা হবে সার্বভৌম।

উদ্দীপকের ছক 'ক' উল্লেখিত বিষয়গুলো হচ্ছে– কেন্দ্রীয় আইনসভা, প্রাদেশিক আইনসভা, সংসদীয় পদ্ধতি, ভোটাধিকার, যা ১৯৬৬ সালের ছয় দফা দাবির ১ম দফাকে ইঙ্গিত করে।

ঘ হ্যাঁ, বাঙালির অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য ছক 'খ' অপরিহার্য ছিল।

পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণ থেকে মুক্তির জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৬৬ সালে ছয় দফা কর্মসূচি ঘোষণা করেন। ছয় দফা দাবির ৩টি দাবি ছিল অর্থনৈতিক সংক্রান্ত। ছক-খ ছয় দফার তৃতীয়, চতুর্থ এবং পঞ্চম দফার প্রতি ইঙ্গিত করে। বঙ্গবন্ধু পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য পৃথক মুদ্রাব্যবস্থার কথা তৃতীয় দফায় উল্লেখ করেছেন। প্রদেশের শুল্ক আদায়ের ক্ষমতা চতুর্থ দফায় এবং প্রদেশের বহির্বাণিজ্যের অধিকারের কথা পঞ্চম দফায় উল্লেখ করেছেন। এর উদ্দেশ্য ছিল পূর্ব পাকিস্তানকে অর্থনৈতিক বৈষম্যের হাত থেকে রক্ষা করা। পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তান কর্তৃক ভয়াবহ বৈষম্যের শিকার হয় অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে। এ কারণে পূর্ব পাকিস্তান কখনো অর্থনৈতিকভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারেনি। প্রাদেশিক সরকারের হাতে মুদ্রাব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক কোনো নিয়ন্ত্রণ ছিল না। কেন্দ্রের সরাসরি নিয়ন্ত্রণে পূর্ব পাকিস্তানের সকল আয় পশ্চিম পাকিস্তানে চলে যেত। কেন্দ্রীয় ব্যাংকসহ সকল ব্যাংক, বিমা, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের সদর দপ্তর ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে। ফলে সহজেই সকল অর্থ পশ্চিম পাকিস্তানে চলে যেত। এরই প্রেক্ষাপটে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছয় দফা দাবি উত্থাপন করে যার ছয়টি দফার মধ্যে তিনটি দফায় ছিল পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনৈতিক মুক্তির দাবি।

উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে তাই বলা যায়, বাঙালির অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য ছক 'খ' অপরিহার্য ছিল।

প্রশ্ন ▶ ০৯ **দৃশ্য-১ :** কয়েকটি দেশের প্রতিনিধিরা মিলে সকলের স্বার্থসংরক্ষণে 'শতাব্দী' নামক সংগঠন গড়ে তোলে। কিন্তু 'ক' ও 'খ' দেশের মধ্যে সংঘাত শুরু হলে সংগঠনটি কর্যকর ভূমিকা পালন করতে পারেনি।

দৃশ্য-২ : জনাব সোহেল আরকানের মুসলমানদের উপর হামলার খবর বহির্বিশ্বকে অবগত করে। মুক্তি নামক সাংস্কৃতিক সংগঠন গান গেয়ে আরকানের মুসলমানদের মধ্যে সচেতনতা ও ঐক্য সৃষ্টি করে।

ক. বজ্রকণ্ঠ কী? ১

খ. ঢাকা শহর কেন মৃত্যুপুরীতে পরিণত হয়েছিল? ২

গ. দৃশ্য-১ এর 'শতাব্দী' সংগঠনটি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময়ের কোন আন্তর্জাতিক সংগঠনকে নির্দেশ করছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামী বাঙালি জনতাকে উজ্জীবিত রাখতে দৃশ্য-২ এর ব্যক্তি ও সংগঠনের ভূমিকা ছিল অপরিহার্য– বিশ্লেষণ কর। ৪

৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বজ্রকণ্ঠ হলো বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ।

খ ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ অপারেশন সার্চলাইট' নামে ঢাকায় যে গণহত্যা শুরু করেছিল এর ফলে ঢাকা মৃত্যুপুরীতে পরিণত হয়েছিল।

২৫ শে মার্চ রাতে পাকিস্তান সেনাবাহিনী পূর্ব পাকিস্তানের নিরস্ত্র, নিরীহ ও স্বাধীনতাকামী সাধারণ জনতার উপর গণহত্যা শুরু করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে জহুরুল হক হল, সলিমুল্লাহ মুসলিম হল, জগন্নাথ হল, রোকেয়া হল, রাজারবাগ পুলিশ লাইন, পিলখানার ইপিআর হেডকোয়ার্টারসহ পুরনো ঢাকার নবাবপুর, তাঁতিবাজার, শাঁখারী বাজার এলাকায় বর্বর, নৃশংস, পৈশাচিক হত্যাকাণ্ড চালানো হয়। ঢাকা শহর পরিণত হয় মৃত্যুপুরীতে।

গ দৃশ্য-১ এর 'শতাব্দী' সংগঠনটি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময়ের আন্তর্জাতিক সংগঠন জাতিসংঘকে নির্দেশ করছে।

আন্তর্জাতিক শান্তি ও সম্প্রীতি বজায় রাখার লক্ষ্যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর ১৯২০ সালে 'লীগ অব নেশনস' বা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ গঠিত হয়। এটি ব্যর্থ হলে ১৯৪৫ সালে 'জাতিসংঘ' প্রতিষ্ঠা লাভ করে। বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা করা জাতিসংঘের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। কিন্তু বাংলাদেশের নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা না দিয়ে সামরিক শাসক ইয়াহিয়া খান যখন বাঙালি নিধনে তৎপর, তখন জাতিসংঘ বলতে গেলে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে। নারকীয় হত্যাযজ্ঞ, মৌলিক মানবাধিকার ল ঘনের বিরুদ্ধে জাতিসংঘ কোনো কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেনি।

উদ্দীপকের দৃশ্য-১ এ দেখা যায়, কয়েকটি দেশের প্রতিনিধিরা মিলে সকলের স্বার্থ সংরক্ষণে 'শতাব্দী' নামক একটি সংগঠন গড়ে তোলে। কিন্তু 'ক' ও 'খ' দেশের মধ্যে সংঘাত শুরু হলে সংগঠনটি কোনো কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারেনি। এ থেকে বোঝা যায় 'শতাব্দী' সংগঠনটি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময়ের আন্তর্জাতিক সংগঠন জাতিসংঘকে নির্দেশ করছে।

ঘ স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামী বাঙালি জনতাকে উজ্জীবিত রাখতে দৃশ্য-২ এর ব্যক্তি ও সংগঠনের ভূমিকা ছিল অপরিহার্য– উক্তিটি যথার্থ।

দৃশ্য-২ এ জনাব সোহেল আরাকানের মুসলমানদের উপর হামলার খবর বহির্বিশ্বকে অবগত করেন। জনাব সোহেলের কর্মকাণ্ডের সাথে মুক্তিযুদ্ধে গণমাধ্যমের ভূমিকার সাদৃশ্য রয়েছে। অন্যদিকে মুক্তি নামক সাংস্কৃতিক সংগঠন গান গেয়ে আরাকানের মুসলমানদের মধ্যে সচেতনতা ও ঐক্যসৃষ্টি করে, যা মুক্তিযুদ্ধে শিল্পী-সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে গণমাধ্যমের ভূমিকা ছিল অপরিসীম। সংবাদপত্র ও স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র সংবাদ, দেশাত্মবোধক গান, মুক্তিযুদ্ধের বীরত্বগাঁথা, রণাঙ্গনের নানা ঘটনা ইত্যাদি দেশ ও জাতির সামনে সাধারণ মানুষকে যুদ্ধে অংশগ্রহণের লক্ষ্যে অনুপ্রাণিত করে। মুক্তিযোদ্ধাদের সাহস জুগিয়ে বিজয়ের পথকে সুগম করে। পাশাপাশি পাকিস্তানি বাহিনীর হামলার খবর বহির্বিশ্বকে অবগত করে।

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করার ক্ষেত্রে শিল্পী-সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী ও বিভিন্ন সংস্কৃতিকর্মী অসাধারণ ভূমিকা রেখেছিলেন। পত্র-পত্রিকায় লেখা, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের খবর, মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক গান, দেশাত্মবোধক গান, কবিতা পাঠ, নাটক, কথিকা ইত্যাদি মুক্তিযুদ্ধকে এগিয়ে নিতে সাহায্য করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, এম আর আখতার মুকুলের অত্যন্ত জনপ্রিয় 'চরমপত্র' অনুষ্ঠান এবং 'জল্লাদের দরবার' ইত্যাদি ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য প্রেরণাস্বরূপ। 'বাংলাদেশ মুক্তি সংগ্রামী শিল্পী সংস্থা'র সদস্যরা বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে মুক্তিযোদ্ধা ও শরণার্থীদের দেশাত্মবোধক ও সংগ্রামী গান শুনিয়ে উজ্জীবিত করতেন। সংস্কৃতিকর্মীদের এসব কার্যক্রম রণক্ষেত্রে মুক্তিযোদ্ধাদের মানসিক ও নৈতিক বল ধরে রাখতে সহায়তা করেছে। এই ভূমিকার কারণেই সুরকার আলতাফ মাহমুদ, সাংবাদিক সিরাজুদ্দীন হোসেন, সেলিনা পারভীন, চিকিৎসক ডা. ফজলে রাব্বি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক গিয়াসউদ্দিন আহমদসহ অগণিত গুণীজনকে হত্যা করেছে পাকিস্তানি বাহিনী।

উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে তাই বলা যায়, স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামী বাঙালিকে উজ্জীবিত রাখতে দৃশ্য-২ এর ব্যক্তি ও সংগঠনের ভূমিকা ছিল অপরিহার্য– ব্যক্তব্যটি যথার্থ।

প্রশ্ন ▸ ১০

(১) জনগণের প্রতিনিধির শাসন
(২) মৌলিক চাহিদা পূরণে সমঅধিকার
(৩) সকলের বিশ্বাসের সমান মর্যাদা
(৪) ভাষা ও সংস্কৃতি ভিত্তিক পরিচয়

ছক-ক

ছবি-খ

ক. ১৯৭২ সালের সংবিধানে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির মূলকথা কী ছিল? ১

খ. সংসদীয় গণতন্ত্রের উপর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আস্থা কীভাবে প্রকাশিত হয়? ২

গ. ছক-'ক' রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য ১৯৭২ সালের সংবিধানের কোন দিকটিকে ইঙ্গিত করছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "ছবি-'খ' ছিল একজন মহান নেতাকে ইতিহাস থেকে মুছে ফেলার ঘৃণ্য প্রয়াস"– বিশ্লেষণ কর। ৪

১০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯৭২ সালের সংবিধানে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির মূল কথা ছিল, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান এবং সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব, কারও সঙ্গে শত্রুতা নয়। সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ ও বর্ণবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বের নিপীড়িত জনগণের পক্ষে থাকবে বাংলাদেশ।

খ বঙ্গবন্ধু স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পরদিনই অর্থাৎ ১৯৭২ সালের ১১ই জানুয়ারি 'অস্থায়ী সংবিধান আদেশ' জারির মাধ্যমে দেশে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। এর মাধ্যমে সংসদীয় গণতন্ত্রের উপর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আস্থা প্রকাশিত হয়। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা এবং আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি আদায়ের মাধ্যমে বহির্বিশ্বে দেশের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য বঙ্গবন্ধু সংসদীয় পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন।

গ ছক- 'ক' রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য ১৯৭২ সালের সংবিধানের গণতান্ত্রিক মূলনীতির দিকটিকে ইঙ্গিত করছে।

বাংলাদেশের সংবিধানের প্রস্তাবনায় রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হিসেবে চারটি আদর্শকে গ্রহণ করা হয়। এগুলো হলো– জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা। পাকিস্তান রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে এই অঞ্চলের জনগণ ১৯৪৭ সাল থেকেই কোনো গণতান্ত্রিক অধিকার পায়নি। সংবিধানে উল্লেখ করা হয়, "প্রজাতন্ত্র হইবে একটি গণতন্ত্র, যেখানে মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা থাকিবে, মানব সত্তার মর্যাদা ও মূল্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নিশ্চিত হইবে এবং প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হইবে।" অর্থাৎ দেশের জনগণ স্বাধীনবাবে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে নিজেদের পছন্দমতো জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত করতে পারবে।

উদ্দীপকে ছক-ক এর বিষয়গুলো সংবিধানের মূলনীতি গণতন্ত্রের সাথে মিল রয়েছে। তাই বলা যায়, ছক-ক রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য ১৯৭২ সালের সংবিধানের গণতান্ত্রিক মূলনীতির দিকটিকে ইঙ্গিত করছে।

ঘ "ছবি- 'খ' ছিল একজন মহান নেতাকে ইতিহাস থেকে মুছে ফেলার ঘৃণ্য প্রয়াস।"

১৫ই আগস্ট, ১৯৭৫ বাংলাদেশের ইতিহাসে কলঙ্কময় একটি দিন। সেদিন ভোরের আলো তখনও ভালোভাবে ফুটে ওঠেনি। আড়মোড়া ভেঙে জেগে উঠছে ঢাকা। জাতির পিতা সপরিবারে ঘুমিয়ে ছিলেন ধানমন্ডির ৩২ নম্বর সড়কের ৬৭৭ নম্বর বাড়িতে। ঘাতকের দল ট্যাংক, কামান, মেশিনগানসহ অত্যাধুনিক মারণাস্ত্র নিয়ে রাস্তায় নেমে আসে। টার্গেট বঙ্গাবন্ধু, তার পরিবার এবং আত্মীয়-পরিজনকে হত্যা করা। আনুমানিক ভোর সাড়ে ৫টার দিকে বঙ্গাবন্ধুর বাসভবনে আক্রমণ শুরু হয়। মেজর মহিউদ্দিন, মেজর হুদা, মেজর পাশা, মেজর নূরের নেতৃত্বে ঘাতকরা বঙ্গাবন্ধুর বাড়ি ঘেরাও করে ফেলে। জোর করে খুনির দল বঙ্গাবন্ধুর বাড়িতে প্রবেশ করে। নীলনকশা অনুযায়ী খুনিচক্র ঝাঁপিয়ে পড়ল জাতির পিতার পরিবারের ওপর। ঘাতকরা এই দিন জাতির পিতা ও তার পরিবারের মোট ১৮জন সদস্যকে নির্মম ও নৃশংসভাবে হত্যা করে। শিশু রাসেলকেও বাঁচতে দেয়নি ঘাতকের বুলেট। বর্বর হত্যাযজ্ঞে মেতে ওঠা খুনিরা ছিল সেনাবাহিনীর বিপথগামী কিছু সদস্য। পর্দার অন্তরালে ছিল সামরিক ও বেসামরিক ষড়যন্ত্রকারীরা। ১৫ই আগস্ট নির্মম হত্যাকাণ্ডের তারাই ছিল সুবিধাভোগী। দেশি-বিদেশি অনেক শুভাকাঙ্ক্ষী বঙ্গাবন্ধুকে সাবধান করেছিলেন। বঙ্গাবন্ধু অবিচল আস্থায় বলতেন, 'আমাকে কোনো বাঙালি মারবে না।' কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, নিজ দেশের মানুষের দ্বারাই তিনি হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন।

উদ্দীপকে ছকি-খ ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টকে নির্দেশ করা হয়েছে। "ছবি-'খ' ছিল একজন মহান নেতাকে ইতিহাস থেকে মুছে ফেলার ঘৃণ্য প্রয়াস"- মন্তব্যটি যথার্থ।

প্রশ্ন ▸ ১১

১৯৮৩ → ১৯৯০

ডায়াগ্রাম-ক

চিত্র-খ

ক. বাংলাদেশের প্রথম স্যাটেলাইন এর নাম কী? ১

খ. "ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ, ১৯৭৫" কে কেন কালো আইন বলা হয়? ২

গ. ডায়াগ্রাম-'ক' এর সময়কার বাংলাদেশের প্রশাসনিক সংস্কার লেখ। ৩

ঘ. চিত্র-'খ' বাংলাদেশে গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনতে বিপ্লবী ভূমিকা পালন করে– মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর। ৪

১১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশের প্রথম স্যাটেলাইটের নাম 'বঙ্গাবন্ধু স্যাটেলাইট-১'

খ ইনডেমনিটি অধ্যাদেশের মাধ্যমে জাতির পিতা ও তার পরিবারবর্গ এবং জাতীয় চার নেতার হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া যাবে না মর্মে নিরাপত্তা বিধান করা হয়েছিল বলে এই অধ্যাদেশকে কালো আইন বলা হয়।

এই আইনের মাধ্যমে খুনিচক্রকে নিরাপত্তা দেওয়া হয়েছিল। পাশাপাশি বাংলাদেশকে এর মাধ্যমে বিশ্ব দরবারে হেয় করা হয়েছে। অবশ্য গণতান্ত্রিক পরিবেশ ফিরে এলে আওয়ামী লীগ সরকার ১৯৯৬ সালের ১২ই নভেম্বর জাতীয় সংসদে ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ আইন প্রণয়ন বাতিল করে।

গ ডায়াগ্রাম-'ক' এর সময়কাল জেনারেল হুসাইন মুহাম্মদ এরশাদের শাসনকালকে ইঙ্গিত করে। শাসন ক্ষমতা দখল করে তিনি প্রশাসনিক কাঠামোতে বেশ কিছু পরিবর্তন আনেন।

হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ থানা প্রশাসনকে প্রয়োজনীয় সংস্কার করে উপজেলা ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। উপজেলায় জনপ্রতিনিধির অধীনে সরকারি আমলাদের মাধ্যমে প্রশাসন পরিচালনার ব্যবস্থা হয়। ১৯৮২ সালের ৭ই নভেম্বর ৪৫টি থানাকে উপজেলা করার মধ্যদিয়ে এই ব্যবস্থার যাত্রা শুরু হয়। পর্যায়ক্রমে ৪৫০টি থানা উপজেলায় পরিণত হয়। ১৯৮৩ সালের ১৪ই মার্চ থানার পরিবর্তে উপজেলা নামকরণ করা হয়। প্রশাসনের বিকেন্দ্রীকরণের জন্য মহকুমাকে জেলায় উন্নীত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ মোট ৬৪টি জেলায় ভাগ করা হয়। বিচারব্যবস্থায় কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেওয়া হয়। উপজেলায় পৃথক ম্যাজিস্ট্রেট ও সুন্সেফ আদালত প্রতিষ্টা করা হয়। এছাড়া রংপুর, যশোর, বরিশাল, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম এবং সিলেটে হাইকোর্টের স্থায়ীবেঞ্চ প্রতিষ্ঠা করা হয়। কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের রায়ের কারণে ঢাকার বাইরের বেঞ্চগুলো বাতিল করা হয়। এছাড়াও এরশাদ শিক্ষা, কৃষি, ভূমি, ঔষধনীতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে কিছু পদক্ষেপ নিয়েছিলেন।

উদ্দীপকের ডায়াগ্রাম-'ক' এর সময়কাল হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের শাসনকালকে নির্দেশ করছে। তিনি ১৯৮২ সালে ক্ষমতা দখল করে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ শাসন করেন। ১৯৮৩ সাল পর্যন্ত তিনি ছিলেন প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক আর ১৯৮৩ সালের ১১ই ডিসেম্বর থেকে ১৯৯০ সালের ৬ই ডিসেম্বর পর্যন্ত ছিলেন রাষ্ট্রপতি।

ঘ "চিত্র- 'খ' বাংলাদেশে গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনতে বিপ্লবী ভূমিকা পালন করে।"- মন্তব্যটি যথার্থ।

১৯৮২ সালে এক সামরিক অভ্যুত্থানের পর থেকে ১৯৯০ সালে ক্ষমতা ত্যাগের পূর্ব পর্যন্ত দীর্ঘ নয় বছরের প্রায় পুরোটা সময় জনগণ এরশাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছে। এ সময় আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে ১৫ দলীয় জোট, বিএনপির নেতৃত্বে ৭ দলীয় জোট, ২২টি ছাত্র সংগঠন মিলে গঠিত সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ, শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদ (স্কপ), আইনজীবী সমন্বয় পরিষদ প্রভৃতি সংগঠন এরশাদবিরোধী চেতনাকে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে দেয়। হরতাল, অবরোধে প্রশাসনে দেখা দেয় স্থবিরতা।

আন্দোলনের এক পর্যায়ে ১৯৮৭ সালের ১০ নভেম্বর পুলিশের গুলিতে নূর হোসেন নিহত হলে আন্দোলন আরও বেগবান হয়। ১৯৮৭ সালের ১২ নভেম্বর শেখ হাসিনা ও খালেদা জিয়াকে গ্রেফতার করা হয়। ২৭ নভেম্বর জারি করা হয় জরুরি অবস্থা। ১৯৮৮ সালের ২৪ জানুয়ারি চট্টগ্রামে শেখ হাসিনার সমাবেশে নির্বিচারে গুলি চালায় পুলিশ। এতে সমগ্র দেশ প্রতিবাদমুখর হয়ে ওঠে। ১৯৯০ সালের ২৭ নভেম্বর ডা. শামসুল আলম খান মিলন নিহত হলে এরশাদ বিরোধী আন্দোলন গণ-অভ্যুত্থানে রূপ হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকরা সম্মিলিতভাবে কারফিউ ও জরুরি আইন অমান্য করে মিছিল বের করে। ঢাকা পরিণত হয় মিছিলের নগরীতে। অবশেষে এ গণঅভ্যুত্থানের মুখে টিকতে না পেরে ১৯৯০ সালের ৬ই ডিসেম্বরে অন্তর্বর্তী সরকারপ্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের কাছে এরশাদ ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। এভাবে অবসান ঘটে এরশাদের দীর্ঘ স্বৈরশাসনের।

উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, বাংলাদেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় শুধু নূর হোসেন নয়, তার পাশাপাশি আরও অনেকেই ত্যাগ স্বীকার করেছেন।

চট্টগ্রাম বোর্ড– ২০২৪

বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা) **বিষয় কোড : 1 5 3**

[২০২৪ সালের সিলেবাস অনুযায়ী]

সময় : ৩০ মিনিট পূর্ণমান : ৩০

[**বিশেষ দ্রষ্টব্য :** সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসংবলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১]

প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না।

১. ইতিহাস দৃষ্টান্তের মাধ্যমে শিক্ষা দেয় বলে ইতিহাসকে কী বলা হয়?
ক) ব্যাবহারিক জ্ঞান খ) শিক্ষক
গ) শিক্ষণীয় দর্পণ ঘ) দর্পণ

২. বাঙালি জাতি হিসেবে আমাদের রয়েছে–
i. আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠা ii. বিজয় ছিনিয়ে আনা
iii. গৌরবময় ইতিহাস
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৩. মিশরীয়রা কতটি ব্যঞ্জনবর্ণ আবিষ্কার করেন?
ক) ২২ খ) ২৩ গ) ২৪ ঘ) ২৫

৪. পুণ্ড্র নগরের বর্তমান নাম কী?
ক) উয়ারী বটেশ্বর খ) মহাস্থানগড় গ) ময়নামতি ঘ) পাহাড়পুর

৫. বঙ্গ জনপদ হলো–
i. বলেশ্বর ও মেঘনার মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত
ii. খুব শক্তিশালী অঞ্চল
iii. অতি প্রাচীন জনপদ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৬. পাল রাজ বংশ বাংলা শাসন করে কত বছর?
ক) ৪০০ খ) ৩০০ গ) ২০০ ঘ) ১০০

☐ **নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৭ ও ৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
জনাব শফিক রসুলপুল অঞ্চলের শাসক। তিনি ব্যবসায়িক সুবিধার জন্য তার অঞ্চলকে দুইটি সেক্টরে বিভক্ত করেন। যার ফলে তার শাসনকার্য চালাতে সুবিধা হয়।

৭. জনাব শফিকের সাথে তোমার পাঠ্যপুস্তকের কোন ঘটনার মিল পাওয়া যায়?
ক) চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত খ) বঙ্গভঙ্গ
গ) বেঙ্গল প্যাক্ট ঘ) দ্বৈত শাসন

৮. উক্ত ঘটনাকে–
i. মুসলমান সম্প্রদায় স্বাগত জানায় ii. জাতীয় কংগ্রেস স্বাগত জানায়
iii. হিন্দু মুসলমান রাজনৈতিক পথ আলাদা হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৯. উয়ারী বটেশ্বরের অবস্থান ছিল–
ক) ব্রহ্মপুত্র নদের অববাহিকায় খ) পাহাড়পুরে
গ) লালমাই পাহাড়ে ঘ) কুমিল্লার ময়নামতিতে

☐ **নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ১০ ও ১১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
বকুলপুর অঞ্চলের নির্বাচিত চেয়ারম্যান 'ক' বেশ জনপ্রিয় ছিলেন। তার অঞ্চলে হিন্দু ও মুসলমান উভয়েরই বসবাস ছিলো। তিনি নিজে মুসলিম হলেও সকলের প্রতি তাঁর সজাগ দৃষ্টি ছিলো। তিনি হিন্দুদের উৎসাহিত করার জন্য বিভিন্ন উপাধিতে ভূষিত করতেন।

১০. মধ্যযুগে কোন সুলতানের শিক্ষা চেয়ারম্যান 'ক' এর কাজে প্রতিফলিত হয়েছে?
ক) আলাউদ্দিন ফিরোজ শাহ খ) গিয়াস উদ্দিন আযম শাহ
গ) সিকান্দার শাহ ঘ) আলাউদ্দিন হুসেন শাহ

১১. উক্ত সুলতানের কর্মকাণ্ডের ফলে–
i. দক্ষতার সাথে শাসনকার্য পরিচালিত হয় ii. অদূরদর্শীতার পরিচয় মেলে
iii. বাংলা সাহিত্য নতুন গতি পায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

১২. দ্বৈত শাসনের ফলে–
ক) জমিদাররা জমির স্থায়ী মালিক হয়
খ) অভিজাত শ্রেণি মর্যাদালাভ করে
গ) বাংলায় দুর্ভিক্ষ হয়
ঘ) প্রত্যক্ষ ঔপনিবেশিক শাসন শুরু

১৩. 'বুলগাকপুর' এর অর্থ কী?
ক) শান্তির নগরী খ) বিদ্রোহের নগরী
গ) বিশৃঙ্খলাময় নগরী ঘ) অরাজকতাপূর্ণ নগরী

১৪. বাংলার প্রথম মুসলিম বিজেতা কে?
ক) বখতিয়ার খলজি খ) ইলয়াস শাহ
গ) ইওজ খলজি ঘ) গিয়াসউদ্দিন ইওজ খলজি

১৫. পুর্তগীজ→ ওলন্দাজ→ দিনেমার→ ইংরেজ→(?)
ক) চীনা খ) জাপানি গ) ফরাসি ঘ) আরবীয়

১৬. নবাব আলীবর্দি খানের সাথে ঘসেটি বেগমের সম্পর্ক কী?
ক) কন্যা খ) বোন গ) ভাইঝি ঘ) খালা

১৭. সন্ন্যাসী আন্দোলনের প্রধান নেতা ছিলেন?
ক) মজনু শাহ খ) ভবানী পাঠক গ) মুসা শাহ ঘ) সোবান শাহ

☐ **নিচের অনুচ্ছেদ পড় এবং ১৮ ও ১৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
সজিব সাহেব বিদেশি পণ্য বর্জন করেছেন। তিনি তার পরিবারের জন্য উন্নতমানের দেশীয় পণ্য ক্রয় করেন।

১৮. সজীব সাহেবের আচরণ আমাদের কোন আন্দোলনের কথা মনে করিয়ে দেয়?
ক) স্বদেশি খ) অসহযোগ গ) বঙ্গভঙ্গ ঘ) খিলাফত

১৯. উক্ত আন্দোলন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় কারণ–
i. মুসলমানরা অংশগ্রহণ না করায় ii. পুলিশি অত্যাচার
iii. সরকারের দমন নীতি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

২০. মুসলিম লীগের সাংগঠনিক দুর্বলতার কারণ হলো–
ক) সংকীর্ণতা খ) অন্তর্কোন্দল গ) অর্থের অভাব ঘ) অসাম্প্রদায়িক মনোভাব

২১. ইউনেস্কো বাংলাকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষার স্বীকৃতি প্রদান করে কত সালে?
ক) ২০০২ খ) ২০০১ গ) ২০০০ ঘ) ১৯৯৯

☐ **নিচের চিত্রটি লক্ষ করো এবং ২২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**

২২. চিত্রটি কোন ঐতিহাসিক ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত?
ক) ভাষা আন্দোলন খ) ৬ দফা আন্দোলন
গ) গণঅভ্যুত্থান ঘ) মুক্তিযুদ্ধ

২৩. অবরুদ্ধ বাংলা বলতে বোঝায়–
i. অপারেশন সার্চ লাইটকে ii. পাকিস্তানের সামরিক শাসনামলকে
iii. ৭১ এর অগ্নিঝরা দিনগুলিকে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

২৪. মুক্তিযুদ্ধে বীরত্বের জন্য কোন নারী বীর প্রতীক খেতাব পান?
ক) সিতারা বেগম খ) জাহানারা ইমাম গ) মেহেরুন্নেসা ঘ) বেগম রোকেয়া

২৫. প্রাচীন কালের মিশরীয়দের জীবন প্রণালির প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রধানত প্রতিফলিত হয়েছে–
ক) পুরোহিতদের কার্যকলাপ খ) ধর্মীয় চেতনার প্রভাব
গ) আইনের বিধিবিধান ঘ) সামাজিক কুসংস্কার

২৬. মুক্তিযুদ্ধের সময় বঙ্গবন্ধু কত মাস কারাগারে ছিলেন?
ক) এগারো খ) দশ গ) নয় ঘ) সাত

২৭. মুজিবনগর সরকার গঠনের কারণ–
i. মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা ii. বিশ্বজনমত সৃষ্টি করা iii. প্রশিক্ষণ প্রদান করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

২৮. ২০৪১ সালে উন্নত দেশে উন্নীত হওয়ার স্বপ্ন নিয়ে–
i. দ্বিতীয় পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের উদ্যোগ চলমান
ii. সমুদ্র বিজয় নিশ্চিত করেছে
iii. জলবায়ু ঝুঁকি মোকাবিলায় ক্লাইমেট চেঞ্জ রেজিলিয়েন্স ফান্ড গঠন করা হয়েছে।
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

২৯. 'যা কিছু ঘটে তাই ইতিহাস'– উক্তিটি কার?
ক) লিওপোল্ড ফন র‍্যাংক খ) হেরোডোটাস
গ) ড. জনসন ঘ) ই. এইচ. কার

☐ **নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৩০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
শেফা এ বছর কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতিতে ভর্তি হয়।

৩০. কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রাচীন বাংলার কোন জনপদের অন্তর্ভুক্ত ছিল?
ক) হরিকেল খ) চন্দ্রদ্বীপ গ) সমতট ঘ) পুণ্ড্র

■ **খালি ঘরগুলোতে পেনসিল দিয়ে উত্তরগুলো লেখো। এরপর প্রদত্ত উত্তরমালার সাথে মিলিয়ে দেখো তোমার উত্তরগুলো সঠিক কি না।**

উত্তর	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15	
	16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30	

চট্টগ্রাম বোর্ড– ২০২৪

বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা (সৃজনশীল)

বিষয় কোড | 1 | 5 | 3 |

সময় : ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট — পূর্ণমান : ৭০

[**দ্রষ্টব্য :** ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ দিয়ে পড়ো এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর যথাযথ উত্তর দাও। যেকোনো **সাতটি** প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

১।

ছক-ক	ছক-খ
১। অর্থ শাস্ত্র	১। মুদ্রা
২। তবকাত-ই-নাসিরী	২। শিলালিপি
৩। আইন-ই-আকবরী	৩। তাম্রলিপি

ক. আধুনিক ইতিহাসের জনক কে? ১
খ. ইতিহাসের স্বরূপ ব্যাখ্যা কর। ২
গ. ছক-ক এ উল্লিখিত তথ্যসমূহ ইতিহাসের কোন উপাদানের ইঙ্গিত প্রদান করে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "ছক-খ এর উপাদানগুলো প্রকৃত ইতিহাস রচনায় যথেষ্ট নয়"– মতামত দাও। ৪

২।

চিত্র-১

চিত্র-২

ক. প্যাপিরাস কী? ১
খ. ধর্মীয় ক্ষেত্রে রোমানদের অবদান বর্ণনা কর। ২
গ. চিত্র-১ এ প্রদর্শিত শিল্পকর্মটি কোন সভ্যতাকে নির্দেশ করে? স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পে উক্ত সভ্যতার অবদান মূল্যায়ন কর। ৩
ঘ. "চিত্র-২ সভ্যতার বিকাশে শিক্ষাক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করে"– উক্তিটির যথার্থতা নিরূপণ কর। ৪

৩। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস শেষ বর্ষের শিক্ষার্থীরা শিক্ষা সফরের উদ্দেশ্যে দুই দলে বিভক্ত হয়। প্রথম দল বগুড়া, দিনাজপুর ও রাজশাহী জেলার ঐতিহাসিক স্থাপনা ঘুরে দেখে এবং দ্বিতীয় দল কুমিল্লার ময়নামতি ও শালবন বিহার পরিদর্শন করে। পরিশেষে উভয় দলই মনে করে উক্ত স্থানসমূহ প্রাচীন বাংলার গুরুত্বপূর্ণ জনপদের অন্তর্ভুক্ত ছিল।
ক. চন্দ্রদ্বীপের বর্তমান মান কী? ১
খ. "বাংলার মানুষ শান্ত ও সংগ্রামী"– ব্যাখ্যা কর। ২
গ. প্রথম দলের পরিদর্শনকৃত অঞ্চলটি প্রাচীন কোন জনপদের অংশ? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "দ্বিতীয় দলের দেখা অঞ্চলটি প্রাচীন বাংলার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য জনপদ"। এ বিষয়ে তোমার মতামত দাও। ৪

৪।

তথ্যছক	
ক	৭৫০–৭৮১ খ্রিস্টাব্দ
খ	১০৬১–১২০৪ খ্রিস্টাব্দ

ক. পাল বংশের শ্রেষ্ঠ শাসক কে ছিলেন? ১
খ. 'কৌলীন্য প্রথা' বলতে কী বুঝায়? ২
গ. উদ্দীপকে 'ক' কোন শাসকের সময়কাল নির্দেশ করে? উক্ত শাসকের শাসনকাল বর্ণনা কর। ৩
ঘ. "শিক্ষা ও সাহিত্যের প্রসারে উদ্দীপকের 'খ' ছকে নির্দেশিত বংশের শাসকদের অবদান অপরিসীম"– মূল্যায়ন কর। ৪

৫। সুলতানপুর চিরকালই কৃষি প্রধান অঞ্চল। এখানকার বেশির ভাগ লোক গ্রামে বাস করে এবং কৃষিকাজের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করে। বিপুল পরিমাণ কৃষিজাত পণ্য উৎপাদন ছাড়াও কুটির শিল্প এবং বস্ত্রশিল্পের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সমৃদ্ধ ছিল। শিল্পজাত পণ্য উৎপাদনের জন্য পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন দেশের সাথে এ অঞ্চলের ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটে।
ক. সতীদাহ প্রথা কী? ১
খ. প্রাচীন বাংলার মানুষের পোশাক পরিচ্ছদের বর্ণনা দাও। ২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত অর্থনৈতিক অবস্থার সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন সময়ের অর্থনৈতিক অবস্থার মিল পাওয়া যায়? বর্ণনা দাও। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত কুটির শিল্প ও বস্ত্রশিল্প নির্দেশিত অঞ্চলের ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসারের প্রধান কারণ– তোমার মতামত দাও। ৪

৬।

ঈসা খান, মুসা খান
↓
চাঁদ রায়, কেদার রায়
↓
বাহাদুর গাজি
↓
সোনা গাজি

ক. মুঘল আমলে প্রদেশগুলো কী নামে পরিচিত ছিল? ১
খ. ঢাকার নাম কীভাবে জাহাঙ্গীরনগর রাখা হয়েছিল? ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ব্যক্তিগণ ইতিহাসে যে নামে পরিচিত– তাদের কর্মকাণ্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। ৩
ঘ. মুঘল আক্রমণই ছিল বাংলায় স্বাধীন জমিদারদের পতনের অন্যতম কারণ– বিশ্লেষণ কর। ৪

৭। ভারতবর্ষে যখন ঘরে ঘরে শিক্ষার আলো জ্বলছে বাঙালি মুসলিম সমাজের মেয়েরা তখনও পিছিয়ে ছিল। লেখাপড়ায় অংশগ্রহণ তাদের জন্য নিষিদ্ধ ছিল। আধুনিক যুগের প্রারম্ভে অখণ্ড বাংলায় এক মহীয়সী নারী জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর প্রচেষ্টায় কোলকাতায় ভাগলপুরে একটি প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নারী শিক্ষা গুরুত্ব পুরুষশাসিত সমাজে পরিলক্ষিত হয়।
ক. ফরায়েজি আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা কে? ১
খ. শিক্ষাবিস্তারে নওয়াব আব্দুল লতিফের ভূমিকা কী ছিল? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বর্ণনার সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন মহীয়সী নারীর মিল পাওয়া যায়? বর্ণনা দাও। ৩
ঘ. "নারী জাগরণের অগ্রদূত হিসাবে উদ্দীপকে উল্লিখিত মহীয়সী নারীর অবদান অনস্বীকার্য"– উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৮।

ক. 'The spirit of Islam' গ্রন্থটি কে রচনা করেন? ১
খ. সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলন সংঘটিত হয় কেন? ২
গ. উদ্দীপকে প্রদর্শিত মনীষী অখণ্ড বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে যে কর্মকাণ্ডের জন্য বিখ্যাত হয়ে আছেন– তার বর্ণনা দাও। ৩
ঘ. ভারত ও পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্মে উক্ত মনীষীর অবদান ছিল অপরিহার্য– যুক্তি দেখাও। ৪

৯।

ক. অপরাজেয় বাংলা কী? ১
খ. ২৫ মার্চ রাতকে 'কালরাত্রি' বলা হয় কেন? ২
গ. উদ্দীপকের চিত্রটি বাংলাদেশের ইতিহাসে কোন ঘটনার সাথে সম্পর্কিত? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উক্ত ঘটনাটি "বাঙালি জাতির অহংকার ও গৌরবের প্রতীক"– মূল্যায়ন কর। ৪

১০।

ক. বাংলাদেশ কত সালে জাতিসংঘের সদস্য পদ লাভ করে? ১
খ. ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনের গুরুত্ব উল্লেখ কর। ২
গ. "চিত্রে প্রদর্শিত নেতার ঐতিহাসিক ভাষণই বাঙালীকে মুক্তিযুদ্ধে অনুপ্রাণিত করে"– ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "উক্ত নেতার নির্মম হত্যাকাণ্ডে বাঙালি জাতির জন্য কলঙ্কিত অধ্যায়"– মতামত দাও। ৪

১১।

আব্দুস সালাম — আবুল বরকত — আব্দুল জব্বার — শফিউর রহমান — রফিকউদ্দিন আহমেদ

ক. ব্যালট বিপ্লব কী? ১
খ. যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়েছিল কেন? ২
গ. উদ্দীপকে প্রদর্শিত চিত্রগুলো ইতিহাসের কোন ঘটনার ইঙ্গিত বহন করে? উক্ত ঘটনার তাৎপর্য বর্ণনা কর। ৩
ঘ. তুমি কী মনে কর উদ্দীপকের নির্দেশিত আন্দোলনটি বাঙালি জাতির সকল আন্দোলনের প্রেরণার উৎস? উত্তরের সপক্ষে তোমার মতামত দাও। ৪

উত্তরমালা

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

উত্তর	1	M	2	N	3	M	4	L	5	L	6	K	7	L	8	L	9	K	10	N	11	L	12	M	13	L	14	K	15	M
	16	K	17	L	18	K	19	N	20	L	21	N	22	M	23	M	24	K	25	L	26	M	27	K	28	N	29	M	30	M

সৃজনশীল

প্রশ্ন ▸ ০১

ছক-ক	ছক-খ
১। অর্থ শাস্ত্র	১। মুদ্রা
২। তবকাত-ই-নাসিরী	২। শিলালিপি
৩। আইন-ই-আকবরী	৩। তাম্রলিপি

ক. আধুনিক ইতিহাসের জনক কে? ১

খ. ইতিহাসের স্বরূপ ব্যাখ্যা কর। ২

গ. ছক-ক এ উল্লিখিত তথ্যসমূহ ইতিহাসের কোন উপাদানের ইঙ্গিত প্রদান করে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "ছক-খ এর উপাদানগুলো প্রকৃত ইতিহাস রচনায় যথেষ্ট নয়"– মতামত দাও। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক আধুনিক ইতিহাসের জনক জার্মান ঐতিহাসিক লিওপোল্ড ফন র‍্যাংকে।

খ জ্ঞান অর্জনের একটি অনন্য শাখা হিসেবে ইতিহাস যেসব স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ধারণ করে তা ইতিহাসের স্বরূপ বা প্রকৃতি হিসেবে পরিচিত। যেমন– সত্যনিষ্ঠ তথ্যের আলোকে অতীতের পুনর্গঠন করাই ইতিহাসের প্রধান বৈশিষ্ট্য। এছাড়া মানবসমাজ ও সভ্যতার অগ্রগতির ধারাবাহিক ইতিহাসের তথ্যনির্ভর একটি সমৃদ্ধ শাখা ইতিহাস। যা তাকে অন্যান্য সকল শাখা থেকে স্বকীয়তা প্রদানের মাধ্যমে, তার স্বরূপ বৈশিষ্ট্যে তাকে জ্ঞান অর্জনের একটি স্বতন্ত্র শাখার মর্যাদা দান করেছে।

গ উদ্দীপকের ছক-ক-এ উল্লিখিত তথ্য সমূহ ইতিহাসের লিখিত উপাদানের ইঙ্গিত প্রদান করে।

ইতিহাসের উপাদানকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা : লিখিত উপাদান ও অলিখিত উপাদান। ইতিহাস রচনার লিখিত উপাদানের মধ্যে রয়েছে সাহিত্য, বৈদেশিক বিবরণ, দলিলপত্র ইত্যাদি। বিভিন্ন দেশি-বিদেশি সাহিত্যকর্ম যেমন– বেদ, কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র', কলহনের 'রাজতরঙ্গিনী' মিনহাজ-উস-সিরাজের 'তবকাত-ই-নাসিরী ইত্যাদি ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ লিখিত উপাদান হিসেবে বিবেচিত। এছাড়া বিদেশি পর্যটকদের বিবরণ সব সময়ই ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ লিখিত উপাদান হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। যেমন– পঞ্চম থেকে সপ্তম শতকে বাংলায় আগত বিখ্যাত পরিব্রাজক ফা-হিয়েন, হিউয়েন সাং, ইৎসিং ও ইবনে বতুতার বর্ণনা। এসব বর্ণনা থেকে তৎকালীন সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতি, ধর্ম, আচার-অনুষ্ঠান সম্পর্কে অনেক তথ্য জানা যায়।

ছক-ক এ উল্লিখিত অর্থ শাস্ত্র, তবকাত-ই-নাসিরী ও আইন-ই-আকবরী প্রভৃতি ঐতিহাসিক গ্রন্থ। সুতরাং বলা যায়, ছক ক-এ উল্লিখিত তথ্যসমূহ ইতিহাসের লিখিত উপাদান।

ঘ ছক খ এর উপাদানগুলো হলো ইতিহাসের অলিখিত ও প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান, যা প্রকৃত ইতিহাস রচনায় যথেষ্ট নয়।

ইতিহাসের উপাদানকে দুভাগে ভাগ করা হয়। যথা– লিখিত ও অলিখিত উপাদান। সঠিক ইতিহাস জানার ক্ষেত্রে এ দু'ধরনের উপাদানই গুরুত্বপূর্ণ। লিখিত উপাদানের মাধ্যমে আমরা প্রাচীন সময়ের রাজনৈতিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, প্রশাসনিকসহ প্রায় সব বিষয়ের বস্তুনিষ্ঠ বর্ণনা পেয়ে থাকি, যা অলিখিত উপাদানের মাধ্যমে জানা যায় না। এছাড়া অলিখিত উপাদানের তুলনায় লিখিত উপাদান ইতিহাস রচনায় সব সময়ই বেশি নির্ভরযোগ্য। যেমন– মধ্যযুগের উপমহাদেশের ইতিহাস রচনায় সে সময়ের স্থাপত্যকর্মগুলো আমাদেরকে যতটুকু না সাহায্য করে তার চেয়ে সমকালীন ইতিহাসবিদদের রচনা ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের আত্মজীবনী অনেকগুণ বেশি সহায়ক হয়।

প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনসমূহ পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও গবেষণার মাধ্যমে কোনো বিশেষ সময় ও অঞ্চলের মানুষের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে ধারণা করা যায় মাত্র, কিন্তু পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস জানা সম্ভব হয় না। এসব উপাদান থেকে মানুষের অতীত সভ্যতা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে মৌলিক ও অকাট্য তথ্য পাওয়া যায়।

সুতরাং বলা যায়, ছক খ এর উপাদানগুলো যথা- মুদ্রা, শিলালিপি, তাম্রলিপি প্রভৃতি ইতিহাসের অলিখিত বা প্রত্নতত্ত্ব উপাদান। আর কেবল অলিখিত উপাদানই প্রকৃত ইতিহাস রচনার জন্য যথেষ্ট নয়।

প্রশ্ন ▸ ০২

চিত্র-১

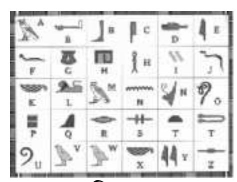
চিত্র-২

ক. প্যাপিরাস কী? ১

খ. ধর্মীয় ক্ষেত্রে রোমানদের অবদান বর্ণনা কর। ২

গ. চিত্র-১ এ প্রদর্শিত শিল্পকর্মটি কোন সভ্যতাকে নির্দেশ করে? স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পে উক্ত সভ্যতার অবদান মূল্যায়ন কর। ৩

ঘ. "চিত্র-২ সভ্যতার বিকাশে শিক্ষাক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করে"– উক্তিটির যথার্থতা নিরূপণ কর। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক মিশরীয়রা নলখাগড়া জাতীয় গাছের কাণ্ড থেকে কাগজ তৈরি করে। গ্রিকরা এই কাগজের নাম দেয় 'প্যাপিরাস'।

খ রোমানরা ধর্মীয় ক্ষেত্রে গ্রিকদের দ্বারা প্রভাবিত ছিল। অনেক গ্রিক দেব-দেবীর নাম পরিবর্তন হয়ে রোমানদের দেব-দেবী হয়েছে। রোমানদের অন্যতম প্রধান দেবতার নাম ছিল জুপিটার। অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ দেব-দেবী হচ্ছে জুনো, নেপচুন, মার্স, ভলকান, ভেনাস, মিনার্ভা,

ব্যাকাস ইত্যাদি। রোমান দেবমন্দিরে প্রধান পুরোহিত ছিলেন যাঁরা, তাঁরা ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পরিচালনা করতেন। তবে রোমানদের পরকালের প্রতি বিশ্বাস ছিল না। অগাস্টাস সিজারের সময় থেকে ঈশ্বর হিসেবে সম্রাটকে পূজা করার রীতি চালু হয়। উল্লেখ্য, এ সময় খ্রিস্টধর্মের প্রবর্তক যিশুখ্রিস্টের জন্ম হয়। পরবর্তীকালে রোমান ধর্মের পাশাপাশি খ্রিস্টধর্ম বিস্তার লাভ করতে থাকে। অনেক রোমান এই ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করে। এতে সম্রাট ক্ষুব্ধ হন কারণ খ্রিস্টধর্মের অনুশাসন মেনে চলতে গেলে সম্রাটকে আর ঈশ্বরের মতো পূজা করা যায় না। ফলে রোমান সম্রাটরা এই ধর্ম প্রচার বন্ধ করে দেন এবং খ্রিস্টধর্ম গ্রহণকারী রোমানদের ওপর নির্যাতন শুরু করেন। কিন্তু সম্রাট কন্সটানটাইন খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেন এবং এই ধর্মকে রোমান সরকারি ধর্মে পরিণত করেন।

গ চিত্র-১ এ প্রদর্শিত শিল্পকর্মটি মিশরীয় সভ্যতাকে নির্দেশ করে। স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পে এ সভ্যতার অবদান অনস্বীকার্য।

ব্যাপকতা, বৈচিত্র্য এবং ধর্মীয় ভাবধারায় প্রভাবিত বিশাল আকারের পাথরের মূর্তিগুলো স্থাপত্য ভাস্কর্য শিল্পে মিশরীয়দের শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ বহন করে। প্রতিটি ভাস্কর্য ধর্মীয় ভাবধারা, আচার, অনুষ্ঠান, মতাদর্শ দ্বারা প্রভাবিত ছিল। প্রতিটি শিল্পই ছিল আসলে ধর্মীয় শিল্পকলা। মিশরের সর্বশ্রেষ্ঠ ভাস্কর্য হচ্ছে গিজার অতুলনীয় স্ফিংকস। মন্দিরগুলোতেও মিশরীয় ভাস্কর্য স্থাপত্যের এক অপূর্ব নিদর্শন প্রতিফলিত হয়েছে। এছাড়াও মৃত দেহকে তাজা রাখার জন্য মিশরীয়রা মমি তৈরি করে। মমিকে সংরক্ষণের জন্য তারা পিরামিড তৈরি করেছিল। মিশরের সবচেয়ে বড়ো পিরামিড হচ্ছে ফারাও খুফুর পিরামিড।

চিত্র-১ এ প্রদর্শিত শিল্পকর্মটি হলো পিরামিড। ধর্মীয় বিশ্বাস থেকে মিশরীয়রা এ পিরামিডগুলো তৈরি করেছিল। অন্যান্য ভাস্কর্য নির্মাণ এবং বিশেষ করে পিরামিডের বিশালতা ও নির্মাণশৈলী স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পে মিশরীয়দের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে।

ঘ চিত্র-২ তথা মিশরীয়দের লিখন পদ্ধতি আবিষ্কার সভ্যতার বিকাশে শিক্ষাক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করে– উক্তিটি যথার্থ।

লিখনপদ্ধতির আবিষ্কার প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতার একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান। নগর সভ্যতা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মিশরীয় লিখনপদ্ধতির উদ্ভব ঘটে। পাঁচ হাজার বছর পূর্বেতারা সর্বপ্রথম ২৪টি ব্যঞ্জনবর্ণের বর্ণমালা আবিষ্কার করে। প্রথম দিকে ছবি এঁকে তারা মনের ভাব প্রকাশ করত। তাদের এই লিখনপদ্ধতিকে বলা হয় চিত্রলিপি। এই চিত্রলিপিকে বলা হয় "হায়ারোগ্লিফিক" বা 'পবিত্র অক্ষর'।

মিশরীয়রা নলখাগড়া জাতীয় গাছের কাণ্ড থেকে কাগজ বানাতে শেখে। গ্রিকরা তাদের এ কাগজের নাম দেয় 'প্যাপিরাস'। এ শব্দ থেকে ইংরেজি পেপার (বাংলা অর্থ– কাগজ) শব্দের উৎপত্তি হয়েছে। প্যাপিরাসে মিশরীয়রা হায়ারোগ্লিফিক লিপিতে লিখত। এমনকি তারা পাথরেও এ লিপিতে লিখত। নেপোলিয়ন বোনাপার্টের মিশর জয়ের সময় একটি পাথর আবিষ্কৃত হয়, যা 'রসেটা স্টোন' নামে পরিচিত। এতে গ্রিক এবং 'হায়ারোগ্লিফিক' লিপিতে ভাষায় অনেক লেখা ছিল।

মিশরীয়দের এই হায়ারোগ্লিফিক সময়ে বিবর্তনের ধারা পার করেছে। বিবর্তিত হয়ে এক সময় হায়রাটিক লিপির রূপ পরিগ্রহ করে। আর পরে ডেমোটিক লিপিতে বিবর্তিত হয় এবং এভাবেই চিত্রভিত্তিক লিপি থেকে ধীরে ধীরে হাতের লেখার রূপ ধারণ করে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষাক্ষেত্রে মানব সভ্যতাকে উন্নতির উচ্চ শিখরে পৌঁছে দেয়। অর্থাৎ সভ্যতার বিকাশে মিশরীয়দের এই লিখনপদ্ধতি এক তাৎপর্যপূর্ণ পদক্ষেপ। এই লিখনপদ্ধতিই বর্তমান আধুনিক লিখনপদ্ধতি আবিষ্কারের পথপ্রদর্শক।

সুতরাং উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, চিত্র-২ তথা মিশরীয় লিখনপদ্ধতি সভ্যতার বিকাশে শিক্ষাক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করে।

প্রশ্ন ▶ ০৩ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস শেষ বর্ষের শিক্ষার্থীরা শিক্ষা সফরের উদ্দেশ্যে দুই দলে বিভক্ত হয়। প্রথম দল বগুড়া, দিনাজপুর ও রাজশাহী জেলার ঐতিহাসিক স্থাপনা ঘুরে দেখে এবং দ্বিতীয় দল কুমিল্লার ময়নামতি ও শালবন বিহার পরিদর্শন করে। পরিশেষে উভয় দলই মনে করে উক্ত স্থানসমূহ প্রাচীন বাংলার গুরুত্বপূর্ণ জনপদের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

ক. চন্দ্রদ্বীপের বর্তমান মান কী? ১
খ. "বাংলার মানুষ শান্ত ও সংগ্রামী"– ব্যাখ্যা কর। ২
গ. প্রথম দলের পরিদর্শনকৃত অঞ্চলটি প্রাচীন কোন জনপদের অংশ? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "দ্বিতীয় দলের দেখা অঞ্চলটি প্রাচীন বাংলার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য জনপদ"। এ বিষয়ে তোমার মতামত দাও। ৪

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক চন্দ্রদ্বীপের বর্তমান নাম বরিশাল।

খ ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাবে বাংলার মানুষ শান্ত ও সংগ্রামী। বাংলাদেশের আবহাওয়া নাতিশীতোষ্ণ। স্নিগ্ধ ও নরম আবহাওয়া হওয়ায় বাংলার মানুষ শান্ত ও আরামপ্রিয়। আবার ঋতুবৈচিত্র্যের কারণে ঝড়-জলোচ্ছ্বাসের সাথে যুদ্ধ করতে হয় বাংলার মানুষকে। তাই তারা সংগ্রামী হয়ে ওঠে। মূলত এই ভৌগোলিক বৈচিত্র্যের কারণেই বাংলার মানুষ একইসাথে শান্ত ও সংগ্রামী।

গ প্রথম দলের পরিদর্শনকৃত অঞ্চলটি প্রাচীন 'পুন্ড্র' জনপদের অংশ।

পুন্ড্র শব্দের অর্থ আখ বা ইক্ষু। প্রাচীন বাংলার জনপদগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো পুন্ড্র। খুব সম্ভবত : পুন্ড্র বলে একটি জনগোষ্ঠী এ জনপদ গড়ে তুলেছিল। বর্তমান বগুড়া, রংপুর, রাজশাহী ও দিনাজপুর এলাকা নিয়ে এ পুন্ড্র জনপদটির সৃষ্টি হয়েছিল। রাজধানীর নাম ছিল পুন্ড্রনগর। পরবর্তীকালে এর নাম হয় মহাস্থানগড়। মহাস্থানগড় প্রাচীন পুন্ড্র নগরীর ধ্বংসাবশেষ বলে পন্ডিতেরা মনে করেন। প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শনের দিক দিয়ে পুন্ড্রই ছিল প্রাচীন বাংলার সবচেয়ে সমৃদ্ধ নগরসভ্যতা। পাথরের চাকতিতে খোদাই করা লিপি এখানে পাওয়া যায়। ধারণা করা হয়, বাংলাদেশে প্রাপ্ত এটিই প্রাচীনতম শিলালিপি।

উদ্দীপকের প্রথম দল বগুড়া, দিনাজপুর ও রাজশাহী জেলার ঐতিহাসিক স্থাপনা ঘুরে দেখে। আর বর্তমান এ অঞ্চলগুলো গঠিত হয়েছিল 'পুন্ড্র জনপদ'। কাজেই বলা যায় প্রথম দলের পরিদর্শনকৃত অঞ্চলটি ছিল প্রাচীন 'পুন্ড্র' জনপদের অংশ।

ঘ দ্বিতীয় দলের দেখা অঞ্চলটি 'সমতট' জনপদের অন্তর্গত। উক্ত জনপদ অর্থাৎ সমতট জনপদটিই প্রাচীন বাংলার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য জনপদ।

পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় বঙ্গের পাশাপাশি সমতটের অবস্থান। সমতটের রাজধানী বড়ো কামতা এবং দেবপর্বত কুমিল্লার লালমাই পাহাড়ে অবস্থিত। গঙ্গা-ভাগীরথীর পূর্ব তীর থেকে শুরু করে মেঘনার

মোহনা পর্যন্ত সমুদ্রকূলবর্তী এলাকা এবং বর্তমান ভারতের ত্রিপুরার প্রাচীন অংশই সমতট। কুমিল্লার ময়নামতিতে কয়েকটি প্রাচীন নিদর্শনের সন্ধান পাওয়া গেছে। শালবন বিহার এদের অন্যতম।

এ জনপদের অন্তর্ভুক্ত ময়নামতি ছিল তৎকালীন সময়ে বৌদ্ধ সংস্কৃতির অন্যতম চর্চাকেন্দ্র। এর নিদর্শনস্বরূপ অনেক বৌদ্ধ বিহার রয়েছে; যেমন– আনন্দ বিহার বা শালবন বিহার, ভোজ বিহার ইত্যাদি। এ সময়ে শালবন বিহার এশিয়ার জ্ঞানচর্চার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছিল। সে সময়ে একে বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা দেওয়া হতো। বিখ্যাত চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাং আনন্দ বিহারে এসেছিলেন। তখন বিহারে চার হাজার বৌদ্ধ ভিক্ষু ছিল। তাছাড়া এ জনপদ নদী বিধৌত হওয়ায় নৌবাণিজ্যে খুবই প্রসার লাভ করেছিল। যার কারণে এ জনপদের মানুষ অর্থনৈতিকভাবে ছিল সমৃদ্ধিশালী। সাংস্কৃতিক দিক দিয়েও এ জনপদের মানুষ অন্যান্য জনপদ থেকে বেশি সমৃদ্ধিশালী ছিল।

সুতরাং বলা যায়, সমতট জনপদটি ছিল প্রাচীন বাংলার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য জনপদ।

প্রশ্ন ▸ ০৪

তথ্যছক	
ক	৭৫০–৭৮১ খ্রিষ্টাব্দ
খ	১০৬১–১২০৪ খ্রিষ্টাব্দ

ক. পাল বংশের শ্রেষ্ঠ শাসক কে ছিলেন? ১

খ. 'কৌলীন্য প্রথা' বলতে কী বুঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে 'ক' কোন শাসকের সময়কাল নির্দেশ করে? উক্ত শাসকের শাসনকাল বর্ণনা কর। ৩

ঘ. "শিক্ষা ও সাহিত্যের প্রসারে উদ্দীপকের 'খ' ছকে নির্দেশিত বংশের শাসকদের অবদান অপরিসীম"– মূল্যায়ন কর। ৪

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক পাল বংশের শ্রেষ্ঠ শাসক ছিলেন ধর্মপাল।

খ কৌলিন্য হলো 'হিন্দুকুল ও বর্ণ সমীকরণ আইন' যা বল্লাল সেন কর্তৃক ১১৫৮–৬৯ সনে সেন সাম্রাজ্য প্রবর্তিত হয়।

সেন শাসন পরবর্তী সময়ে কৌলিন্য একটি প্রথা হিসেবে রূপ লাভ করে। কুলীন অর্থ হলো উত্তম পরিবার বা সম্ভ্রান্ত বংশজাত। সম্মান লাভার্থে প্রজারা সৎপথে চলবে, এই উদ্দেশ্যে বল্লাল সেন কৌলিন্য প্রথা প্রবর্তন করেছিলেন। অনেকে মনে করে বল্লাল সেন হিন্দু সমাজকে নতুন করে গঠন করার উদ্দেশ্যে 'কৌলিন্য প্রথা' প্রবর্তন করেন। কৌলিন্য প্রথার ফলে সামাজিক আচার-ব্যবহার বিবাহ অনুষ্ঠান প্রভৃতি বিষয়ে কুলীন শ্রেণির লোকদিগকে কতকগুলো বিশেষ রীতিনীতি মেনে চলতে হতো।

গ উদ্দীপকের 'ক' প্রাচীণ বাংলার শাসক গোপালের সময়কাল নির্দেশ করে।

গোপালের পূর্ব জীবন সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। পাল বংশের পরিচয় ও আদি বাসস্থান সম্পর্কেও স্পষ্ট কিছু জানা যায় না। গোপালের পিতার নাম বপ্যট। পিতামহ ছিলেন দয়িতবিষ্ণু। তাদের নামের আগে কোনো রাজকীয় উপাধি দেখা যায়নি। এতে মনে করা হয়, তারা সাধারণ ব্যক্তি ছিলেন। গোপালের সিংহাসনে আরোহণের মধ্য দিয়ে বাংলায় পাল রাজত্বের শুরু হয়। পাল বংশের রাজাগণ একটানা চারশ' বছর এদেশ শাসন করেন। এত দীর্ঘ সময় আর কোনো রাজবংশ এদেশ শাসন করেনি। গোপাল সিংহাসনে আরোহণ করে রাজ্য বিস্তারে মনোযোগ দেন। তিনি বাংলার উত্তর এবং পূর্ব অংশের প্রায় সমগ্র অঞ্চলই রাজ্যভুক্ত করেন। অনেকের মতে গোপাল ২৭ বছর শাসন করেছিলেন। কিন্তু আধুনিক গবেষকগণ মনে করেন, তিনি ৭৫০ থেকে ৭৮১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত দেশ শাসন করেন।

ঘ উদ্দীপকের 'খ' ছকে নির্দেশিত সময়কাল তথা ১০৬১-১২০৪ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলায় সেন বংশের রাজত্ব ছিল। শিক্ষা ও সাহিত্যের প্রসারে সেন বংশের শাসকদের অবদান অপরিসীম।

বাংলার সেন বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন সামন্ত সেন। সামন্ত সেনের পুত্র ছিলেন হেমন্ত সেন। হেমন্ত সেনের মৃত্যুর পর বিজয় সেনের পুত্র বল্লাল সেন ১১৬০ খ্রিষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি অত্যন্ত সুপণ্ডিত ছিলেন। বিদ্যা ও বিদ্বানের প্রতি তার যথেষ্ট অনুরাগ ছিল এমনকি তার একটি বিরাট গ্রন্থাগারও ছিল। কবি বা লেখক হিসেবে সংস্কৃত সাহিত্যে তার অবদান অপরিসীম। তার পূর্বে বাংলায় কোনো রাজা এরূপ লেখনী প্রতিভার পরিচয় দিতে পারেননি। তিনি 'দানসাগর' ও 'অদ্ভুতসাগর' নামে দুটি গ্রন্থ রচনা করেন।

বল্লাল সেনের মৃত্যুর পরে তার পুত্র লক্ষণ সেন ১১৭৮ খ্রিষ্টাব্দে সিংহাসনে বসেন। তিনিও পিতার মতো শিক্ষানুরাগী ছিলেন। তিনি পিতার অসমাপ্ত গ্রন্থ 'অদ্ভুতসাগর' সমাপ্ত করেন। লক্ষণ সেন রচিত কয়েকটি শ্লোকও পাওয়া গেছে। তার রাজসভায় বহু পণ্ডিত ও জ্ঞানী ব্যক্তিদের সমাবেশ ঘটেছিল। ভারত প্রসিদ্ধ পণ্ডিত হলায়ুধ তার প্রধানমন্ত্রী ও ধর্মীয় প্রধান ছিলেন। মুসলিম সাহিত্যিক মিনহাজ তার দানশীলতা ও ঔদার্যের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

উপরিউক্ত আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায় সেন বংশের শাসনামলে অর্থাৎ সামন্ত সেনের বংশধররা শিক্ষা ও সাহিত্য বিকাশে যথেষ্ট অবদান রেখেছেন।

প্রশ্ন ▸ ০৫ সুলতানপুর চিরকালই কৃষি প্রধান অঞ্চল। এখানকার বেশির ভাগ লোক গ্রামে বাস করে এবং কৃষিকাজের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করে। বিপুল পরিমাণ কৃষিজাত পণ্য উৎপাদন ছাড়াও কুটির শিল্প এবং বস্ত্রশিল্পের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সমৃদ্ধ ছিল। শিল্পজাত পণ্য উৎপাদনের জন্য পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন দেশের সাথে এ অঞ্চলের ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটে।

ক. সতীদাহ প্রথা কী? ১

খ. প্রাচীন বাংলার মানুষের পোশাক পরিচ্ছদের বর্ণনা দাও। ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত অর্থনৈতিক অবস্থার সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন সময়ের অর্থনৈতিক অবস্থার মিল পাওয়া যায়? বর্ণনা দাও। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত কুটির শিল্প ও বস্ত্রশিল্প নির্দেশিত অঞ্চলের ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসারের প্রধান কারণ– তোমার মতামত দাও। ৪

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক স্বামীর মৃত্যু হলে স্ত্রীকেও মৃত স্বামীর চিতায় সহমরণে যাওয়ার প্রথাকে বলা হয় সতীদাহ প্রথা।

খ প্রাচীন বাংলার মানুষের পোশাক-পরিচ্ছদের ব্যাপারে রাজা-মহারাজা ও ধনীদের কথা বাদ দিলে বিশেষ কোনো আড়ম্বর তখন ছিল না। বাংলার পুরুষ ও নারীরা ধুতি ও শাড়ি পরত। পুরুষেরা কখনো কখনো গায়ে চাদর আর মেয়েরা ওড়না পরত। তবে উৎসব-অনুষ্ঠানে বিশেষ পোশাকের ব্যবস্থা ছিল।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত অর্থনৈতিক অবস্থার সাথে আমার পাঠ্যবইয়ের বাংলার প্রাচীন যুগের অর্থনৈতিক অবস্থার মিল পাওয়া যায়।

প্রাচীনকাল থেকেই বাংলার মানুষ কৃষিজীবী। প্রাচীন বাংলায় অধিকাংশ মানুষই গ্রামে বসবাস করত এবং আশপাশের ভূমি চাষ করেই সংসার চালাত। জমি চাষাবাদ ও ভোগ করার বিনিময়ে তাদের করো প্রদান করতে হতো। ভূমিকর ছাড়াও তখন অন্যান্য করের প্রচলন ছিল। প্রাচীনকাল থেকেই বাংলা কৃষির জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। তাই এ দেশের অর্থনীতি গড়ে উঠেছে ভূমির ওপর নির্ভর করে। এছাড়া কুটিরশিল্প এ সময় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বস্ত্রশিল্প প্রাচীন বাংলার অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করেছে। বিশ্বখ্যাত মসলিন কাপড় প্রাচীনকাল থেকেই বাংলায় তৈরি হতো। প্রাচীন বাংলার অর্থনীতিতে ব্যবসা-বাণিজ্যের উপস্থিতিও লক্ষ করা যায়। এ দেশে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য ছাড়াও বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রচলন ছিল। ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসারের ফলে বাংলার ধন-সম্পদ ও ঐশ্বর্য প্রচুর বৃদ্ধি পেয়েছিল।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে, সুলতানপুর কৃষি প্রধান অঞ্চল এবং এখানকার বেশিরভাগ লোকই কৃষিকাজের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করে। পাশাপাশি কুটির শিল্প ও বস্ত্র শিল্পের ক্ষেত্রেও সমৃদ্ধ ছিল। উদ্দীপকের এ তথ্য পূর্বোক্ত আলোচনার সাথে তুলনা করলে প্রতীয়মান হবে যে, এটি প্রাচীন বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থার চিত্র তুলে ধরেছে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে বর্ণিত অর্থনৈতিক অবস্থার সাথে পাঠ্যবইয়ের বাংলার প্রাচীন যুগের অর্থনৈতিক অবস্থার মিল পাওয়া যায়।

ঘ উদ্দীপকে উল্লেখিত অঞ্চলটি হলো প্রাচীন বাংলা। কুটির শিল্প ও বস্ত্র শিল্প ছিল এ অঞ্চলের ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসারের প্রধান কারণ।

কুটির শিল্পে প্রাচীন বাংলা অত্যন্ত সমৃদ্ধ ছিল। এখানকার তৈরি জিনিসপত্রের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলো কলস, হাঁড়ি-পাতিল, বাসনপত্র, দা-কুড়াল, খুরপি, লাঙ্গল, তীর, বর্শা, যুদ্ধের তলোয়ার, অস্ত্রশস্ত্র ইত্যাদি। লোহা ও মাটির তৈরি জিনিসপত্রের পাশাপাশি স্বর্ণ-শিল্প, মণি-মাণিক্য শিল্প এবং কাঠের শিল্প অত্যন্ত উন্নত ছিল। সংসারের আসবাবপত্র, ঘর-বাড়ি, গোরুর গাড়ি, ঘোড়ার গাড়ি, রথ প্রভৃতি কাঠের দ্বারা তৈরি হতো। এছাড়া নদীপথে চলাচলের জন্য কাঠের বড়ো বড়ো নৌকা বা জাহাজ তৈরি হতো।

আবার, বস্ত্র শিল্পের জন্যও বাংলা প্রাচীনকালেই বিখ্যাত হয়ে উঠেছিল। বিশ্বখ্যাত মসলিন কাপড় প্রাচীনকাল থেকেই বাংলায় তৈরি হতো। এ বস্ত্র এত সূক্ষ্ম ছিল যে, ২০ গজ মসলিন একটি নস্যির কৌটায় ভরা যেত। কার্পাস তুলা ও রেশমের তৈরি উন্নতমানের সূক্ষ্ম বস্ত্রের জন্যও বঙ্গ প্রসিদ্ধ ছিল।

উপরের আলোচনা থেকে দেখা যায়, কুটির শিল্প ও বস্ত্র শিল্প উৎপাদনে প্রাচীন বাংলা অত্যন্ত সমৃদ্ধ ছিল। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এগুলোর খুব চাহিদাও ছিল। এর ফলে দেশের ভেতরে বাণিজ্য ছাড়াও দেশের বাইরে এসব পণ্য রপ্তানি হতে থাকে। স্থল ও জলপথে এসব পণ্য বিনিময় করার জন্য বাংলার বিভিন্ন স্থানে বড়ো বড়ো নগর ও বাণিজ্য বন্দর গড়ে উঠেছিল। যেমন– পুড্রবর্ধন, তাম্রলিপ্ত, কর্ণসুবর্ণ ইত্যাদি। এসব বন্দর ও নগরের মাধ্যমে পণ্য বিনিময়ের ফলে প্রাচীন বাংলার ব্যবসা-বাণিজ্য ব্যাপক প্রসার লাভ করেছিল এবং ধন-সম্পদ ও ঐশ্বর্য প্রচুর বৃদ্ধি পেয়েছিল। সুতরাং বলা যায়, কুটির শিল্প ও বস্ত্রশিল্প প্রাচীন বাংলার ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসারের প্রধান কারণ ছিল।

প্রশ্ন ▶ ০৬

ঈসা খান, মুসা খান
↓
চাঁদ রায়, কেদার রায়
↓
বাহাদুর গাজি
↓
সোনা গাজি

ক. মুঘল আমলে প্রদেশগুলো কী নামে পরিচিত ছিল? ১

খ. ঢাকার নাম কীভাবে জাহাঙ্গীরনগর রাখা হয়েছিল? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ব্যক্তিগণ ইতিহাসে যে নামে পরিচিত– তাদের কর্মকাণ্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। ৩

ঘ. মুঘল আক্রমণই ছিল বাংলায় স্বাধীন জমিদারদের পতনের অন্যতম কারণ– বিশ্লেষণ কর। ৪

৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মোগল আমলে প্রদেশগুলো সুবা নামে পরিচিত ছিল।

খ সুবাদার ইসলাম খান বারোভূঁইয়াদের থেকে ঢাকা অধিকার করে দিল্লির সম্রাটের নামে এর নামকরণ করেন জাহাঙ্গীরনগর। বাংলার শক্তিশালী বারোভূঁইয়াদের মোকাবিলা করার জন্য ইসলাম খান শক্তিশালী নৌবহর গড়ে তোলেন। মুসা খানের সঙ্গে প্রথম সংঘর্ষ বাধে ১৬০৯ খ্রিষ্টাব্দে করতোয়া নদীর পূর্বতীরে যাত্রাপুরে। এখানে মুসা খানের দুর্গ ছিল। যুদ্ধে মুসা খান ও অন্যান্য জমিদার পিছু হটেন। ইসলাম খান ১৬১০ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকায় প্রবেশ করেন। এ সময় থেকে ঢাকা হয় বাংলার রাজধানী। তখন দিল্লির সম্রাট ছিলেন জাহাঙ্গীর। সম্রাটের নামানুসারে ঢাকার নাম রাখা হয় জাহাঙ্গীরনগর।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত ব্যক্তিগণ ইতিহাসে বারো ভূঁইয়া নামে পরিচিত।

সম্রাট আকবর সমগ্র বাংলার ওপর তাঁর অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি। বাংলার বড়ো বড়ো জমিদার মুঘলদের অধীনতা মেনে নেননি। জমিদারগণ তাঁদের নিজ নিজ জমিদারিতে স্বাধীন ছিলেন। তাঁদের শক্তিশালী সৈন্য বাহিনী ও নৌবহর ছিল। স্বাধীনতা রক্ষার জন্য তাঁরা একজোট হয়ে মোগল সেনাপতির বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তেন। বাংলার ইতিহাসে এ জমিদারগণ 'বারোভূঁইয়া' নামে পরিচিত। এ 'বারো' বলতে বারোজনের সংখ্যা বোঝায় না। ধারণা করা হয় অনির্দিষ্ট সংখ্যক জমিদারদের বোঝাতেই 'বারো' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে।

বাংলার ইতিহাসে বারোভূঁইয়াদের আবির্ভাব ষোলো শতকের মাঝামাঝি থেকে সতেরো শতকের মধ্যবর্তী সময়ে। বারো ভূঁইয়াদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন ঈসা খান, মুসা খান, চাঁদ রায়, কেদার রায়, বাহাদুর গাজি, সোনা গাজি প্রমুখ। বাংলায় বারো ভূঁইয়াদের কর্মকাণ্ড ইতিহাসে অতি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

ঘ মোগল আক্রমনই ছিল বাংলায় স্বাধীন জমিদারদের পতনের অন্যতম কারণ।

বারোভূঁইয়ারা অল্প কিছু সময় বাংলা শাসন করেছেন। তবে ঈসা খান ব্যতীত আর কেউই তেমন সফল ছিলেন না। কারণ তিনি সম্রাট আকবরের আনুগত্য স্বীকার করে নিজের আধিপত্য বজায় রেখেছিলেন। পরবর্তী সময়ে অন্য বারোভূঁইয়া জমিদারগণ মুঘলদের সাথে সংঘর্ষের মাধ্যমে টিকে থাকলেও তা খুব বেশি সময় স্থায়ী হয়নি।

বারোভূঁইয়ারা বারবার মোগল আক্রমণের শিকার হয়েছেন। তাদের দমন করার জন্য সম্রাট আকবর বিশেষ মনোযোগ দেন। তিনি একে একে শাহবাজ খান, সাদিক খান, উজির খান ও রাজা মানসিংহকে বাংলার সুবাদার করে পাঠান। তারা বারোভূঁইয়াদের সাথে বহুবার যুদ্ধ করেন। কিন্তু তাদের পরাজিত করা সম্ভব হয়নি। পরবর্তীসময়ে ১৬০১ সালে মানসিংহকে পুনরায় বাংলার সুবাদার করে পাঠানো হয়। এবার আক্রমণে বারোভূঁইয়ারা কিছুটা কোণঠাসা হন। কিন্তু চূড়ান্ত সাফল্য আসার আগেই সম্রাট আকবরের অসুস্থতার খবর আসে এবং মানসিংহ আগ্রায় ফিরে যান। এভাবে বারোভূঁইয়ারা বারবার আক্রমণের শিকার হতেই থাকেন। সুবাদার ইসলাম খান অবশেষে মুসা খান ও অন্যান্য জমিদারদের চূড়ান্তভাবে পরাজিত করেন। ইসলাম খানের সাথে মুসা খানের যুদ্ধ চলতে থাকে এবং মোগলরা এক সময় সোনারগাঁও দখল করলে অন্যান্য জমিদাররা আত্মসমর্পণ করেন।

উপরের আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, বাংলার স্বাধীন জমিদাররা (বারোভূঁইয়া) মুঘলদের অধীনতা মেনে না নিয়ে নিজ নিজ জমিদারিতে স্বাধীন থাকায় বার বার মোগল আক্রমণের স্বীকার হয়েছেন এবং এক পর্যায়ে বারোভূঁইয়াদের নেতা মুসা খানসহ অন্যান্য জমিদারগণ মুঘলদের নিকট আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হন। সুতরাং বলা যায় যে, মোগল আক্রমণই বাংলার স্বাধীন জমিদারদের পতনের অন্যতম কারণ ছিল।

প্রশ্ন ▶ ০৭ ভারতবর্ষে যখন ঘরে ঘরে শিক্ষার আলো জ্বলছে বাঙালি মুসলিম সমাজের মেয়েরা তখনও পিছিয়ে ছিল। লেখাপড়ায় অংশগ্রহণ তাদের জন্য নিষিদ্ধ ছিল। আধুনিক যুগের প্রারম্ভে অখণ্ড বাংলায় এক মহীয়সী নারী জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর প্রচেষ্টায় কোলকাতায় ভাগলপুরে একটি প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নারী শিক্ষা গুরুত্ব পুরুষশাসিত সমাজে পরিলক্ষিত হয়।

ক. ফরায়েজি আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা কে? ১
খ. শিক্ষাবিস্তারে নওয়াব আব্দুল লতিফের ভূমিকা কী ছিল? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বর্ণনার সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন মহীয়সী নারীর মিল পাওয়া যায়? বর্ণনা দাও। ৩
ঘ. "নারী জাগরণের অগ্রদূত হিসাবে উদ্দীপকে উল্লিখিত মহীয়সী নারীর অবদান অনস্বীকার্য"– উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ফারায়েজী আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা হাজী শরীয়তউল্লাহ।

খ শিক্ষাবিস্তারে নওয়াব আব্দুল লতিফের তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা ছিল।
নওয়াব আব্দুল লতিফ মুসলমানদের আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তাদের কল্যাণের জন্য প্রচেষ্টা চালান। তার প্রচেস্টায় কোলকাতা মাদ্রাসায় অ্যাংলো-পার্সিয়ান বিভাগ খোলা হয়। সেখানে উর্দু, বাংলা শিক্ষারও ব্যবস্থা করা হয়। তার প্রচেষ্টায় হিন্দু কলেজ প্রেসিডেন্সি কলেজে রূপান্তর করা হলে মুসলমান ছাত্ররা সেখানে লেখাপড়া করার সুযোগ পায়। তিনি ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী প্রভৃতি স্থানে মাদ্রাসা স্থাপন করেন। আব্দুল লতিফের প্রচেষ্টার কারণে ১৮৭৩ সালে মহসীন ফান্ডের টাকা শুধু বাংলার মুসলমানদের শিক্ষায় ব্যয় হবে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত বর্ণনার সাথে পাঠ্য বইয়ের মহিয়সী নারী বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের মিল পাওয়া যায়।
বেগম রোকেয়া ছিলেন নারীজাগরণের অগ্রদূত। বিশ শতকের শুরুতে যখন ঘরে ঘরে শিক্ষার আলো জ্বলছে, বাঙালি মুসলমান মেয়েরা তখনও পিছিয়ে ছিল। লেখাপড়া শেখা তাদের জন্য নিষিদ্ধ ছিল। সমাজে ধর্মের নামে তাদের রাখা হতো পর্দার আড়ালে গৃহবন্দি করে। এরূপ পরিবেশে বেগম রোকেয়া তার বড়ো ভাই ও বড়ো বোনের কাছে শিক্ষা লাভ করেন। তিনি তার বিভিন্ন সাহিত্যকর্ম সমাজপতিদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতে চেয়েছেন নারীদের করুণ দশা। তার রচিত 'অবরোধবাসিনী', 'পদ্মরাগ', 'মতিচূর', 'সুলতানার স্বপ্ন' প্রভৃতি গ্রন্থে সে চিত্র ফুটে উঠেছে। তিনি নারী শিক্ষার অগ্রগতির জন্য স্বামীর নামে ভাগলপুরে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ১৯১১ সালে কোলকাতায় তিনি সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুল স্থাপন করেন।
কাজেই বলা যায়, উদ্দীপকের মহিয়সী নারীর সাথে পাঠ্যবইয়ের মহিয়সী নারী বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের মিল রয়েছে।

ঘ নারী জাগরণের অগ্রদূত হিসেবে উদ্দীপকে উল্লিখিত নারী তথা বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের অবদান অনস্বীকার্য।
নারীজাগরণের অগ্রদূত বেগম রোকেয়া সমাজের অবহেলিত নারীদের পক্ষে তখনই কলম ধরেছিলেন যখন নারীরা শিক্ষা অর্জনের অধিকার পেত না, তাদেরকে পর্দার অন্তরালে থাকতে হতো, পুরুষরা ছিল পরিবারের কর্তা আর নারীদেরকে পুরুষের সমকক্ষ মনে করা হতো না। বেগম রোকেয়া তার 'মতিচূর' গ্রন্থে নারী-পুরুষের সমকক্ষতার যুক্তি দিয়ে নারীদের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক স্বাবলম্বিতা অর্জন করে সম-অধিকার প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি তার প্রবন্ধ, গল্প ও উপন্যাসের মাধ্যমে নারী শিক্ষার গুরুত্ব আর লিঙ্গ সমতার পক্ষে যুক্তি তুলে ধরেছেন। স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি স্বামীর নামে ভাগলপুরে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ১৯১১ সালে তিনি কোলকাতায় সাখাওয়াত মেমোরিয়াল উর্দু প্রাইমারি স্কুল স্থাপন করেন। ১৯৩১ সালে এটি উচ্চ ইংরেজি গার্লস স্কুলে উন্নীত হয়। নারী অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ১৯১৬ সালে কোলকাতায় আঞ্জুমান খাওয়াতিনে ইসলাম মুসলিম মহিলা সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন।
উপরিউক্ত আলোচনা হতে বলা যায়, বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের হাত ধরেই বাংলার মুসলিম নারীজাগরণ সূচিত হয় এবং বর্তমান নারীসমাজের অগ্রগতিতে তার অবদান অপরিসীম।

প্রশ্ন ▶ ০৮

ক. 'The spirit of Islam' গ্রন্থটি কে রচনা করেন? ১
খ. সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলন সংঘটিত হয় কেন? ২
গ. উদ্দীপকে প্রদর্শিত মনীষী অখণ্ড বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে যে কর্মকাণ্ডের জন্য বিখ্যাত হয়ে আছেন– তার বর্ণনা দাও। ৩
ঘ. ভারত ও পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্মে উক্ত মনীষীর অবদান ছিল অপরিহার্য– যুক্তি দেখাও। ৪

৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'The spirit of Islam' গ্রন্থটি রচনা করেন সৈয়দ আমির আলি।

খ স্বদেশী আন্দোলনের ব্যর্থতা বাংলার স্বাধীনতাকামী দেশপ্রেমী যুবসমাজকে সশস্ত্র বিপ্লবের পথে ঠেলে দেয়। এ সংগ্রামের মাধ্যমে দেশ স্বাধীন করার গোপন সূত্রপাত ঘটে। ফলে এ আন্দোলন ধীরে ধীরে বিভিন্ন অঞ্চলে অতর্কিত বোমা হামলা, উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারী হত্যা, গেরিলা পদ্ধতিতে খণ্ডযুদ্ধ ইত্যাদি ঘটনার মধ্য দিয়ে প্রকাশ্যে চলে আসতে থাকে। স্বদেশী আন্দোলনের ব্যর্থতার কারণে সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলন সংঘটিত হয়।

গ উদ্দীপকে প্রদর্শিত মনীষী হলেন শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক। লাহোর প্রস্তাব উত্থাপনের জন্য তিনি অখণ্ড বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে আছেন।

১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক লাহোর প্রস্তাব উপস্থাপন করেন। মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশনে এ প্রস্তাবটি গৃহীত হয় বলে এটি ইতিহাসে লাহোর প্রস্তাব নামে খ্যাত। উপমহাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে লাহোর প্রস্তাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। লাহোর প্রস্তাবে বলা হয়, কোনো শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনা এদেশে কার্যকর হবে না, যদি এটি লাহোর প্রস্তাবে উত্থাপিত মূলনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত না হয়। এ প্রস্তাবে আরও বলা যায়, ভারতের উত্তর-পশ্চিম ও পূর্ব ভূ-ভাগের মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলগুলোকে নিয়ে একাধিক স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহ গঠন করতে হবে। এসব স্বাধীন রাষ্ট্রের সংশ্লিষ্ট অঙ্গ রাষ্ট্রগুলো স্বায়ত্তশাসিত ও সার্বভৌম হবে।

লাহোর প্রস্তাবের ওপর ভিত্তি করে ভারত ও পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হওয়ায় অখণ্ড বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে লাহোর প্রস্তাবের গুরুত্ব অপরিসীম। আর এ প্রস্তাব উত্থাপনের জন্যই শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক বিখ্যাত হয়ে আছেন।

ঘ ভারত ও পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্মে উক্ত মনীষী অর্থাৎ শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের অবদান ছিল অপরিহার্য।

ভারতীয় উপমহাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক এক উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব। ভারত ও পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্মের জন্য তিনি দীর্ঘদিন কাজ করে গেছেন। ১৯৪০ সালের তার উত্থাপিত লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতেই ভারত ও পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হয়।

লাহোর প্রস্তাবের প্রতি কংগ্রেস নেতাদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু এ প্রস্তাবের তীব্র নিন্দা করেন। তবে ঐতিহাসিক সত্য এই যে, লাহোর প্রস্তাবের পর থেকে মুসলমান সম্প্রদায় নিজস্ব আলাদা রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখতে থাকে। এই প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের রাজনৈতিক-শাসনতান্ত্রিক আন্দোলনের এক নতুন ধারার জন্ম হয়। দ্বি-জাতি তত্ত্বের মাধ্যমে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ মুসলমানদের আলাদা জাতি হিসেবে চিহ্নিত করতে থাকেন। সে অনুযায়ী মুসলমানদের জন্য ভিন্ন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা শুধু সময়ের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। এরপর থেকে মুসলিম লীগ এবং জিন্নাহর রাজনীতি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠন প্রক্রিয়ার দিকে ধাবিত হতে থাকে; যার শেষ পরিণতি ছিল ১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসের দেশ বিভাগ। দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ১৪ আগস্ট পাকিস্তান এবং ১৫ আগস্ট ভারত নামে দুইটি রাষ্ট্রের জন্ম হয়।

উপরের আলোচনার উপর ভিত্তি করে বলা যায়, ১৯৪০ সালে লাহোরে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের অধিবেশনে শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক কর্তৃক ভারতীয় মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র বাসভূমির যে প্রস্তাব গৃহীত হয় তাতেই দেশ বিভাগের ভিত তৈরি হয়। যার ফলশ্রুতিতে ১৯৪৭ সালে ভারত ও পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হয়।

সুতরাং বলা যায়, ভারত ও পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্মে উক্ত মনীষীর অবদান ছিল তাৎপর্যপূর্ণ।

প্রশ্ন ▸ ০৯

ক. অপরাজেয় বাংলা কী? ১

খ. ২৫ মার্চ রাতকে 'কালরাত্রি' বলা হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকের চিত্রটি বাংলাদেশের ইতিহাসে কোন ঘটনার সাথে সম্পর্কিত? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উক্ত ঘটনাটি "বাঙালি জাতির অহংকার ও গৌরবের প্রতীক"– মূল্যায়ন কর। ৪

৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক অপরাজেয় বাংলা একটি ভাস্কর্য, যা বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন থেকে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ প্রতিটি সংগ্রামে ছাত্রদের গৌরবময় ত্যাগকে স্মরণীয় করার জন্য নির্মাণ করা হয়।

খ ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ মধ্য রাতে পাকিস্তানের হানাদার বাহিনীর নারকীয় হত্যাকাণ্ডের কারণে ২৫ মার্চ রাত্রটি ইতিহাসে 'কাল রাত্রি' হিসেবে অভিহিত।

সেদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোতে আক্রমণ শুরু হয় গভীর রাতে। জহুরুল হক হল, জগন্নাথ হল, রোকেয়া হলে চালানো হয় হত্যা ও পাশবিক নির্যাতন। এছাড়া পিলখানা, ইপিআর সদর দপ্তর, রাজারবাগ পুলিশ লাইন্সে আক্রমণ করে নির্বিচার হত্যা চালানো হয়। একইভাবে গণহত্যা চলেছিল পুরনো ঢাকায়, কচুক্ষেত, তেজগাঁও, ইন্দিরা রোড, মিরপুর, মোহাম্মদপুর, ঢাকা বিমানবন্দরের অভ্যন্তরে, রায়েরবাজার, গণকটুলি, ধানমণ্ডি, কলাবাগান কাঁঠালবাগান প্রভৃতি স্থানে। ঢাকার ন্যায় দেশের অন্যান্য শহরেও পাকিস্তানি বাহিনী ব্যাপক গণহত্যা শুরু করে। ২৫শে মার্চের এ রাতে পূর্ব পাকিস্তানের প্রায় ৫০ হাজার নিরস্ত্র বাঙালিকে হত্যা করা হয়েছিল। এ রাতটি পৃথিবীর ইতিহাসে এক কলঙ্কজনক অধ্যায় সূচনা করে। এই নৃশংস হত্যার জন্য ২৫ মার্চকে 'কাল রাত্রি' বলা হয়।

গ উদ্দীপকের চিত্রটি অর্থাৎ জাতীয় স্মৃতিসৌধ **১৯৭১** সালের মুক্তিযুদ্ধের ঘটনার সাথে সম্পর্কিত।

ঢাকার সাভারে অবস্থিত জাতীয় স্মৃতিসৌধ মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষিতে নির্মিত হয়েছে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ৩০ লক্ষ মানুষ প্রাণ হারিয়েছে। এদের অনেকের নামই আমাদের অজানা। তাই এই অজানা শহিদদের স্মৃতি অমর করে রাখার উদ্দেশ্যেই জাতীয় স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করা হয়। স্মৃতিসৌধের সাত জোড়া দেয়াল, মূলত বাঙালির গৌরবময় সংগ্রামের প্রতীক। সাতটি গুরুত্বপূর্ণ সালের মধ্যেই আমাদের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস নিহিত। এই সালগুলো হলো **১৯৫২, ১৯৫৪, ১৯৫৬, ১৯৬২, ১৯৬৬, ১৯৬৯** এবং **১৯৭১**। **১৯৫২** এর ভাষা আন্দোলন থেকে **১৯৭১** এর মহান মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত ঘটনার ফলেই এবং শহিদদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙে বাঙালি স্বাধীনতা অর্জন করে। আর জাতীয় স্মৃতিসৌধ বারবার আমাদের সেই মহান শহিদদের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। পরিশেষে বলা যায়, মহান মুক্তিযুদ্ধের শহিদদের স্মৃতি অমলিন করে রাখার উদ্দেশ্যেই জাতীয় স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করা হয়।

ঘ উদ্দীপকের উক্ত ঘটনাটি অর্থাৎ জাতীয় স্মৃতিসৌধ 'বাঙালি জাতির অহংকার ও গৌরবের প্রতীক'।

বাংলাদেশের জাতীয় স্মৃতিসৌধের পিছনে আছে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের নাম না জানা শহিদদের অমর স্মৃতি। মুক্তিযুদ্ধে লক্ষ লক্ষ নাম না জানা শহিদদের অমর স্মৃতির উদ্দেশ্যে নির্মিত হয়েছিল জাতীয় স্মৃতিসৌধ। এটি ঢাকা শহর থেকে ৩৫ কি. মি. উত্তর-পশ্চিমে সাভারে অবস্থিত। স্থপতি মঈনুল হোসেনের নকশা অনুযায়ী জাতীয় স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করা হয়। সাতটি জোড়া ত্রিভুজাকার দেওয়ালের মাধ্যমে ছোটো থেকে বড়ো হয়ে ধাপে ধাপে সৌধটি ১৫০ ফুট উচ্চতায় পৌঁছেছে। সমগ্র স্মৃতিসৌধ প্রাঙ্গণের সৌন্দর্য ও গাম্ভীর্য বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন উপাদান ব্যবহার করা হয়েছে। স্মৃতিস্তম্ভের মূল বেদিতে যেতে হলে বেশ দীর্ঘ উঁচু-নিচু পথ, পেভমেন্ট ও একটি কৃত্রিম লেকের উপর নির্মিত সেতু পার হতে হয়। এ সবকিছুই আসলে আমাদের দীর্ঘ স্বাধীনতা সংগ্রামের বিভিন্ন আন্দোলনের প্রতীক। পাশেই রয়েছে গণকবর যাদের অমূল্য জীবনের বিনিময়ে এদেশ শত্রুমুক্ত হয়েছে। মূল স্মৃতিসৌধে সাত জোড়া দেওয়াল মূলত বাঙালির গৌরবময় সংগ্রামের প্রতীক। এ রাজনৈতিক ঘটনাগুলো হলো **১৯৫২, ১৯৫৪, ১৯৫৬, ১৯৬২, ১৯৬৬, ১৯৬৯** এবং **১৯৭১**। বলার অপেক্ষা রাখে না, এ সাতটি গুরুত্বপূর্ণ সালের মধ্যেই আমাদের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস নিহিত। জাতীয় স্মৃতিসৌধ বারবার আমাদের সেই মহান শহিদদের কথাই মনে করিয়ে দেয়। **১৯৭২** সালে জাতীয় স্মৃতিসৌধ নির্মাণ কাজ শুরু হয়ে **১৯৮২** সালে তিনটি পর্যায়ে তা সম্পন্ন হয়। বাঙালির অহংকার, গৌরব আর মর্যাদার প্রতীক এ স্মৃতিসৌধ।

সুতরাং উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, জাতীয় স্মৃতিসৌধ বাঙালির গৌরবময় সংগ্রামের প্রতীক।

প্রশ্ন ▸ ১০

ক. বাংলাদেশ কত সালে জাতিসংঘের সদস্য পদ লাভ করে? ১
খ. ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনের গুরুত্ব উল্লেখ কর। ২
গ. "চিত্রে প্রদর্শিত নেতার ঐতিহাসিক ভাষণই বাঙালীকে মুক্তিযুদ্ধে অনুপ্রাণিত করে"– ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "উক্ত নেতার নির্মম হত্যাকাণ্ডে বাঙালি জাতির জন্য কলঙ্কিত অধ্যায়"– মতামত দাও। ৪

১০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশ **১৯৭৪** সালে জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে।

খ নির্বাচন পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহের জন্য বাংলাদেশের ইতিহাসে **১৯৭০** সালের নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জাতীয় পরিষদে **১৬৭**টি এবং প্রাদেশিক পরিষদে **২৯৮**টি আসন লাভ করে। কিন্তু পাকিস্তানি সামরিক শাসকগোষ্ঠী নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর না করায় দেশজুড়ে প্রতিবাদ চলতে থাকে। এ বঞ্চনা বাঙালিকে মুক্তিযুদ্ধের পথে ঠেলে দেয়। যুদ্ধের মধ্য দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় হয়। তাই **১৯৭০** সালের নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বের দাবিদার।

গ চিত্রে প্রদর্শিত ভাষণ হচ্ছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ।

১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধু তাঁর ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ প্রদান করেন। বাঙালির রাজনৈতিক ইতিহাসে ৭ই মার্চের ভাষণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কেননা দেশব্যাপী নানা রকমের উদ্‌বেগ, উত্তেজনার মধ্যে বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের এ ভাষণ ছিল জাতির জন্য একটি সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা। **১৯৭০** সালে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলেও ক্ষমতা হস্তান্তর নিয়ে পাকিস্তানি শাসকচক্র নানা ষড়যন্ত্র শুরু করে। ইয়াহিয়া খান **১৯৭১** সালের ৩রা মার্চ থেকে জাতীয় পরিষদে অধিবেশন ডেকেও ১লা মার্চ তা অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করেন। তার এ সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ ও বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে ২রা মার্চ ঢাকা ও ৩রা মার্চ সারাদেশে হরতাল পালিত হয়। এরকম একটি পরিস্থিতিতে ৭ই মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) এক বিশাল জনসভায় বঙ্গবন্ধু এক ঐতিহাসিক ভাষণ দেন। এই ভাষণে তিনি কৌশলগত কারণে পরোক্ষভাবে স্বাধীনতার ঘোষণা দেন এবং জনগণকে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি নেওয়ার আহ্বান জানান। বঙ্গবন্ধুর ভাষণে উদ্‌বুদ্ধ হয়ে সকল স্তরের জনগণ ঐক্যবদ্ধভাবে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

অবশেষে দীর্ঘ নয় মাস যুদ্ধের মাধ্যমে বীর বাঙালি ছিনিয়ে আনে স্বাধীনতার লাল সূর্য। তাই বলা যায়, চিত্রে প্রদর্শিত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণই বাঙালিকে মুক্তিযুদ্ধে অনুপ্রাণীত করে।

ঘ উক্ত নেতা অর্থাৎ বঙ্গাবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যাকাণ্ড বাঙালি জাতির জন্য কলঙ্কিত অধ্যায়।

১৯৭১ সালে নয় মাস সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা লাভের পর বঙ্গাবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে বাংলাদেশ একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে যাত্রা শুরু করে। মূলত পাকিস্তানি শাসকদের শোষণ আর বঞ্চনার যাঁতাকল থেকে বাঙালিকে মুক্ত করতে বঙ্গাবন্ধুর সুযোগ্য নেতৃত্বের কোনো বিকল্প ছিল না। এমনকি স্বাধীনতার পর মাত্র সাড়ে তিন বছরের শাসনামলে বঙ্গাবন্ধু স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের অগ্রযাত্রার ভিত্তি নির্মাণে কৃতিত্বের পরিচয় দেন। এরপরও বাংলাদেশের রূপকার, সব মানুষের অতিপ্রিয় নেতাকে নির্মমভাবে জীবন দিতে হয়।

আমৃত্যু বঙ্গাবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালির ওপর অবিচল আস্থা রেখেছিলেন। অথচ তারাই তার প্রাণনাশের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। দেশি-বিদেশি শুভাকাঙ্ক্ষীরা বঙ্গাবন্ধুকে অনেক আগে থেকেই সাবধান করে আসছিলেন। কিন্তু তিনি বিশ্বাস করতেন যে, বাঙালি কখনো তার প্রাণনাশের কারণ হবে না। তার এ বিশ্বাস ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট ভুল প্রমাণিত হয়। এ দিন সেনাবাহিনীর বিপথগামী কিছু সদস্য বঙ্গাবন্ধুকে সপরিবারে নির্মমভাবে হত্যা করে। রচিত হয় বাঙালি জাতির জন্য নিকৃষ্টতম কলঙ্কিত অধ্যায়।

উপরের আলোচনা থেকে তাই বলা যায়, স্বাধীনতা অর্জনের কয়েক বছরের মধ্যেই বঙ্গাবন্ধুকে নির্মমভাবে হত্যার ঘটনা বাংলাদেশের ইতিহাসে এক কলঙ্কময় অধ্যায় রচনা করেছে। তার হত্যাকাণ্ড বাঙালি জাতির জন্য অপূরণীয় ক্ষতি।

প্রশ্ন ▸ ১১

আব্দুস সালাম আবুল বরকত আবদুল জব্বার শফিউর রহমান রফিকউদ্দিন আহমেদ

ক. ব্যালট বিপ্লব কী? ১

খ. যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়েছিল কেন? ২

গ. উদ্দীপকে প্রদর্শিত চিত্রগুলো ইতিহাসের কোন ঘটনার ইঙ্গিত বহন করে? উক্ত ঘটনার তাৎপর্য বর্ণনা কর। ৩

ঘ. তুমি কী মনে কর উদ্দীপকের নির্দেশিত আন্দোলনটি বাঙালি জাতির সকল আন্দোলনের প্রেরণার উৎস? উত্তরের সপক্ষে তোমার মতামত দাও। ৪

১১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ভোটের মাধ্যমে নির্বাচনে নিরঙ্কুশ বিজয় অর্জনকে 'ব্যালট বিপ্লব' বলা হয়।

খ ১৯৫৩ সালে আওয়ামী মুসলিম লীগ, কৃষক-শ্রমিক পার্টি, বামপন্থী গণতন্ত্রী দল ও নেজামে ইসলাম- এ চারটি দল নিয়ে যুক্তফ্রন্ট গঠনের সিদ্ধান্ত হয়। পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকে ক্ষমতাসীন মুসলীম লীগ অঞ্চলভেদে বৈষম্যমূলক নীতি আরোপ করে। ১৯৫১ সালে প্রাদেশিক নির্বাচন হওয়ার কথা থাকলেও মুসলিম লীগ সরকার পরাজয়ের আশঙ্কায় টালবাহানা করে তারিখ ঘোষণা বিলম্ব করে। ফলে ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে সদ্য প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক বিরোধী দলগুলো মুসলিম লীগকে পরাজিত করার কৌশল হিসেবে জোটবদ্ধ হয়ে যুক্তফ্রন্ট গঠন করে।

গ উদ্দীপকের চিত্রে প্রদর্শিত ব্যক্তিবৃন্দ ভাষা আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন।

পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টির পর থেকেই পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী পূর্ব পাকিস্তান তথা বাঙালির সকল অধিকার হরণের চেষ্টায় লিপ্ত হয়। পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বাঙালির ওপর প্রথম আঘাত করে তাদের মাতৃভাষার ওপর। পুরো পাকিস্তানের ৫৬% মানুষের মুখের ভাষা বাংলা হওয়া সত্ত্বেও সংখ্যালঘিষ্ঠ মাত্র ৩.২৭% মানুষের ভাষা উর্দুকে তারা একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণা করে। বাঙালি বুদ্ধিজীবী, ছাত্রসমাজ, সাধারণ মানুষ সকলেই এই বৈষম্যমূলক সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদমুখর হয়। তারা উর্দুর পাশাপাশি বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা ঘোষণার দাবি জানায়।

১৯৫২ সালে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবি প্রবল আন্দোলনে রূপ নেয়। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি ঢাকায় ১৪৪ ধারা ভঙ্গা করে ছাত্র-ছাত্রীরা মিছিল বের করে। সে মিছিলে পুলিশ গুলি চালালে শহিদ হন সালাম, বরকত, রফিক, শফিউর প্রমুখ। এ শহিদদের ছবিই উদ্দীপকে প্রদর্শিত হয়েছে। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের চিত্রে প্রদর্শিত ব্যক্তিরা ভাষা আন্দোলনের সাথেই জড়িত ছিলেন।

ঘ "উক্ত আন্দোলন তথা ভাষা আন্দোলনের সফলতাই পরবর্তীতে বাঙালিকে স্বাধীনতা অর্জনে অনুপ্রাণিত করেছিল"– উক্তিটি ঐতিহাসিকভাবে যথার্থ।

পাকিস্তান রাষ্ট্রের বৈষম্যমূলক আচরণের বিরুদ্ধে ভাষা আন্দোলন ছিল বাঙালি জাতির প্রথম প্রতিবাদ ও বিদ্রোহ। এ আন্দোলন ছিল বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রথম প্রেরণা। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই বাঙালি জাতি পশ্চিম পাকিস্তানি সরকারের অবহেলা, বঞ্চনা শোষণের যাঁতাকলে পিষ্ট হচ্ছিল। মাতৃভাষা বাংলার প্রতি অবমাননা বাঙালির মনকে প্রবল নাড়া দিয়েছিল। তারা বুঝতে পেরেছিল পাকিস্তানিদের হাতে তাদের ভাষা, সংস্কৃতি, অর্থনীতি কিছুই নিরাপদ নয়। এভাবেই বাঙালির মাঝে জাতীয়তাবাদের বীজ বপিত হয়। ফলে ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট নিরঙ্কুশ বিজয় অর্জন করে। এ জাতীয়তাবাদের ওপর ভিত্তি করে ১৯৬২ সালে ছাত্র-ছাত্রীরা শিক্ষা আন্দোলনে নেমে সফলতা অর্জন করে।

১৯৬৬ সালে বঙ্গাবন্ধু কর্তৃক ঘোষিত হয় বাঙালির বাঁচার দাবি ৬ দফা। বাংলার আপামর জনসাধারণ জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ হয়ে ছয় দফা দাবি আদায়ের আন্দোলনে নামে। এরপর ১৯৬৯ সালে বাঙালি গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে স্বৈরাচারী আইয়ুব খান সরকারের পতন ঘটায় এবং ১৯৭০ এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগকে বিপুল ভোটে বিজয়ী করে। সবশেষে দীর্ঘ রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে ১৯৭১ সালে অর্জিত হয় বাঙালির কাঙ্ক্ষিত বিজয়।

উপরের আলোচনার পরিসমাপ্তিতে বলা যায়, ভাষা আন্দোলন যে জাতীয়তাবাদের জন্ম দিয়েছিল, তার অনুপ্রেরণাতেই বাঙালি প্রবল শক্তিশালী পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে একের পর এক আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল এবং সবশেষে অর্জন করেছিল পরম আরাধ্য স্বাধীনতা।

বরিশাল বোর্ড– ২০২৪

বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা) **বিষয় কোড : 1 5 3**

[২০২৪ সালের সিলেবাস অনুযায়ী]

সময় : ৩০ মিনিট পূর্ণমান : ৩০

[**বিশেষ দ্রষ্টব্য :** সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসংবলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১]

প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না।

১. **মিশরীয়দের কাছে ধর্ম এত গুরুত্বপূর্ণ ছিল কেন?**
ক মিশরীয়রা ধর্মদ্বারা প্রভাবিত ছিল
খ অভিজাত সম্প্রদায় ধর্মকে গুরুত্ব দিত
গ পুরোহিতরা দেশ শাসন করত
ঘ শাসকেরা ধর্মপালনে বাধ্য করত

২. **পেরিক্লিসের শাসনকে কেন স্বর্ণযুগ বলা হয়?**
ক তিনি অতিরিক্ত ক্ষমতা ব্যবহার করতেন
খ রাষ্ট্রীয় কর্মচারীদের পদোন্নতি দিয়েছিলেন বলে
গ রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণে সাধারণের অংশগ্রহণ ছিল
ঘ বিরোধীদের দমন করেছিলেন বলে

৩. **ইতিহাসে 'ত্রিশক্তির' সংঘর্ষ হয়েছিল কেন?**
ক ধর্মপালের মৃত্যুর জন্য
খ উত্তর ভারতে আধিপত্য বিস্তারের আশায়
গ বাংলা বিজয়ের জন্য
ঘ সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক হওয়ার জন্য

☐ **নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
মেহেদী স্যার পাঠদানকালীন সময়ে শিক্ষার্থীদের বলেন, "জাতিকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে ইতিহাস জ্ঞান অত্যাবশ্যক।"

৪. **মেহেদী স্যারের কথা ইতিহাসের কোন বিষয়টি প্রতিফলিত হয়েছে?**
ক বিষয়বস্তু খ উপাদান গ প্রয়োজনীয়তা ঘ প্রকারভেদ

৫. **মেহেদী স্যারের কথার বাস্তবায়নে মানুষ হয়ে উঠছে–**
i. আত্মনির্ভরশীল ii. আত্মবিশ্বাসী iii. সচেতন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৬. **আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত ছিলেন কত জন?**
ক ২৫ খ ৩৫ গ ৪৫ ঘ ৫৫

৭. **জেনারেল আইয়ুব খানের গণতন্ত্র কয় স্তরবিশিষ্ট ছিল?**
ক ২ খ ৩ গ ৪ ঘ ৫

৮. **মুজিবনগর সরকারের প্রধান সেনাপতি ছিলেন–**
ক সৈয়দ নজরুল ইসলাম খ এম. এ. জি. ওসমানী
গ ক্যাপ্টেন এম. মনসুর আলী ঘ তাজউদ্দীন আহমেদ

৯. **জাতীয় স্মৃতিসৌধের স্থপতি কে?**
ক মঈনুল হোসেন খ আব্দুল্লাহ খালিদ গ হামিদুর রহমান ঘ নিতুন কুন্ডু

১০. **অপারেশন সার্চলাইটের নীল নকশা তৈরি করেন–**
i. টিক্কা খান ii. আইয়ুব খান iii. রাও ফরমান আলী
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১১. **২৫শে মার্চের রাত নিচের কোন ঘটনার সাথে সম্পর্কিত?**
ক গণহত্যা খ ঘূর্ণিঝড় গ আত্ম-সমর্পণ ঘ যুদ্ধ বন্ধের সন্ধি

১২. **ঐতিহাসিক ছয় দফার মূল কারণ কী ছিল?**
ক পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে বন্ধুত্ব তৈরি
খ পশ্চিম পাকিস্তানের স্বৈরশাসন থেকে পূর্ব পাকিস্তানকে রক্ষা করা
গ ভারতের শাসন থেকে পূর্ব পাকিস্তানকে রক্ষা করা
ঘ পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের সম্পর্ক উন্নয়ন করা

১৩. **১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সংরক্ষিত মহিলা আসনসহ কতটি আসন লাভ করে?**
ক ১৬০ খ ১৬২ গ ১৬৫ ঘ ১৬৭

১৪. **পলাশীর যুদ্ধে নবাব সিরাজের পরাজয়ের অন্যতম কারণ–**
ক শত্রুপক্ষের উন্নত রণকৌশল খ মীর জাফরের বিশ্বাসঘাতকতা
গ নবাবের দূরদর্শিতার অভাব ঘ ঘসেটি বেগমের হিংসাত্মক মনোভাব

১৫. **মধ্যযুগে দ্রব্যসামগ্রী সস্তা হলেও সাধারণ মানুষের কেনার সামর্থ ছিল না কেন?**
ক সম্পদের প্রচুর্যতা খ শাসকদের নিষেধাজ্ঞা
গ আর্থিক অসচ্ছলতা ঘ দ্রব্যসামগ্রীর সংকট

১৬. **নিচের কোনটি ইতিহাসের অলিখিত উপাদান?**
ক তাম্রলিপি খ অর্থশাস্ত্র গ সাহিত্য ঘ দলিলপত্র

১৭. **আধুনিক ইতিহাসের জনক কে?**
ক হেরোডোটাস খ র‍্যাপসন গ লিপোল্ড-ফন-র‍্যাংকে ঘ টয়েনবি

১৮. **ইখতিয়ার উদ্দিন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খলজি কত সালে নদীয়া দখল করেন?**
ক ১২০১ খ ১২০২ গ ১২০৩ ঘ ১২০৪

১৯. **হায়ারোগ্লিফিক কী?**
ক চিত্রলিপি খ শিলালিপি গ সূর্যঘড়ি ঘ বর্ণমালা

২০. **মিশরকে নীল নদের দান বলার প্রধান কারণ–**
ক ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার খ বসবাসের সুবিধার জন্য
গ নৌ চলাচলে সুবিধা ঘ ফসল উৎপাদন

২১. **পাল শাসনামলে কোন ধর্মের প্রভাব প্রতিপত্তি অটুট ছিল?**
ক হিন্দু খ বৌদ্ধ গ বৈদিক ঘ খ্রিস্টান

২২. **বঙ্গবন্ধু রাষ্ট্রপতির পদ ছেড়ে প্রধানমন্ত্রির দায়িত্ব পালন করার কারণ–**
ক দেশ পুনর্গঠনের জন্য খ সংসদীয় গণতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন
গ একক নেতৃত্বে দেশ পরিচালনার জন ঘ স্বাধীনভাবে রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য

২৩. **বলেশ্বর ও মেঘনার মধ্যবর্তী অঞ্চলটি কোন জনপদের অন্তর্ভুক্ত?**
ক চন্দ্রদ্বীপ খ গৌড় গ বরেন্দ্র ঘ হরিকেল

☐ **নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ২৪ ও ২৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**

সামাজিক ইতিহাস

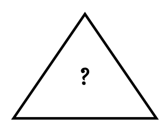

অর্জনআন্তর্জাতিক ইতিহাস সাম্প্রতিক ইতিহাস

২৪. **'?' চিহ্নিত স্থানটিতে নিচের কোনটি বসবে?**
ক ভৌগোলিক ইতিহাস খ বিষয়বস্তুগত ইতিহাস
গ আন্তর্জাতিক ইতিহাস ঘ স্থানীয় ইতিহাস

২৫. **উক্ত ইতিহাস সভ্যতার বিকাশে কীরুপভাবে ভূমিকা রেখেছিল?**
i. প্রত্যক্ষ
ii. পরোক্ষ
iii. অবস্থান
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৬. **অশোক কোন বংশের রাজা ছিলেন?**
ক পাল খ সেন গ গুপ্ত ঘ মৌর্য

২৭. **'দানসাগর' গ্রন্থের রচয়িতা কে?**
ক হেমন্ত সেন খ বিজয় সেন গ বল্লাল সেন ঘ লক্ষণ সেন

২৮. **বঙ্গভঙ্গ রদ হয় কত সালে?**
ক ১৯০৩ খ ১৯০৫ গ ১৯০৬ ঘ ১৯১১

২৯. **'তমদ্দুন মজলিশ' এর নেতৃত্ব দেন কে?**
ক ডঃ মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ খ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত
গ খাজা নাজিম উদ্দীন ঘ অধ্যাপক আবুল কাশেম

৩০. **কেন রোমানরা যোদ্ধা জাতিতে পরিণত হয়?**
ক বাহিরের শক্তির আক্রমণ ঠেকাতে খ রাজ্য জয়ের লক্ষ্যে
গ রাষ্ট্র পরিচালনা জন্য ঘ অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা রক্ষা করতে

■ **খালি ঘরগুলোতে পেনসিল দিয়ে উত্তরগুলো লেখো। এরপর প্রদত্ত উত্তরমালার সাথে মিলিয়ে দেখো তোমার উত্তরগুলো সঠিক কি না।**

উত্তর	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15	
	16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30	

বরিশাল বোর্ড– ২০২৪

বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা (সৃজনশীল) বিষয় কোড 1 5 3

সময় : ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট পূর্ণমান : ৭০

[**দ্রষ্টব্য :** ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ দিয়ে পড়ো এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর যথাযথ উত্তর দাও। যেকোনো **সাতটি** প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

১।

ক. চৈনিক পরিব্রাজকদের বাংলায় আগমন ঘটে কত শতকে? ১

খ. "মানব-সমাজের অনন্ত ঘটনা প্রবাহই হলো ইতিহাস"– ব্যাখ্যা কর। ২

গ. প্রদত্ত চিত্র ইতিহাসের কোন ধরনের উপাদান নির্দেশ করছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. একমাত্র উক্ত উপাদান দ্বারা পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনা করা কি সম্ভব? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি উপস্থাপন কর। ৪

২। **তথ্য ছক-১**
→ জিউস
→ অ্যাপোলো
→ পোসিডন
→ এথেনা

তথ্য ছক-২
→ প্লুটাস ও টেরেন্স
→ হোরাস ও ভার্জিল
→ ওভিদ ও লিভি

ক. মিশরের অর্থনীতি মূলত কিসের উপর নির্ভরশীল ছিল? ১

খ. প্রাচীন মিশরের ইতিহাস জানার ক্ষেত্রে 'রসেটা স্টোনের' ভূমিকা লেখ। ২

গ. তথ্য ছক-১ গ্রিক সভ্যতার কোন দিকটি নির্দেশ করছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. তথ্য ছক-২ এর নির্দেশিত অবদান ছাড়াও আইনের ক্ষেত্রে রোমান সভ্যতার অবদান উল্লেখযোগ্য– বিশ্লেষণ কর। ৪

৩। কুয়াকাটায় ঘুরতে গিয়ে মিলির মনে হলো ইতিহাস বিষয়ে তার জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য ঐতিহাসিক স্থান ঘুরে দেখা দরকার। তাই পরের বছর সে ময়নামতি দেখার সিদ্ধান্ত নেয়।

ক. তাম্রলিপ্ত জনপদ কোথায় অবস্থিত ছিল? ১

খ. জনপদ বলতে কী বোঝায়? ২

গ. মিলির বেড়ানোর স্থানটি প্রাচীন বাংলার কোন জনপদের অন্তর্গত ছিল? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. ঐতিহাসিক স্থানটি কি প্রাচীন বাংলার সবচেয়ে সমৃদ্ধ জনপদ ছিল? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৪।

ক. মহাসামন্ত বলা হতো কাকে? ১

খ. সমাজের মাৎস্যন্যায় এর প্রভাব কীরূপ ছিল? ২

গ. প্রদর্শিত চিত্রের নিদর্শনটি প্রাচীন বাংলার কোন শাসকের সময়কালকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উক্ত শাসকের পুত্র রাজ্য বিস্তারের পাশাপাশি ধর্মের প্রসারেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল– বিশ্লেষণ কর। ৪

৫। মিনা তার পরিবারের সাথে ঢাকা গিয়ে মধ্যযুগের একজন শাসকের আমলে নির্মিত স্থাপত্য নিদর্শনগুলো দেখে অভিভূত হয়। তার দাদা বলেন, স্থাপত্যের সমৃদ্ধির জন্য উক্ত সময়কালকে মুঘলদের 'স্বর্ণযুগ' হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।

ক. বাংলায় মুসলিম শাসনের সূচনা করেন কে? ১

খ. মুর্শিদকুলি খানের রাজস্ব সংস্কার সর্বাধিক স্মরণীয় কীর্তি ছিল কেন? ২

গ. মিনা মধ্যযুগের কোন শাসকের স্থাপনাসমূহ দেখেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উক্ত শাসক দেশের অর্থনীতি ও কৃষি ক্ষেত্রে অভাবিত সমৃদ্ধি আনয়ন করেছিলেন– উক্তিটি বিশ্লেষণ কর। ৪

৬।

ক. ফকির সন্ন্যাসীরা কীভাবে জীবিকা নির্বাহ করতেন? ১

খ. বিদ্যাসাগরকে বাংলা গদ্য সাহিত্যের জনক বলা হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকের ছবিটি ইংরেজ শাসন আমলে বাংলার কোন ঘটনার সাক্ষ্য বহন করে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উক্ত আন্দোলনটি প্রেরণা জুগিয়েছে স্বাধীনতা অর্জনে বিশ্লেষণ কর। ৪

৭।

ছক-১	ছক-২
(i) তিনটি আলাদা শ্রেণি	(i) জাতি ভেদ প্রথা
(ii) আকিকা, খতনা, মিলাদ	(ii) ষষ্ঠী পূজা, কোষ্ঠী গণনা
(iii) আচার, কাবাব, খিচুড়ি	(iii) একান্নবর্তী পরিবার, স্বামীভক্তি

ক. ষাট গম্বুজ মসজিদ কোন জেলায় অবস্থিত? ১

খ. কৃষিকে মধ্যযুগের বাংলার অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির মূল উৎস বলা হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকের ছকটি কোন যুগের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উক্ত সময়ে বাংলায় বস্ত্র শিল্পের অভাবনীয় উন্নতি ঘটেছিল– বিশ্লেষণ কর। ৪

৮।

ক. সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলন কী? ১

খ. 'জালিয়ান ওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডে'র কারণ ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের ছবিটি ইংরেজ শাসন আমলের ঐতিহাসিক কোন ঘটনাকে স্মরণ করিয়ে দেয়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর উক্ত ঘটনার উপর নির্ভর করে পাকিস্তানের জন্ম হয়েছিল? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৯।

ছক-১	ছক-২
(i) কৃষির উন্নয়ন	(i) রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি
(ii) শিক্ষার উন্নয়ন	(ii) মৌলিক অধিকার
(iii) প্রথম পাঁচশালা পরিকল্পনা	(iii) মন্ত্রি পরিষদ শাসিত সরকার

ক. বাংলাদেশ জাতিসংঘের কততম সদস্য? ১

খ. 'পোড়া মাটির নীতি'র কারণে বাংলাদেশ এক বিধ্বস্ত জনপদে পরিণত হয়'– ব্যাখ্যা কর। ২

গ. ছক-১ বাংলাদেশের স্বাধীনতা পরবর্তী কোন দিককে নির্দেশ করছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. ছক-২ এ নির্দেশিত বিষয়টি আমাদের আশা আকাঙ্খার মূর্ত প্রতীক– বিশ্লেষণ কর। ৪

১০।

ক. ২১ দফা কর্মসূচির মুখ্য রচয়িতা কে ছিলেন? ১

খ. ১৯৫৩ সালে যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়েছিল কেন? ২

গ. উদ্দীপকের ছবিটি কোন আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে উক্ত আন্দোলন আমাদের প্রেরণা জুগিয়েছে– বিশ্লেষণ কর। ৪

১১।
→ এক ব্যক্তি এক ভোট
→ জাতীয় পরিষদের সদস্য এমএনএ
→ প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য এমপিও
→ আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা

ক. মুজিব নগর সরকারের প্রধানমন্ত্রী কে ছিলেন? ১

খ. মুক্তিযুদ্ধে প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতের ভূমিকা কেমন ছিল? ২

গ. উদ্দীপকের তথ্যসমূহ ঐতিহাসিক কোন নির্বাচনকে নির্দেশ করছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উক্ত নির্বাচন ছিল ছয় দফা ভিত্তিক স্বায়ত্তশাসনের পক্ষে জোরালো দাবির বহিঃপ্রকাশ–বিশ্লেষণ কর। ৪

উত্তরমালা

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

উত্তর	1	K	2	M	3	L	4	M	5	N	6	L	7	M	8	L	9	K	10	L	11	K	12	L	13	N	14	L	15	M
	16	K	17	M	18	N	19	K	20	N	21	L	22	L	23	K	24	L	25	K	26	N	27	M	28	N	29	N	30	K

সৃজনশীল

প্রশ্ন ▸ ০১

ক. চৈনিক পরিব্রাজকদের বাংলায় আগমন ঘটে কত শতকে? ১

খ. "মানব-সমাজের অনন্ত ঘটনা প্রবাহই হলো ইতিহাস"—ব্যাখ্যা কর। ২

গ. প্রদত্ত চিত্র ইতিহাসের কোন ধরনের উপাদান নির্দেশ করছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. একমাত্র উক্ত উপাদান দ্বারা পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনা করা কি সম্ভব? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি উপস্থাপন কর। ৪

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক চৈনিক পরিব্রাজকদের বাংলায় আগমন ঘটে পঞ্চম থেকে সপ্তম শতকে।

খ ইতিহাস হচ্ছে মানব সভ্যতার বিবর্তনের সঙ্গে সম্পর্কিত বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের ধারাবাহিক ও সত্যনিষ্ঠ বিবরণ।

মানুষ কর্তৃক সম্পাদিত সকল বিষয়ই ইতিহাসের আওতাভুক্ত। মানুষের চিন্তা-ভাবনা, পরিকল্পনা, কার্যক্রম যতো শাখা-প্রশাখায় বিস্তৃত, ইতিহাসের সীমাও ততদূর পর্যন্ত বিস্তৃত। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, মানুষের গুরুত্বপূর্ণ অর্জন যা মানব সভ্যতার উন্নতি ও অগ্রগতিতে অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে তা সবই ইতিহাসভুক্ত বিষয়। এজন্যই বলা হয়, মানবসমাজের অনন্ত ঘটনাপ্রবাহই হলো ইতিহাস।

গ উদ্দীপকে প্রদত্ত চিত্র ইতিহাসের অলিখিত বা প্রত্নতত্ত্ব উপাদান নির্দেশ করছে।

যেসব বস্তু বা উপাদান থেকে বিশেষ সময়, স্থান বা ব্যক্তি সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায়, সেসব বস্তু বা উপাদানই প্রত্নতত্ত্ব নিদর্শন। আর প্রত্নতত্ত্ব নির্দশনসমূহকে ইতিহাসের অলিখিত উপাদান হিসেবে বিবেচনা করা হয়। যেমন– লিপিমালা, মুদ্রা, স্থাপত্য-ভাস্কর্য ও স্মৃতিসৌধ প্রত্নতাত্ত্বিক ধ্বংসাবশেষ, পুঁথি ইত্যাদি। এসব প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন থেকে কোনো বিশেষ সময় ও অঞ্চলের অধিবাসীদের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।

উদ্দীপকে প্রদত্ত চিত্রটি হলো নরসিংদীর উয়ারী বটেশ্বর নামক স্থানে প্রাপ্ত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন। কাজেই বলা যায়, উদ্দীপকে প্রদত্ত চিত্রগুলি হলো ইতিহাসের অলিখিত বা প্রত্নতত্ত্ব উপাদান।

ঘ উদ্দীপকে প্রদত্ত প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানসমূহ কেবল ইতিহাসের অলিখিত উপাদান হওয়ায় উক্ত উপাদান দ্বারা পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনা করা সম্ভব নয়।

ইতিহাসের উপাদানকে দুভাগে ভাগ করা হয়। যথা– লিখিত ও অলিখিত উপাদান। সঠিক ইতিহাস জানার ক্ষেত্রে এ দু'ধরনের উপাদানই গুরুত্বপূর্ণ। লিখিত উপাদানের মাধ্যমে আমরা প্রাচীন সময়ের রাজনৈতিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, প্রশাসনিকসহ প্রায় সব বিষয়ের বস্তুনিষ্ঠ বর্ণনা পেয়ে থাকি, যা অলিখিত উপাদানের মাধ্যমে জানা যায় না। এছাড়া অলিখিত উপাদানের তুলনায় লিখিত উপাদান ইতিহাস রচনায় সব সময়ই বেশি নির্ভরযোগ্য। যেমন– মধ্যযুগের উপমহাদেশের ইতিহাস রচনায় সে সময়ের স্থাপত্যকর্মগুলো আমাদেরকে যতটুকু না সাহায্য করে তার চেয়ে সমকালীন ইতিহাসবিদদের রচনা ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের আত্মজীবনী অনেকগুণ বেশি সহায়ক হয়।

প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনসমূহ পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও গবেষণার মাধ্যমে কোনো বিশেষ সময় ও অঞ্চলের মানুষের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে ধারণা করা যায় মাত্র, কিন্তু পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস জানা সম্ভব হয় না। এসব উপাদান থেকে মানুষের অতীত সভ্যতা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে মৌলিক ও অকাট্য তথ্য পাওয়া যায়।

প্রশ্ন ▸ ০২

তথ্য ছক-১
- → জিউস
- → অ্যাপোলো
- → পোসিডন
- → এথেনা

তথ্য ছক-২
- → প্লুটাস ও টেরেন্সর
- → হোরাস ও ভার্জিল
- → ওভিদ ও লিভি

ক. মিশরের অর্থনীতি মূলত কিসের উপর নির্ভরশীল ছিল? ১

খ. প্রাচীন মিশরের ইতিহাস জানার ক্ষেত্রে 'রসেটা স্টোনের' ভূমিকা লেখ। ২

গ. তথ্য ছক-১ গ্রিক সভ্যতার কোন দিকটি নির্দেশ করছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. তথ্য ছক-২ এর নির্দেশিত অবদান ছাড়াও আইনের ক্ষেত্রে রোমান সভ্যতার অবদান উল্লেখযোগ্য—বিশ্লেষণ কর। ৪

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মিশরের অর্থনীতি ছিল মূলত কৃষির উপর নির্ভরশীল।

খ প্রাচীন মিশরের ইতিহাস জানার ক্ষেত্রে 'রসেটা স্টোনের' ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

'রসেটা স্টোন' মিশরে আবিষ্কৃত একটি পাথর, যাতে গ্রিক এবং হায়ারোগ্লিফিক ভাষায় অনেক লেখা ছিল, যা থেকে প্রাচীন মিশরের অনেক তথ্য জানা যায়।

গ উদ্দীপকের তথ্য ছক-১ গ্রিক সভ্যতার ধর্মীয় দিকটি নির্দেশ করছে। গ্রিকদের বারোটি দেব-দেবী ছিল। বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তির পূজা ছাড়াও তারা বীরযোদ্ধাদের পূজা করত। জিউস ছিল দেবতাদের রাজা। অ্যাপোলো ছিলেন সূর্য দেবতা, পোসিডন ছিলেন সাগরের দেবতা। এথেনা ছিলেন জ্ঞানের দেবী। বারোজনের মধ্যে এই চারজন ছিলেন শ্রেষ্ঠ। রাষ্ট্রের নির্দেশে পুরোহিতরা ধর্মীয় দায়িত্ব পালন করতেন। ডেলোস দ্বীপে অবস্থিত ডেলফির মন্দিরে বিভিন্ন নগররাষ্ট্রের মানুষ সমবেত হয়ে এক সঙ্গে অ্যাপোলো দেবতার পূজা করত।

গ্রিকরা প্রথম বিজ্ঞানচর্চার সূত্রপাত করে ৬০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে পৃথিবীর মানচিত্র প্রথম অঙ্কন করেন গ্রিক বিজ্ঞানীরা। তারাই প্রথম প্রমাণ করেন যে, পৃথিবী একটি গ্রহ এবং তা নিজ কক্ষপথে আবর্তিত হয়। গ্রিক গ্রিক জ্যোতির্বিদরা সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণের কারণ নির্ণয় করতে সক্ষম হন। চাঁদের নিজস্ব কোনো আলো নেই। বজ্র ও বিদ্যুৎ জিউসের ক্রোধের কারণে নয়, প্রাকৃতিক কারণে ঘটে – এই সত্য তারাই প্রথম আবিষ্কার করেন। জ্যামিতির পণ্ডিত ইউক্লিড পদার্থবিদ্যায়ও পারদর্শী ছিলেন। বিখ্যাত গণিতবিদ পিথাগোরাস ও চিকিৎসা বিজ্ঞানী হিপোক্রেটসের যথেষ্ট খ্যাতি ছিল।

কাজেই বলা যায়, তথ্য ছক-১ গ্রিক সভ্যতার বিভিন্ন দেব-দেবী তথা ধর্মীয় দিকটি নির্দেশ করছে।

ঘ উদ্দীপকের তথ্য ছক-২ এ নির্দেশিত ব্যক্তিবর্গ হলেন প্রখ্যাত রোমান সাহিত্যিক। বিশ্ব সভ্যতার ইতিহাসে শিল্প, সাহিত্যে অবদান ছাড়াও আইনের ক্ষেত্রে রোমান সভ্যতার অবদান ছিল উল্লেখযোগ্য।

রোমান সাহিত্যে অবদানের জন্য প্লুটাস ও টেরেন্সর বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এরা দু'জন মিলনাত্মক নাটক রচনার ক্ষেত্রে কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন। সাহিত্য ক্ষেত্রে সবচেয়ে উন্নতি দেখা যায় অগাস্টাস সিজারের সময়। এ যুগের কবি হোরাস ও ভার্জিল যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। ভার্জিলের মহাকাব্য 'ইনিড' বহু ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে। ওভিদ ও লিভি এ যুগের খ্যাতনামা কবি। লিভি ইতিহাসবিদ হিসেবেও বিখ্যাত ছিলেন।

সাহিত্যে অবদান ছাড়াও ইতিহাসে রোমানদের সর্বশ্রেষ্ঠ এবং গুরুত্বপূর্ণ অবদান হচ্ছে আইন প্রণয়ন।

খ্রিস্টপূর্ব পাঁচ শতকের মাঝামাঝি সময়ে রোমানরা ফৌজদারি ও দেওয়ানি আইনগুলো সুষ্ঠুভাবে একসঙ্গে সাজাতে সক্ষম হন। ৫৪০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে ১২টি ব্রোঞ্জপাতে সর্বপ্রথম আইনগুলো খোদাই করে লিখিত হয় এবং জনগণকে দেখবার জন্য প্রকাশ্যে ঝুলিয়ে রাখা হয়। রোমান আইনকে তিনটি শাখায় ভাগ করা হয়েছে। যেমন–

১. বেসামরিক আইন,
২. জনগণের আইন ও
৩. প্রাকৃতিক আইন।

আধুনিক বিশ্ব সম্পূর্ণভাবে রোমান আইনের উপর নির্ভরশীল। খ্রিষ্টীয় ষষ্ঠ শতকে সম্রাট জাস্টিনিয়ান প্রথম সমস্ত রোমান আইনের সংগ্রহ ও সংকলন প্রকাশ করেন।

সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের তথ্য ছক-২ এর নির্দেশিত অবদান তথা সাহিত্যে অবদান ছাড়াও আইনের ক্ষেত্রে রোমান সভ্যতার অবদান উল্লেখযোগ্য।

প্রশ্ন ▸ ০৩ কুয়াকাটায় ঘুরতে গিয়ে মিলির মনে হলো ইতিহাস বিষয়ে তার জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য ঐতিহাসিক স্থান ঘুরে দেখা দরকার। তাই পরের বছর সে ময়নামতি দেখার সিদ্ধান্ত নেয়।

ক. তাম্রলিপ্ত জনপদ কোথায় অবস্থিত ছিল? ১
খ. জনপদ বলতে কী বোঝায়? ২
গ. মিলির বেড়ানোর স্থানটি প্রাচীন বাংলার কোন জনপদের অন্তর্গত ছিল? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. ঐতিহাসিক স্থানটি কি প্রাচীন বাংলার সবচেয়ে সমৃদ্ধ জনপদ ছিল? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক হরিকেলের দক্ষিণে অবস্থিত ছিল তাম্রলিপ্ত জনপদ। বর্তমান মেদিনীপুর জেলার তমলুকই ছিল তাম্রলিপ্তের প্রাণকেন্দ্র।

খ প্রাচীন যুগে বাংলা বর্তমান বাংলাদেশের মতো একক ও অখণ্ড ছিল না। সাম্রাজ্যভিত্তিক বা কেন্দ্রীয়শাসন শুরু হয়োর আগে বাংলা ছোট ছোট অনেকগুলো অঞ্চলে বিভক্ত ও স্থানীয়ভাবে শাসিত হতো। প্রাচীন বাংলার জনবসতিপূর্ণ ও কৃষিনির্ভর এই ছোট ছোট অংশগুলোকেই বলা হয় জনপদ।

গ মিলির বেড়ানোর স্থানটি প্রাচীন বাংলার বঙ্গ জনপদের অন্তর্গত ছিল।

'বঙ্গ' শব্দটি চৈনিক শব্দ থেকে এসেছে। যার অর্থ জলাভূমি। প্রাচীন লেখাগুলোতে 'বঙ্গ' বলতে কার্পাস তুলা বলা হয়েছে।

বাংলার পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব দিকে 'বঙ্গ' নামে একটি রাজ্যও গড়ে উঠেছিল। এ রাজ্যের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে বর্তমান বাংলাদেশের গোপালগঞ্জ জেলার কোটালিপাড়া প্রত্নস্থলে। বঙ্গ রাজ্যে পাঁচজন রাজার নামও পাওয়া যায়। তারা হলেন, ধর্মাদীপ্ত, দ্বাদশাদীপ্ত, সুধন্যাদীপ্ত, গোপচন্দ্র এবং সমাচার দেব। প্রাচীন শিলালিপি এবং তাম্রশাসনেও (ভূমি ক্রয়-বিক্রয় ও লেনদেনের দলিল) এই বঙ্গের বেশকিছু প্রমাণ পাওয়া যায়। কোটালিপাড়া ছাড়াও বিক্রমপুর বঙ্গের রাজধানী হয়েছিল বলে জানা যায়। প্রাচীন বঙ্গ জনপদ ছিল খুব শক্তিশালী। এ বঙ্গ থেকেই বাংলা ভাষা এবং বাঙালী জাতির উৎপত্তি ঘটে।

ঘ উদ্দীপকের ঐতিহাসিক স্থান ময়নামতি ছিল সমতট অঞ্চলের অন্তর্গত।

পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় বঙ্গের পাশাপাশি জনপদ হিসেবে সমতটের অবস্থান ছিল। কেউ কেউ মনে করেন, সমতট বর্তমান কুমিল্লার প্রাচীন নাম। সাত শতক থেকে বারো শতক পর্যন্ত বর্তমান ত্রিপুরা জেলা ছিল সমতটের অন্যতম অংশ। এক সময় এ জনপদের পশ্চিম সীমা চব্বিশ পরগনার খাড়ি পরগনা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। গঙ্গা-ভাগীরথীর পূর্ব তীর থেকে শুরু করে মেঘনার মোহনা পর্যন্ত সমুদ্রকূলবর্তী এলাকা এবং বর্তমান ভারতের ত্রিপুরার প্রাচীন অংশই সমতট। এ জনপদের অন্তর্ভুক্ত ময়নামতি ছিল তৎকালীন সময়ে বৌদ্ধ সংস্কৃতির অন্যতম চর্চাকেন্দ্র। এর নিদর্শনস্বরূপ অনেক বৌদ্ধ বিহার রয়েছে; যেমন– আনন্দ বিহার বা শালবন বিহার, ভোজ বিহার ইত্যাদি। এ সময়ে শালবন বিহার এশিয়ার জ্ঞানচর্চার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছিল। সে সময়ে একে বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা দেওয়া হতো। বিখ্যাত চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাং আনন্দ বিহারে এসেছিলেন। তখন বিহারে চার হাজার বৌদ্ধ ভিক্ষু ছিল। তাছাড়া এ জনপদ নদী বিধৌত হওয়ায় নৌবাণিজ্যে খুবই প্রসার লাভ করেছিল। যার কারণে এ জনপদের মানুষ অর্থনৈতিকভাবে ছিল সমৃদ্ধিশালী। সাংস্কৃতিক দিক দিয়েও এ জনপদের মানুষ অন্যান্য জনপদ থেকে বেশি সমৃদ্ধিশালী ছিল।

সুতরাং আলোচনা থেকে বলা যায়, সমতট জনপদটি ছিল প্রাচীন বাংলার সবচেয়ে সমৃদ্ধ জনপদ।

প্রশ্ন ▸ ০৪

ক. মহাসামন্ত বলা হতো কাকে? ১

খ. সমাজের মাৎস্যন্যায় এর প্রভাব কীরূপ ছিল? ২

গ. প্রদর্শিত চিত্রের নিদর্শনটি প্রাচীন বাংলার কোন শাসকের সময়কালকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উক্ত শাসকের পুত্র রাজ্য বিস্তারের পাশাপাশি ধর্মের প্রসারেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল— বিশ্লেষণ কর। ৪

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলার যে অংশ গুপ্ত সম্রাটদের সরাসরি শাসনের বাইরে ছিল, এবং যারা মহারাজা উপাধি নিয়ে গুপ্ত সম্রাটের কর্তৃত্বকে মেনে নিয়ে প্রায় স্বাধীন ও আলাদাভাবে শাসন করতেন তাদের মহাসামন্ত বলা হয়।

খ সমাজে 'মাৎস্যন্যায়' এর চরম বিরূপ প্রভাব ছিল।

শশাংকের মৃত্যুর পর বাংলার ইতিহাসে যে অন্ধকার যুগের সূচনা হয়েছিল তা 'মাৎস্যন্যায়' নামে অভিহিত। এ সময় বাংলায় কেন্দ্রীয় শাসন শক্ত হাতে ধরার মতো তখন কেউ ছিল না। ফলে রাজ্যে বিশৃঙ্খলা ও চরম অরাজকতা দেখা দেয়। একদিকে হর্ষবর্ধন ও ভাস্কর বর্মণের হাতে গৌড় রাজ্য ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়, অন্যদিকে ভূস্বামীরা প্রত্যেকেই বাংলার রাজা হওয়ার কল্পনায় একে অন্যের সাথে সংঘাতে মেতে ওঠে। তখন সবল অধিপতিরা মাৎস্যন্যায়ের মতো ছোটো ছোটো অঞ্চলগুলোকে গ্রাস করতে থাকে। এ অরাজকতা প্রায় একশ বছরব্যাপী চলছিল। এ সময় জনগণের দুর্ভোগ আর দুঃখের সীমা ছিল না।

গ উদ্দীপকে প্রদর্শিত চিত্রের নিদর্শনটি প্রাচীন বাংলায় ইতিহাসে অন্যতম শ্রেষ্ঠ শাসক ধর্মপালের সময়কালকে নির্দেশ করে।

গোপালের মৃত্যুর পর ধর্মপাল (৭৮১-৮২১ খ্রিষ্টাব্দ) বাংলার সিংহাসনে বসেন। পাল রাজাদের মধ্যে তিনিই ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ। বাংলা ও বিহারব্যাপী তাঁর শাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল। উত্তর ভারতে আধিপত্য বিস্তার নিয়ে এ সময়ে তিনটি রাজবংশের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলছিল। একটি বাংলার পাল, অন্যটি রাজপুতনার গুর্জরপ্রতিহার ও তৃতীয়টি দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূট। ইতিহাসে এ যুদ্ধ 'ত্রি-শক্তির সংঘর্ষ' বলে পরিচিত। আট শতকের শেষ দিকে এ যুদ্ধ শুরু হয়।

প্রাচীন বাংলার ইতিহাসে ধর্মপাল ছিলেন শ্রেষ্ঠ শাসকদের অন্যতম। পঞ্চাশ বছর পূর্বেযে দেশ অরাজকতা ও অত্যাচারের লীলাভূমি ছিল, তাঁর নেতৃত্বে সেদেশ সহসা প্রবল শক্তিশালী হয়ে উত্তর ভারতে প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিল। ধর্মপাল প্রায় ৪০ বছর (৭৮১-৮২১ খ্রিষ্টাব্দ) রাজত্ব করেন।

ঘ উদ্দীপকে উক্ত শাসকের পুত্র তথা ধর্মপালের পুত্র দেবপালকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

ধর্মপালের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র দেবপাল (৮২১-৮৬১ খ্রিষ্টাব্দ) সিংহাসনে বসেন। তিনি পিতার যোগ্য উত্তরসূরি ছিলেন। পিতার মতো তিনিও বাংলার রাজ্যসীমা বিস্তারে সফল হন। দেবপাল উত্তর ভারতে প্রতিহার ও রাষ্ট্রকূট রাজাদের বিরুদ্ধে সফল অভিযান পরিচালনা করেছিলেন। উত্তর ভারতের বিশাল অঞ্চল তাঁর অধিকারে এসেছিল। উড়িষ্যা ও কামরূপের উপরও তিনি আধিপত্য বিস্তারে সক্ষম হয়েছিলেন। মোটকথা, তাঁর সময়েই পাল সাম্রাজ্য সবচেয়ে বেশি বিস্তার লাভ করেছিল।

দেবপাল বৌদ্ধধর্মের একজন বড়ো পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। মগধের বৌদ্ধমঠগুলোর তিনিই সংস্কার সাধন করেন। তিনি নালন্দায় কয়েকটি মঠ এবং বুদ্ধগয়ায় এক বিরাট মন্দির নির্মাণ করেছিলেন।

সুতরাং বলা যায়, ধর্মপালের পুত্র দেবপাল রাজ্য বিস্তারের পাশাপাশি ধর্মের প্রসারেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

প্রশ্ন ▸ ০৫ মিনা তার পরিবারের সাথে ঢাকা গিয়ে মধ্যযুগের একজন শাসকের আমলে নির্মিত স্থাপত্য নিদর্শনগুলো দেখে অভিভূত হয়। তার দাদা বলেন, স্থাপত্যের সমৃদ্ধির জন্য উক্ত সময়কালকে মুঘলদের 'স্বর্ণযুগ' হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।

ক. বাংলায় মুসলিম শাসনের সূচনা করেন কে? ১

খ. মুর্শিদকুলি খানের রাজস্ব সংস্কার সর্বাধিক স্মরণীয় কীর্তি ছিল কেন? ২

গ. মিনা মধ্যযুগের কোন শাসকের স্থাপনাসমূহ দেখেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উক্ত শাসক দেশের অর্থনীতি ও কৃষি ক্ষেত্রে অভাবিত সমৃদ্ধি আনয়ন করেছিলেন—উক্তিটি বিশ্লেষণ কর। ৪

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলা মুসলিম শাসনের সূচনা করেন বখতিয়ার খলজি।

খ রাজস্ব সংস্কার মুর্শিদ কুলি খানের সর্বাধিক স্মরণীয় কীর্তি। কেননা তিনি ভূমি জরিপ করে রায়তদের সামর্থ্য অনুযায়ী রাজস্ব নির্ধারণ করেছিলেন। রাজস্ব আদায়কে নিশ্চিত ও নিয়মিত করার জন্য তিনি উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। তিনি কর্মচারীদের সাহায্যে ভূমির প্রকৃত উৎপাদিকা শক্তি ও বাণিজ্য করের সঠিক তথ্য সংগ্রহ করতেন। এ পদ্ধতিতে মধ্যস্থ ব্যক্তিদের দ্বারা প্রজাদের হয়রানির কোনো সুযোগ ছিল না।

গ মিনা মধ্যযুগের শাসক শায়েস্তা খানের স্থাপনাসমূহ দেখেছে।
শায়েস্তা খানের শাসনকাল বাংলার স্থাপত্য শিল্পের জন্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিচিত্র সৌধমালা, মনোরম সাজে-সজ্জিত তৎকালীন ঢাকা নগরী স্থাপত্য শিল্পের প্রতি তার গভীর অনুরাগের সাক্ষ্য বহন করে। তার আমলে নির্মিত স্থাপত্য শিল্পের মধ্যে লালবাগ কেল্লা ও হোসেনি দালান অন্যতম। এছাড়াও ছোটো কাটরা, বিবি পরির সমাধি সৌধ, সফি খানের মসজিদ, চক মসজিদ, বুড়িগঙ্গার মসজিদ তার নির্মিত অন্যতম স্থাপত্য কীর্তি। তার ন্যায় বাংলার কোনো সুবাদার বা শাসনকর্তা স্থাপত্য শিল্পে এমন নিদর্শন রেখে যেতে পারেননি।

ঘ উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত শাসক শায়েস্তা খান দেশের অর্থনীতি ও কৃষি ক্ষেত্রে অভাবিত সমৃদ্ধি আনয়ন করেছিলেন।
শায়েস্তা খান তাঁর শাসন আমলে বিভিন্ন জনহিতকর কাজের জন্য স্মরণীয় হয়ে রয়েছেন। তাঁর সময়ে সাম্রাজ্যের সর্বত্র অসংখ্য সরাইখানা, রাস্তা ও সেতু নির্মিত হয়েছিল। দেশের অর্থনীতি ও কৃষি ক্ষেত্রে তিনি অভাবিত সমৃদ্ধি আনয়ন করেছিলেন। জনকল্যাণকর শাসনকার্যের জন্য শুধু বাংলায় নয়, সমগ্র ভারতবর্ষেও তিনি খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তাঁর সময়ে দ্রব্যমূল্য এত সস্তা ছিল যে, টাকায় আট মণ চাল পাওয়া যেত।
শায়েস্তা খানের আমলে বাংলার অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির মূলে ছিল শিল্প ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রসার। এ আমলে কৃষিকাজের সঙ্গে শিল্প ও ব্যবসায়-বাণিজ্যেরও যথেষ্ট উন্নতি হয়। শায়েস্তা খান ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিদেশি বণিকদের উৎসাহিত করতেন।
সুতরাং বলা যায়, শায়েস্তা খান দেশের অর্থনীতি ও কৃষি ক্ষেত্রে অভাবিত সমৃদ্ধি আনয়ন করেছিলেন।

প্রশ্ন ▸ ০৬

ক. ফকির সন্ন্যাসীরা কীভাবে জীবিকা নির্বাহ করতেন? ১

খ. বিদ্যাসাগরকে বাংলা গদ্য সাহিত্যের জনক বলা হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকের ছবিটি ইংরেজ শাসন আমলে বাংলার কোন ঘটনার সাক্ষ্য বহন করে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উক্ত আন্দোলনটি প্রেরণা জুগিয়েছে স্বাধীনতা অর্জনে বিশ্লেষণ কর। ৪

৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ফকির সন্ন্যাসীরা ভিক্ষাবৃত্তি বা মুষ্টি সংগ্রহের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করতেন।

খ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যসাহিত্যকে নবজীবন দান করেছেন বলে তাকে বাংলা গদ্যসাহিত্যের জনক বলা হয়। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ছিলেন একজন অসামান্য পণ্ডিত ব্যক্তি। কর্মজীবনে প্রবেশের সাথে সাথে তিনি সাহিত্যচর্চায়ও মনোযোগী হন। বাংলা ভাষায় উন্নতমানের পাঠ্যপুস্তকের অভাব দেখে তিনি গদ্যসাহিত্য রচনা শুরু করেন। শিশুদের লেখাপড়া সহজ করার জন্য তিনি রচনা করেন বর্ণ পরিচয়ের প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ। সংস্কৃত ভাষা শিক্ষাকে সহজ করার জন্য তিনি ব্যাকরণের উপক্রমণিকা রচনা করেন। তাছাড়া তিনি অনেক গ্রন্থের অনুবাদও করেছেন।
বস্তুত বাংলা গদ্যসাহিত্যের উন্নয়নে তার অসামান্য অবদানের জন্য তাকে বাংলা গদ্যের জনক বলা হয়।

গ উদ্দীপকের ছবিটি ইংরেজ শাসন আমলে বাংলা অঞ্চলে নির্মিত তিতুমীরের বাঁশের কেল্লার সাক্ষ্য বহন করে।
১৮৩১ সালে নারিকেলবাড়িয়া গ্রামে তিতুমির তাঁর প্রধান ঘাঁটি স্থাপন করেন। নির্মাণ করেন শক্তিশালী এক বাশের কেল্লা। গোলাম মাসুমের নেতৃত্বে গড়ে তোলেন সুদক্ষ শক্তিশালী লাঠিয়াল বাহিনী। ইংরেজ, জমিদার, নীলকরদের দ্বারা নির্যাতিত কৃষকরা দলে দলে তিতুমিরের বাহিনীতে যোগ দিলে ধর্ম সংস্কারের আন্দোলন একটি ব্যাপক কৃষক আন্দোলনে রূপ নেয়। ফলে শাসক-শোষক জমিদারশ্রেণি কৃষকদের সংঘবদ্ধতা এবং তিতুমিরের শক্তি বৃদ্ধিতে শঙ্কিত হয়ে ওঠে। শেষ পর্যন্ত ১৮৩১ সালে তিতুমিরের বিরুদ্ধে ইংরেজ সরকার এক বিশাল সুশিক্ষিত সেনাবাহিনী প্রেরণ করে। মেজর স্কটের নেতৃত্বে এই বাহিনী তিতুমিরের নারিকেলবাড়িয়া বাঁশের কেল্লা আক্রমণ করে। ইংরেজদের কামান-বন্দুকের সামনে বীরের মতো লড়াই করে পরাজিত হয় তিতুমিরের বাহিনী। তিনি যুদ্ধে নিহত হন। গোলার আঘাতে বাঁশের কেল্লা উড়ে যায়। এভাবেই পরিসমাপ্তি ঘটে একটি সুসংগঠিত কৃষক আন্দোলনের।

ঘ উদ্দীপকের ইঙ্গিতকৃত আন্দোলনটি ভারতের স্বাধীনতা অর্জনে প্রেরণা জুগিয়েছে।

১৮৩১ সালে নারিকেলবাড়িয়া গ্রামে তিতুমির তাঁর প্রধান ঘাঁটি স্থাপন করেন। নির্মাণ করেন শক্তিশালী এক বাশের কেল্লা। গোলাম মাসুমের নেতৃত্বে গড়ে তোলেন সুদক্ষ শক্তিশালী লাঠিয়াল বাহিনী। ইংরেজ, জমিদার, নীলকরদের দ্বারা নির্যাতিত কৃষকরা দলে দলে তিতুমিরের বাহিনীতে যোগ দিলে ধর্ম সংস্কারের আন্দোলন একটি ব্যাপক কৃষক আন্দোলনে রূপ নেয়। ফলে শাসক-শোষক জমিদারশ্রেণি কৃষকদের সংঘবদ্ধতা এবং তিতুমিরের শক্তি বৃদ্ধিতে শঙ্কিত হয়ে ওঠে। শেষ পর্যন্ত **১৮৩১** সালে তিতুমিরের বিরুদ্ধে ইংরেজ সরকার এক বিশাল সুশিক্ষিত সেনাবাহিনী প্রেরণ করে। মেজর স্কটের নেতৃত্বে এই বাহিনী তিতুমিরের নারিকেলবাড়িয়া বাঁশের কেল্লা আক্রমণ করে। ইংরেজদের কামান-বন্দুকের সামনে বীরের মতো লড়াই করে পরাজিত হয় তিতুমিরের বাহিনী। তিনি যুদ্ধে নিহত হন। গোলার আঘাতে বাঁশের কেল্লা উড়ে যায়। এভাবেই পরিসমাপ্তি ঘটে একটি সুসংগঠিত কৃষক আন্দোলনের। তিতুমির ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ব্যাপক কৃষক আন্দোলন গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন। ইংরেজদের গোলাবারুদ, নীলকর, জমিদারদের ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধের মুখে তাঁর বাঁশের কেল্লা ছিল দুঃসাহস আর দেশপ্রেমের প্রতীক। যা যুগে যুগে বাঙালিকে অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে সাহস জুগিয়েছে। উদ্বুদ্ধ করেছে দেশপ্রেমিক হতে, প্রেরণা জুগিয়েছে স্বাধীনতার পথে এগিয়ে নিতে।

প্রশ্ন ▸ ০৭

ছক-১	ছক-২
(i) তিনটি আলাদা শ্রেণি	(i) জাতি ভেদ প্রথা
(ii) আকিকা, খতনা, মিলাদ	(ii) ষষ্ঠী পূজা, কোষ্ঠী গণনা
(iii) আচার, কাবাব, খিচুড়ি	(iii) একান্নবর্তী পরিবার, স্বামীভক্তি

ক. ষাট গম্বুজ মসজিদ কোন জেলায় অবস্থিত? ১

খ. কৃষিকে মধ্যযুগের বাংলার অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির মূল উৎস বলা হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকের ছকটি কোন যুগের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উক্ত সময়ে বাংলায় বস্ত্র শিল্পের অভাবনীয় উন্নতি ঘটেছিল—বিশ্লেষণ কর। ৪

৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ষাট গম্বুজ মসজিদ বাগেরহাট জেলায় অবস্থিত।

খ মধ্যযুগে বাংলার অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির মূল ক্ষেত্র ছিল কৃষি। নদীমাতৃক বাংলার ভূমি চিরদিনই প্রকৃতির অকৃত্রিম আশীর্বাদে পরিপুষ্ট। এখানকার কৃষিভূমি বেশ উর্বর। কৃষি পণ্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল ধান, গম, তুলা, ইক্ষু, পাট, আদা, ডাল ইত্যাদি। বাংলার মাটিতে কৃষিজাত দ্রব্যের প্রাচুর্য ছিল। ফলে উদ্বৃত্ত বিভিন্ন পণ্য বিদেশে রপ্তানি করা হতো। এসব কারণে কৃষিকে মধ্যযুগের বাংলার অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির মূল উৎস বলা হয়।

গ উদ্দীপকের ছকটি বাংলার মধ্যযুগের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনকে নির্দেশ করে।

উদ্দীপকের দুটি ছকে মুসলিম ও হিন্দু সমাজের কিছু প্রথা ও সামাজিক অনুষ্ঠানের উল্লেখ রয়েছে। যেমন- মুসলমান সমাজ ব্যবস্থায় উচ্চ, মধ্যম ও নিম্ন এই তিনটি পৃথক শ্রেণির অস্তিত্ব ছিল। এ যুগে সামরিক ও বিচার বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের নিয়ে সরকারি অভিজাত শ্রেণি গড়ে উঠেছিল। নিম্ন শ্রেণির সরকারি কর্মচারিদের নিয়ে মধ্যবিত্ত শ্রেণির সৃষ্টি হয়। আর কৃষক, তাঁতি এবং অন্যান্য শ্রমিক শ্রেণি নিয়ে তৃতীয় শ্রেণি গঠিত ছিল।

মুসলমান সমাজে কতকগুলো সামাজিক উৎসব পালন করা হতো। এগুলো এখনও মুসলমানরা পালন করে। মুসলমানরা নবজাত শিশুর নামকরণকে কেন্দ্র করে 'আকিকা' নামক বিশেষ অনুষ্ঠান পালন করে। 'খাতনা' মুসলমান সমাজের একটি অতি পরিচিত সামাজিক প্রথা ছিল। মৃতদেহের সৎকার এবং মৃতের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সময়ে মুসলমানরা কতকগুলো ধর্মীয় ও সামাজিক রীতিনীতি পালন করে। তারা মৃতদেহকে কবর দেয় এবং তার আত্মার শান্তির জন্য কোরআন পাঠ করে এবং মিলাদ পড়ায়। অভিজাত মুসলমানরা ছিল ভোজনবিলাসী। তাদের খাদ্য তালিকায় বিভিন্ন মাছ-মাংসের সঙ্গে আচারের নামও পাওয়া যায়। খিচুড়ি তখনকার সমাজে প্রিয় খাদ্য ছিল।

মধ্যযুগে হিন্দু সমাজে জাতিভেদ প্রথা প্রচলিত ছিল। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র সমাজে এ চারটি উল্লেখযোগ্য বর্ণ ছিল। মধ্যযুগে বাংলার হিন্দুরা বিভিন্ন সামাজিক রীতিনীতি পালন করতো। সন্তান জন্মের ষষ্ঠ দিনে ষষ্ঠী পূজার আয়োজন করা হতো। ব্রাহ্মণ শিশুর কোষ্ঠী গণনা করতেন। এ সময়ে বাংলার হিন্দু সমাজে একান্নবর্তী পরিবারই ছিল অধিক। পিতার মৃত্যুর পর জেষ্ঠ পুত্রই সংসারের দায়িত্ব গ্রহণ করতো। স্বামীভক্তি ছিল হিন্দু সমাজের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।

ঘ উক্ত সময়ে অর্থাৎ মধ্যযুগে বাংলায় বস্ত্র শিল্পের অভাবনীয় উন্নতি ঘটেছিল।

মধ্যযুগে বস্ত্র শিল্পে বাংলার অগ্রগতি ছিল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এখানকার তৈরি বস্ত্রগুলো গুণ ও মানের বিচারে যথেষ্ট উন্নত ছিল। তাই বিদেশে এগুলোর প্রচুর চাহিদা ছিল। বাংলার কাপড়ের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় কাঁচামাল হিসেবে তখন তুলা আমদানি করা হতো। বাঙালি বণিকেরা গুজরাট থেকে আমদানি করত তুলা এবং চীন থেকে আমদানি করত রেশম। নিজেদের ব্যবহারের জন্য রঙিন কাপড় এবং বিদেশে রপ্তানি করার জন্য সাদা কাপড় এখানে তৈরি করা হতো। ঢাকা ছিল মসলিন নামক বিশ্বখ্যাত সূক্ষ্ম বস্ত্র তৈরির প্রধান প্রাণকেন্দ্র। ইউরোপে এর প্রচুর চাহিদা ছিল। এ বস্ত্র এত সূক্ষ্ম ছিল যে, ২০ গজ মসলিন একটি নস্যির কৌটায় ভরে রাখা যেত। পাট ও রেশমের তৈরি বস্ত্রেও বাংলার কৃতিত্ব ছিল উল্লেখযোগ্য।

উপরিউক্ত আলোচনা হতে বলা যায়, মধ্যযুগে বাংলায় বস্ত্রশিল্পের অভাবনীয় উন্নতি ঘটেছিল এবং এ শিল্পের সুনাম ও সুখ্যাতি ছিল বিশ্বজুড়ে।

প্রশ্ন ▶ ০৮

ক. সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলন কী? ১
খ. 'জালিয়ান ওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডে'র কারণ ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকের ছবিটি ইংরেজ শাসন আমলের ঐতিহাসিক কোন ঘটনাকে স্মরণ করিয়ে দেয়? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. তুমি কি মনে কর উক্ত ঘটনার উপর নির্ভর করে পাকিস্তানের জন্ম হয়েছিল? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্রিটিশ শাসনামলে সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে দেশ স্বাধীন করার যে গোপন তৎপরতার সূত্রপাত ঘটে, তাই সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলন।

খ ১৯১৯ সালে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক রাওলাট আইন পাশ করা হয়েছিল। আইনে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ বিনা বিচারে যে কাউকে কারারুদ্ধ করার ক্ষমতা দেওয়া হয়। আইনটি পাশ হতেই, ক্ষোভে ফেটে পড়েছিলেন দেশের হাজার হাজার স্বাধীনতা সংগ্রামী। এ আইনের প্রতিবাদে ১৯১৯ সালের ১৩ এপ্রিল জালিয়ানওয়ালাবাগে জড়ো হয়েছিলো আবাল বৃদ্ধবনিতা। বিক্ষোভ সমাবেশ চলাকালীন জেনারেল ডায়ারের নেতৃত্বে ব্রিটিশ পুলিশ বাহিনী সমাবেশ স্থলের চারিদিক ঘিরে ফেলে নির্বিচারে গুলি চালান। ফলে শত শত লোক নিহত হন।

গ উদ্দীপকের ছবিটি ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের ঘটনাকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

বাংলাদেশ তথা তৎকালীন পূর্ব বাংলার সন্তান হয়ে ও ভারতীয় উপমহাদেশে প্রায় ৫০ বছর ধরে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সুপরিচিত নাম ছিল এ. কে ফজলুল হক। বাংলার মানুষের কাছে যার পরিচিতি ছিলো শেরে বাংলা হিসেবে। লাহোর প্রস্তাবই খ্যাতিমান করে তুলেছিলো এ. কে ফজলুল হককে।

লাহোর প্রস্তাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম অঞ্চলগুলো নিয়ে রাষ্ট্রসমূহ গঠন করার কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু ১৯৪৬ সালের ৯ই এপ্রিল দিল্লিতে মুসলিম লীগের দলীয় আইনসভার সদস্যদের এক কনভেনশনে নীতি-বহির্ভূতভাবে জিন্নাহ 'লাহোর প্রস্তাব' সংশোধনের নামে ভিন্ন একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এতে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলসমূহ নিয়ে একটি রাষ্ট্র গঠনের কথা বলা হয়। লাহোর প্রস্তাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম অঞ্চলগুলো নিয়ে একাধিক রাষ্ট্র গঠনের কথা বলা হয়েছিল।

কাজেই বলা যায়, উদ্দীপকের ছবিটি ইংরেজ শাসন আমলের ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের ঘটনাকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

ঘ উদ্দীপকের উক্ত ঘটনা তথা ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের উপর নির্ভর করে পাকিস্তানের জন্ম হয়েছিল।

ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম অবস্থানগুলো নিয়ে রাষ্ট্রসমূহ গঠন করার কথা বলা হয়েছিল।

লাহোর প্রস্তাবের প্রতি কংগ্রেস নেতাদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু এই প্রস্তাবের তীব্র নিন্দা করেন। তবে ঐতিহাসিক সত্য এই যে, লাহোর প্রস্তাবের পর থেকে মুসলমান সম্প্রদায় তাদের নিজস্ব আলাদা রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখতে থাকে। এ প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের রাজনৈতিক-শাসনতান্ত্রিক আন্দোলনে এক নতুন ধারার জন্ম হয়। দ্বি-জাতি তত্ত্বের মাধ্যমে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ মুসলমানদের আলাদা জাতি হিসেবে চিহ্নিত করতে থাকেন। সে অনুযায়ী মুসলমানদের জন্য ভিন্ন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা শুধু সময়ের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। এরপর থেকে মুসলিম লীগ এবং জিন্নাহর রাজনীতি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠন প্রক্রিয়ার দিকে ধাবিত হতে থাকে; যার শেষ পরিণতি ছিল ১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসের দেশ বিভাগ। দ্বি-জাতি তত্ত্বের বাস্তব পরিণতিতে ১৪ই আগস্ট পাকিস্তান এবং ১৫ই আগস্ট ভারত নামে দুটি রাষ্ট্রের জন্ম হয়।

সুতরাং বলা যায়, ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের উপর নির্ভর করে পাকিস্তানের জন্ম হয়েছিল।

প্রশ্ন ▶ ০৯

ছক-১	ছক-২
(i) কৃষির উন্নয়ন	(i) রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি
(ii) শিক্ষার উন্নয়ন	(ii) মৌলিক অধিকার
(iii) প্রথম পাঁচশালা পরিকল্পনা	(iii) মন্ত্রি পরিষদ শাসিত সরকার

ক. বাংলাদেশ জাতিসংঘের কততম সদস্য? ১
খ. 'পোড়া মাটির নীতি'র কারণে বাংলাদেশ এক বিধ্বস্ত জনপদে পরিণত হয়'—ব্যাখ্যা কর। ২
গ. ছক-১ বাংলাদেশের স্বাধীনতা পরবর্তী কোন দিককে নির্দেশ করছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. ছক-২ এ নির্দেশিত বিষয়টি আমাদের আশা আকাঙ্খার মূর্ত প্রতীক—বিশ্লেষণ কর। ৪

৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশ জাতিসংঘের ১৩৬ তম সদস্য।

খ 'পোড়া মাটির নীতি'র কারণে বাংলাদেশ এক বিধ্বস্ত জনপদে পরিণত হয়।

পাকিস্তান সেনাবাহিনী 'পোড়ামাটি নীতি' অনুযায়ী বাংলাদেশের সব সম্পদ ও প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করে দিতে চেয়েছে। যে কারণে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, দোকানপাট, ঘর-বাড়ি, হাসপাতাল, মসজিদ, মন্দির কোনো কিছুই তাদের হাত থেকে রেহাই পায়নি। তাদের লক্ষ্য ছিল এই ভূখণ্ডের মানুষদের হত্যা করে কেবল ভূমির দখল নেওয়া।

গ উদ্দীপকের ছক-১ স্বাধীনতা পরবর্তী যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের পুনর্গঠনকে নির্দেশ করছে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি দেশে ফিরে যুদ্ধবিধ্বস্ত সদ্য স্বাধীন রাষ্ট্রকে পুনর্গঠন করার জন্য ব্যাপক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তিনি ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে একযোগে কাজ করার আহ্বান জানান এবং যোগ্যতা অনুযায়ী তাদেরকে নিয়োগ দেন। কৃষির উন্নয়নের জন্য তিনি ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মওকুফ করেন। ১০০ বিঘা পর্যন্ত জমির মালিকানা নির্ধারণ করে দেন এবং ২২ লাখের অধিক কৃষক পরিবারকে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেন। শিক্ষার উন্নয়নের জন্য তিনি ১৯৭২ সালের ২৬শে জুলাই কুদরাত-এ-খুদার নেতৃত্বে একটি শিক্ষা কমিশন গঠন করেন। এছাড়াও তিনি ৯০০ কলেজ ভবন ও ৪০০ হাই স্কুল ভবন পুননির্মাণ করেন। প্রায় ৩৮ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়কে জাতীয়করণ করেন। সড়ক, রেল ও বিমান যোগাযোগের উন্নয়নের জন্য বঙ্গবন্ধু নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। ঢাকা-আরিচা সড়কের বড়ো বড়ো সেতুসহ ৯৭টি সড়ক সেতু নির্মাণ করা হয়। যুদ্ধবিধ্বস্ত সকল সড়ক ও সেতুর সংস্কার এবং বিমান যোগাযোগের জন্য ১৯৭৩ সালের ১৮ই জুন ঢাকা-লন্ডন রুটে প্রথম ফ্লাইট চালু করেন। দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য নবীন রাষ্ট্র হিসেবে বঙ্গবন্ধু ১৯৭২ সালের জানুয়ারি মাসে পরিকল্পনা কমিশন গঠন করেন। এছাড়া সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনা (১৯৭৩-৭৮) গ্রহণ করেন যা ১৯৭৩ সালের ১লা জুলাই থেকে কার্যকর হয়।

কাজেই বলা যায়, উদ্দীপকের ছক-১ স্বাধীনতা পরবর্তী যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের পুনঃর্গঠনকে নির্দেশ করছে।

ঘ উদ্দীপকের ছক-২ এ নির্দেশিত বিষয়টি তথা ১৯৭২ সালের সংবিধানের নীতিমালা আমাদের আশা আকাঙ্ক্ষার মূর্ত প্রতীক।

দীর্ঘ ২৪ বছর পাকিস্তানের অধীনে শোষিত ও নির্যাতিত হওয়ার পর বাঙালি জাতি যে আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে মুক্তিযুদ্ধ করেছিল তার প্রতিফলন ঘটেছে যুদ্ধ পরবর্তীকালে প্রণীত হওয়া ১৯৭২ সালের সংবিধানে। বাঙালিরা দীর্ঘকাল লড়াই করেছে একটি শোষণহীন, গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার জন্য। ১৯৭২ সালের সংবিধান বাঙালি জাতীয়তাবাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এই সংবিধানে শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে। তাছাড়া গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতার কথাও বলা হয়েছে সংবিধানে। ১৯৭২ সালের সংবিধান সাধারণ মানুষের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করেছে, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও মন্ত্রি পরিষদ শাষিত সবরকার সুব্যবস্থা নিশ্চিত করেছে। সাম্প্রদায়িক রাজনীতিও নিষিদ্ধ করে রাষ্ট্রের এ সর্বোচ্চ আইন। এ সংবিধান ছিল একটি লিখিত দলিল। এছাড়া বাংলাদেশ ১৯৭২ সালের সংবিধানের নীতিমালার আলোকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হচ্ছে এবং উন্নয়নে অবদান রাখছে।

সুতরাং বলা যায়, ছক-২ এ নির্দেশিত বিষয়টি অর্থাৎ ১৯৭২ সালের সংবিধানের নীতিমালার মাধ্যমেই আমাদের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটেছে।

প্রশ্ন ▶ ১০

ক. ২১ দফা কর্মসূচির মুখ্য রচয়িতা কে ছিলেন? ১

খ. ১৯৫৩ সালে যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়েছিল কেন? ২

গ. উদ্দীপকের ছবিটি কোন আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে উক্ত আন্দোলন আমাদের প্রেরণা জুগিয়েছে——বিশ্লেষণ কর। ৪

১০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ২১ দফা কর্মসূচির মূখ্য রচয়িতা ছিলেন আবুল মনসুর আহমদ।

খ মুসলিম লীগকে পরাজিত করার কৌশল হিসেবে যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়েছিল।

১৯৫৩ সালে আওয়ামী মুসলিম লীগ, কৃষক-শ্রমিক পার্টি, বামপন্থি গণতন্ত্রী দল ও নেজামে ইসলাম– এ পাঁচটি দল নিয়ে যুক্তফ্রন্ট গঠনের সিদ্ধান্ত হয়। পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকে ক্ষমতাসীন মুসলীম লীগ অঞ্চলভেদে বৈষম্যমূলক নীতি আরোপ করে। ১৯৫১ সালে প্রাদেশিক নির্বাচন হওয়ার কথা থাকলেও মুসলিম লীগ সরকার পরাজয়ের আশঙ্কায় টালবাহানা করে তারিখ ঘোষণা বিলম্ব করে। ফলে ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে সদ্য প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক বিরোধী দলগুলো মুসলিম লীগকে পরাজিত করার কৌশল হিসেবে জোটবন্ধ হয়ে যুক্তফ্রন্ট গঠন করে।

গ উদ্দীপকের ছবিটি ভাষা আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত।

১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি পুলিশের বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে পরদিন ২২শে ফেব্রুয়ারি গণবিক্ষোভ শুরু হয়। জনতা শহিদদের জন্য শোক মিছিল বের করে। আবারও মিছিলের ওপর পুলিশ ও মিলিটারি লাঠি, গুলি ও বেয়োনেট ব্যবহার করে। এতে শফিউর রহমানসহ আরও কয়েকজন শহিদ হন এবং অনেকে গ্রেফতার হন। যে স্থানে পুলিশের গুলিতে শহিদ হন সেখানে ছাত্ররা সারারাত

জেগে ২৩শে ফেব্রুয়ারি একটি স্মৃতিস্তম্ভ বা শহিদ মিনার নির্মাণ করেন। পরে পুলিশ শহিদ মিনারটি ভেঙে দেয়। ১৯৬৩ সালে অস্থায়ী শহিদ মিনারের স্থলে শিল্পী হামিদুর রহমানের নকশা ও পরিকল্পনায় শহিদ মিনার নির্মাণ করা হয়। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী শহিদ মিনার ভেঙে দিলে ১৯৭২ সালে সে নকশা অনুযায়ী বর্তমান শহিদ মিনার নির্মাণ করা হয়।

পরিশেষে বলা যায়, প্রতিবছর ভাষা শহিদদের স্মরণে ২১শে ফেব্রুয়ারিতে শহিদ মিনারে ফুল দিয়ে আমরা ভাষা শহিদদের গভীর শ্রদ্ধা জানাই।

ঘ উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত আন্দোলনটি হলো ভাষা আন্দোলন। এ আন্দোলন স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে আমাদের প্রেরণা জুগিয়েছে।

ভাষা আন্দোলন বাঙালির জাতীয় জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি অধ্যায়। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন ছিল বাংলাদেশের অধিকার বঞ্চিত মানুষের গণচেতনার প্রথম সংগঠিত বহিঃপ্রকাশ। পাকিস্তান রাষ্ট্রের বৈষম্যমূলক আচরণের বিরুদ্ধে এটি ছিল বাঙালি জাতির প্রথম প্রতিবাদ ও বিদ্রোহ, বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রথম প্রেরণা। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই বাঙালি জাতি পশ্চিম পাকিস্তানি সরকারের অবহেলা, বঞ্চনা, শোষণের যাঁতাকলে পিষ্ট হচ্ছিল। মাতৃভাষা বাংলার প্রতি অবমাননা বাঙালির মনকে প্রবল নাড়া দিয়েছিল। তারা বুঝতে পেরেছিল পাকিস্তানিদের হাতে তাদের ভাষা, সংস্কৃতি, অর্থনীতি কিছুই নিরাপদ নয়। তাই অধিকার আদায়ের এই মন্ত্র নিয়ে এগিয়ে যেতে থাকে অনাগত বিজয়ের পথে। ভাষা আন্দোলনের চেতনাই পরবর্তীকালে প্রতিটি গণআন্দোলনের প্রেরণা জোগায় এবং জনগণের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির পথকে সুগম করে স্বাধীনতা অর্জনে সাহায্য করে।

সুতরাং বলা যায়, স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত আন্দোলন তথা ভাষা আন্দোলন আমাদের প্রেরণা জুগিয়েছে।

প্রশ্ন ▸ ১১

⟶ এক ব্যক্তি এক ভোট
⟶ জাতীয় পরিষদের সদস্য এমএনএ
⟶ প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য এমপিও
⟶ আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন

ক. মুজিব নগর সরকারের প্রধানমন্ত্রী কে ছিলেন? ১

খ. মুক্তিযুদ্ধে প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতের ভূমিকা কেমন ছিল? ২

গ. উদ্দীপকের তথ্যসমূহ ঐতিহাসিক কোন নির্বাচনকে নির্দেশ করছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উক্ত নির্বাচন ছিল ছয় দফা ভিত্তিক স্বায়ত্তশাসনের পক্ষে জোরালো দাবির বহিঃপ্রকাশ—বিশ্লেষণ কর। ৪

১১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মুজিবনগর সরকারের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তাজউদ্দীন আহমদ।

খ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সরাসরি সমর্থন জানায় প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারত।

১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চের কালরাত্রির বীভৎস হত্যাকাণ্ড ও পরবর্তী ৯ মাস ধরে পাকিস্তান দখলদার বাহিনী যে নারকীয় গণহত্যা, লুণ্ঠন ও ধ্বংসযজ্ঞ চালায়, ভারত তা বিশ্ববাসীর নিকট সার্থকভাবে তুলে ধরে। ভারতের জনগণ ও সরকার প্রায় এক কোটি শরণার্থীকে আশ্রয়, খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসা, মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্রশস্ত্র এবং প্রশিক্ষণ দিয়ে সাহায্য করে। এভাবে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সার্বিক সহায়তা দিয়ে ভারত অসামান্য ভূমিকা রেখেছিল।

গ উদ্দীপকের তথ্যসমূহ ১৯৭০ সালের নির্বাচনকে নির্দেশ করছে।

১৯৭০ সালের নির্বাচনে এক ব্যক্তি এক ভোট নীতি গ্রহণ করা হয়। এ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জাতীয় পরিষদে ১৬২টি আসনের মধ্যে ১৬০টি আসন লাভ করে। সংরক্ষিত মহিলা আসনসহ আওয়ামী লীগ মোট ১৬৭টি আসন লাভ করে জাতীয় পরিষদে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। আবার পূর্ব পাকিস্তানে প্রাদেশিক পরিষদের সংরক্ষিত মহিলা আসনসহ ৩১০টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ মোট ২৯৮টি আসন পেয়ে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। সে সময় জাতীয় পরিষদের সদস্যদের এমএনএ এবং প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যদের এমপিএ বলা হতো। ভোটের ফলাফল মূল্যায়নে দেখা যায়, মোট প্রদত্ত ভোটের মধ্যে আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে ৭৫.১০% এবং প্রাদেশিক পরিষদে ৭০.৪৮% ভোট পায়। নির্বাচনের এমন ফলাফল পূর্ব পাকিস্তানকে একটি পৃথক অঞ্চল এবং বাঙালি জাতিকে একটি স্বতন্ত্র জাতি হিসেবে চিহ্নিত করে।

ঘ উদ্দীপকের ইঙ্গিতকৃত নির্বাচন তথা ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন ছিল ছয় দফা ভিত্তিক স্বায়ত্তশাসনের পক্ষে জোরালো দাবির বহিঃপ্রকাশ।

বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পেছনে ১৯৭০ সালের নির্বাচনের গুরুত্ব অনেক। ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনের পর এটিই ছিল সবচেয়ে অবাধ ও নিরপেক্ষ একমাত্র জাতীয় নির্বাচন। ১৯৪৭ সালের পর থেকে বাঙালি জাতি ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি সর্বক্ষেত্রে যে স্বাতন্ত্র্য দাবি করে আসছিল, ১৯৭০ সালের নির্বাচনে তার বিজয় অর্জিত হয়। এছাড়া পূর্বাঞ্চলের জনগণ স্বায়ত্তশাসনের যে দাবি করে আসছিল তা পশ্চিমাঞ্চলের সরকার অবৈধ বলে ঘোষণা করে। এ নির্বাচনের ফলাফলে ছয় দফাভিত্তিক স্বায়ত্তশাসনের দাবির বৈধতা প্রমাণিত হয়।

ভোটের ফলাফল মূল্যায়নে দেখা যায়, মোট প্রদত্ত ভোটের মধ্যে আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে ৭৫.১০% এবং প্রাদেশিক পরিষদে ৭০.৪৮% ভোট পায়। নির্বাচনের এমন ফলাফল পূর্ব পাকিস্তানকে একটি পৃথক অঞ্চল এবং বাঙালি জাতিকে একটি স্বতন্ত্র জাতি হিসেবে চিহ্নিত করে।

সুতরাং বলা যায়, ১৯৭০ সালের নির্বাচন ছিল ছয় দফা ভিত্তিক স্বায়ত্তশাসনের পক্ষে জোরালো দাবির বহিঃপ্রকাশ।

সিলেট বোর্ড-২০২৪

বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্ব সভ্যতা (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা)

বিষয় কোড 1 5 3

সময় : ৩০ মিনিট — পূর্ণমান : ৩০

[**বিশেষ দ্রষ্টব্য :** সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসংবলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১]

প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না।

১. **নিচের কোনটি ইতিহাসের প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান?**
K লিপিমালা L জীবনী M সাহিত্য N দলিলপত্র

২. **সেন বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন?**
K হেমন্ত সেন L সামন্ত সেন M বল্লাল সেন N বিজয় সেন

৩. **বাংলায় আদি অধিবাসীদের ভাষা কোনটি?**
K অস্ট্রিক L প্রাকৃত M সংস্কৃত N অপভ্রংশ

৪. **প্রাচীন বাংলা কোন বস্ত্রের জন্য বিখ্যাত?**
K খাদি/খদ্দর L সুতি M মসলিন N সিল্ক

□ **নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৫ ও ৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
আলম সাহেব তার মেয়েকে একটি জনপদ সম্পর্কে ধারণা দিয়েছে যার নামকরণ একটি জাতির নামে করা হয়েছে। এর দুটি অঞ্চল একটি 'বিক্রমপুর' আর অন্যটি 'নাব্য'।

৫. **আলম সাহেব তার মেয়েকে কোন জনপদের কথা বলেছেন?**
K গৌড় L বঙ্গ M পুণ্ড্র N হরিকেল

৬. **অনুচ্ছেদে উল্লিখিত 'নাব্য' অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত–**
i. ফরিদপুর ii. বাখেরগঞ্জ iii. সিলেট
নিচের কোনটি সঠিক?
K i ও ii L i ও iii M ii ও iii N i, ii ও iii

৭. **বখতিয়ার খলজি গজনিতে আসেন কত খ্রিস্টাব্দে?**
K ১১৯০ L ১১৯৫ M ১২০০ N ১২০৫

৮. **ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ নির্মাণ করা হয় কত সালে?**
K ১৬০০ L ১৬৬৮ M ১৬৯০ N ১৭০০

৯. **তমদ্দুন মজলিশ কার নেতৃত্বে গঠিত হয়?**
K অধ্যাপক আবুল কাশেম L ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ
M প্রফেসর নুরুল হক ভুঁইয়া N আবদুল মতিন

১০. **ফরায়েজি আন্দোলন দুর্বল হয়ে পড়ে–**
i. দুদু মিয়ার মৃত্যুর পর ii. যোগ্য নেতৃত্বের অভাবে
iii. নেতৃবৃন্দের অভ্যন্তরীণ বিরোধের কারণে
নিচের কোনটি সঠিক?
K i ও ii L i ও iii M ii ও iii N i, ii ও iii

১১. **কেন যুক্তফ্রন্ট গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়?**
K মুসলিম লীগে মন্ত্রিসভা গঠন নিয়ে
L মুসলিম লীগকে সুসংগঠিত করতে
M মুসলিম লীগের শাসনতন্ত্র পরিবর্তন করতে
N মুসলিম লীগকে পরাজিত করার কৌশল হিসেবে

১২. **সুলতান জালালউদ্দিনের শাসন আমলে নির্মাণাধীন মসজিদ হলো–**
K আদিনা মসজিদ L পাড়ুয়ার 'এক লাখি' মসজিদ
M ছোটো সোনা মসজিদ N ষাট গম্বুজ মসজিদ

১৩. **বাংলার ফকির সন্ন্যাসীদের জীবন ধারণের মাধ্যম ছিল–**
K ব্যবসা বাণিজ্য L কৃষি কাজ M ভিক্ষাবৃত্তি ও মুষ্টি সংগ্রহ N চাকুরি

□ **নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১৪ ও ১৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
আরাবের বিদেশি বন্ধু জানতে চায় যে, তার দেশের রাষ্ট্র কীভাবে পরিচালিত হয়? সে জানায় রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য একটি নির্দিষ্ট মূলনীতি রয়েছে। দেশের গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনে এটি নিয়ম অনুযায়ী সংশোধন করা যেতে পারে।

১৪. **আরাবের উক্তিমতে রাষ্ট্র কীভাবে পরিচালিত হয়?**
K শাসকের ইচ্ছা অনুসারে L সংবিধান অনুসারে
M জনপ্রতিনিধিদের ইচ্ছা অনুসারে N রাজনীতিবিদদের ইচ্ছা অনুসারে

১৫. **উদ্দীপকে উল্লিখিত মূলনীতিটির বৈশিষ্ট্য হলো–**
i. প্রজাতন্ত্র হবে একটি গণতন্ত্র ii. এটি একটি লিখিত দলিল
iii. বিচার বিভাগ হবে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ
নিচের কোনটি সঠিক?
K i ও ii L i ও iii M ii ও iii N i, ii ও iii

১৬. **মুক্তিযুদ্ধের বীরত্বের স্বীকৃতি স্বরূপ দুইজন নারী 'বীর প্রতীক' খেতাব অর্জন করেন। তাদের মধ্যে একজন তারামন বিবি অন্যজন–**
K কল্পনা দত্ত L প্রীতিলতা M সিতারা বেগম N সেলিনা পারভীন

১৭. **পাকিস্তানের শতকরা কত ভাগ মানুষের মাতৃভাষা ছিল বাংলা?**
K ৫৪.০% L ৫৬.৪% M ৫৭.৪% N ৫৮.৪%
নোট : সঠিক উত্তর ৫৬%

১৮. **বঙ্গবন্ধুর ছয় দফা কর্মসূচির মূল লক্ষ্য কী ছিল?**
K স্বৈরতান্ত্রিক শাসন প্রতিহতকরণ
L ভারত-পাকিস্তানের বিভাজন
M পূর্ব-পাকিস্তানকে বৈষম্যের হাত থেকে রক্ষা করা
N ঐক্যবদ্ধ পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টি করা

□ **নিচের তথ্য ছকটি পর্যবেক্ষণ করো এবং ১৯ ও ২০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**

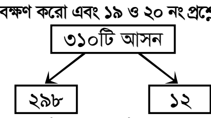

১৯. **উপরের তথ্য ছকটি কোন নির্বাচনকে নির্দেশ করে?**
K ১৯৭৯ সাল L ১৯৭৩ সাল M ১৯৭০ সাল N ১৯৫৪ সাল

২০. **উক্ত নির্বাচনে বিজয়ী দলের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর না করার ফলে–**
K বিজয়ীদল অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেয়
L পূর্ব পাকিস্তানে স্বায়ত্তশাসন জারি হয়
M রাজনৈতিক সহাবস্থান নিশ্চিত হয়
N বন্ধুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টি হয়

□ **নিচের ছকটি লক্ষ্য করো এবং ২১ ও ২২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**

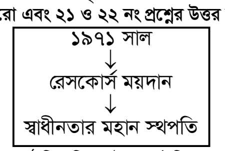

২১. **উদ্দীপকটির মাধ্যমে কোন ঐতিহাসিক ঘটনাকে ইঙ্গিত করা হয়েছে?**
K ঐতিহাসিক ৬ দফা L গণ অভ্যুত্থান M ৭০ এর নির্বাচন N ৭ই মার্চের ভাষণ

২২. **উক্ত ঘটনাটি–**
K বাঙালিদের স্বাধীনতার চেতনায় উজ্জীবিত করেছিল
L বাঙালিকে মুক্তির আন্দোলন থেকে পিছু হটিয়েছিল
M পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে বন্ধুত্ব স্থাপন করেছিল
N পূর্ব পাকিস্তানিদের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি করেছিল

২৩. **লাহোর প্রস্তাব কত সালে গৃহীত হয়?**
K ১৯৪৩ সালের ২৩শে মার্চ L ১৯৪৩ সালের ২৫শে মার্চ
M ১৯৪৩ সালের ২৭শে মার্চ N ১৯৪৩ সালের ২৯শে মার্চ
নোট : সঠিক উত্তর ১৯৪০ সালের ২৩শে মার্চ।

২৪. **খড়গদের আধিপত্য কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল?**
K বাংলাদেশের সিলেট পর্যন্ত L বাংলাদেশের বগুড়া পর্যন্ত
M বাংলাদেশের রাজশাহী পর্যন্ত N বাংলাদেশের নোয়াখালী পর্যন্ত

২৫. **কত সালে বঙ্গভঙ্গ রদ করা হয়?**
K ১৯০৫ সালে L ১৯০৭ সালে M ১৯০৯ সালে N ১৯১১ সালে

২৬. **জিয়াউদ্দিন বারানী কেন বাংলাদেশের নাম বুলগাকপুর দিয়েছিলেন?**
K জনগণের রাজনৈতিক অধিকার উপেক্ষিত থাকায়
L বিভিন্ন অঞ্চলে দক্ষ প্রশাসক না থাকায়
M শাসকদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব থাকায়
N অঞ্চলটি বিদ্রোহ ও বিশৃঙ্খলাপূর্ণ থাকায়

□ **নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ২৭ ও ২৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
'ক' নামক দেশের সিপাহিরা বিদেশি একটি কোম্পানির শাসকদের দ্বারা দীর্ঘদিন ধরে অত্যাচারিত এবং বৈষম্যের শিকার হয়ে আসছিলো। বৈষম্যের মাত্রা তীব্রতর হলে সিপাহিরা দেশটির উত্তর ও পূর্বাঞ্চলে সংগঠিত হয়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। এটিকে 'ক' দেশের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম বলা হয়।

২৭. **উদ্দীপকে ঐতিহাসিক কোন ঘটনাকে নির্দেশ করা হয়েছে?**
K ফকির সন্ন্যাসী বিদ্রোহ L নীল বিদ্রোহ
M ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা সংগ্রাম N ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ

২৮. **উক্ত ঘটনার ফলে–**
i. কোম্পানির শাসনের অবসান হয়
ii. ব্রিটিশ সরকার ভারতের শাসনভার গ্রহণ করেন
iii. স্বত্ববিলোপ নীতি বাতিল হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
K i ও ii L i ও iii M ii ও iii N i, ii ও iii

২৯. **চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বৈশিষ্ট্য নয় কোনটি?**
K জমিদার জমির স্থায়ি মালিক হয়
L জমিদারগণ জমি ভোগের স্থায়িত্ব লাভ করে
M জমিদারদের প্রশাসনিক ক্ষমতা বিলুপ্ত হয়
N খাজনা বাকি পড়লে জমিদারদের জমি বিক্রয় করার ক্ষমতা ছিল না

৩০. **পলাশির যুদ্ধ কবে সংঘটিত হয়?**
K ১৭৫৪ সালের ২০শে জুন L ১৭৫৬ সালের ২২শে জুন
M ১৭৫৭ সালের ২৩শে জুন N ১৭৫৮ সালের ২৫শে জুন

■ **খালি ঘরগুলোতে পেনসিল দিয়ে উত্তরগুলো লেখো। এরপর প্রদত্ত উত্তরমালার সাথে মিলিয়ে দেখো তোমার উত্তরগুলো সঠিক কি না।**

উত্তর	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15	
	16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30	

সিলেট বোর্ড-২০২৪

বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা (সৃজনশীল)

বিষয় কোড | 1 | 5 | 3 |

সময় : ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট — পূর্ণমান : ৭০

[**দ্রষ্টব্য :** ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ দিয়ে পড়ো এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর যথাযথ উত্তর দাও। যেকোনো **সাতটি** প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

১। তোয়া বাংলার ইতিহাস সম্পর্কে জানতে খুবই আগ্রহী। তাই প্রতি বছর জন্মদিনে সে বাবা মায়ের কাছ থেকে উপহার স্বরূপ ইতিহাসের বই পুস্তক নিতে পছন্দ করে। বাবা তাকে উৎসাহ দিয়ে বলেন, একটি জাতির উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য ইতিহাস পাঠ জরুরি।

ক. ইতিহাসবিদ র‍্যাপসন ইতিহাসের সংজ্ঞায় কী বলেছেন? ১
খ. হেরোডোটাস গ্রিস ও পারস্যের মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধের কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছিলেন কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে তোয়ার প্রাপ্ত উপহার ইতিহাসের কোন ধরনের উপাদান? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে বাবার বক্তব্যের যথার্থতা পাঠ্যবইয়ের আলোকে মূল্যায়ন কর। ৪

২। ইসলাম পূর্ব আরবের বিশৃঙ্খলাপূর্ণ যুগ আইয়ামে জাহেলিয়া (অজ্ঞতার যুগ) নামে পরিচিত ছিল। উক্ত সময়কাল ছিল আইনের শাসনের পরিপন্থি। জোর যার মুল্লুক তার ছিল সেখানকার শাসনব্যবস্থার মূলনীতি। সে সময়কালে আরবে যতটুকু আইন ছিল তাও দেওয়ানি ও ফৌজদারি আইনে বিভক্ত ছিল না ও সবার জন্য সমানভাবে প্রয়োগ হতো না। ধর্মীয় ক্ষেত্রে তারা অনেকেই বহু দেবদেবীর পূজা করত।

ক. হেলেনিস্টিক সংস্কৃতি কী? ১
খ. পেরিক্লিসের সময়কালকে গ্রিক সভ্যতার স্বর্ণযুগ বলা হয় কেন? ২
গ. আইনের ক্ষেত্রে উদ্দীপকে উল্লিখিত অবস্থার বিপরীত চিত্র কোন সভ্যতায় দৃশ্যমান? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "ধর্মীয় ক্ষেত্রে উক্ত সভ্যতার বৈচিত্র্য দৃশ্যমান"– বিশ্লেষণ কর। ৪

৩। নদীর তীরবর্তী অঞ্চল সুবর্ণচরে তরুণ ছেলে রফিকের বসবাস। শীতকালে নদী শান্ত থাকলেও ঋতুভেদে তাকে ঝড় জলোচ্ছ্বাসের প্রভাব মোকাবেলা করতে হয়। নদীতে সাঁতার দেয়া, পানিতে ডুবে বিভিন্ন উপকরণ দিয়ে মাছ ধরা, নৌকা চালানো ইত্যাদি কাজে সে দক্ষ। তার বাবা নদীপথে বিভিন্ন স্থান থেকে মালামাল কিনে এনে বিক্রি করত। নদীর তীরবর্তী হওয়ায় তার এলাকায় বহিরাগত দস্যুদের প্রভাব তুলনামূলকভাবে কম।

ক. জনপদ কী? ১
খ. বঙ্গ জনপদটির নামকরণ হয় কীভাবে? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে রফিকের জীবনধারায় বাংলাদেশের কোন বৈশিষ্ট্যের প্রভাব লক্ষ করা যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "উক্ত বৈশিষ্ট্যের প্রভাব বাংলা বিভিন্ন সময় বহিরাগতদের প্রভাবমুক্ত ছিল"– বিশ্লেষণ কর। ৪

৪। কমল বড়ুয়া শান্তিনগর এলাকার চেয়ারম্যান ছিলেন। তিনি তার এলাকায় ধর্ম শিক্ষার জন্য বিখ্যাত কিছু শিক্ষাকেন্দ্র নির্মাণ করেন। তার একটি শিক্ষাকেন্দ্রের সুনাম এলাকার গণ্ডি পেরিয়ে দেশ বিদেশে ছড়িয়ে পড়ে। নিজ ধর্মের পাশাপাশি অন্য ধর্মাবলম্বীদের তিনি সম্মান ও শ্রদ্ধা করতেন। ক্ষমতার প্রভাব বিস্তারকে কেন্দ্র করে তার সাথে পার্শ্ববর্তী এলাকার চেয়ারম্যানের দ্বন্দ্ব বাধে এবং তিনি সে দ্বন্দ্বে হেরে যান।

ক. কৈবর্ত বিদ্রোহ কী? ১
খ. 'কৌলিন্য প্রথা' প্রবর্তনের ফলে হিন্দু সমাজে কী প্রভাব পরিলক্ষিত হয়েছিল? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকের কমল বড়ুয়ার সাথে পাল বংশের কোন প্রভাবশালী শাসকের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "উক্ত শাসক একাধিক যুদ্ধে পরাজিত হলেও তার বিশেষ কোনো ক্ষতি হয়নি"– বিশ্লেষণ কর। ৪

৫।

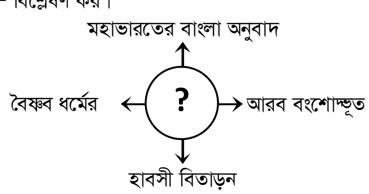

ক. মামলুক কারা? ১
খ. মধ্যযুগে বাংলাকে 'বুলগাকপুর' নাম দেয়া হয়েছিল কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে '?' চিহ্নিত স্থানে মধ্যযুগের কোন মুসলিম শাসকের নাম যুক্তিযুক্ত? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. 'জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্পকলার উন্নয়নে উক্ত শাসকের শাসনামলকে স্বর্ণযুগ বলা হয়"– বিশ্লেষণ কর। ৪

৬।

ক. গৌড়ের কদম রসুল ভবনটি নির্মাণের উদ্দেশ্য কী ছিল? ১
খ. বাংলা সাহিত্যের বিকাশে আলাউদ্দিন হুসেন শাহের শাসনামল বিখ্যাত কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত স্থাপত্যকীর্তি কোন যুগে নির্মিত হয়েছিল? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "স্থাপত্য শিল্পের বিকাশের জন্য এ যুগকে বাংলায় মুঘলদের স্বর্ণযুগ বলা হয়"– বিশ্লেষণ কর। ৪

৭। আরমানের মৃত্যুর পর তার দুই ছেলের মধ্যে সম্পদের বণ্টন নিয়ে দ্বন্দ্ব বাধে। বণ্টননামা অনুসারে যৌথভাবে সংসার চালানোর কথা থাকলেও বাবার রেখে যাওয়া দোকান দেখার দায়িত্ব নেন বড় ছেলে লোকমান ও সংসার খরচের দায়িত্ব পান ছোট ছেলে খলিল। খলিলের তেমন আয় না থাকায় সংসার চালাতে খলিল ব্যর্থ হন। অপরপক্ষে মূল আয়ের অর্থ লোকমান নিলেও তার তেমন খরচ ছিল না। উদ্ভূত জটিল পরিস্থিতির সমাধানকল্পে সংসার চালানোসহ সকল দায়িত্ব বড় ভাই লোকমান স্থায়ীভাবে গ্রহণ করেন।

ক. ছিয়াত্তরের মন্বন্তর কী? ১
খ. ফরাসি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এ দেশ ত্যাগ করে কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকের সম্পদ বণ্টন প্রক্রিয়ার সাথে বাংলার কোন বিশেষ ধরনের শাসন ব্যবস্থার মিল পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "উক্ত শাসন ব্যবস্থার পর ভূমি ব্যবস্থাপনায় বৃটিশরা স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণ করেন"– বিশ্লেষণ কর। ৪

৮।

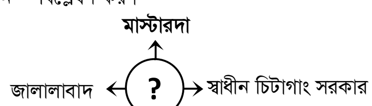

ক. ফরওয়ার্ড ব্লকের প্রতিষ্ঠাতা কে? ১
খ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'নাইট' উপাধি বর্জন করেন কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকের '?' চিহ্নিত স্থানে কোন বিপ্লবীর নামটি যুক্তিযুক্ত? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "এ সকল বিপ্লবীদের আত্মাহুতি, দেশপ্রেম ও সাহস ভারতবাসীকে স্বাধীনতার পথ দেখিয়েছিল"– বিশ্লেষণ কর। ৪

৯। ধামশ্রেণি ইউনিয়নের চেয়ারম্যান রফিকুল ইসলামের মৃত্যুর পর তার ৪ ছেলেই পরবর্তী চেয়ার নির্বাচনে আলাদা আলাদাভাবে নির্বাচনের ঘোষণা দেন। রফিকুল চেয়ারম্যানের শুভাকাঙ্ক্ষী বৃদ্ধ কসিমউদ্দিন ৪ ছেলেকে ডেকে বুঝান এবং ৪ ভাইকে ঐক্যবদ্ধ থেকে বড় ভাই সোহেলের নেতৃত্বে নির্বাচন করার পরামর্শ দেন। কসিমউদ্দিনের পরামর্শ মেনে চেয়ারম্যানের ছেলেরা ঐক্যবদ্ধভাবে নির্বাচন করে জয়ী হন। এ ঐক্যবদ্ধতার শিক্ষাই তাদের পারিবারিক বন্ধন আরো সুদৃঢ় করে।

ক. কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের নকশাকার কে ছিলেন? ১
খ. ভাষা আন্দোলনে তমদ্দুন মজলিসের ভূমিকা কেমন ছিল? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকের বৃদ্ধ কসিমউদ্দিনের পরামর্শের প্রভাব স্বাধীনতাপূর্ব বাংলার কোন নির্বাচনে দৃশ্যমান? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "উক্ত নির্বাচনে বিজয় বাঙালিদের মনোবল বৃদ্ধিতে সহায়তা করেছে"– বিশ্লেষণ কর। ৪

১০।

ক. জাতীয় স্মৃতিসৌধ কীসের প্রতীক? ১
খ. মুজিবনগর স্মৃতিসৌধে ২৪টি দেয়াল নির্মাণ করা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকের চিত্রটি ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের কোন সমস্যার সাক্ষ্য বহন করে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "উক্ত সমস্যা আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের পক্ষে সহানুভূতির জন্ম দিয়েছিল"– বিশ্লেষণ কর। ৪

১১।

(i)	১১টি ভাগ
(ii)	১৫৩টি অনুচ্ছেদ
(iii)	৪টি তফসিল

ক. বাংলাদেশ কখন জাতিসংঘের হিসেবে যোগ দেয়? ১
খ. "জাতীয় শিশুনীতি ২০১১" প্রণয়নের উদ্দেশ্য কী ছিল? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকের তথ্যগুলো স্বাধীনতা পরবর্তী কোন বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত? উক্ত বিষয়টির পটভূমি বর্ণনা কর। ৩
ঘ. তুমি কি মনে কর উক্ত বিষয় বাংলাদেশের জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলনে সহায়ক ভূমিকা রাখবে? মতের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

উত্তরমালা

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

উত্তর	1	K	2	L	3	K	4	M	5	L	6	K	7	L	8	N	9	K	10	K	11	N	12	L	13	M	14	L	15	N
	16	M	17		18	M	19	M	20	K	21	N	22	K	23		24	N	25	N	26	N	27	M	28	N	29	M	30	M

সৃজনশীল

প্রশ্ন ▸ ০১ তোয়া বাংলার ইতিহাস সম্পর্কে জানতে খুবই আগ্রহী। তাই প্রতি বছর জন্মদিনে সে বাবা মায়ের কাছ থেকে উপহার স্বরূপ ইতিহাসের বই পুস্তক নিতে পছন্দ করে। বাবা তাকে উৎসাহ দিয়ে বলেন, একটি জাতির উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য ইতিহাস পাঠ জরুরি।

ক. ইতিহাসবিদ র‍্যাপসন ইতিহাসের সংজ্ঞায় কী বলেছেন? ১

খ. হেরোডোটাস গ্রিস ও পারস্যের মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধের কাহিনী লিপিবন্ধ করেছিলেন কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে তোয়ার প্রাপ্ত উপহার ইতিহাসের কোন ধরনের উপাদান? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বাবার বক্তব্যের যথার্থতা পাঠ্যবইয়ের আলোকে মূল্যায়ন কর। ৪

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ইতিহাসবিদ র‍্যাপসন ইতিহাসের সংজ্ঞায় বলেছেন, "ইতিহাস হলো ঘটনার বৈজ্ঞানিক এবং ধারাবাহিক বর্ণনা।"

খ হেরোডোটাস গ্রিস ও পারস্যের মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধের কাহিনী লিপিবন্ধ করেছিলেন যাতে পরবর্তী প্রজন্ম এ ঘটনা ভুলে না যায় এবং দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়।

গ্রিক ঐতিহাসিক হেরোডোটাসকে ইতিহাসের জনক বলা হয়। তিনিই সর্বপ্রথম তাঁর গবেষণাকর্মের নামকরণের জন্য 'Historia' শব্দটি ব্যবহার করেন, যা থেকে History শব্দটির উৎপত্তি। তিনি তাঁর গবেষণায় গ্রিস ও পারস্যের মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধের বিভিন্ন বিষয় অনুসন্ধান করেছেন। যাতে পরবর্তী প্রজন্ম এ ঘটনা ভুলে না যায়। এ বিবরণ যেন তাদের উৎসাহিত করে এবং দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করে।

গ উদ্দীপকে তোয়ার প্রাপ্ত উপহার ইতিহাসের লিখিত উপাদান।

ইতিহাস রচনার লিখিত উপাদানের মধ্যে রয়েছে সাহিত্য, বৈদেশিক বিবরণ, দলিলপত্র ইত্যাদি। বিভিন্ন দেশি-বিদেশি সাহিত্যকর্মেও তৎকালীন সময়ের কিছু তথ্য পাওয়া যায়। যেমন– বেদ, কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র', কলহনের 'রাজতরঙ্গিনী', মিনহাজ-উস-সিরাজের' তবকাত-ই-নাসিরী' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' ইত্যাদি। বিদেশি পর্যটকদের বিবরণ সব সময়ই ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান বলে বিবেচিত হয়েছে। যেমন– পঞ্চম থেকে সপ্তম শতকে বাংলায় আগত চৈনিক পরিব্রাজক যথাক্রমে ফা-হিয়েন, হিউয়েন সাং ও ইৎসিং-এর বর্ণনা। পরবর্তী সময়ে আফ্রিকান পরিব্রাজক ইবনে বতুতাসহ অন্যদের লেখাতেও এ অঞ্চল সম্পর্কে বিবরণ পাওয়া গিয়েছে। এসব বর্ণনা থেকে তৎকালীন সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতি, ধর্ম, আচার-অনুষ্ঠান সম্পর্কে অনেক তথ্য জানা যায়।

উদ্দীপকে এই বইপুস্তক ইতিহাসের লিখিত উপাদানকে নির্দেশ করে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের তোয়ার প্রাপ্ত উপহার ইতিহাসের লিখিত উপাদান।

ঘ "একটি জাতির উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য ইতিহাস পাঠ জরুরি"- উক্তিটি যথার্থ।

জ্ঞানচর্চার শাখা হিসেবে ইতিহাস পাঠের গুরুত্ব অত্যধিক। ইতিহাস পাঠ মানুষকে অতীতের পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান অবস্থা বুঝতে এবং ভবিষ্যৎ অনুধাবন করতে সাহায্য করে। ইতিহাস পাঠের মাধ্যমে আমরা মানবসমাজের ক্রমবিকাশ ও সভ্যতার বিবর্তনের ধারা সম্পর্কে জানতে পারি। আবার অতীতের সত্যনিষ্ঠ বর্ণনা মানুষের জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে। আর এ বিবরণ যদি হয় নিজ দেশ, জাতির সফল সংগ্রাম, গৌরবময় ঐতিহ্যের তাহলে তা মানুষকে দেশপ্রেমে উদ্‌বুদ্ধ করে। একই সঙ্গে আত্মপ্রত্যয়ী, আত্মবিশ্বাসী হতে সাহায্য করে। এ জন্যই উদ্দীপকের তপন স্যার তার শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি করেন। ইতিহাস জ্ঞান মানুষকে সচেতন করে তোলে। বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর উত্থান-পতন এবং সভ্যতার বিকাশ ও পতনের কারণগুলো জানতে পারলে মানুষ ভালোমন্দের পার্থক্যটা সহজেই বুঝতে পারে। ফলে ব্যক্তি তার কর্মের পরিণতি সম্পর্কে সচেতন থাকে।

সুতরাং উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, দেশ ও জাতির অগ্রগতির জন্য ইতিহাস পাঠের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

প্রশ্ন ▸ ০২ ইসলাম পূর্ব আরবের বিশৃঙ্খলাপূর্ণ যুগ আইয়ামে জাহেলিয়া (অজ্ঞতার যুগ) নামে পরিচিত ছিল। উক্ত সময়কাল ছিল আইনের শাসনের পরিপন্থি। জোর যার মুল্লুক তার ছিল সেখানকার শাসনব্যবস্থার মূলনীতি। সে সময়কালে আরবে যতটুকু আইন ছিল তাও দেওয়ানি ও ফৌজদারি আইনে বিভক্ত ছিল না ও সবার জন্য সমানভাবে প্রয়োগ হতো না। ধর্মীয় ক্ষেত্রে তারা অনেকেই বহু দেবদেবীর পূজা করত।

ক. হেলেনিস্টিক সংস্কৃতি কী? ১

খ. পেরিক্লিসের সময়কালকে গ্রিক সভ্যতার স্বর্ণযুগ বলা হয় কেন? ২

গ. আইনের ক্ষেত্রে উদ্দীপকে উল্লিখিত অবস্থার বিপরীত চিত্র কোন সভ্যতায় দৃশ্যমান? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "ধর্মীয় ক্ষেত্রে উক্ত সভ্যতার বৈচিত্র্য দৃশ্যমান"– বিশ্লেষণ কর। ৪

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক গ্রিক বীর আলেকজান্ডারের নেতৃত্বে মিশরের আলেকজান্দ্রিয়াকে কেন্দ্র করে গ্রিক ও অগ্রিক সংস্কৃতির মিশ্রণে জন্ম হওয়া নতুন সংস্কৃতিকে হেলেনিস্টিক সংস্কৃতি বলে।

খ চূড়ান্ত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হয় পেরিক্লিসের সময়। এজন্য তার সময়কালকে গ্রিকসভ্যতার 'স্বর্ণযুগ' বলা হয়ে থাকে। ৪৬০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে ক্ষমতায় এসে তিনি ৩০ বছর রাজত্ব করেন। তিনি নাগরিকদের সব রাজনৈতিক অধিকারের দাবি মেনে নেন।

তিনি এ সময় প্রশাসন, আইন ও বিচার বিভাগে নাগরিকদের অবাধ অংশগ্রহণের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। নাগরিকদের মধ্য থেকে নিযুক্ত জুরি বিচারের দায়িত্ব পালন করত।

গ আইনের ক্ষেত্রে উদ্দীপকে উল্লিখিত বিপরীত চিত্র রোমান সভ্যতায় দৃশ্যমান।

বিশ্বসভ্যতার ইতিহাসে রোমানদের সর্বশ্রেষ্ঠ এবং গুরুত্বপূর্ণ অবদান হচ্ছে আইন প্রণয়ন। খ্রিস্টপূর্ব পাঁচ শতকের মাঝামাঝি সময়ে রোমানরা ফৌজদারি ও দেওয়ানি আইনগুলো সুষ্ঠুভাবে একসঙ্গে সাজাতে সক্ষম হন। ৫৪০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে ১২টি ব্রোঞ্জপাতে সর্বপ্রথম আইনগুলো খোদাই করে লিখিত হয় এবং জনগণকে দেখাবার জন্য প্রকাশ্যে ঝুলিয়ে রাখা হয়। রোমান আইনের দৃষ্টিতে সকল মানুষ সমান। মানব সভ্যতার ইতিহাসে রোমানদের সবচেয়ে বেশি অবদান আইনের ক্ষেত্রে।

উদ্দীপকে এ ব্যবস্থার সম্পূর্ণ বিপরীত চিত্র হলো রোমান সভ্যতার আইন ব্যবস্থা।

তাই বলা যায়, আইনের ক্ষেত্রে উদ্দীপকে উল্লিখিত অবস্থার বিপরীত চিত্র রোমান সভ্যতায় দৃশ্যমান।

ঘ "ধর্মীয় ক্ষেত্রে উক্ত সভ্যতা তথা রোমান সভ্যতার বৈচিত্র্য দৃশ্যমান"- উক্তিটি যথার্থ।

রোমানরা ধর্মীয় ক্ষেত্রেও গ্রিকদের দ্বারা প্রভাবিত ছিল। অনেক গ্রিক দেব-দেবীর নাম পরিবর্তন হয়ে রোমানদের দেব-দেবী হয়েছে। রোমানদের অন্যতম প্রধান দেবতার নাম ছিল জুপিটার। অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ দেব-দেবী হচ্ছে জুনো, নেপচুন, মাস, ভলকান, ভেনাস, মিনার্ভা, ব্যাকাস ইত্যাদি। রোমান দেবমন্দিরে প্রধান পুরোহিত ছিলেন যাঁরা, তাঁরা ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পরিচালনা করতেন। তবে রোমানদের পরকালের প্রতি বিশ্বাস ছিল না। অগাস্টাস সিজারের সময় থেকে ঈশ্বর হিসেবে সম্রাটকে পূজা করার রীতি চালু হয়। উল্লেখ্য, এ সময় খ্রিস্টধর্মের প্রবর্তক যিশুখ্রিস্টের জন্ম হয়। পরবর্তীকালে রোমান ধর্মের পাশাপাশি খ্রিস্টধর্ম বিস্তার লাভ করতে থাকে। অনেক রোমান এই ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করে। এতে সম্রাট ক্ষুব্ধ হন কারণ খ্রিস্টধর্মের অনুশাসন মেনে চলতে গেলে সম্রাটকে আর ঈশ্বরের মতো পূজা করা যায় না। ফলে রোমান সম্রাটরা এই ধর্ম প্রচার বন্ধ করে দেন এবং খ্রিস্টধর্ম গ্রহণকারী রোমানদের ওপর নির্যাতন শুরু করেন। কিন্তু সম্রাট কন্সটানটাইন খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেন এবং এই ধর্মকে রোমান সরকারি ধর্মে পরিণত করেন। অনেকে মনে করেন যে, রোমীয় দর্শন গ্রিক দর্শনের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল। সুতরাং বলা যায়, ধর্মীয় ক্ষেত্রে রোমান সভ্যতার বৈচিত্র্য দৃশ্যমান।

প্রশ্ন ▸ ০৩ নদীর তীরবর্তী অঞ্চল সুবর্ণচরে তরুণ ছেলে রফিকের বসবাস। শীতকালে নদী শান্ত থাকলেও ঋতুভেদে তাকে ঝড় জলোচ্ছ্বাসের প্রভাব মোকাবেলা করতে হয়। নদীতে সাঁতার দেয়া, পানিতে ডুবে বিভিন্ন উপকরণ দিয়ে মাছ ধরা, নৌকা চালানো ইত্যাদি কাজে সে দক্ষ। তার বাবা নদীপথে বিভিন্ন স্থান থেকে মালামাল কিনে এনে বিক্রি করত। নদীর তীরবর্তী হওয়ায় তার এলাকায় বহিরাগত দস্যুদের প্রভাব তুলনামূলকভাবে কম।

ক. জনপদ কী? ১

খ. বঙ্গ জনপদটির নামকরণ হয় কীভাবে? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে রফিকের জীবনধারায় বাংলাদেশের কোন বৈশিষ্ট্যের প্রভাব লক্ষ করা যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "উক্ত বৈশিষ্ট্যের প্রভাব বাংলা বিভিন্ন সময় বহিরাগতদের প্রভাবমুক্ত ছিল"– বিশ্লেষণ কর। ৪

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক প্রাচীন যুগে বাংলা বর্তমান বাংলাদেশের মতো একক ও অখণ্ড ছিল না। সাম্রাজ্যভিত্তিক বা কেন্দ্রীয়শাসন শুরু হওয়ার আগে বাংলা ছোট ছোট অনেকগুলো অঞ্চলে বিভক্ত ও স্থানীয়ভাবে শাসিত হতো। প্রাচীন বাংলার জনবসতিপূর্ণ ও কৃষিনির্ভর এই ছোট ছোট অংশগুলোকেই বলা হয় জনপদ।

খ বঙ্গ একটি অতি প্রাচীন জনপদ। বর্তমান বাংলাদেশের পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্বদিকে বঙ্গনামে একটি জনপদ গড়ে উঠেছিল। অনুমান করা হয় এখানে বঙ্গ নামের এক জাতি বসবাস করত, তাই জনপদটি বঙ্গ নামে পরিচিত হয়।

গ উদ্দীপকে রফিকের জীবনধারায় বাংলাদেশের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

কোনো দেশের মানুষের জীবনাচরণ ও ইতিহাসের ওপর সে দেশের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যের প্রভাব অপরিসীম। এজন্যই পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের জীবনধারা, আচার-আচরণে এত বৈচিত্র্য লক্ষ করা যায়।

এখানকার আবহাওয়া নাতিশীতোষ্ণ। ভৌগোলিক পরিবেশ দেশবাসীকে কোমল আর শান্ত স্বভাবের করেছে। আবার ঋতুবৈচিত্র্যের কারণে ঝড়-জলোচ্ছ্বাসের সাথে যুদ্ধ করতে হয় বাংলাদেশের মানুষকে, তাই তারা হয়ে ওঠে সংগ্রামী। ফলে মানুষের অধিকার রক্ষার জন্য যুগ যুগ ধরে সংগ্রাম করেছে। শুধু স্বভাব চরিত্র নয়, বাংলা অধিবাসীদের খাদ্য তালিকা, পোশাক, ঘরবাড়ি সবকিছুই এদের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে।

উদ্দীপকে যা বাংলাদেশের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যের সাথে মিল রয়েছে। তাই বলা যায়, রফিকের জীবনধারায় বাংলাদেশের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

ঘ "উক্ত বৈশিষ্ট্য তথা ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যের প্রভাবে বাংলা বিভিন্ন সময় বহিরাগতদের প্রভাবমুক্ত ছিল"- উক্তিটি যথার্থ।

বাংলাদেশের বিশাল সমভূমি আর প্রচুর নদ-নদী থাকায় এদেশের যোগাযোগ ও মালামাল পরিবহণের একটি বড়ো মাধ্যম নদীপথ। বিদেশি আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য নৌযুদ্ধে পারদর্শী হয়ে ওঠে বাংলার সৈন্যরা। পাশাপাশি উর্বর ভূমির কারণে কৃষিভিত্তিক সমাজও গড়ে ওঠে।

এখানকার আবহাওয়া নাতিশীতোষ্ণ। ভৌগোলিক পরিবেশ দেশবাসীকে কোমল আর শান্ত স্বভাবের করেছে। আবার ঋতুবৈচিত্র্যের কারণে ঝড়-জলোচ্ছ্বাসের সাথে যুদ্ধ করতে হয় বাংলাদেশের মানুষকে, তাই তারা হয়ে ওঠে সংগ্রামী। ফলে মানুষের অধিকার রক্ষার জন্য যুগ যুগ ধরে সংগ্রাম করেছে। শুধু স্বভাব চরিত্র নয়। বাংলার অধিবাসীদের খাদ্য তালিকা, পোশাক, ঘর-বাড়ি সবকিছুই এদের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। বৈচিত্র্যময় এই প্রাকৃতিক অবস্থান প্রতিরক্ষার

ক্ষেত্রেও বাংলার মানুষকে কিছুটা বাড়তি সুবিধা দিয়েছে। নদ-নদী এ দেশকে বহুকাল আড়াল করে রেখেছিল বিদেশি শক্তির লোভাতুর দৃষ্টি থেকে। অধিকন্তু পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে ১১০০ মাইলের ভৌগোলিক দূরত্ব ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে বিরাট ভূমিকা পালন করে।

সুতরাং বলা যায়, "ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যের প্রভাবে বাংলা বিভিন্ন সময় বহিরাগতদের প্রভাব মুক্ত ছিল" উক্তিটি যথার্থ।

প্রশ্ন ▸ ০৪ কমল বড়ুয়া শান্তিনগর এলাকার চেয়ারম্যান ছিলেন। তিনি তার এলাকায় ধর্ম শিক্ষার জন্য বিখ্যাত কিছু শিক্ষাকেন্দ্র নির্মাণ করেন। তার একটি শিক্ষাকেন্দ্রের সুনাম এলাকার গণ্ডি পেরিয়ে দেশ বিদেশে ছড়িয়ে পড়ে। নিজ ধর্মের পাশাপাশি অন্য ধর্মাবলম্বীদের তিনি সম্মান ও শ্রদ্ধা করতেন। ক্ষমতার প্রভাব বিস্তারকে কেন্দ্র করে তার সাথে পার্শ্ববর্তী এলাকার চেয়ারম্যানের দ্বন্দ্ব বাধে এবং তিনি সে দ্বন্দ্বে হেরে যান।

ক. কৈবর্ত বিদ্রোহ কী? ১

খ. 'কৌলিন্য প্রথা' প্রবর্তনের ফলে হিন্দু সমাজে কী প্রভাব পরিলক্ষিত হয়েছিল? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের কমল বড়ুয়ার সাথে পাল বংশের কোন প্রভাবশালী শাসকের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "উক্ত শাসক একাধিক যুদ্ধে পরাজিত হলেও তার বিশেষ কোনো ক্ষতি হয়নি"– বিশ্লেষণ কর। ৪

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক পাল বংশের শাসক দ্বিতীয় মহীপালের সময়ে মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের নেতা দিব্য-এর নেতৃত্বে বাংলার উত্তরাংশে যে বিদ্রোহ সংঘটিত হয়, ইতিহাসে তাই কৈবর্ত বিদ্রোহ নামে পরিচিত।

খ 'কৌলীন্য প্রথা' প্রবর্তনের ফলে হিন্দু সমাজে নেতিবাচক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়েছিল।

বল্লাল সেন হিন্দু সমাজকে নতুন করে গঠন করার উদ্দেশ্যে 'কৌলীন্য প্রথা' প্রবর্তন করেছিলেন। এর ফলে সামাজিক আচার-ব্যবহার, বিবাহ-অনুষ্ঠান প্রভৃতি বিষয়ে কুলীন শ্রেণির লোকদেরকে কতকগুলো বিশেষ রীতিনীতি মেনে চলতে হতো। তবে ধীরে ধীরে এ প্রথা হিন্দু সমাজে বহুবিবাহসহ নানাবিধ নেতিবাচক প্রভাব বয়ে আনে।

গ উদ্দীপকের কমল বড়ুয়ার সাথে পাল বংশের প্রভাবশালী শাসক ধর্মপালের মিল রয়েছে।

পিতা গোপালের মতো রাজা ধর্মপাল বৌদ্ধধর্মের অনুসারী ছিলেন। তিনি নিজ ধর্মের প্রতি বেশ অনুরাগী থাকলেও ধর্মীয়ভাবে গোঁড়া ছিলেন না। পাল রাজাদের মধ্যে তিনিই সর্বোচ্চ সার্বভৌম উপাধি পরমেশ্বর, পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ উপাধি ধারণ করেছিলেন। তিনি ভাগলপুরে তার দ্বিতীয় নাম বা উপাধি অনুসারে বিক্রমশীল বিহার বা মঠ নির্মাণ করেন, যা ভারতবর্ষে বিখ্যাত বৌদ্ধ বিহার ও শিক্ষাকেন্দ্র হিসেবে পরিচিত ছিল। তিব্বতের অনেক ভিক্ষু এখানে অধ্যয়ন করেন এবং বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন। এছাড়া তিনি পাহাড়পুরে সোমপুর বিহার নামে আরেকটি বিহার নির্মাণ করেন, যা বর্তমানে বিশ্বসভ্যতার নিদর্শন হিসেবে স্বীকৃত। ঐতিহাসিক তারানাথের মতে, ধর্মপাল বৌদ্ধধর্ম শিক্ষার জন্য ৫০টি শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি নিজে বৌদ্ধ হলেও অন্যান্য ধর্মের প্রতি তার কোনো বিদ্বেষ ছিল না। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, রাজার ব্যক্তিগত ধর্মের সাথে রাজ্য শাসনের কোনো সম্পর্ক নেই। তাই তিনি শাস্ত্রের নিয়ম মেনে চলতেন এবং প্রতিটি ধর্মের লোকেরা যেন নিজ নিজ ধর্ম পালন করতে পারে সেদিকে খেয়াল রাখতেন। ধর্মপাল নারায়ণের একটি হিন্দু মন্দিরের জন্য করমুক্ত ভূমি দান করেছিলেন।

উদ্দীপকে যা পাল বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক ধর্মপালের সাথে মিল রয়েছে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের কমল বড়ুয়ার সাথে পাল বংশের ধর্মপালের মিল রয়েছে।

ঘ উক্ত শাসক তথা ধর্মপাল একাধিক যুদ্ধে পরাজিত হলেও তার বিশেষ কোনো ক্ষতি হয়নি।

প্রাচীন বাংলার ইতিহাসে ধর্মপাল ছিলেন শ্রেষ্ঠ শাসকদের অন্যতম। পঞ্চাশ বছর পূর্বে যে দেশ অরাজকতা ও অত্যাচারের লীলাভূমি ছিল, তার নেতৃত্বে সেদেশ সহসা প্রবল শক্তিশালী হয়ে উত্তর ভারতে প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিল। উত্তর ভারতের আধিপত্য বিস্তার নিয়ে এ সময় তিনটি রাজ্যের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলছিল। একটি বাংলার পাল অন্যটি রাজপুতনার গুর্জরপ্রতিহার ও তৃতীয়টি দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূট। ইতিহাসে এ যুদ্ধ ত্রিশক্তির সংঘর্ষ বলে পরিচিত। ধর্মপাল চল্লিশ বছর রাজত্ব করেন। ধর্মপাল রাজ্যবিস্তারের দিকে অধিক মনোযোগ দেন তার শাসনকালে। ধর্মপাল তার যোগ্যতা দ্বারা পালবংশের শ্রেষ্ঠ শাসকে পরিণত হন। ত্রিশক্তির সংঘর্ষে তিনি একটি যুদ্ধে পরাজিত হলেও তার খুব বেশি ক্ষতি হয়নি।

উদ্দীপকে কমল বড়ুয়া ক্ষমতার প্রভাব বিস্তারকে কেন্দ্র করে তার সাথে পার্শ্ববর্তী এলাকার চেয়ারম্যানের দ্বন্দ্ব বাধে এবং তিনি সে দ্বন্দ্বে হেরে যান। এ ঘটনা ধর্মপালের কর্মকাণ্ডের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

সুতরাং বলা যায়, ধর্মপাল একাধিক যুদ্ধে পরাজিত হলেও তার বিশেষ কোনো ক্ষতি হয়নি।

প্রশ্ন ▸ ০৫

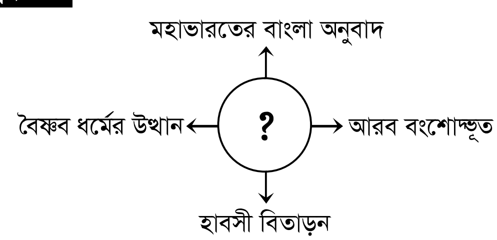

ক. মামলুক কারা? ১

খ. মধ্যযুগে বাংলাকে 'বুলগাকপুর' নাম দেয়া হয়েছিল কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে '?' চিহ্নিত স্থানে মধ্যযুগের কোন মুসলিম শাসকের নাম যুক্তিযুক্ত? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্পকলার উন্নয়নে উক্ত শাসকের শাসনামলকে স্বর্ণযুগ বলা হয়"– বিশ্লেষণ কর। ৪

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক দাসদের মামলুক বলা হয়।

খ বিদ্রোহ-বিশৃঙ্খলাপূর্ণ পরিবেশ তৈরি হওয়াতে বাংলাকে 'বুলগাকপুর' বলা হতো। ১২০৪ খ্রিষ্টাব্দে ইখতিয়ারউদ্দিন মুহম্মদ বখতিয়ার খলজির নদীয়া জয়ের মধ্য দিয়ে বাংলায় মুসলমান শাসনের সূচনা হয়। ১২০৬ খ্রিষ্টাব্দে বখতিয়ারের মৃত্যুর পর শাসনকর্তারা কেউ ছিলেন বখতিয়ারের সহযোদ্ধা, কেউ ছিলেন তুর্কি বংশের। তবে তারা

সকলেই দিল্লির সুলতানদের অধীনে বাংলায় শাসনকর্তা হয়ে এসেছিলেন। পরবর্তীতে অনেক শাসনকর্তাই দিল্লির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে স্বাধীন হতে চেয়েছেন। মুসলিম শাসনের এ যুগ ছিল বিদ্রোহ-বিশৃঙ্খলায় পূর্ণ। তাই ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দিন বারানী বাংলাকে নাম দিয়েছিলেন 'বুলগাকপুর' অর্থাৎ 'বিদ্রোহের নগরী'।

গ উদ্দীপকে '?' চিহ্নিত স্থানে মধ্যযুগের মুসলিম শাসক আলাউদ্দিন হুসেন শাহের নাম যুক্তিযুক্ত।

আলাউদ্দিন হুসেন শাহ ছিলেন সুশাসক ও দূরদর্শী রাজনীতিবিদ। শাসনকাজ পরিচালনা ও প্রজা পালনের ক্ষেত্রে তিনি জাতি ও ধর্মের কোনো পার্থক্য সৃষ্টি করেননি। হিন্দুদের প্রতি হুসেন শাহের উদারতা সুষ্ঠুভাবে শাসনকাজ নির্বাহের ক্ষেত্রে ফলপ্রসূ হয়েছিল এবং বাঙালিদের নিজস্ব ঐতিহ্য সৃষ্টিতে সহায়তা করেছিল।

আলাউদ্দিন হুসেন শাহ-এর হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি স্থাপনের প্রচেষ্টা তৎকালীন সমাজজীবনকেও প্রভাবিত করেছিল। তার শাসনকালেই আবির্ভাব ঘটে বৈষ্ণবধর্মের প্রবর্তক শ্রীচৈতন্যদেবের। হুসেন শাহ তার প্রতি উদার মনোভাব পোষণ করতেন এবং তাকে ধর্মপ্রচারে সব রকম সহায়তা করার জন্য কর্মচারীদের প্রতি নির্দেশ দেন। সত্যপীরের আরাধনা হুসেন শাহের শাসনকালের আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। সত্যপীরের আরাধনা হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে একটি উজ্জ্বল প্রচেষ্টা। বাংলা সাহিত্যের উন্নতি ও বিকাশ হুসেন শাহের শাসনকালকে ইতিহাসে অমর করে রেখেছে। তার উদার পৃষ্ঠপোষকতা নিঃসন্দেহে বাংলা সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেছে। এ যুগে প্রখ্যাত কবি ও সাহিত্যিকদের মধ্যে রূপ গোস্বামী, সনাতন গোস্বামী, মালাধর বসু, বিজয়গুপ্ত, বিপ্রদাস, যশোরাজ খান, পরাগল খান ছিলেন অন্যতম। হুসেন শাহের পৃষ্ঠপোষকতায় এ সময় পুরাণ ও মহাভারত বাংলা ভাষায় অনুবাদ করা হয়। তিনি একজন গোড়া সুন্নি হওয়া সত্ত্বেও বিভিন্ন হিন্দুকে যোগ্যতা অনুসারে শাসনকাজে নিয়োগ করেছিলেন। হিন্দুদের প্রতি এ উদারতা সুষ্ঠুভাবে শাসনকার্য নির্বাহের ক্ষেত্রে বিশেষ ফলপ্রসূ হয়েছিল এবং রাজ্যে মঙ্গল বয়ে এনেছিল।

তাই বলা যায়, উদ্দীপকে'?' চিহ্নিত স্থানে মধ্যযুগের আলাউদ্দিন হুসেন শাহের নাম যুক্তিযুক্ত।

ঘ "জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্পকলার উন্নয়নে উক্ত শাসকের তথা আলাউদ্দিন হুসেন শাহের শাসনামলকে স্বর্ণযুগ বলা হয়।"- উক্তিটি যথার্থ।

আলাউদ্দিন হুসেন শাহ ছিলেন হুসেন শাহি বংশের শ্রেষ্ঠ শাসক। তিনি দীর্ঘ ২৬ বছর (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রিষ্টাব্দ) রাজত্ব করেন। আলাউদ্দিন হুসেন শাহের সিংহাসনে আরোহণের পূর্বে সাম্রাজ্যে অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা বিরাজমান ছিল। তিনি এ বিশৃঙ্খলা দূর করে রাজ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তিনি প্রায় ১২,০০০ হাবসি হত্যা করে হাবসিদের ক্ষমতা খর্ব করেন। এছাড়া তিনি দেহরক্ষী পাইক বাহিনীর ক্ষমতা বিনাশ করেন। তদস্থলে হিন্দু ও মুসলমানদের নিয়ে একটি নতুন বাহিনী গঠন করেন। শাসনব্যবস্থা পুনর্গঠন এবং জনকল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যে তিনি যথেষ্ট উদ্যম, নিষ্ঠা ও বিচক্ষণতার পরিচয় দেন। শাসনকার্য পরিচালনায় ও প্রজা পালনের ক্ষেত্রে তিনি জাতি-ধর্মের কোনো পার্থক্য সৃষ্টি করেননি। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সৌহার্দ ও সম্প্রীতি স্থাপনের দ্বারা একটি সুষ্ঠু, সুন্দর ও কল্যাণমুখী শাসনব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি বিভিন্ন ধর্মের মানুষকে যোগ্যতা অনুসারে শাসনকার্যে নিয়োগ করেছিলেন। তার শান্তিপূর্ণ রাজত্বকালে প্রজারা সুখে-শান্তিতে বাস করত। তিনি বাংলা সাহিত্যের উন্নতি ও বিকাশেও অসামান্য অবদান রেখেছেন। বাংলাভাষা ছাড়াও তিনি আরবি ও ফার্সি ভাষারও উদার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তার রাজত্বকালে দেশের বিভিন্ন স্থানে অসংখ্য মসজিদ, খানকাহ ও মাদ্রাসা নির্মিত হয়েছিল। তিনি গৌড়ে একটি দুর্গ ও তোরণ, মালদহে একটি বিদ্যালয় ও একটি সেতু নির্মাণ করেছিলেন। এ সকল মসজিদ, মাদ্রাসা, দুর্গ, তোরণ হুসেন শাহের স্থাপত্যকীর্তির পরিচয় বহন করে।

এভাবে তাঁর ২৬ বছরের শাসনকালে বঙ্গে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্পকলার অভাবিত উন্নতি সাধিত হয়েছিল। এজন্য তার শাসনকালকে বঙ্গের মুসলমান শাসনের ইতিহাসে স্বর্ণযুগ বলা হয়।

প্রশ্ন ▸ ০৬

ক. গৌড়ের কদম রসুল ভবনটি নির্মাণের উদ্দেশ্য কী ছিল? ১

খ. বাংলা সাহিত্যের বিকাশে আলাউদ্দিন হুসেন শাহের শাসনামল বিখ্যাত কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত স্থাপত্যকীর্তি কোন যুগে নির্মিত হয়েছিল? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "স্থাপত্য শিল্পের বিকাশের জন্য এ যুগকে বাংলায় মুঘলদের স্বর্ণযুগ বলা হয়"– বিশ্লেষণ কর। ৪

৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মহানবির পদচিহ্নের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য গৌড়ের কদম রসুল ভবনটি নির্মিত হয়।

খ বাংলা সাহিত্যের উন্নতি ও বিকাশে আলাউদ্দিন হুসেন শাহের অসামান্য অবদানের কারণে তার শাসনামল বিখ্যাত হয়ে আছে।

হুসেন শাহ বাংলা সাহিত্যের উদার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি যোগ্য কবি ও লেখকদের উৎসাহিত করতেন। তার উদার পৃষ্ঠপোষকতা বাংলা সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেছে। তার যুগের বিখ্যাত কবি ও লেখকদের মধ্যে রূপ গোস্বামী, সনাতন গোস্বামী, মালাধর বসু, বিজয়গুপ্ত, বিপ্রদাস ও যশোরাজ খান উল্লেখযোগ্য ছিলেন। এ সময়ে মালাধর বসু 'শ্রীমদ্ভগবদ' ও 'পুরাণ' বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেন। এছাড়া সুলতান হুসেন শাহের পৃষ্ঠপোষকতায় কবীন্দ্র পরমেশ্বর 'মহাভারত' বাংলায় অনুবাদ করেন।

গ উদ্দীপকে চিত্র-১ এর ষাটগম্বুজ মসজিদ এবং চিত্র-২ এর বিবি পরির সমাধি সৌধ মধ্যযুগে নির্মিত হয়েছিল।

মুসলমান শাসকগণ ইসলামের গৌরবকে সুপ্রতিষ্ঠিত এবং নিজেদের শাসনকালকে স্মরণীয় করে রাখতে বাংলার বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সময়ে অনেক প্রাসাদ, মসজিদ, কবর, দরগাহ প্রভৃতি নির্মাণ করেছিলেন। মসজিদ নির্মাণকে তৎকালীন মুসলমান শাসকগণ অতিশয় পুণ্যের কাজ বলে মনে করতেন। সুলতানি আমলে এসব স্থাপত্যের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে এখনো অনেক স্মৃতিচিহ্ন রয়েছে। ঐতিহাসিক স্থাপত্য বড় সোনা মসজিদ, ছোট সোনা মসজিদ, ষাটগম্বুজ মসজিদ, বাবা আদমের

মসজিদ, এক লাখি মসজিদ, বড় কাটরা প্রভৃতি এ সময় বা মধ্যযুগের স্থাপত্যশিল্পের অন্যতম নিদর্শন। এ নির্মাণসমূহ মধ্যযুগে বাংলায় মুসলমান শাসনের ইতিহাসকে অনেক অংশে সমৃদ্ধ করেছে। বর্তমান সময়েও এগুলো অতীত ঐতিহ্যের স্বাক্ষর হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে। বাগেরহাট জেলার ষাটগম্বুজ মসজিদ বাংলার মুসলমান শাসনকালের গৌরব বৃদ্ধি করছে। এ স্থাপত্য কর্মটি জাতিসংঘের ইউনেস্কো কর্তৃক বিশ্বসভ্যতার নিদর্শন হিসেবে (ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ) স্বীকৃত হয়েছে।

তাই বলা যায়, উদ্দীপকে উল্লিখিত স্থাপত্যকীর্তি মধ্যযুগে নির্মিত হয়েছিল।

ঘ "স্থাপত্য শিল্পের বিকাশের জন্য মধ্যযুগকে বাংলায় স্বর্ণযুগ বলা হয়।" মন্তব্যটি যথার্থ।

মধ্যযুগে বাংলার মুসলমান শাসকগণ ইসলামের গৌরবকে সুপ্রতিষ্ঠিত এবং নিজেদের শাসনকালকে স্মরণীয় করে রাখতে বাংলার বিভিন্ন স্থানকে স্থাপত্যিক ঐতিহ্যে সাজিয়েছেন। এ সময়ে স্বাধীন বাংলার মুসলমান সুলতানদের রাজধানী প্রথমে ছিল গৌড়, পরে পাড়ুয়া। এ দু'শহরেই প্রথমে বাংলার স্থাপত্যশিল্প গড়ে উঠেছিল। ১৩৬৯ খ্রিষ্টাব্দে সুলতান সিকান্দার শাহ আদিনা মসজিদ নির্মাণ করেন। এ মসজিদের উত্তর পাশে সিকান্দার শাহের কবর নির্মিত হয়েছিল। বর্তমান সোনারগাঁয়ে গিয়াস উদ্দিন আযম শাহের কবর আছে। এ কবরের অতি নিকটে পাঁচটি দরগাহ ও পাঁচটি মসজিদ আছে। এগুলো 'পাঁচ পিরের দরগাহ' নামে পরিচিত। বাগেরহাট জেলার 'ষাটগম্বুজ মসজিদ' বাংলার মুসলমানদের শাসনকালের গৌরব বৃদ্ধি করেছে। 'কদম রসুল' গৌড়ে অবস্থিত। নসরত শাহ এ ভবন নির্মাণ করেন। সুলতান জালাল উদ্দিনের পাড়ুয়ার এক লাখি মসজিদ। এছাড়া রুকনউদ্দিন বরবক শাহ নির্মিত গৌড়ের 'দাখিল দরওয়াজা' ও আলাউদ্দিন হুসেন শাহের সমাধি এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

গৌড়ের ফিরোজ মিনার স্থাপত্যশিল্পের এক উৎকৃষ্ট নিদর্শন। বাংলার স্থাপত্যশিল্পের ইতিহাসে এসব গুরুত্বপূর্ণ অবদান বা স্থাপত্যের জন্যই মধ্যযুগকে বাংলায় মুঘলদের স্বর্ণযুগ বলা হয়।

প্রশ্ন ▸ ০৭ আরমানের মৃত্যুর পর তার দুই ছেলের মধ্যে সম্পদের বণ্টন নিয়ে দ্বন্দ্ব বাধে। বণ্টননামা অনুসারে যৌথভাবে সংসার চালানোর কথা থাকলেও বাবার রেখে যাওয়া দোকান দেখার দায়িত্ব নেন বড় ছেলে লোকমান ও সংসার খরচের দায়িত্ব পান ছোট ছেলে খলিল। খলিলের তেমন আয় না থাকায় সংসার চালাতে খলিল ব্যর্থ হন। অপরপক্ষে মূল আয়ের অর্থ লোকমান নিলেও তার তেমন খরচ ছিল না। উদ্ভূত জটিল পরিস্থিতির সমাধানকল্পে সংসার চালানোসহ সকল দায়িত্ব বড় ভাই লোকমান স্থায়ীভাবে গ্রহণ করেন।

ক. ছিয়াত্তরের মন্বন্তর কী? ১

খ. ফরাসি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এ দেশ ত্যাগ করে কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের সম্পদ বণ্টন প্রক্রিয়ার সাথে বাংলার কোন বিশেষ ধরনের শাসন ব্যবস্থার মিল পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "উক্ত শাসন ব্যবস্থার পর ভূমি ব্যবস্থাপনায় বৃটিশরা স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণ করেন"– বিশ্লেষণ কর। ৪

৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলা ১১৭৬ সালে অর্থাৎ ১৭৭০ খ্রিষ্টাব্দে বাংলায় এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ ও মহামারি দেখা দেয়। এ দুর্ভিক্ষ ছিয়াত্তরের মন্বন্তর নামে পরিচিত।

খ ভারত উপমহাদেশের জন্য পলাশির যুদ্ধ একটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনা। এ যুদ্ধে বাংলার নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরাজয়ের পর উপমহাদেশে সামগ্রিকভাবে ব্যাপক পরিবর্তন আসে। ফরাসিরা এদেশে ব্যবসায় বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে আসে। কিন্তু তারা ইংরেজদের সাথে প্রতিযোগিতায় টিকতে পারেনি। তাই তারা পলাশির যুদ্ধে নবাবকে সহায়তা করে। এ যুদ্ধে নবাবের পরাজয়ের ফলে ফরাসিরা উপমহাদেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়।

গ উদ্দীপকের সম্পদ বণ্টন প্রক্রিয়ার সাথে বাংলার দ্বৈত শাসন ব্যবস্থার মিল রয়েছে।

উদ্দীপকে দেখা যায় আরমানের মৃত্যুর দুই পুত্রের মধ্যে সম্পত্তি ভাগাভাগি নিয়ে দ্বন্দ্ব শুরু হয়। দোকান ও সংসার পরিচালনা নিয়ে দুই ভাই তমাল ও কায়সারের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়, তা ইংরেজদের দ্বৈতশাসন ব্যবস্থার অনুরূপ। ১৭৬৪ সালে বক্সারের যুদ্ধে জয়লাভের পর রবার্ট ক্লাইভ বাংলার দেওয়ানি লাভ করেন। ফলে রবার্ট ক্লাইভ দেওয়ানি সনদের নামে বাংলার সম্পদ হাতিয়ে নেয়ার একচেটিয়া অধিকার লাভ করেন। দিল্লি কর্তৃক বিদেশি বণিক কোম্পানিকে এরূপ ক্ষমতা দেওয়ার কারণে দ্বৈতশাসনের সৃষ্টি হয়। এতে করে কোম্পানি লাভ করে দায়িত্বহীন ক্ষমতা আর নবাব ক্ষমতাহীন শাসকে পরিণত হন। অথচ নবাবের দায়-দায়িত্ব থেকে যায় ষোল আনা। ফলে বাংলায় এক অভূতপূর্ব প্রশাসনিক জটিলতা দেখা দেয়। এ কারণে ১৭৭০ সালে (১১৭৬ বঙ্গাব্দ) ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। এটাই ইতিহাসে ছিয়াত্তরের মন্বন্তর নামে পরিচিত। কিন্তু ১৭৬৫-৭০ সালে বার্ষিক রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ যা ছিল দুর্ভিক্ষের বছরের রাজস্ব আদায়ের প্রায় কাছাকাছি। ফলে বাংলার মানুষ হতদরিদ্র ও অসহায় হয়ে পড়ে। দ্বৈতশাসন ব্যবস্থায় নবাবের হাতে পর্যাপ্ত অর্থ না থাকায় প্রশাসন পরিচালনায় তিনি সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়ে পড়েন। কিন্তু এর দায়ভার নিতে হয় নবাবকে।

উপর্যুক্ত আলোচনার পরিশেষে বলা যায়, উদ্দীপকে উল্লিখিত বিষয়টির সাথে দ্বৈতশাসনের সাদৃশ্য বিদ্যমান।

ঘ "উক্ত শাসনব্যবস্থার পর ভূমি ব্যবস্থাপনায় ব্রিটিশরা স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণ করেন"– উক্তিটি সঠিক।

১৭৬৪ সালে দ্বৈতশাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের পর ১৭৭২ সালে ওয়ারেন হেস্টিংস রাজস্ব আদায়ের জন্য পাঁচসালা বন্দোবস্ত চালু করেন। এই ব্যবস্থায় জমিদাররা উচ্চহারে ডাক নিলেও সে অনুপাতে রাজস্ব আদায় হতো না। ফলে হেস্টিংস একসালা বন্দোবস্ত চালু করেন। কিন্তু এ ব্যবস্থায়ও সরকার, জমিদার, কারোরই কোনো উপকার হয়নি। এর ফলে ১৭৮৯ সালে, কর্নওয়ালিস দীর্ঘমেয়াদি দশসালা বন্দোবস্ত চালু করেন যা কোম্পানির ডাইরেক্টর সভার অনুমোদন পেয়ে ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বলে ঘোষিত হয়।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে জমিদাররা নির্দিষ্ট পরিমাণ রাজস্ব প্রদানের বিনিময়ে জমির স্থায়ী মালিকানা লাভ করেন। তবে এ ব্যবস্থায় জমিদারদের প্রশাসনিক ক্ষমতা বিলুপ্ত হয়। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি স্বয়ং শান্তিরক্ষা ও নিরাপত্তার দায়িত্ব গ্রহণ করে। এ ব্যবস্থায় খাজনা বাকি পড়লে জমিদারদের কিছু জমি বিক্রি করে তা পরিশোধের ব্যবস্থা ছিল। তাও সম্ভব না হলে জমিদারি বাজেয়াপ্ত করা হতো।

পরিশেষে বলা যায়, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বাংলার আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামোতে সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলেছিল। এ ব্যবস্থা এদেশে ব্রিটিশ শাসনের ভিত মজবুত করেছিল।

প্রশ্ন ▸ ০৮

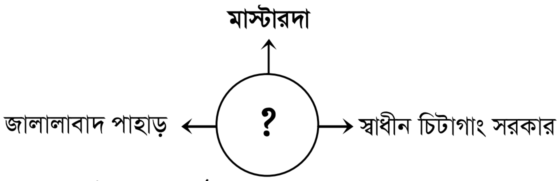

ক. ফরওয়ার্ড ব্লকের প্রতিষ্ঠাতা কে? ১

খ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'নাইট' উপাধি বর্জন করেন কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের '?' চিহ্নিত স্থানে কোন বিপ্লবীর নামটি যুক্তিযুক্ত? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "এ সকল বিপ্লবীদের আত্মাহুতি, দেশপ্রেম ও সাহস ভারতবাসীকে স্বাধীনতার পথ দেখিয়েছিল"– বিশ্লেষণ কর। ৪

৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ফরওয়ার্ড ব্লকের প্রতিষ্ঠাতা সুভাষ চন্দ্র বসু।

খ ১৯১৯ সালে ব্রিটিশ সরকার রাওলাট আইন পাস করে। এই আইনে যে কোনো ব্যক্তিকে পরোয়ানা ছাড়াই গ্রেফতার এবং সাক্ষ্যপ্রমাণ ছাড়াই আদালতে দণ্ড দেয়ার ক্ষমতা পুলিশকে দেওয়া হয়। এ নিপীড়নমূলক আইনের বিরুদ্ধে সর্বত্র আন্দোলন গড়ে ওঠে। রাওলাট আইনের বিরুদ্ধে অন্যান্য স্থানের মতো পাঞ্জাবেও আন্দোলন গড়ে ওঠে। পাঞ্জাবের অমৃতসরে এক সভায় জেনারেল ডায়ারের নির্দেশে বহু নিরস্ত্র মানুষকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। ইতিহাসে এ হত্যাকাণ্ড 'জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড' নামে পরিচিত। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এ নৃশংস হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে তার 'নাইট' উপাধি বর্জন করেন।

গ উদ্দীপকের '?' চিহ্নিত স্থানে বিপ্লবী সূর্য সেন এর নামটি যুক্তিযুক্ত।

ইংরেজদেরকে এদেশ থেকে বিতাড়িত করতে মাস্টারদা সূর্যসেন মৃত্যু ভয়কে তুচ্ছ করে বারবার সশস্ত্র আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

মাস্টারদা সূর্য সেন ছিলেন একজন দুঃসাহসী বিপ্লবী। তিনি কলেজ জীবনে বিপ্লবীদের সংস্পর্শে আসেন। এ সময় তিনি অনুরূপ সেন, অম্বিকা চক্রবর্তী, নগেন সেনের সহায়তায় একটি বিপ্লবী সংগঠন গড়ে তোলেন। পরবর্তীতে চট্টগ্রামকে ব্রিটিশ শাসনমুক্ত করতে গঠন করেন চট্টগ্রাম বিপ্লবী বাহিনী। এ আত্মঘাতী বাহিনী পরে 'চিটাগাং রিপাবলিকান আর্মি' নামধারণ করে। ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। কিন্তু এ অসম যুদ্ধে বিপ্লবীরা পরাজিত হন এবং ১৯৩৩ সালে মাস্টারদা সূর্যসেন গ্রেফতার হন। অবশেষে ১৯৩৪ সালের ১২ই জানুয়ারি তাকে ফাঁসি দেওয়া হয়। মাস্টারদা সূর্যসেন ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে নিজের জীবন উৎসর্গ করতেও পিছপা হননি। আর এসব কারণেই তাকে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের নায়ক বলা হয়।

ঘ "এ সকল বিপ্লবীদের আত্মাহুতি, দেশপ্রেম ও সাহস ভারতবাসীকে স্বাধীনতার পথ দেখিয়েছিল"– মন্তব্যটি যথার্থ।

স্বদেশী আন্দোলনের ব্যর্থতা বাংলার স্বাধীনতাকামী যুব সমাজকে সশস্ত্র বিপ্লবের পথে ঠেলে দেয়। এই আন্দোলন ধীরে ধীরে বিভিন্ন এলাকায় অতর্কিত বোমা হামলা, উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তা হত্যা, গেরিলা পদ্ধতিতে খণ্ডযুদ্ধ ইত্যাদি ঘটনার মধ্য দিয়ে প্রকাশ্যে আসতে থাকে। সশস্ত্র বিপ্লবী এ আন্দোলনে উল্লেখযোগ্য নামগুলো হলো ক্ষুদিরাম, অরবিন্দ ঘোষ, পুলিন বিহারী দাস, প্রফুল্ল চাকী, রাসবিহারী বসু, বাঘা যতীন প্রমুখ। মৃত্যুদণ্ড, যাবজ্জীবন কারাদণ্ড, নির্মম অত্যাচারও এসব বিপ্লবীদের পথভ্রষ্ট করতে পারেনি।

বিপ্লবীদের আন্দোলন বাংলায় বেশি শক্তিশালী ছিল এবং বাঙালিরা ইংরেজ প্রশাসনকে ব্যতিব্যস্ত রেখেছিল। বাঙালি তরুণরা মৃত্যুভয়কে তুচ্ছ করে বারবার আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। এদের মধ্যে অন্যতম দুঃসাহসী বিপ্লবী ছিলেন চট্টগ্রামের মাস্টারদা সূর্য সেন। স্বাধীন চিটাগাং সরকারের ঘোষণা দিয়ে তিনি ইংরেজদের সাথে যুদ্ধ করেন এবং পরবর্তীতে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। সূর্য সেনের বিপ্লবী বাহিনীর নারী যোদ্ধা প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারও আন্দোলনে সাহসী ভূমিকা রেখেছিলেন। তবে গণবিচ্ছিন্নতা ও একক নেতৃত্বের অভাবে সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলন শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল।

সশস্ত্র বিপ্লব সফল না হলেও বিপ্লবীদের আত্মাহুতি, দেশপ্রেম, সাহস পরাধীন বাংলা তথা ভারতবাসীকে স্বাধীনতার পথ দেখিয়েছিল। এ আন্দোলন প্রত্যক্ষভাবে সফল না হলেও বিপ্লবীদের আদর্শ পরবর্তী আন্দোলনসমূহে প্রেরণা যুগিয়েছিল।

প্রশ্ন ▸ ০৯ ধামশ্রেণি ইউনিয়নের চেয়ারম্যান রফিকুল ইসলামের মৃত্যুর পর তার ৪ ছেলেই পরবর্তী চেয়ার নির্বাচনে আলাদা আলাদাভাবে নির্বাচনের ঘোষণা দেন। রফিকুল চেয়ারম্যানের শুভাকাঙ্ক্ষী বৃদ্ধ কসিমউদ্দিন ৪ ছেলেকে ডেকে বুঝান এবং ৪ ভাইকে ঐক্যবদ্ধ থেকে বড় ভাই সোহেলের নেতৃত্বে নির্বাচন করার পরামর্শ দেন। কসিমউদ্দিনের পরামর্শ মেনে চেয়ারম্যানের ছেলেরা ঐক্যবদ্ধভাবে নির্বাচন করে জয়ী হন। এ ঐক্যবদ্ধতার শিক্ষাই তাদের পারিবারিক বন্ধন আরো সুদৃঢ় করে।

ক. কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের নকশাকার কে ছিলেন? ১

খ. ভাষা আন্দোলনে তমদ্দুন মজলিসের ভূমিকা কেমন ছিল? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের বৃদ্ধ কসিমউদ্দিনের পরামর্শের প্রভাব স্বাধীনতাপূর্ব বাংলার কোন নির্বাচনে দৃশ্যমান? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "উক্ত নির্বাচনে বিজয় বাঙালিদের মনোবল বৃদ্ধিতে সহায়তা করেছে"– বিশ্লেষণ কর। ৪

৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারের নকশাকার ছিলেন স্থপতি হামিদুর রহমান।

খ তমদ্দুন মজলিশ ভাষা আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল।

১৯৪৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক অধ্যাপক আবুল কাশেমের নেতৃত্বে তমদ্দুন মজলিশ গড়ে ওঠে। এটিই ভাষা আন্দোলনের প্রথম সংগঠন। এ সংগঠনের উদ্যোগে ১৯৪৭ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর ভাষা

আন্দোলনের প্রথম পুস্তিকা 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু' প্রকাশিত হয়। পুস্তিকাটিতে রাষ্ট্রভাষা বাংলা দাবির পক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করা হয়। এ পুস্তিকায় লিখতেন সাহিত্যিক আবুল হোসেন, কাজী মোতাহার হোসেন। তমদ্দুন মজলিশ ভাষা আন্দোলনে যথেষ্ট ভূমিকা রেখেছিল।

গ উদ্দীপকের বৃদ্ধ কসিমউদ্দিনের পরামর্শের প্রভাব স্বাধীনতাপূর্ব বাংলার ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে দৃশ্যমান।

১৯৫৪ সালের নির্বাচনে পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে মুসলিম লীগ ছিল পুরাতন ও বড় দল। এছাড়া পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক সরকার পরিচালনা করতো মুসলিম লীগ। ফলে ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে সদ্য প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দলগুলো মুসলিম লীগকে পরাজিত করার কৌশল হিসেবে জোটবদ্ধ হয়ে নির্বাচন করার পরিকল্পনা নেয়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৫৩ সালের ১৪ই নভেম্বর ময়মনসিংহে অনুষ্ঠিত আওয়ামী মুসলিম লীগের কাউন্সিলে 'যুক্তফ্রন্ট' গঠনের সিদ্ধান্ত হয়। যুক্তফ্রন্ট মূলত পাঁচটি বিরোধী রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে গঠিত হয়। মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বাধীন আওয়ামী মুসলিম লীগ, শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের কৃষক-শ্রমিক পার্টি, মওলানা আতাহার আলীর নেজামে ইসলাম পার্টি, হাজী দানেশের বামপন্থী গণতন্ত্রী দল ও খিলাফত-ই-রাব্বানি পার্টি। আওয়ামী মুসলিম লীগের নির্বাচনি কর্মসূচির ৪২ দফার প্রধান প্রধান দাবি নিয়ে যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা নির্বাচনি ইশতেহার ঘোষণা করা হয়। জনগণ যুক্তফ্রন্টের ওপর সার্বিক আস্থা রেখে তাদের পূর্ণ সমর্থন ব্যক্ত করেন। ফলে যুক্তফ্রন্ট মোট ৩০৯টি আসনের মধ্যে ২২৩টি আসন লাভ করে বিজয়ী হয়।

উদ্দীপকে ধামশ্রেণি ইউনিয়নের চেয়ারম্যান রফিকুল ইসলামের মৃত্যুর পর তার ৪ ছেলে কসিমউদ্দিনের পরামর্শে মেনে ঐক্যবদ্ধভাবে নির্বাচনে জয়ী হন। যা ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনের ঘটনাকে নির্দেশ করে।

ঘ "উক্ত নির্বাচনে তথা যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে বাঙালিদের মনোবল বৃদ্ধিতে সহায়তা করেছে।"- উক্তিটি যথার্থ।

১৯৫৪ সালের নির্বাচন ছিল মুসলিম লীগের অন্যায়, বৈষম্যমূলক ও ব্যর্থ শাসনের বিরুদ্ধে বাঙালির ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদ। বাঙালি জাতি এ নির্বাচনের মাধ্যমে মুসলিম লীগকে বুঝিয়ে দেয় যে, তারা পূর্ব বাংলায় মুসলিম লীগকে আর চায় না। যুক্তফ্রন্ট নেতৃবৃন্দের জনপ্রিয়তা, বিশেষ করে তরুণ নেতৃত্বের জনপ্রিয়তা পূর্ব বাংলার ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব তৈরির পথ সুগম করে। কারণ অনেক তরুণ নেতার কাছে মুসলিম লীগের বড় বড় নেতার পরাজয় ঘটে। এছাড়া যুক্তফ্রন্টের মধ্যে আওয়ামী মুসলিম লীগের সর্বোচ্চ আসন লাভ ভবিষ্যতে তাদের পূর্ব বাংলায় বলিষ্ঠ নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার ইঙ্গিত বহন করে। এ নির্বাচনের মাধ্যমে পূর্ব বাংলার রাজনীতিতে ধর্মনিরপেক্ষ ধারার সৃষ্টি হয়। সর্বোপরি এ নির্বাচনের মাধ্যমে মুসলিম লীগ ও অবাঙালি নেতৃত্বের প্রতি বাঙালির মনে ব্যাপক অনাস্থা জন্মায়। তারা বুঝতে পারে পশ্চিম পাকিস্তানি ও তাদের এ দেশীয় দোসরদের দ্বারা বাঙালির প্রকৃত মুক্তি সম্ভব নয়। ফলে বাঙালি জাতীয়তাবাদীর আদর্শের ভিত্তিতে পূর্ব বাংলার মানুষ স্বায়ত্তশাসনের প্রতি তাদের পূর্ণ সমর্থন ব্যক্ত করে।

সুতরাং বলা যায়, যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে বিজয় বাঙালিদের মনোবল বৃদ্ধিতে সহায়তা করেছে।

প্রশ্ন ▸ ১০

ক. জাতীয় স্মৃতিসৌধ কীসের প্রতীক? ১

খ. মুজিবনগর স্মৃতিসৌধে ২৪টি দেয়াল নির্মাণ করা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের চিত্রটি ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের কোন সমস্যার সাক্ষ্য বহন করে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "উক্ত সমস্যা আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের পক্ষে সহানুভূতির জন্ম দিয়েছিল"– বিশ্লেষণ কর। ৪

১০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক জাতীয় স্মৃতিসৌধ আমাদের গৌরবময় সংগ্রামের প্রতীক।

খ মহান মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বকারী মুজিবনগর সরকারের স্মৃতির প্রতি সম্মান জানিয়ে তৎকালিন কুষ্টিয়া জেলার মেহেরপুরে (বর্তমানে জেলা) মুজিবনগর স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করা হয়। স্মৃতিসৌধে ২৪টি পৃথক ত্রিভুজাকৃতির দেয়াল বৃত্তাকারে ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি পেয়ে সর্বশেষ উচ্চতায় স্থির হয়েছে। ২৪টি ত্রিভুজাকৃতির দেয়াল হলো ২৪ বছরের পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শোষণের প্রতীক।

গ উদ্দীপকের চিত্রটি ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের শরণার্থী সমস্যার সাক্ষ্য বহন করে।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সূচনাতেই সৃষ্টি হয় শরণার্থী সমস্যা। ২৫শে মার্চের মধ্যরাতে বাঙালি নিধনযজ্ঞ শুরু হলে প্রাণভয়ে ও নিরাপত্তার সন্ধানে লাখ লাখ মানুষ বিভিন্ন পথে পাশের দেশ ভারতের সীমান্তবর্তী গ্রাম ও শহরগুলোতে আশ্রয় নেয়। শরণার্থীদের বড়ো অংশ আশ্রয় নিয়েছিল পশ্চিমবঙ্গো। বাকিরা ত্রিপুরা ও আসামে।

১৯৭১ সালের ৫ই ডিসেম্বর পর্যন্ত শরণার্থীর সংখ্যা ছিল প্রায় ৯৮ লাখ ৯৯ হাজার ৩০৫ জন। শরণার্থীদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ ছিল হিন্দু। শরণার্থী শিবিরগুলোতে ছিল খাদ্য, পানীয় জল ওষুধপত্রের স্বল্পতা। ১৯৭১ সালে জাতিসংঘ শরণার্থী বিষয়ক সংস্থার (ইউএনএইচসিআর) প্রধান প্রিন্স সদরুদ্দিন আগা খান শরণার্থী সমস্যাকে জাতিসংঘের সামনে সমসাময়িক কালে সবচেয়ে বড়ো সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করেন। বস্তুত, জাতিসংঘ সৃষ্টির পর বাংলাদেশ সংকটে জাতিসংঘ সবচেয়ে বড়ো মানবিক সাহায্য নিয়ে এগিয়ে এসেছিল। যা ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের শরণার্থী সমস্যাকে নির্দেশ করে।

ঘ "উক্ত সমস্যা তথা শরণার্থী সমস্যা আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের পক্ষে সহানুভূতির জন্ম দিয়ে ছিল"- উক্তিটি যথার্থ।
শরণার্থীদের নিয়ে সরকারি পর্যায়ে ভারতের নীতির প্রধান দুটি দিক ছিল। প্রথমত : মানবিক কারণ, দ্বিতীয়ত : জাতীয় স্বার্থ। অবশ্য ভারতের সুশীল সমাজের প্রতিক্রিয়া ছিল একান্তই মানবিক। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ১৬ই মে পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরায় বেশ কিছু শরণার্থী শিবির পরিদর্শন করেন। ১৮ই মে রানীক্ষেতে এক জনসভায় ভাষণদানকালে ইন্দিরা গান্ধী শরণার্থী সমস্যার ব্যাপকতা অনুধাবনের জন্য বিশ্বের বৃহৎ শক্তিগুলোর প্রতি আহ্বান জানান। ভারত শরণার্থীদের নিজে যেমন– সাহায্য করেছে, তেমনি বহির্বিশ্বকেও সাহায্য করতে আহবান জানিয়েছিল। জুন ১৯৭১ পর্যন্ত জাতিসংঘ ও অন্যান্য উৎস থেকে প্রাপ্ত ও প্রতিশ্রুত সাহায্যের পরিমাণ ছিল ২৬ কোটি ৩০ লাখ মার্কিন ডলার। জাতিসংঘের ইতিহাসে এটা ছিল আকাশপথে সবচেয়ে বৃহৎ সাহায্য। এছাড়া যুক্তরাষ্ট্র, পশ্চিম জার্মানি, ব্রিটেন, অস্ট্রেলিয়া, জাপান, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপের রাষ্ট্রগুলোও সাহায্য পাঠান। ভারত তার নিজস্ব কোষাগার থেকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ শরণার্থীদের জন্য ব্যয় করে। এজন্য ভারতীয় জনগণকে ১৯৭১-৭২ সালে অতিরিক্ত করো দিতে হয়। ভারতে শরণার্থীদের অস্বাভাবিক আগমণে পরিস্থিতি নাজুক হয়ে ওঠে। শরণার্থী শিবিরগুলো পূর্ণ হওয়ায় অন্যরা খোলা আকাশের নিচে, রাস্তায়, ফুটপাতে ও রেলস্টেশনে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিল। ত্রিপুরায় ১৪ লাখ শরণার্থী আশ্রয় নেয়, যা গোটা ত্রিপুরা রাজ্যের মোট জনসংখ্যার সমান ছিল। সেখানে স্কুল-কলেজ বন্ধ হয়ে যায়। সন্তানদের চরম ক্ষতি স্বীকার করেও অভিভাবকেরা শরণার্থীদের আশ্রয়হীন করতে চাননি। মুক্তিযুদ্ধকালীন ভারত প্রায় এক কোটি শরণার্থীকে আশ্রয় দিয়েছে, খাবার দিয়েছে এবং চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছে। সুতরাং বলা যায়, শরণার্থী সমস্যা আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের পক্ষে সহানুভূতির জন্ম দিয়েছিল।

প্রশ্ন ▶ ১১

(i) ১১টি ভাগ
(ii) ১৫৩টি অনুচ্ছেদ
(iii) ৪টি তফসিল

ক. বাংলাদেশ কখন জাতিসংঘের হিসেবে যোগ দেয়? ১
খ. "জাতীয় শিশুনীতি ২০১১" প্রণয়নের উদ্দেশ্য কী ছিল? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকের তথ্যগুলো স্বাধীনতা পরবর্তী কোন বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত? উক্ত বিষয়টির পটভূমি বর্ণনা কর। ৩
ঘ. তুমি কি মনে কর উক্ত বিষয় বাংলাদেশের জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলনে সহায়ক ভূমিকা রাখবে? মতের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশ ১৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৪ সালে জাতিসংঘের ১৩৬ তম সদস্য হিসেবে যোগ দেয়।

খ শিশুদের সার্বিক অধিকারকে সুরক্ষিত করার উদ্দেশ্যে 'জাতীয় শিশু নীতি ২০১১' প্রণয়ন করা হয়।
বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নারী ও শিশুদের ও অধিকার রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। এরই ধারাবাহিকতায় হার তিনি ২০১১ সালে 'জাতীয় শিশু নীতি-২০১১' প্রণয়ন করেন। দুঃস্থ, এতিম, অসহায় পথ-শিশুদের সার্বিক বিকাশের জন্য স্থাপন করা হয়েছে ১৫টি শিশু বিকাশ কেন্দ্র।

গ উদ্দীপকের তথ্যগুলো স্বাধীনতা পরবর্তী ১৯৭২ সালের সংবিধানের সাথে সম্পর্কিত।
বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্যে সরকার ১৯৭২ সালের ২৩শে মার্চ 'গণপরিষদ আদেশ' জারি করে। এই আদেশটি ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ থেকে কার্যকর করা হয়।
এই আদেশ জারির মধ্য দিয়ে সংবিধান প্রণয়নের আনুষ্ঠানিক কাজ শুরু হয়। আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারি পার্টি বঙ্গবন্ধুকে গণপরিষদের সংসদীয় দলীয় নেতা নির্বাচন করে। গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন বসে ১৯৭২ সালের ১০ই এপ্রিল। বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় গণপরিষদের প্রথম স্পিকার নির্বাচিত হন শাহ আবদুল হামিদ এবং ডেপুটি স্পিকার পদে নির্বাচিত হন মোহাম্মদ উল্লাহ। দ্রুততম সময়ের মধ্যে সংবিধানের খসড়া প্রণয়নের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়। ড. কামাল হোসেন এই কমিটির আহ্বায়কের দায়িত্ব পালন করেন। কমিটির সদস্য সংখ্যা ছিল ৩৪। কমিটি ১৯৭২ সালের ১১ই অক্টোবরের মধ্যে খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কাজ শেষ করে। ১৯শে অক্টোবর থেকে সংবিধান বিল সম্পর্কে গণপরিষদে সাধারণ আলোচনা শুরু হয়। দীর্ঘ সময় ধরে আলাপ-আলোচনার পর ১৯৭২ সালের ৪ঠা নভেম্বর সংবিধান বিল গণপরিষদে পাস হয়। ১৯৭২ সালের ১৬ই ডিসেম্বর প্রথম বিজয় দিবসে সংবিধান কার্যকর হয়।

ঘ হ্যাঁ, উক্ত বিষয় তথা সংবিধান বাংলাদেশের জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলনে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।
গণপরিষদের সংবিধানের ওপর বক্তব্য রাখতে গিয়ে বঙ্গবন্ধু বলেন, 'এই সংবিধান শহিদের রক্তে লিখিত, এ সংবিধান সমগ্র জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার মূর্ত প্রতীক হয়ে বেঁচে থাকবে।'
দীর্ঘ ২৪ বছর পাকিস্তানের অধীনে শোষিত ও নির্যাতিত হওয়ার পর বাঙালি জাতি যে আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে মুক্তিযুদ্ধ করেছিল তার প্রতিফলন ঘটেছে যুদ্ধ পরবর্তীকালে প্রণীত হওয়া ১৯৭২ সালের সংবিধানে। বাঙালিরা দীর্ঘকাল লড়াই করেছে একটি শোষণহীন, গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার জন্য। ১৯৭২ সালের সংবিধান বাঙালি জাতীয়তাবাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এই সংবিধানে শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে। তাছাড়া গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতার কথাও বলা হয়েছে সংবিধানে। ১৯৭২ সালের সংবিধান সাধারণ মানুষের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করেছে, বিচার বিভাগের স্বাধীনতাও নিশ্চিত করেছে। সাম্প্রদায়িক রাজনীতিও নিষিদ্ধ করে রাষ্ট্রের এ সর্বোচ্চ আইন।
সুতরাং বলা যায়, ১৯৭২ সালের সংবিধান সমগ্র জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার মূর্ত প্রতীক হয়ে বেঁচে থাকবে।

দিনাজপুর বোর্ড-২০২৪

বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা)

বিষয় কোড | 1 | 5 | 3 |

সময় : ৩০ মিনিট — পূর্ণমান : ৩০

[বিশেষ দ্রষ্টব্য : সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসংবলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১]

প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না।

১. ঐতিহাসিক '৬ দফা' প্রস্তাব কোথায় পেশ হয়?
K লাহোরে L পাঞ্জাবে M ইসলামাবাদে N অমৃতসরে

২. ৭ই মার্চের ভাষণে বঙ্গবন্ধুর মুলদাবি ছিল কয়টি?
K ২টি L ৩টি M ৪টি N ৫টি

৩. বাংলাদেশের প্রথম অস্থায়ী সরকার গঠিত হয় কেন?
K স্বাধীনতা ঘোষণা দেওয়া জন্য L সাংগঠনিক তৎপরতা বৃদ্ধি করতে
M প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য N মুক্তিযুদ্ধ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য

৪. মোস্তাক সরকারকে স্বীকৃতিদানকারী প্রথম রাষ্ট্র কোনটি?
K চীন L যুক্তরাষ্ট্র M পাকিস্তান N সৌদিআরব

□ নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৫ ও ৬নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
'খ' রাষ্ট্র 'ক' রাষ্ট্রের নিপীড়িত, অত্যাচারিত ও আশ্রয়হীন মানুষকে আশ্রয়, খাদ্য বস্ত্র ও চিকিৎসা দেয় তাদের দুঃখ-দুর্দশার বিষয় বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরে।

৫. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় কোন রাষ্ট্রের ভূমিকা উদ্দীপকের 'খ' রাষ্ট্রের সাথে মিল রয়েছে?
K চীন L ভারত M নেপাল N ভূটান

৬. উক্ত রাষ্ট্রের গৃহীত কর্মকাণ্ডের ফলে বাংলাদেশের—
i. স্বাধীনতালাভ ত্বরান্বিত হয় ii. মানবাধিকার রক্ষিত হয়
iii. অভ্যন্তরীণ অবস্থা বহির্বিশ্ব অবগত হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
K i ও ii L ii ও iii M i ও iii N i, ii ও iii

৭. ১৫ আগস্টের হত্যাকান্ডের পর রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করেন কে?
K জিয়াউর রহমান L বিচারপতি সাত্তার
M খালেদ মোশাররফ N খন্দকার মোশতাক আহমদ

৮. আইন-ই-আকবরী গ্রন্থের রচয়িতা কে?
K মিনহাজ-উস-সিরাজ L কলহন M আবুল ফজল N কৌটিল্য

৯. কোনটি পড়লে বাঙালি জাতির গৌরব জানা যায়?
K অর্থনীতি L ইতিহাস M পৌরনীতি N ভূগোল

□ উদ্দীপকটি পড়ো এবং ১০ ও ১১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
সাজিদের বাবা ওজন পরিমাপের জন্য একটি ডিজিটাল মেশিন ক্রয় করে। সাজিদ তার বাবার কাছে জানতে চায় যখন ডিজিটাল মেশিন ছিল না তখন মানুষ কি দিয়ে ওজন পরিমাপ করতো? তখন তার বাবা বললেন আগে মানুষ লোহার তৈরি বাটখারা ব্যবহার করতো।

১০. উদ্দীপকে উল্লিখিত ওজন মেশিনের ব্যবহার কোন সভ্যতার অবদানকে স্মরণ করিয়ে দেয়?
K মিশরীয় L রোমান M সিন্ধু N গ্রিক

১১. উক্ত সভ্যতা কোনটির জন্য বিখ্যাত?
K সামরিক নৈপুণ্য প্রদর্শন L জনগণের গণতান্ত্রিক সমাজ জীবন
M ধর্মীয় বিধি বিধানের কঠোরতা N সুপরিকল্পিত আবাসন ব্যবস্থাপনা

১২. সোমপুর বিহার কোন শাসনামলের নিদর্শন?
K মৌর্য L গুপ্ত M সেন N পাল

১৩. মধ্যযুগে বাংলার শাসক শ্রেণির ভাষা ছিল কোনটি?
K সংস্কৃত L ফার্সি M বাঙলা N আরবি

১৪. নিচের কোনটি ক্ষত্রীয় শ্রেণির জন্য যথার্থ?
K শত্রু রাজ্যের বিরুদ্ধে নিরাপত্তা দান করতো
L মন্দিরের কর্মকাণ্ড পরিচালনায় নিয়োজিত ছিল
M আমদানি-রপ্তানির কাজে জড়িত থাকতো
N সামাজিক রীতি-নীতির নিয়ন্ত্রণ রাখতো

১৫. নিদর্শনের দিক দিয়ে প্রাচীন বাংলার সবচেয়ে সমৃদ্ধ জনপদ কোনটি?
K পুণ্ড্র L গৌড় M বঙ্গ N হরিকেল

১৬. প্রাচীন বাংলার মানুষ সংগ্রামী হয়ে ওঠার কারণ—
i. আবহাওয়া ii. ভৌগোলিক পরিবেশ iii. ঋতু বৈচিত্র্য
নিচের কোনটি সঠিক?
K i ও ii L ii ও iii M i ও iii N i, ii ও iii

১৭. স্বাধীন গৌড় রাজ্যের অধিপতি কে ছিলেন?
K গোপাল L শশাঙ্ক M ধর্মপাল N দেবপাল

১৮. 'দান সাগর' গ্রন্থ কে রচনা করেন?
K বিজয় সেন L লক্ষ্মণ সেন M বল্লাল সেন N সামন্ত সেন

১৯. আলাউদ্দিন হোসেন শাহ রাজধানী পরিবর্তন করেন কেন?
K রাজ্যের কল্যাণ সাধন L বাণিজ্যিক সুবিধা বৃদ্ধি
M হাবসিদের প্রভাব থেকে মুক্তি লাভ N যথাযথ শাসন ব্যবস্থার প্রচলন

২০. বারো ভূঁইয়াদের নেতা কে ছিলেন?
K ওসমান খান L সোনাগাজি M ঈসা খান N বাহাদুর গাজি

২১. কোন ইউরোপীয় নাবিক সমুদ্রপথে সর্বপ্রথম ভারত উপমহাদেশে আসেন?
K ভাস্কো-দা-গামা L ক্যাপ্টেন হকিন্স M স্যার টমাস রো N জব চার্নক

২২. পলাশী যুদ্ধে নবাবের পরাজয়ের কারণ—
i. নবাবের অদূরদর্শিতা ii. সেনাপতির বিশ্বাসঘাতকতা
iii. বিপক্ষ শক্তির কূটকৌশল
নিচের কোনটি সঠিক?
K i ও ii L i ও iii M ii ও iii N i, ii ও iii

২৩. স্বদেশী আন্দোলন বয়কট বলতে কী বোঝায়?
K বিদেশি পণ্য গ্রহণ L স্বদেশি পণ্য অর্জন M বিদেশি পণ্য বর্জন N স্বদেশি পণ্য উৎপাদন

২৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'নাইট' উপাধি বর্জন করেন কেন?
K সরকারের দমন নীতির প্রতিবাদের জন্য
L অহিংসা আন্দোলনে সমর্থন জানাতে
M স্বদেশি আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে
N জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকান্ডের বিরুদ্ধে ঘৃণা প্রকাশ করতে

২৫. 'বাঙালি জাতীয়তাবাদ' বিকাশের প্রথম আন্দোলন কোনটি?
K অসহযোগ L খিলাফত M ভাষা N স্বাধিকার

২৬. রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয় কেন?
K ভাষা আন্দোলনকে রাজনৈতিক রূপদানের জন্যে
L অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করার জন্য
M রাজনৈতিক দল গড়ে তুলতে
N ভাষা আন্দোলনের পক্ষে জনমত গড়ে তুলতে

□ নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ২৭ ও ২৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
অর্থের অভাব জনাব অর্জুনের শিক্ষাজীবনে ভালো ফলাফল অর্জনে বাঁধা হতে পারেনি। তিনি তার এলাকায় শিক্ষার প্রসারে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনে সহায়তা করেন। তিনি নিজের ছেলেকে একজন বিধবা নারীর সাথে বিয়ে দেন।

২৭. উদ্দীপকের অর্জুনের সাথে নিচের কোন মহান ব্যক্তির সাদৃশ্য রয়েছে?
K ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর L রাজা রামমোহন রায়
M হেনরি লুই ডিরোজিও N মাইকেল মধুসূদন দত্ত

২৮. উক্ত মহান ব্যক্তির কর্মকান্ডের মাধ্যমে—
i. বাংলায় শিক্ষার প্রসার ঘটে ii. সমাজে আধুনিকতার প্রচলন হয়
iii. অভিজাত শ্রেণির মধ্যে সাহিত্য চর্চা বৃদ্ধি পায়
নিচের কোনটি সঠিক?
K i ও ii L i ও iii M ii ও iii N i, ii ও iii

২৯. ১৯৫৭ সালে ভারতীয় সৈন্যদের বিদ্রোহের অন্যতম কারণ কোনটি?
K ইংরেজ ও ভারতীয় সৈন্যদের মধ্যে বৈষম্য
L এনফিল্ড রাইফেলের প্রচলন
M ব্রিটিশ অফিসারদের পক্ষপাতিত্ব
N ব্রিটিশ অফিসারদের উদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ

৩০. 'মৌলিক গণতন্ত্র' বলতে কোনটি বোঝায়?
K নির্দিষ্ট সংখ্যক লোকের নির্বাচক মণ্ডলী নির্বাচন
L নির্দিষ্ট সংখ্যক লোকের ভোটাধিকার
M নির্দিষ্ট সংখ্যক লোকের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন
N নির্দিষ্ট সংখ্যক লোকের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচন

■ **খালি ঘরগুলোতে পেনসিল দিয়ে উত্তরগুলো লেখো। এরপর প্রদত্ত উত্তরমালার সাথে মিলিয়ে দেখো তোমার উত্তরগুলো সঠিক কি না।**

উত্তর	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15	
	16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30	

দিনাজপুর বোর্ড-২০২৪

বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা (সৃজনশীল)

বিষয় কোড | 1 | 5 | 3 |

সময় : ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট — পূর্ণমান : ৭০

[**দ্রষ্টব্য :** ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ দিয়ে পড়ো এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর যথাযথ উত্তর দাও। যেকোনো **সাতটি** প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

১।
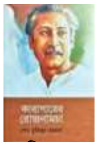
চিত্র-১

চিত্র-২

ক. ঐতিহ্য কী? ১
খ. ইতিহাস কীভাবে আত্মসম্মান বৃদ্ধিতে সহায়তা করে? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের চিত্র-১ এ ইতিহাসের কোন ধরনের উপাদান প্রদর্শিত হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. চিত্র-১ ও চিত্র-২ এ প্রদর্শিত উপাদানের সমন্বয়ে ইতিহাস রচনা পূর্ণতা পায়– বিশ্লেষণ করো। ৪

২। বাংলাদেশের অন্যতম পরিচ্ছন্ন একটি শহর রাজশাহী। সন্ধ্যা হলে রাস্তার পাশে বাতিগুলো জ্বলে ওঠে ও শহরটিকে আলোকিত করে। অতিবর্ষণেও রাস্তায় পানি জমে না উন্নত ড্রেনেজ ব্যবস্থার কারণে। পক্ষান্তরে রসুলপুর গ্রামবাসী আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। অপরাধ করলে ধনী দরিদ্র সবাইকে আইনের আওতায় আনা হয়।
ক. রসেটা স্টোন কী? ১
খ. মিশরীয়রা বিজ্ঞান চর্চায় আগ্রহী ছিলেন কেন? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. রাজশাহী মহানগরীতে তোমার পঠিত কোন সভ্যতার শিক্ষার প্রতিফলন ঘটেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. "রসুলপুরবাসীর ক্ষেত্রে আইনের প্রয়োগ যেন রোমান আইনেরই প্রতিচ্ছবি।"– বিশ্লেষণ করো। ৪

৩।

ক. আদি ঐতিহাসিক যুগ কী? ১
খ. বঙ্গ জনপদের নামকরণ করা হয় কীভাবে? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. চিত্র-১ কোন জনপদকে নির্দেশ করছে? ব্যাখ্যা দাও। ৩
ঘ. "প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শনের দিক থেকে চিত্র-২ এ নির্দেশিত জনপদই ছিল সবচেয়ে সমৃদ্ধ জনপদ।"– বিশ্লেষণ করো। ৪

৪। ছায়াঢাকা সবুজ গ্রাম শান্তিপুর। সেখানকার প্রভাবশালী পঞ্চায়েত প্রধান ছিল জুয়েল। তার মৃত্যুর পর পরবর্তী পঞ্চায়েতপ্রধান নির্বাচন নিয়ে এক মহাসংকট দেখা যায়। গ্রামের অনেকেই ঐ পদ পাওয়ার জন্য দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়। কেউ কাউকে মেনে নিতে প্রস্তুত ছিল না। নিজেদের মধ্যে মারামারি করে অনেক নেতাই মারা যান। এভাবে অনেকদিন পঞ্চায়েত প্রধান ছাড়াই বিশৃঙ্খলাপূর্ণ পরিবেশে গ্রাম চলতে থাকে। গ্রামের সাধারণ মানুষ এ বিশৃঙ্খলতা থেকে মুক্তির জন্য জাহাঙ্গীরকে সম্মিলিতভাবে পঞ্চায়েত প্রধান নির্বাচন করেন এবং শান্তিপুরে স্বস্তি ফিরে আসে। তিনি শান্তিপুরের সীমানা বৃদ্ধি করেন এবং দীর্ঘদিন পঞ্চায়েতপ্রধান থাকেন।
ক. গঙ্গারিডই জাতির বসবাস কোথায় ছিল? ১
খ. দেবপালের সময় প্রায় হারিয়ে যাওয়া বৌদ্ধ ধর্ম সজীব হয়ে উঠে কেন? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে শান্তিপুরের বিশৃঙ্খলাপূর্ণ পরিবেশের সাথে প্রাচীন বাংলার কোন অবস্থার মিল লক্ষ্য করা যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. "পঞ্চায়েতপ্রধান জাহাঙ্গীর যেন পাল বংশের প্রতিষ্ঠাতারই প্রতিচ্ছবি।"– বিশ্লেষণ করো। ৪

৫।
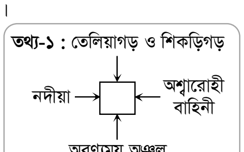

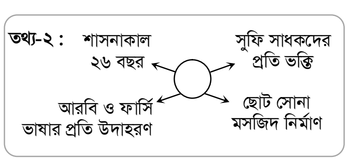

ক. সতীদাহ প্রথা কী? ১
খ. মধ্যযুগে বাংলাকে বুলগাকপুর নাম দেওয়া হয়েছিল কেন? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে তথ্য-১ এর '?' চিহ্নিত স্থান বাংলার কোন বিজেতাকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. তথ্য-২ এর প্রশ্নবোধক (?) চিহ্নিত স্থানের ব্যক্তির শাসনকালকে মুসলমান শাসনের ইতিহাসের 'স্বর্ণযুগ' বলা হয়।– বিশ্লেষণ করো। ৪

৬।

ক. 'টোল' কী? ১
খ. বর্ণবৈষম্য বলতে কী বোঝায়? ২
গ. চিত্র-১ এর স্থাপত্যটি কোন যুগে নির্মিত হয়েছে? স্থাপত্যটির বর্ণনা দাও। ৩
ঘ. বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনে সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তারে উদ্দীপকে উল্লিখিত স্থাপত্য দুইটি কি যথেষ্ট? বিশ্লেষণ করো। ৪

৭। সম্পদে পরিপূর্ণ অঞ্চল সুবর্ণপুরের উপর লোলুপ দৃষ্টি পড়ে বহিরাগত শাসক জন এর। সুবর্ণপুরের শাসক বোরহান জনকে প্রতিরোধ করার জন্য যুদ্ধের প্রস্তুতি নেন। জন কৌশলে বোরহানের প্রধান সেনাপতি, নিকটাত্মীয়দের সাথে যুক্ত হয়ে ষড়যন্ত্র করে বোরহানকে হারান এবং সুবর্ণপুরের উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীতে অনুগত শ্রেণি তৈরির জন্য মিস্টার ক্লার্ক জমিদারদের মাঝে জমি বন্দোবস্তের ব্যবস্থা করে।
ক. ছিয়াত্তরের মন্বন্তর কী? ১
খ. ফরাসি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতবর্ষ ত্যাগ করে কেন? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে বাংলার কোন যুদ্ধের চিত্র ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. "মিস্টার ক্লার্কের প্রবর্তিত জমি বন্দোবস্তের ব্যবস্থাটি আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলে"– বিশ্লেষণ করো। ৪

৮।

১নং ছক	২নং ছক
• একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী • আত্মীয় সভা • অ্যাংলো হিন্দু স্কুল প্রতিষ্ঠা • ব্রাহ্মসভা	• অবরোধবাহিনী • পদ্মরাগ • সুলতানার স্বপ্ন

ক. ফরায়েজি আন্দোলন কী? ১
খ. ফকির সন্ন্যাসীরা বিদ্রোহী হয়েছিল কেন? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. ১নং ছকের তথ্যগুলো ইতিহাসের কোন মনীষীকে স্মরণ করিয়ে দেয়? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. "২নং ছকের তথ্যগুলো ইতিহাসের যে মহীয়সী নারীর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ তিনি ছিলেন নারী মুক্তি আন্দোলনের পথিকৃত"– বিশ্লেষণ করো। ৪

৯।

১নং ছক	বাহাদুর শাহ পার্ক
২নং ছক	মাস্টার দা সূর্যসেন প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার

ক. বয়কট আন্দোলন কী? ১
খ. রবীন্দ্রনাথ টাকুর 'নাইট' উপাধি বর্জন করেছিলেন কেন? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. ছক-১ যে আন্দোলনের সাথে সংশ্লিষ্ট তার কারণ ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. 'ছক-২ এ উল্লিখিত বিপ্লবীদের আত্মত্যাগ ভারতবর্ষে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনকে ত্বরান্বিত করে।"–বিশ্লেষণ করো। ৪

১০।

চিত্র-১

চিত্র-২

ক. 'যুক্তফ্রন্ট' কী? ১
খ. আওয়ামী মুসলিম লীগ থেকে 'মুসলিম' শব্দটি বাদ দেওয়া হয় কেন? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. ১নং চিত্র কোন আন্দোলনের সাথে সংশ্লিষ্ট– তার পটভূমি ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. "চিত্র ১নং এর অর্জনের সফলতা ২নং চিত্র অর্জনের পথকে প্রসারিত করেছে"– বিশ্লেষণ করো। ৪

১১। **দৃশ্যকল্প-১ :** বাপ্পি তার নানুর বাড়িতে একটি বিয়ের অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হয়। সে দেখলো বর এলো গরুর গাড়িতে এবং কনে বিদায় হলো পালকিতে।
দৃশ্যকল্প-২ : বাপ্পি আরো দেখতে পায় যে, নানুর বাড়ির এলাকায় ধানচাষি ও গমচাষি নিজের মধ্যে ধান ও গম নিজেদের প্রয়োজনে আদান-প্রদান করে। চাষিরা তাদের উৎপন্ন ফসল আশেপাশের গ্রামে বিনিময় করে থাকে।
ক. কৌম সমাজ কী? ১
খ. কীভাবে বাংলা ভাষার উৎপত্তি হয়? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. দৃশ্যকল্প-১ প্রাচীন বাংলার কোন বিষয়টির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. 'দৃশ্যকল্প-২ প্রাচীন বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থার প্রতিচ্ছবি"– বিশ্লেষণ করো। ৪

উত্তরমালা

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

উত্তর																														
	1	K	2	N	3	N	4	M	5	L	6	N	7	M	8	M	9	L	10	M	11	N	12	N	13	L	14	M	15	K
	16	N	17	L	18	M	19	N	20	M	21	K	22	K	23	M	24	N	25	M	26	K	27	K	28	L	29	K	30	M

সৃজনশীল

প্রশ্ন ▶ ০১

চিত্র-১

চিত্র-২

ক. ঐতিহ্য কী? ১

খ. ইতিহাস কীভাবে আত্মসম্মান বৃদ্ধিতে সহায়তা করে? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের চিত্র-১ এ ইতিহাসের কোন ধরনের উপাদান প্রদর্শিত হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. চিত্র-১ ও চিত্র-২ এ প্রদর্শিত উপাদানের সমন্বয়ে ইতিহাস রচনা পূর্ণতা পায়— বিশ্লেষণ করো। ৪

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ঐতিহ্য হচ্ছে অতীতের অভ্যাস, শিক্ষা, ভাষা, শিল্প, সাহিত্য-সংস্কৃতি যা ভবিষ্যতের জন্য সংরক্ষিত থাকে।

খ জ্ঞান চর্চার শাখা হিসেবে ইতিহাস পাঠ জ্ঞান ও আত্মমর্যাদা বৃদ্ধি করে।

অতীতের সত্যনিষ্ঠ বর্ণনা মানুষের জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে। আর এ বিবরণ যদি হয় নিজ দেশ-জাতির সফল সংগ্রাম ও গৌরবময় ঐতিহ্যের, তাহলে তা মানুষকে দেশপ্রেমে উদ্‌বুদ্ধ করে। একই সঙ্গে আত্মপ্রত্যয়ী, আত্মবিশ্বাসী হতে সাহায্য করে। সে ক্ষেত্রে জাতীয়তাবোধ, জাতীয় সংহতি সুদৃঢ়করণে ইতিহাস পাঠের বিকল্প নেই।

গ উদ্দীপকের চিত্র-১ এ ইতিহাসের লিখিত উপাদান প্রদর্শিত হয়েছে।

ইতিহাসের উপাদানকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা : লিখিত উপাদান ও অলিখিত উপাদান। ইতিহাস রচনার লিখিত উপাদানের মধ্যে রয়েছে সাহিত্য, বৈদেশিক বিবরণ, দলিলপত্র ইত্যাদি। বিভিন্ন দেশি-বিদেশি সাহিত্যকর্ম যেমন– বেদ, কৌটিল্যের ‘অর্থশাস্ত্র’, কলহনের ‘রাজতরঙ্গিনী’ মিনহাজ-উস-সিরাজের ‘তবকাত-ই-নাসিরী ইত্যাদি ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ লিখিত উপাদান হিসেবে বিবেচিত। এছাড়া বিদেশি পর্যটকদের বিবরণ সব সময়ই ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ লিখিত উপাদান হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। যেমন– পঞ্চম থেকে সপ্তম শতকে বাংলায় আগত বিখ্যাত পরিব্রাজক ফা-হিয়েন, হিউয়েন সাং, ইৎসিং ও ইবনে বতুতার বর্ণনা। এসব বর্ণনা থেকে তৎকালীন সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতি, ধর্ম, আচার-অনুষ্ঠান সম্পর্কে অনেক তথ্য জানা যায়।

উদ্দীপকের চিত্র-১ এ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের “কারাগারের রোজনামচা” বইয়ের ছবি তুলে ধরা হয়েছে। যা ইতিহাসের লিখিত উপাদানকে নির্দেশ করে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের চিত্র-১ এ ইতিহাসের লিখিত উপাদান প্রদর্শিত হয়েছে।

ঘ চিত্র-১ এ ইতিহাসের লিখিত উপাদান এবং চিত্র-২ এ ইতিহাসের অলিখিত উপাদানকে নির্দেশ করে। এ দুই উপাদানের সমন্বয়ে ইতিহাস পূর্ণতা পায়।

ইতিহাস রচনায় লিখিত ও অলিখিত উভয় উপাদানই তাৎপর্যপূর্ণ। শুধু লিখিত উপাদান বা অলিখিত উপাদান দ্বারা পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনা করা সম্ভব নয়। কেননা একটিমাত্র উপাদান ইতিহাস সম্পর্কে পূর্ণ তথ্য-উপাত্ত দিতে পারে না। একজন ঐতিহাসিকের দায়িত্ব হলো সমস্ত উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্যের সমন্বয়ে সঠিক ইতিহাস রচনা করা। যা হতে হবে যথার্থ ও বাস্তবধর্মী। আর এক্ষেত্রে ইতিহাসের লিখিত উপাদানের সাথে অলিখিত উপাদানের সমন্বয় অতি আবশ্যক।

অলিখিত উপাদান যেমন– মুদ্রা, শিলালিপি, স্তম্ভলিপি, তাম্রলিপি, ইমারত, সমরাস্ত্র প্রভৃতির বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং বিশ্লেষণের মাধ্যমে তৎকালীন সময়ের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়। অপরদিকে লিখিত উপাদানগুলোতে কোনো বিষয় সম্পর্কে সমকালীন বা পরবর্তী সময়ের ঐতিহাসিক, সাহিত্যিক, পর্যটকদের লিখিত বিবরণ পাওয়া যায়। এসব লিখিত বিবরণ ইতিহাসের পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। তাই বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ ইতিহাস রচনার জন্য লিখিত ও অলিখিত উভয় ধরনের উপাদানের প্রয়োজন।

অতএব বলা যায়, চিত্র-১ ও চিত্র-২ এ প্রদর্শিত উপাদানের সমন্বয়ে ইতিহাস পূর্ণতা পায়।

প্রশ্ন ▶ ০২ বাংলাদেশের অন্যতম পরিচ্ছন্ন একটি শহর রাজশাহী। সন্ধ্যা হলে রাস্তার পাশে বাতিগুলো জ্বলে ওঠে ও শহরটিকে আলোকিত করে। অতিবর্ষণেও রাস্তায় পানি জমে না উন্নত ড্রেনেজ ব্যবস্থার কারণে। পক্ষান্তরে রসুলপুর গ্রামবাসী আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। অপরাধ করলে ধনী দরিদ্র সবাইকে আইনের আওতায় আনা হয়।

ক. রসেটা স্টোন কী? ১

খ. মিশরীয়রা বিজ্ঞান চর্চায় আগ্রহী ছিলেন কেন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. রাজশাহী মহানগরীতে তোমার পঠিত কোন সভ্যতার শিক্ষার প্রতিফলন ঘটেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. “রসূলপুরবাসীর ক্ষেত্রে আইনের প্রয়োগ যেন রোমান আইনেরই প্রতিচ্ছবি।”– বিশ্লেষণ করো। ৪

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'রসেটা স্টোন' মিশরে আবিষ্কৃত একটি পাথর, যাতে গ্রিক এবং হায়ারোগ্লিফিক ভাষায় অনেক লেখা ছিল, যা থেকে প্রাচীন মিশরের অনেক তথ্য জানা যায়।

খ ধর্মের কারণে মিশরীয়রা বিজ্ঞানচর্চায় আগ্রহী ছিল। তারা পরলোকে বিশ্বাস করত এবং ফারাওরা পরবর্তী জন্মেও রাজা হবেন এই বিশ্বাস তাদের ছিল। তাই তারা ফারাওদের দেহ সংরক্ষণ করার পদ্ধতি আবিষ্কার করে। এ কারণেই মমি তৈরি শুরু হয়। মিশরীয় বিজ্ঞানীরা রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় মৃতদেহ পচন থেকে রক্ষা করতে সক্ষম হন।

গ রাজশাহী মহানগরীতে আমার পঠিত সিন্ধু সভ্যতার শিক্ষার প্রতিফলন ঘটেছে।
সিন্ধুসভ্যতা যুগের অধিবাসীরা গুরুত্বপূর্ণ এবং চমৎকার স্থাপত্যশৈলীর নিদর্শন রেখে গেছে। সেখানে দুই কক্ষ থেকে পঁচিশ কক্ষের বাড়ির সন্ধানও পাওয়া গেছে। আবার কোথাও দুই-তিন তলা ঘরের অস্তিত্ব আবিষ্কার হয়েছে। মহেঞ্জোদারোর স্থাপত্যের উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হলো 'বৃহৎ মিলনায়তন' যা ৮০ ফুট জায়গাজুড়ে তৈরি হয়েছিল। তাছাড়া বিশাল এক প্রাসাদের সন্ধান পাওয়া গেছে। সিন্ধু সভ্যতার এলাকায় যেসব শহর আবিষ্কৃত হয়েছে তার মধ্যে হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারো সবচেয়ে বড়ো শহর। শহরগুলোর বাড়িঘরের নকশা থেকে সহজেই বোঝা যায় যে, সিন্ধু সভ্যতার অধিবাসীরা উন্নত ধরনের নাগরিক সভ্যতায় অভ্যস্ত ছিল। প্রত্যেকটি বাড়িতে খোলা জায়গা, কূপ ও স্নানাগার ছিল।
উদ্দীপকে বাংলাদেশের অন্যতম পরিচ্ছন্ন একটি শহর রাজশাহী। সন্ধ্যা হলে রাস্তার পাশে বাতিগুলো জ্বলে ওঠে ও শহরটিকে আলোকিত করে। অতিবর্ষণেও রাস্তায় পানি জমে না উন্নত ড্রেনেজ ব্যবস্থার কারণে। যা সিন্ধু সভ্যতার সাথে মিল রয়েছে।
সুতরাং বলা যায়, রাজশাহী মহানগরীতে সিন্ধু সভ্যতার শিক্ষার প্রতিফলন ঘটেছে।

ঘ "রসুলপুরবাসীর ক্ষেত্রে আইনের প্রয়োগ যেন রোমান আইনেরই প্রতিচ্ছবি।"- উক্তিটি যথার্থ।
বিশ্বসভ্যতার ইতিহাসে রোমানদের সর্বশ্রেষ্ঠ এবং গুরুত্বপূর্ণ অবদান হচ্ছে আইন প্রণয়ন। খ্রিষ্টপূর্ব পাঁচ শতকের মাঝামাঝি সময়ে রোমানরা ফৌজদারি ও দেওয়ানি আইনগুলো সুষ্ঠুভাবে একসঙ্গে সাজাতে সক্ষম হন। ৫৪০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে ১২টি ব্রোঞ্জ পাতে সর্বপ্রথম আইনগুলো খোদাই করে লিখিত হয় এবং জনগণকে দেখাবার জন্য প্রকাশ্যে ঝুলিয়ে রাখা হয়। প্রাচীন আমলে প্রস্তুতকৃত রোমান আইনের নীতিমালা আজকের আধুনিক বিশ্বেও মূলভিত্তি হিসেবে ধরা হচ্ছে। প্রাচীন রোমান সভ্যতায় আইন যেমন– সবার জন্য সমান ছিল আজকের আধুনিক বিশ্বেও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার মূলকথা হচ্ছে আইন সবার জন্য সমান। রোমান আইনে মানুষের নিরাপত্তা, জানমাল রক্ষা, মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠার মতো আজকের আধুনিক বিশ্বেও মানুষের নিরাপত্তা, জানমাল রক্ষা ও মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠাই হলো সুশাসনের মূলকথা। আজকের বিশ্বে রোমান সভ্যতার মতো সবার জন্য আইন মান্য করা বাধ্যতামূলক। যদি প্রাচীন রোমান সভ্যতার তৈরিকৃত এ আইন বর্তমান বিশ্বে কোনো রাষ্ট্র অমান্য করে তাহলে সেখানে নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলা দেখা দিবে।
উদ্দীপকে রসুলপুর গ্রামবাসী আইনের প্রতিশ্রদ্ধাশীল। অপরাধ করলে ধনী-দরিদ্র সবাইকে আইনের আওতায় আনা হয়। যা রোমান আইনকে নির্দেশ করে।

প্রশ্ন ▸ ০৩

ক. আদি ঐতিহাসিক যুগ কী? ১
খ. বঙ্গ জনপদের নামকরণ করা হয় কীভাবে? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. চিত্র-১ কোন জনপদকে নির্দেশ করছে? ব্যাখ্যা দাও। ৩
ঘ. "প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শনের দিক থেকে চিত্র-২ এ নির্দেশিত জনপদই ছিল সবচেয়ে সমৃদ্ধ জনপদ।"— বিশ্লেষণ করো। ৪

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক খ্রিষ্টপূর্ব পাঁচ শতক থেকে খ্রিষ্টীয় ছয় শতক পর্যন্ত সময়কালকে আদি ঐতিহাসিক যুগ বলা হয়।

খ বঙ্গ একটি অতি প্রাচীন জনপদ। বর্তমান বাংলাদেশের পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্বদিকে বঙ্গনামে একটি জনপদ গড়ে উঠেছিল। অনুমান করা হয় এখানে বঙ্গ নামের এক জাতি বসবাস করত, তাই জনপদটি বঙ্গ নামে পরিচিত হয়।

গ চিত্র-১ তথা শালবন বিহার সমতট জনপদকে নির্দেশ করছে।
পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় বঙ্গের পাশাপাশি সমতটের অবস্থান। সমতটের রাজধানী বড়ো কামতা এবং দেবপর্বত কুমিল্লার লালমাই পাহাড়ে অবস্থিত। গঙ্গা-ভাগীরথীর পূর্ব তীর থেকে শুরু করে মেঘনার মোহনা পর্যন্ত সমুদ্রকূলবর্তী এলাকা এবং বর্তমান ভারতের ত্রিপুরার প্রাচীন অংশই সমতট। কুমিল্লার ময়নামতিতে কয়েকটি প্রাচীন নিদর্শনের সন্ধান পাওয়া গেছে। শালবন বিহার এদের অন্যতম।
উদ্দীপকের চিত্র-১ এ শালবন বিহার তুলে ধরা হয়েছে। যা সমতট জনপদের অন্তর্ভুক্ত। তাই বলা যায়, চিত্র-১ সমতট জনপদকে নির্দেশ করছে।

ঘ "প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শনের দিক থেকে চিত্র-২ এ নির্দেশিত পুন্ড্র জনপদই ছিল সবচেয়ে সমৃদ্ধ জনপদ"- মন্তব্যটি যথার্থ।
পুন্ড্র শব্দের অর্থ আখ বা ইক্ষু। প্রাচীন বাংলার জনপদগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো পুন্ড্র। খুব সম্ভবত: পুন্ড্র বলে একটি জনগোষ্ঠী এ জনপদ গড়ে তুলেছিল। বর্তমান বগুড়া, রংপুর, রাজশাহী ও দিনাজপুর এলাকা নিয়ে এ পুন্ড্র জনপদটির সৃষ্টি হয়েছিল। রাজধানীর নাম ছিল পুন্ড্রনগর। পরবর্তীকালে এর নাম হয় মহাস্থানগড়। মহাস্থানগড় প্রাচীন পুন্ড্র নগরীর ধ্বংসাবশেষ বলে পন্ডিতেরা মনে করেন। প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শনের দিক দিয়ে পুন্ড্রই ছিল প্রাচীন বাংলার সবচেয়ে সমৃদ্ধ নগরসভ্যতা।
পাথরের চাকতিতে খোদাই করা বাংলাদেশের প্রাচীনতম শিলালিপি এখানে পাওয়া গেছে। করতোয়া নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত পুন্ড্রনগরের সাথে জল ও স্থলপথে বাংলার অন্যান্য অংশের বেশ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল এবং প্রাচীন যুগে জনপদটি ব্যবসায়-বাণিজ্যের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসেবে বিখ্যাত ছিল।
সুতরাং বলা যায়, প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শনের দিক থেকে চিত্র-২ এর পুন্ড্র জনপদই ছিল সমৃদ্ধ জনপদ।

প্রশ্ন ▶ ০৪ ছায়াঢাকা সবুজ গ্রাম শান্তিপুর। সেখানকার প্রভাবশালী পঞ্চায়েত প্রধান ছিল জুয়েল। তার মৃত্যুর পর পরবর্তী পঞ্চায়েতপ্রধান নির্বাচন নিয়ে এক মহাসংকট দেখা যায়। গ্রামের অনেকেই ঐ পদ পাওয়ার জন্য দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়। কেউ কাউকে মেনে নিতে প্রস্তুত ছিলনা। নিজেদের মধ্যে মারামারি করে অনেক নেতাই মারা যান। এভাবে অনেকদিন পঞ্চায়েত প্রধান ছাড়াই বিশৃঙ্খলাপূর্ণ পরিবেশে গ্রাম চলতে থাকে। গ্রামের সাধারণ মানুষ এ বিশৃঙ্খলতা থেকে মুক্তির জন্য জাহাঙ্গীরকে সম্মিলিতভাবে পঞ্চায়েত প্রধান নির্বাচন করেন এবং শান্তিপুরে স্বস্তি ফিরে আসে। তিনি শান্তিপুরের সীমানা বৃদ্ধি করেন এবং দীর্ঘদিন পঞ্চায়েতপ্রধান থাকেন।

ক. গঙ্গারিডই জাতির বসবাস কোথায় ছিল? ১

খ. দেবপালের সময় প্রায় হারিয়ে যাওয়া বৌদ্ধ ধর্ম সজীব হয়ে উঠে কেন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে শান্তিপুরের বিশৃঙ্খলাপূর্ণ পরিবেশের সাথে প্রাচীন বাংলার কোন অবস্থার মিল লক্ষ্য করা যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. "পঞ্চায়েতপ্রধান জাহাঙ্গীর যেন পাল বংশের প্রতিষ্ঠাতারই প্রতিচ্ছবি।"– বিশ্লেষণ করো। ৪

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক গঙ্গা নদীর যে দুটি স্রোত এখন ভাগীরথী ও পদ্মা বলে পরিচিত এ উভয়ের মধ্যবর্তী অঞ্চলেই গঙ্গারিডই জাতির বসবাস ছিল।

খ দেবপাল বিদ্যা ও বিদ্বানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। বিভিন্ন দেশের বৌদ্ধ পুতিগণ তাঁর রাজসভা অলঙ্কৃত করতেন। দেবপালের পৃষ্ঠপোষকতায় নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় তখন সমগ্র এশিয়ায় বৌদ্ধ সংস্কৃতির প্রধান প্রাণকেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। বৌদ্ধশাস্ত্রে পারদর্শী ইন্দ্রগুপ্ত নামক ব্রাহ্মণকে তিনি নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য বা অধ্যক্ষ নিযুক্ত করেছিলেন। এ নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করেই তার শাসন আমলে উত্তর- ভারতে প্রায় হারিয়ে যাওয়া বৌদ্ধধর্ম পুনরায় সজীব হয়ে ওঠে।

গ উদ্দীপকে শান্তিপুরের বিশৃঙ্খলাপূর্ণ পরিবেশের সাথে প্রাচীন বাংলার মাৎস্যন্যায় অবস্থার মিল লক্ষ্য করা যায়।

শশাংকের মৃত্যুর পর বাংলার ইতিহাসে এক অন্ধকার যুগের সূচনা হয়। দীর্ঘদিন বাংলায় কোনো যোগ্য শাসক ছিল না। ফলে রাজ্যে বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা দেখা দেয়। একদিকে হর্ষবর্ধন ও ভাস্কর বর্মণের হাতে গৌড় রাজ্য ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়, অন্যদিকে ভূস্বামীরা প্রত্যেকেই বাংলার রাজা হওয়ার কল্পনায় একে অন্যের সাথে সংঘাতে মেতে ওঠে। কেন্দ্রীয়শাসন শক্ত হাতে ধরার মতো তখন কেউ ছিল না। এ অরাজকতার সময়কালকে ধর্ম পালের 'খালিমপুর' তাম্রশাসনকে আখ্যায়িত করা হয়েছে মাৎস্যন্যায় বলে।

উদ্দীপকে যা মাৎস্যান্যায় অবস্থার সাথে মিল রয়েছে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে শান্তিপুরের বিশৃঙ্খলাপূর্ণ পরিবেশের সাথে প্রাচীন বাংলার মাৎস্যন্যায় অবস্থার মিল রয়েছে।

ঘ "পঞ্চায়েতপ্রধান জাহাঙ্গীর যেন পাল বংশের প্রতিষ্ঠাতারই প্রতিচ্ছবি।"- মন্তব্যটি যথার্থ।

সেন বংশের সুপণ্ডিত শাসক বল্লাল সেন অত্যন্ত সুপণ্ডিত ছিলেন। বিদ্যা ও বিদ্বানের প্রতি তার যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। তিনি বেদ, স্মৃতি, পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছিলেন। তার একটি বিরাট গ্রন্থাগার ছিল। কবি বা লেখক হিসেবে সংস্কৃত সাহিত্যে তার দান অপরিসীম। বল্লাল সেনের পূর্বে বাংলার কোনো প্রাচীন রাজা এরূপ লেখনী প্রতিভার পরিচয় দিতে পারেননি। তিনি 'দানসাগর' ও 'অদ্ভুতসাগর' নামে দুটি গ্রন্থ রচনা করেন। অবশ্য 'অদ্ভুতসাগর' গ্রন্থের অসমাপ্ত অংশ তার পুত্র লক্ষণ সেন সম্পূর্ণ করেছিলেন। এ গ্রন্থদ্বয় তার আমলের ইতিহাসের অতীব মূল্যবান উপকরণ। তিনি রামপালে নতুন রাজধানী স্থাপন করেছিলেন। বল্লাল সেন তন্ত্র হিন্দুধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ফলে তার রাজত্বকালে ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায় এবং বৌদ্ধধর্ম দুর্বল হয়ে পড়ে। তিনি হিন্দু সমাজকে নতুন করে গঠন করার উদ্দেশ্যে 'কৌলীন্য প্রথা' প্রবর্তন করেছিলেন। এর ফলে সামাজিক আচার-ব্যবহার, বিবাহ অনুষ্ঠান প্রভৃতি বিষয়ে কুলীন শ্রেণির লোকদিগকে কতকগুলো বিশেষ রীতিনীতি মেনে চলতে হতো।

গোপালের পূর্ব জীবন সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। পাল বংশের পরিচয় ও আদি বাসস্থান সম্পর্কেও স্পষ্ট কিছু জানা যায় না। গোপালের পিতার নাম বপ্যট। পিতামহ ছিলেন দয়িতবিষ্ণু। তাদের নামের আগে কোনো রাজকীয় উপাধি দেখা যায়নি। এতে মনে করা হয়, তারা সাধারণ ব্যক্তি ছিলেন। গোপালের সিংহাসনে আরোহণের মধ্য দিয়ে বাংলায় পাল রাজত্বের শুরু হয়। পাল বংশের রাজাগণ একটানা চারশ' বছর এদেশ শাসন করেন। এত দীর্ঘ সময় আর কোনো রাজবংশ এদেশ শাসন করেনি। গোপাল সিংহাসনে আরোহণ করে রাজ্য বিস্তারে মনোযোগ দেন। তিনি বাংলার উত্তর এবং পূর্ব অংশের প্রায় সমগ্র অঞ্চলই রাজ্যভুক্ত করেন। অনেকের মতে গোপাল ২৭ বছর শাসন করেছিলেন। কিন্তু আধুনিক গবেষকগণ মনে করেন, তিনি ৭৫০ থেকে ৭৮১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত দেশ শাসন করেন।

উদ্দীপকে গ্রামের সাধারণ মানুষ বিশৃঙ্খলা থেকে মুক্তির জন্য জাহাঙ্গীরকে সম্মিলিতভাবে পঞ্চায়েত প্রধান নির্বাচন করেন এবং শান্তি পরে স্বস্থি ফিরে আসে। তিনি শান্তিপুরের সীমানা বৃদ্ধি করেন এবং দীর্ঘদিন পঞ্চায়েত প্রধান থাকেন। যা পাল বংশের প্রতিষ্ঠাতা গোপালের শাসনব্যবস্থার সাথে মিল রয়েছে।

সুতরাং বলা যায়, "পঞ্চায়েতপ্রধান জাহাঙ্গীর যেন পাল বংশের প্রতিষ্ঠাতারই প্রতিচ্ছবি"।

প্রশ্ন ▶ ০৫

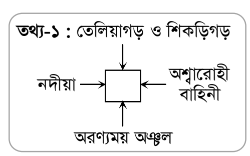

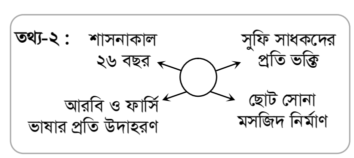

ক. সতীদাহ প্রথা কী? ১

খ. মধ্যযুগে বাংলাকে বুলগাকপুর নাম দেওয়া হয়েছিল কেন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে তথ্য-১ এর '?' চিহ্নিত স্থান বাংলার কোন বিজেতাকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. তথ্য-২ এর প্রশ্নবোধক (?) চিহ্নিত স্থানের ব্যক্তির শাসনকালকে মুসলমান শাসনের ইতিহাসের 'স্বর্ণযুগ' বলা হয়।– বিশ্লেষণ করো। ৪

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক তৎকালীন হিন্দুসমাজে স্ত্রী মারা যাওয়ার পূর্বে যদি স্বামী মারা যেত তাহলে স্বামীর সাথে স্ত্রীকে জীবন্ত পুড়িয়ে ফেলা হতো। এ ব্যবস্থা সতীদাহ প্রথা বা সহমরণ প্রথা নামে পরিচিত।

খ বিদ্রোহ-বিশৃঙ্খলাপূর্ণ পরিবেশ তৈরি হওয়াতে বাংলাকে 'বুলগাকপুর' বলা হতো। ১২০৪ খ্রিষ্টাব্দে ইখতিয়ারউদ্দিন মুহম্মদ বখতিয়ার খলজির নদীয়া জয়ের মধ্য দিয়ে বাংলায় মুসলমান শাসনের সূচনা হয়। ১২০৬ খ্রিষ্টাব্দে বখতিয়ারের মৃত্যুর পর শাসনকর্তারা কেউ ছিলেন বখতিয়ারের সহযোদ্ধা, কেউ ছিলেন তুর্কি বংশের। তবে তারা সকলেই দিল্লির সুলতানদের অধীনে বাংলায় শাসনকর্তা হয়ে এসেছিলেন। পরবর্তীতে অনেক শাসনকর্তাই দিল্লির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে স্বাধীন হতে চেয়েছেন। মুসলিম শাসনের এ যুগ ছিল বিদ্রোহ-বিশৃঙ্খলায় পূর্ণ। তাই ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দিন বারানী বাংলাকে নাম দিয়েছিলেন 'বুলগাকপুর'। অর্থাৎ 'বিদ্রোহের নগরী'।

গ উদ্দীপকে তথ্য-১ এর '?' চিহ্নিত স্থান বাংলার ইখতিয়ার উদ্দিন মুহম্মদ বখতিয়ার খলজিকে নির্দেশ করে।

ইখতিয়ার উদ্দিন মুহম্মদ বখতিয়ার খলজি স্বীয় কর্মশক্তিতে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি ১১৯৫ খ্রিষ্টাব্দে নিজ জন্মভূমির মায়া ত্যাগ করে জীবিকার অন্বেষণে গজনিতে আসেন। সেখানে তিনি শিহাবউদ্দিন ঘোরীর সৈন্য বিভাগে চাকরিপ্রার্থী হয়ে ব্যর্থ হন। কারণ তিনি ছিলেন খাটো, লম্বা হাত ও কদাকার চেহারার অধিকারী। গজনিতে ব্যর্থ হয়ে বখতিয়ার দিল্লিতে সুলতান কুতুবউদ্দিন আইবেকের দরবারে উপস্থিত হন। এখানেও তিনি ব্যর্থ হন। এরপর তিনি বদাউনে যান। সেখানকার শাসনকর্তা মালিক হিজবরউদ্দিন তাকে মাসিক বেতনে সৈন্য বিভাগে নিযুক্ত করেন। কিন্তু উচ্চাভিলাষী বখতিয়ার এ ধরনের সামান্য বেতনভোগী সৈনিকের পদে সন্তুষ্ট থাকতে পারেননি। অল্পকাল পর তিনি বদাউন ত্যাগ করে অযোধ্যা যান। সেখানকার শাসনকর্তা হুসামউদ্দিনের অধীনে তিনি পর্যবেক্ষকের দায়িত্বে নিযুক্ত হন। বখতিয়ারের সাহস ও বুদ্ধিমত্তায় সন্তুষ্ট হয়ে হুসামউদ্দিন তাকে ভাগবত ও ভিউলি নামক দুটি পরগনার জায়গির দান করেন। তিনি পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে আক্রমণ চালিয়ে দক্ষিণ বিহারের এক প্রাচীর ঘেরা ওদন্তপুর দুর্গ দখল করেন। যা বর্তমানে বিহার নামে পরিচিত। এ সময় তার বীরত্বের কথা চারদিকে ছড়িয়ে পড়লে অনেক ভাগ্যান্বেষী মুসলমান তার দলে যোগদান করে। এক সময় তিনি নদীয়া আক্রমণ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। মাত্র ১৭/১৮ জন সৈন্য নিয়ে বখতিয়ার খলজি মধ্যাহ্নভোজে ব্যস্ত রাজা লক্ষণ সেনকে বিনা বাধায় পরাজিত করে নদীয়া জয় করেন।

তাই বলা যায়, উদ্দীপকে তথ্য-১ এ '?' চিহ্নিত স্থান বাংলার ইখতিয়ার উদ্দিন মুহম্মদ বখতিয়ার খলজিকে নির্দেশ করে।

ঘ তথ্য-২ এ সুলতান আলাউদ্দিন হুসেন শাহের শাসনকালকে মুসলমান শাসনের ইতিহাসের 'স্বর্ণযুগ' বলা হয়।

আলাউদ্দিন হুসেন শাহ ছিলেন হুসেন শাহি বংশের শ্রেষ্ঠ শাসক। তিনি দীর্ঘ ২৬ বছর (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রিষ্টাব্দ) রাজত্ব করেন। আলাউদ্দিন হুসেন শাহের সিংহাসনে আরোহণের পূর্বে সাম্রাজ্যে অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা বিরাজমান ছিল। তিনি এ বিশৃঙ্খলা দূর করে রাজ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তিনি প্রায় ১২,০০০ হাবসি হত্যা করে হাবসিদের ক্ষমতা খর্ব করেন। এছাড়া তিনি দেহরক্ষী পাইক বাহিনীর ক্ষমতা বিনাশ করেন। তদস্থলে হিন্দু ও মুসলমানদের নিয়ে একটি নতুন বাহিনী গঠন করেন। শাসনব্যবস্থা পুনর্গঠন এবং জনকল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যে তিনি যথেষ্ট উদ্যম, নিষ্ঠা ও বিচক্ষণতার পরিচয় দেন। শাসনকার্য পরিচালনায় ও প্রজা পালনের ক্ষেত্রে তিনি জাতি-ধর্মের কোনো পার্থক্য সৃষ্টি করেননি। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সৌহার্দ ও সম্প্রীতি স্থাপনের দ্বারা একটি সুষ্ঠু, সুন্দর ও কল্যাণমুখী শাসনব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি বিভিন্ন ধর্মের মানুষকে যোগ্যতা অনুসারে শাসনকার্যে নিয়োগ করেছিলেন। তার শান্তিপূর্ণ রাজত্বকালে প্রজারা সুখে-শান্তিতে বাস করত। তিনি বাংলা সাহিত্যের উন্নতি ও বিকাশেও অসামান্য অবদান রেখেছেন। বাংলাভাষা ছাড়াও তিনি আরবি ও ফার্সি ভাষারও উদার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তার রাজত্বকালে দেশের বিভিন্ন স্থানে অসংখ্য মসজিদ, খানকাহ ও মাদ্রাসা নির্মিত হয়েছিল। তিনি গৌড়ে একটি দুর্গ ও তোরণ, মালদহে একটি বিদ্যালয় ও একটি সেতু নির্মাণ করেছিলেন। এ সকল মসজিদ, মাদ্রাসা, দুর্গ, তোরণ হুসেন শাহের স্থাপত্যকীর্তির পরিচয় বহন করে।

এভাবে তাঁর ২৬ বছরের শাসনকালে বঙ্গে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্পকলার অভাবিত উন্নতি সাধিত হয়েছিল। এজন্য তার শাসনকালকে বঙ্গের মুসলমান শাসনের ইতিহাসে স্বর্ণযুগ বলা হয়।

প্রশ্ন ▶ ০৬

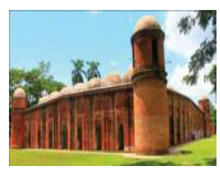

ক. 'টোল' কী? ১

খ. বর্ণবৈষম্য বলতে কী বোঝায়? ২

গ. চিত্র-১ এর স্থাপত্যটি কোন যুগে নির্মিত হয়েছে? স্থাপত্যটির বর্ণনা দাও। ৩

ঘ. বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনে সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তারে উদ্দীপকে উল্লিখিত স্থাপত্য দুইটি কি যথেষ্ট? বিশ্লেষণ করো। ৪

৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক টোল হলো এক ধরনের বিশেষ রাজস্ব আয়, যা বিশেষ সেবার জন্য দিতে হয়।

খ বর্ণ বৈষম্য- সেই দৃষ্টিভঙ্গি চর্চা এবং ক্রিয়াকলাপ যেখানে বিশ্বাস করা হয় যে মানুযষ বৈজ্ঞানিকভাবেই অনেকগুলো গোষ্ঠীতে বিভক্ত এবং একই সাথে বিশ্বাস করা হয় কোনো কোনো গোষ্ঠী অন্য গোষ্ঠীর চেয়ে নির্দিষ্ট কিছু বৈশিষ্ট্যের জন্য উঁচু অথবা নিচু; কিংবা তার উপর কর্তৃত্ব করার অধিকারী।

গ চিত্র-১ এর স্থাপত্যটি তথা 'ষাট গম্বুজ মসজিদ' মধ্যযুগে নির্মিত হয়েছে।

বাগেরহাট জেলার 'ষাটগম্বুজ মসজিদ' বাংলার মুসলমান শাসনকালের গৌরব বৃদ্ধি করেছে। খানজাহান আলীর সমাধির তিন মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে ষাটগম্বুজ মসজিদ অবস্থিত। অবশ্য এর গম্বুজ ষাটটি নয়, সাতাত্তরটি। পনেরো শতকের মাঝামাঝি সময়ে এটি নির্মিত হয়েছিল।

তুর্কি সেনাপতি ও ইসলামের একনিষ্ঠ সাধক উলুখ খান জাহান এ মসজিদ নির্মাণ করেন। এই স্থাপত্য কর্মটি জাতিসংঘের ইউনেস্কো কর্তৃক বিশ্বসভ্যতার নিদর্শন হিসেবে (ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ) স্বীকৃত হয়েছে। খ্রিষ্টীয় ১৫ শতকে নির্মিত এ ঐতিহাসিক নিদর্শনটি বাংলাদেশসহ বিশ্বব্যাপী এক গুরুত্বপূর্ণ দর্শনীয় স্থান হিসেবে সমাদৃত এবং এ শিল্পের সুনাম ও সুখ্যাতি ছিল বিশ্বজুড়ে। সর্বোপরি বিশ্বসভ্যতার ঐতিহাসিক নিদর্শন হিসেবে এর স্বীকৃতি এবং একই সাথে সমাদৃত ও গৌরবান্বিত করেছে বাংলাদেশকেও।

তাই বলা যায়, চিত্র-১ এর স্থাপত্যটি মধ্যযুগে নির্মিত হয়েছে।

ঘ বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনে সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তারে উদ্দীপকে উল্লিখিত 'ষাট গম্বুজ মসজিদ' ও 'কদম রসুল' স্থাপত্য দুইটি যথেষ্ট নয়।

মুসলমান শাসকগণ নিজেদের গৌরবকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে ও তাদের শাসনকালকে স্মরণীয় করে রাখতে বিভিন্ন স্থানে প্রাসাদ, মসজিদ, কবর, দরগাহ ইত্যাদি নির্মাণ করেছিলেন। সিকান্দার শাহের আদিনা মসজিদ, নসরত শাহের বারদুয়ারি মসজিদ, সুলতান জালালউদ্দিনের এক লাখি মসজিদ, নসরত শাহের বড়ো সোনা মসজিদ, আলাউদ্দিন হুসেন শাহের ছোটো সোনা মসজিদ, বাগেরহাটে খান জাহান আলীর সমাধি, ষাটগম্বুজ মসজিদ, মুহম্মদ (স)-এর পদচিহ্ন সংবলিত কদম রসুল মসজিদ অন্যতম। ষাটগম্বুজ মসজিদ ইউনেস্কো কর্তৃক বিশ্ব সভ্যতার অতুল নিদর্শন হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে। তাই স্থাপত্য শিল্পের বিকাশে মধ্যযুগকে মুঘলদের স্বর্ণযুগ বলা হয়। মোগল আমলে বাংলার শাসকগণ শিল্পকলার ক্ষেত্রে এক বিস্ময়কর অবদান রেখে গেছেন। আজও বাংলার বহু স্থানে মোগল শাসকগণের শিল্পপ্রীতির নিদর্শন বিদ্যমান রয়েছে। তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতায় বহু মসজিদ, সমাধি ভবন, স্মৃতিসৌধ, মাজার, দুর্গ, স্তম্ভ ও তোরণ নির্মিত হয়েছিল। স্থাপত্য শিল্পের বিকাশের জন্য এ যুগকে বাংলায় মুঘলদের 'স্বর্ণযুগ' হিসেবে অভিহিত করা হয়।

সুতরাং বলা যায়, বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনে সুদূর প্রসারী প্রভাব বিস্তারে 'ষাট গম্বুজ মসজিদ' ও 'কদম রসুল' স্থাপত্য দুইটি যথেষ্ট নয় বরং আরও অনেক স্থাপত্যের প্রভাব রয়েছে।

প্রশ্ন ▸ ০৭ সম্পদে পরিপূর্ণ অঞ্চল সুবর্ণপুরের উপর লোলুপ দৃষ্টি পড়ে বহিরাগত শাসক জন এর। সুবর্ণপুরের শাসক বোরহান জনকে প্রতিরোধ করার জন্য যুদ্ধের প্রস্তুতি নেন। জন কৌশলে বোরহানের প্রধান সেনাপতি, নিকটাত্মীয়দের সাথে যুক্ত হয়ে ষড়যন্ত্র করে বোরহানকে হারান এবং সুবর্ণপুরের উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীতে অনুগত শ্রেণি তৈরির জন্য মিস্টার ক্লার্ক জমিদারদের মাঝে জমি বন্দোবস্তের ব্যবস্থা করে।

ক. ছিয়াত্তরের মন্বন্তর কী? ১

খ. ফরাসি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতবর্ষ ত্যাগ করে কেন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে বাংলার কোন যুদ্ধের চিত্র ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. "মিস্টার ক্লার্কের প্রবর্তিত জমি বন্দোবস্তের ব্যবস্থাটি আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলে"— বিশ্লেষণ করো। ৪

৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলা ১১৭৬ সালে অর্থাৎ ১৭৭০ খ্রিষ্টাব্দে বাংলায় এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ ও মহামারি দেখা দেয়। এ দুর্ভিক্ষ ছিয়াত্তরের মন্বন্তর নামে পরিচিত।

খ ভারত উপমহাদেশের জন্য পলাশির যুদ্ধ একটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনা। এ যুদ্ধে বাংলার নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরাজয়ের পর উপমহাদেশে সামগ্রিকভাবে ব্যাপক পরিবর্তন আসে। ফরাসিরা এদেশে ব্যবসায় বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে আসে। কিন্তু তারা ইংরেজদের সাথে প্রতিযোগিতায় টিকতে পারেনি। তাই তারা পলাশির যুদ্ধে নবাবকে সহায়তা করে। এ যুদ্ধে নবাবের পরাজয়ের ফলে ফরাসিরা উপমহাদেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়।

গ উদ্দীপকে বাংলার পলাশী যুদ্ধের চিত্র ফুটে উঠেছে।

১৭৫৬ সালে নবাব আলীবর্দি খানের মৃত্যু হলে তার দৌহিত্র সিরাজউদ্দৌলা মাত্র ২২ বছর বয়সে বাংলার নবাব হন। কিন্তু তার এ ক্ষমতা গ্রহণকে তার অনেক আত্মীয়স্বজন বিশেষ করে খালা ঘসেটি বেগম মেনে নেননি। ফলে ঘসেটি বেগম তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন এবং আরেক বোনের পুত্র শওকত জংকে সিংহাসনে বসানোর জন্য ফন্দি আটতে থাকেন। আর এ কাজে সহযোগী হিসেবে তিনি নবাবের শত্রু ইংরেজদের শরণাপন্ন হন। অল্প বয়সের কারণে শাসনকার্য সম্পর্কে নবাব ছিলেন অজ্ঞ। তিনি সহজেই মানুষকে বিশ্বাস করতেন যা তার পতনের মূল কারণ। নবাব সিরাজউদ্দৌলার সেনাপতি মীর জাফর নবাবের বিরুদ্ধে ইংরেজদের সাথে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। তিনি একথা জেনেও মীরজাফরকে সেনাপতির পদে বহাল রাখেন। ১৭৫৭ সালের ২৩শে জুন ভাগীরথী নদীর তীরে পলাশির আম্রকাননে ইংরেজ বাহিনী ও নবাবের বাহিনীর মধ্যে যুদ্ধ হয়। পূর্ব ষড়যন্ত্র অনুযায়ী নবাবের সেনাপতি মীরজাফর যুদ্ধ ক্ষেত্রে নিষ্ক্রিয় থাকেন। ফলে যুদ্ধে নবাব পরাজিত হন।

উদ্দীপকে যা পলাশীর যুদ্ধের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে বাংলার পলাশী যুদ্ধের চিত্র ফুটে উঠেছে।

ঘ "মিস্টার ক্লার্কের প্রবর্তিত জমি বন্দোবস্তের ব্যবস্থাটি আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলে"- উক্তিটি যথার্থ।

উদ্দীপকে মিস্টার ক্লার্ক জমিদারদের মাঝে জমি বন্দোবস্তের ব্যবস্থা করে। যা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সাথে মিল রয়েছে।

লর্ড কর্নওয়ালিস ইংল্যান্ডের মতো এদেশেও একটি জমিদার শ্রেণি গড়ে তোলার লক্ষ্যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথা চালু করেন। কিন্তু ইউরোপ আর উপমহাদেশের আর্থসামাজিক কাঠামো ও তার বিকাশের ধরন ছিল ভিন্ন। তাই বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়া এ ব্যবস্থায় সুবিধার চেয়ে অসুবিধাই হয়েছিল বেশি। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে কৃষকরা সরাসরি জমিদার কর্তৃক শোষিত ও নির্যাতিত হয়। আবার এ জমিদার শ্রেণির পৃষ্ঠপোষকতা পেয়ে গ্রামীণ সমাজে একটি শিক্ষিত শ্রেণি গড়ে উঠেছিল, যারা পরবর্তী সময়ে দেশ-জাতি সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে। একই সঙ্গে ব্রিটিশ কর্তৃক সৃষ্ট জমিদার শ্রেণি যারা প্রথমদিকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের শক্ত ভিত ছিল, তাদেরই পরবর্তী প্রজন্ম পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে ব্রিটিশরাজ উৎখাতের জন্য স্বাধীনতা আন্দোলনের ডাক দেয়।

সুতরাং বলা যায়, ১৭৯৩ সালে লর্ড কর্নওয়ালিস প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বাংলার আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামোতে ব্যাপক প্রভাব ফেলেছিল।

প্রশ্ন ▸ ০৮

১নং ছক
• একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী
• আত্মীয় সভা
• অ্যাংলো হিন্দু স্কুল প্রতিষ্ঠা
• ব্রাহ্মসভা

২নং ছক
• অবরোধবাহিনী
• পদ্মরাগ
• সুলতানার স্বপ্ন

ক. ফরায়েজি আন্দোলন কী? ১

খ. ফকির সন্ন্যাসীরা বিদ্রোহী হয়েছিল কেন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. ১নং ছকের তথ্যগুলো ইতিহাসের কোন মনীষীকে স্মরণ করিয়ে দেয়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. "২নং ছকের তথ্যগুলো ইতিহাসের যে মহীয়সী নারীর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ তিনি ছিলেন নারী মুক্তি আন্দোলনের পথিকৃত"– বিশ্লেষণ করো। ৪

৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ইসলাম ধর্মে বিদ্যমান অনৈসলামিক রীতিনীতি, কুসংস্কার, অনাচার ইত্যাদি দূর করতে হাজী শরীয়তউল্লাহর নেতৃত্বে যে ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন সংঘটিত হয় ইতিহাসে তা ফরায়েজি আন্দোলন নামে পরিচিত।

খ ফকির-সন্ন্যাসীরা ভিক্ষাবৃত্তি বা মুষ্টি সংগ্রহের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করত। তীর্থস্থান দর্শনের জন্য তারা একস্থান থেকে অন্যস্থানে ঘুরে বেড়াত। ইংরেজ সরকার তাদের অবাধ চলাফেরায় বাধা সৃষ্টি করে। তীর্থস্থান দর্শনের ওপর করারোপ এবং ভিক্ষাবৃত্তি বা মুষ্টি সংগ্রহকে বেআইনি ঘোষণা করে। তাছাড়া ফকির-সন্ন্যাসীদেরকে ডাকাত-দস্যু বলে আখ্যায়িত করে। ফলে বাধ্য হয়ে ফকির-সন্ন্যাসীরা ইংরেজদের বিরুদ্ধে দীর্ঘ আন্দোলনে অবতীর্ণ হয়।

গ ১ নং ছকের তথ্যগুলো রাজা রামমোহন রায়কে স্মরণ করিয়ে দেয়। বাংলার নবজাগরণের স্রষ্টা ভারতের প্রথম আধুনিক পুরুষ ছিলেন রাজা রামমোহন রায়। অসাধারণ পান্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন তিনি। বিশেষ করে আরবি, ফারসি, উর্দু, ল্যাটিন ও গ্রিক ভাষায় তিনি অসামান্য দক্ষতা অর্জন করেন। রাজা রামমোহন রায় নিজের চিন্তাধারার আলোকে নতুন সমাজ গঠনে প্রয়াসী হন। তিনি হিন্দুসমাজের সতীদাহ প্রথা, বাল্যবিবাহ, কৌলীন্য প্রথা ও অন্যান্য কুসংস্কার দূর করতে প্রচেষ্টা চালান। হিন্দুধর্মের সংস্কারের উদ্দেশ্যে 'আত্মীয় সভা' নামে একটি সমিতি গঠন করেন। ১৮২৮ সালের ২০ আগস্ট তিনি ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। শিক্ষাবিস্তারেও তার অবদান ছিল অসামান্য। তিনি ১৮২২ সালে কোলকাতায় 'অ্যাংলো-হিন্দু স্কুল' প্রতিষ্ঠা করেন। ইংরেজ সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ১ লক্ষ টাকা তিনি সংস্কৃত ও মাদ্রাসা শিক্ষায় ব্যয় না করে আধুনিক শিক্ষায় ব্যয় করার জন্য সরকারের প্রতি আবেদন করেন। এভাবে তিনি বাংলায় নবজাগরণের সূচনা করেন।

উদ্দীপকে ১ নং ছকে একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী, আত্মীয় সভা, অ্যাংলো হিন্দু স্কুল প্রতিষ্ঠা, ব্রাহ্মসভা বিষয়গুলো তুলে ধরা হয়েছে। যা রাজা রামমোহন রায়ের কর্মকাণ্ডের সাথে মিল রয়েছে।

তাই বলা যায়, ১ নং ছকের তথ্যগুলো রাজা রামমোহন রায়কে স্মরণ করিয়ে দেয়।

ঘ "২ নং ছকের তথ্যগুলো বেগম রোকেয়ার সাথে সংগতিপূর্ণ। তিনি ছিলেন নারী মুক্তি আন্দোলনের পথিকৃত" - উক্তিটি যথার্থ।

বেগম রোকেয়া বিংশ শতাব্দীর শুরুতে নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে অনন্য ভূমিকা পালন করেন। নারীসমাজকে নিয়ে তিনি অনেক সাহিত্য রচনা করেন। তার 'অবরোধবাসিনী', 'পদ্মরাগ', 'মতিচুর', 'সুলতানার স্বপ্ন' প্রভৃতি গ্রন্থ সমাজে নারীর প্রতি বৈষম্যের চিত্র ফুটে উঠেছে। তিনি নারীসমাজের অবহেলা ও বঞ্চনার অবসানের জন্য নারীজাগরণের যে স্বপ্ন দেখেছিলেন, তা বর্তমান সময়ে অনেকাংশে বাস্তবায়িত হয়েছে। যেমন– প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে নারীদের জন্য ৬০% কোটা সংরক্ষিত রাখার কারণে নারী শিক্ষার বেশ অগ্রগতি হয়েছে। এছাড়াও উচ্চমাধ্যমিক পর্যন্ত মেয়েদের অবৈতনিক শিক্ষা ও উপবৃত্তি নারী শিক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বেগম রোকেয়ার নারীজাগরণের আন্দোলনের মধ্য দিয়ে এদেশের নারীরা অধিকার সচেতন হয়ে ওঠে। ফলে তারা গৃহে আবদ্ধ না থেকে বাইরে এসে বিভিন্ন কর্মকাণ্ড সম্পাদন করছে। ফলে আজকের দিনে নারীরা দেশ-বিদেশে গুরুত্বপূর্ণ পদে কর্মরত রয়েছে। এমনকি বর্তমানে নারীরা প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, সচিব এবং বিশ্বের সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গে আরোহণ করেছে। বর্তমানে মেয়েরা কৃষি, শিক্ষা, চিকিৎসা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিসহ তথ্যপ্রযুক্তির বিভিন্ন ক্ষেত্রেও বিশেষ অবদান রাখছে। এছাড়াও বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ পদে নারীরা অধিষ্ঠিত রয়েছে।

সুতরাং বলা যায়, বেগম রোকেয়া ছিলেন নারী মুক্তি আন্দোলনের পথিকৃত।

প্রশ্ন ▸ ০৯

১নং ছক	বাহাদুর শাহ পার্ক
২নং ছক	মাস্টার দা সূর্যসেন প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার

ক. বয়কট আন্দোলন কী? ১

খ. রবীন্দ্রনাথ টাকুর 'নাইট' উপাধি বর্জন করেছিলেন কেন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. ছক-১ যে আন্দোলনের সাথে সংশ্লিষ্ট তার কারণ ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'ছক-২ এ উল্লিখিত বিপ্লবীদের আত্মত্যাগ ভারতবর্ষে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনকে ত্বরান্বিত করে।"–বিশ্লেষণ করো। ৪

৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সকল প্রকার বিদেশি পণ্য বর্জনের উদ্দেশ্যে যে আন্দোলন সংঘটিত হয় তাকে বয়কট আন্দোলন বলে।

খ ১৯১৯ সালে ব্রিটিশ সরকার রাওলাট আইন পাস করে। এই আইনে যে কোনো ব্যক্তিকে পরোয়ানা ছাড়াই গ্রেফতার এবং সাক্ষ্যপ্রমাণ ছাড়াই আদালতে দণ্ড দেয়ার ক্ষমতা পুলিশকে দেওয়া হয়। এ নিপীড়নমূলক আইনের বিরুদ্ধে সর্বত্র আন্দোলন গড়ে ওঠে। রাওলাট আইনের বিরুদ্ধে অন্যান্য স্থানের মতো পাঞ্জাবেও আন্দোলন গড়ে ওঠে। পাঞ্জাবের অমৃতসরে এক সভায় জেনারেল ডায়ারের নির্দেশে বহু নিরস্ত্র মানুষকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। ইতিহাসে এ হত্যাকাণ্ড 'জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড' নামে পরিচিত। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এ নৃশংস হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে তার 'নাইট' উপাধি বর্জন করেন।

গ ছক-১ সিপাহি আন্দোলনের সাথে সংশ্লিষ্ট।
সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় কারণে উপমহাদেশে প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ তথা মহাবিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছিল সিপাহি বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে।
১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম যা পলাশী যুদ্ধের প্রায় একশত বছর পর সিপাহিদের নেতৃত্বে সংঘটিত হয়েছিল। এ বিদ্রোহ জনগণকে সচেতন করে তোলে। ব্রিটিশদের সাম্রাজ্য বিস্তার নীতি ছাড়াও বৈষম্যমূলক নীতিই মহাবিদ্রোহের সূচনা করে। রাজ্যবিস্তারের লক্ষ্যে স্বত্ববিলোপ নীতি প্রয়োগ করে ব্রিটিশরা একের পর এক রাজ্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করতে থাকে। কোম্পানির শাসন প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক শোষণবঞ্চনা শুরু হয়। জনগণ অর্থনৈতিকভাবে মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকে। সামরিক বাহিনীতে ইংরেজ ও ভারতীয় সৈন্যদের মধ্যকার বৈষম্য মহাবিদ্রোহের অন্যতম কারণ। ইংরেজ সৈন্য ও ভারতীয় সিপাহিদের মধ্যে পদবি এবং বেতন-ভাতার মধ্যে বিরাট বৈষম্য ছিল। ভারতীয়দের সুযোগ সুবিধাও কম ছিল। তাছাড়া পদোন্নতির সুযোগ থেকেও তারা বঞ্চিত ছিল। তার ওপর ব্রিটিশ অফিসারদের পক্ষপাতিত্ব, ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ সিপাহিদের মধ্যে বিদ্রোহের আগুন জ্বালিয়ে দেয়। এছাড়া ভারতীয় হিন্দু সৈনিকদের সমুদ্র পাড়ি দিয়ে যুদ্ধ করতে বাধ্য করেছিল ইংরেজরা। আর ভারতীয় হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের সৈন্যদের জন্য গরু ও শূকরের চর্বিমিশ্রিত 'এনফিল্ড' রাইফেলের প্রচলন করা হলে ধর্মনাশ হওয়ার কথা ভেবে ভারতীয় সেনারা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। যেটি ইতিহাসে সিপাহি বিদ্রোহ বা মহাবিদ্রোহ নামে পরিচিত।

ঘ "ছক-২ এ উল্লিখিত বিপ্লবীদের আত্মত্যাগ ভারতবর্ষে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনকে ত্বরান্বিত করে।"- উক্তিটি যথার্থ।
মাস্টারদা সূর্য সেন ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে অম্বিকা চক্রবর্তী, অনুরূপ সেন, নগেন সেনের সহায়তায় একটি বিপ্লবী সংগঠন গড়ে তোলেন। তাঁর সংগঠন এবং তিনি নিজে একের পর এক সশস্ত্র কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বারবার গ্রেফতার হলেও প্রমাণের অভাবে মুক্তি পেয়ে যান। চট্টগ্রামকে ব্রিটিশ শাসনমুক্ত করার জন্য গঠন করেন চট্টগ্রাম বিপ্লবী বাহিনী। পরে এই আত্মঘাতী বাহিনীর নাম হয় 'চিটাগাং রিপাবলিকান আর্মি'। এই বাহিনী একের পর এক সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো দখল করতে থাকে। শেষ পর্যন্ত সরকারি অস্ত্রগার লুণ্ঠন করে। 'স্বাধীন চিটাগাং সরকার'-এর ঘোষণা দেওয়া হয় এবং একই সঙ্গে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়। এই যুদ্ধ ছিল অসম শক্তির যুদ্ধ। সূর্য সেনের বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে ইংরেজ সরকার বিশাল বাহিনী নিয়োগ করে। চূড়ান্ত যুদ্ধ সংঘটিত হয় জালালাবাদ পাহাড়ে। গোলাবারুদ ফুরিয়ে গেলে বিপ্লবীরা পিছু হটতে বাধ্য হন। অনেক তরুণ বিপ্লবী এই খণ্ডযুদ্ধ এবং অন্যান্য অভিযানে নিহত হন। বিপ্লবীরা গ্রামের কৃষকদের বাড়িতে বাড়িতে আশ্রয় নেন। ১৯৩৩ সালে সূর্য সেন গ্রেফতার হন। ১৯৩৪ সালে সংক্ষিপ্ত ট্রাইব্যুনালের বিচারে তাঁকে ফাঁসির আদেশ দেওয়া হয়। চরম নির্যাতনের পর ১২ই জানুয়ারি তাঁকে ফাঁসি দিয়ে তাঁর মৃতদেহ বঙ্গোপসাগরে ভাসিয়ে দেওয়া হয়।
বাংলার সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনের একজন দুঃসাহসী বিপ্লবী ছিলেন চট্টগ্রামের মাস্টারদা, তার আসল নাম সূর্য সেন। চট্টগ্রামকে ব্রিটিশ শাসনমুক্ত করার জন্য তিনি গঠন করেন চট্টগ্রাম বিপ্লবী বাহিনী। সূর্য সেনের এই বিপ্লবী বাহিনীতে নারী যোদ্ধাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার। তিনি বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন এবং সূর্য সেনের দলের সঙ্গে যুক্ত হন। সাহসী নারী প্রীতিলতাকে চট্টগ্রামের 'পাহাড়তলী ইউরোপিয়ান ক্লাব' আক্রমণের দায়িত্ব দেওয়া হয়। সফল অভিযান শেষে তিনি তার সঙ্গী বিপ্লবীদের নিরাপদে স্থান ত্যাগ করতে সহায়তা করেন। কিন্তু ধরা পড়ার আগে বিষপানে তিনি আত্মহত্যা করেন।
সুতরাং বলা যায়, ছক ২ এর মাস্টারদা সূর্যসেন ও প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের আত্মত্যাগ ভারতবর্ষে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনকে ত্বরান্বিত করে।

প্রশ্ন ▸ ১০

চিত্র-১

চিত্র-২

ক. 'যুক্তফ্রন্ট' কী? ১
খ. আওয়ামী মুসলিম লীগ থেকে 'মুসলিম' শব্দটি বাদ দেওয়া হয় কেন? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. ১নং চিত্র কোন আন্দোলনের সাথে সংশ্লিষ্ট– তার পটভূমি ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. "চিত্র ১নং এর অর্জনের সফলতা ২নং চিত্র অর্জনের পথকে প্রসারিত করেছে"– বিশ্লেষণ করো। ৪

১০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যুক্তফ্রন্ট ১৯৫৪ সালের ৮-১২ মার্চ তারিখে অনুষ্ঠিত পূর্ব বাংলার আইনসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য গঠিত বিরোধী রাজনৈতিক দল সমূহের নির্বাচনী মোর্চা।

খ অসাম্প্রদায়িক ও ধর্মনিরপেক্ষ রূপ দেওয়ার জন্য 'আওয়ামী মুসলিম লীগ' থেকে 'মুসলিম' শব্দটি বাদ দেওয়া হয়।
'আওয়ামী মুসলিম লীগ' নামক রাজনৈতিক সংগঠনটির সাথে 'মুসলিম' শব্দটি যুক্ত হওয়ার কারণে এটি শুধু মুসলমানদের রাজনৈতিক দলে পরিণত হয়। কিন্তু শুরু থেকেই আওয়ামী মুসলিম লীগ ছিল অসাম্প্রদায়িক ও ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক চেতনায় বিশ্বাসী। এ কারণে ১৯৫৫ সালে 'মুসলিম' শব্দটি বাদ দিয়ে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের জন্য এর দ্বার খুলে দেওয়া হয়। মূলত অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দল গঠনের চিন্তা থেকেই আওয়ামী লীগের নাম পরিবর্তন করা হয়।

গ ১নং চিত্র ভাষা আন্দোলনের সাথে সংশ্লিষ্ট। এর পটভূমি ব্যাখ্যা করা হলো-
১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট ভারত উপমহাদেশ বিভক্ত হয়ে পাকিস্তান সৃষ্টি হয়। পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে ইতিহাস, ঐতিহ্য, ভাষা, সংস্কৃতি কোনো কিছুরই মিল ছিল না। ফলে পাকিস্তান নামক এ নতুন রাষ্ট্রের শাসকগোষ্ঠী প্রথমেই বাঙালিকে শোষণ করার কৌশল হিসেবে বাংলা ভাষার ওপর আঘাত হানে। ১৯৪৮ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান গণপরিষদের প্রথম অধিবেশনে ইংরেজির পাশাপাশি উর্দুতে কার্যক্রম শুরু হলে পূর্ব বাংলার কংগ্রেস পার্টির সদস্য কুমিল্লার ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত এর প্রতিবাদ করেন এবং বাংলাকেও

অধিবেশনের অন্যতম ভাষা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার দাবি জানান। কিন্তু মুসলিম লীগের সকল সদস্য এ দাবি প্রত্যাখ্যান করেন। এ ঘটনায় পূর্ব বাংলার ছাত্রসমাজ ব্যাপক প্রতিবাদ করতে থাকে। ছাত্ররা ২৬শে ও ২৯শে ফেব্রুয়ারি ১৯৪৮ সালে ছাত্র ধর্মঘট পালন করে এবং ২রা মার্চ রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠন করে। ১৯৪৮ সালে পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ২১শে মার্চ তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে এবং ২৪শে মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, 'উর্দু এবং উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা'। উপস্থিত ছাত্ররা তীব্র প্রতিবাদে না না ধ্বনি দিয়ে ওঠে। এসময় সারা পূর্ব পাকিস্তানেই ভাষা আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। ১৯৪৮ সালের ১৮ই নভেম্বর পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান এবং ১৯৫২ সালে খাজা নাজিমুদ্দীনের বক্তব্যে জিন্নাহর কথার প্রতিধ্বনি হলে ভাষা আন্দোলন নতুন মাত্রা ও সর্বাত্মক রূপ লাভ করে।

ঘ ১নং চিত্রের অর্জনের সফলতা ২নং চিত্র অর্জনের পথকে প্রসারিত করেছে। অর্থাৎ ভাষা আন্দোলনের সফলতা বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে ত্বরান্বিত করেছে।

পাকিস্তান রাষ্ট্রের বৈষম্যমূলক আচরণের বিরুদ্ধে ভাষা আন্দোলন ছিল বাঙালি জাতির প্রথম প্রতিবাদ ও বিদ্রোহ। এছাড়া এ আন্দোলন ছিল বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রথম প্রেরণা। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টির পর থেকেই বাঙালি জাতি পশ্চিম পাকিস্তানি সরকারের অবহেলা, বঞ্চনা, শোষণের যাঁতাকলে পিষ্ট হচ্ছিল। মাতৃভাষা বাংলার প্রতি অবমাননা বাঙালির মনকে প্রবল নাড়া দিয়েছিল। তারা বুঝতে পেরেছিল পাকিস্তানিদের হাতে তাদের ভাষা, সংস্কৃতি, অর্থনীতি কিছুই নিরাপদ নয়। এভাবেই বাঙালির মাঝে জাতীয়তাবাদের বীজ বপিত হয়।

ভাষা আন্দোলনকে ঘিরে গড়ে ওঠা বাঙালি জাতীয়তাবাদকে ভিত্তি করে ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট নিরঙ্কুশ বিজয় অর্জন করে। ১৯৬২ সালে ছাত্র-ছাত্রীরা শিক্ষা আন্দোলনে সফলতা অর্জন করে। ১৯৬৬ সালে বঙ্গবন্ধু কর্তৃক ঘোষিত হয় বাঙালির বাঁচার দাবি ৬ দফা। বাংলার আপামর জনসাধারণ জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ হয়ে ছয় দফা দাবি আদায়ের আন্দোলনে নামে। এরপর ১৯৬৯ সালে বাঙালি গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে স্বৈরাচারী আইয়ুব খান সরকারের পতন ঘটায় এবং ১৯৭০ এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগকে বিপুল ভোটে বিজয়ী করে। সবশেষে দীর্ঘ রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে ১৯৭১ সালে অর্জিত হয় বাঙালির কাঙ্ক্ষিত বিজয়। স্বাধীনতা অর্জনের সংগ্রামে প্রাণ উৎসর্গকারী শহিদদের স্মরণে সাভারে জাতীয় স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করা হয়। চিত্র-২ এ সেটিই উল্লেখ করা হয়েছে।

সুতরাং তাই বলা যায়, ভাষা আন্দোলনের সফলতায় উদ্ভূত জাতীয়তাবাদের অনুপ্রেরণাতেই বাংলাদেশের জনগণ পরম আরাধ্য স্বাধীনতা অর্জন করেছিল।

প্রশ্ন ▶ ১১ **দৃশ্যকল্প-১ :** বাপ্পি তার নানুর বাড়িতে একটি বিয়ের অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হয়। সে দেখলো বর এলো গরুর গাড়িতে এবং কনে বিদায় হলো পালকিতে।

দৃশ্যকল্প-২ : বাপ্পি আরো দেখতে পায় যে, নানুর বাড়ির এলাকায় ধানচাষি ও গমচাষি নিজের মধ্যে ধান ও গম নিজেদের প্রয়োজনে আদান-প্রদান করে। চাষিরা তাদের উৎপন্ন ফসল আশেপাশের গ্রামে বিনিময় করে থাকে।

ক. কৌম সমাজ কী? ১

খ. কীভাবে বাংলা ভাষার উৎপত্তি হয়? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. দৃশ্যকল্প-১ প্রাচীন বাংলার কোন বিষয়টির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'দৃশ্যকল্প-২ প্রাচীন বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থার প্রতিচ্ছবি"— বিশ্লেষণ করো। ৪

১১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মৌর্য শাসনের পূর্বে বাংলার অধিবাসীদের মধ্যে তেমন কোনো রাজনৈতিক পরিচয় গড়ে ওঠেনি। এ সময়ে সমাজ বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত ছিল। একে বলা হয় কৌম সমাজ।

খ আর্যদের প্রাচীন বৈদিক ভাষা থেকেই কালক্রমে বাংলা ভাষার উদ্ভব ঘটে। প্রাচীন যুগে আর্যগণ যে ভাষা ব্যবহার করত এবং যে ভাষায়, বৈদিক গ্রন্থ রচিত হয়েছিল স্থানভেদে এবং সময়ের বিবর্তনে এর অনেক পরিবর্তন ঘটে। সংস্কৃত থেকে প্রাকৃত এবং প্রাকৃত থেকে অপভ্রংশ ভাষার উৎপত্তি হয়। আর অপভ্রংশ ভাষা হতে অষ্টম বা নবম শতকে বাংলা ভাষার সৃষ্টি হয়। যেমন : কৃষ্ণ > কানু > কানাই।

এ ভাষাতে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কর্তৃক নেপাল হতে সংগৃহীত পুঁথি পাওয়া যায়। একে বলা হয় চর্যাপদ। এ চর্যাপদের ভাষা ধীরে ধীরে বিকশিত হয়ে বাংলা ভাষার উদ্ভব ঘটে।

গ দৃশ্যকল্প-১ প্রাচীন বাংলার যোগাযোগ ব্যবস্থার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

প্রাচীন বাংলার মানুষের যাতায়াতের প্রধান বাহন ছিল গরুর গাড়ি ও নৌকা। খাল-বিলে চলাচলের জন্য ভেলা ও ডোঙ্গা ব্যবহার করতো। ধনী লোকেরা হাতি, ঘোড়া, ঘোড়ার গাড়ি প্রভৃতি যাতায়াতের জন্য ব্যবহার করতো। তাদের স্ত্রী-পরিজনরা নৌকা ও পালকিতে একস্থান থেকে অন্যস্থানে আসা-যাওয়া করতো। উদ্দীপকে দেখা যায়, মেহরান তার বন্ধুর বিয়েতে বরযাত্রী হিসেবে যায়। সেখানে গিয়ে সে দেখে যে, কনে পালকিতে চড়ে বিয়ের মঞ্চে প্রবেশ করছে। এটি প্রাচীনকালের বাহনের প্রতিনিধিত্ব করছে। প্রাচীনকালে ধনী ব্যক্তিদের স্ত্রী-পরিজনরা নৌকা ও পালকিতে একস্থান থেকে অন্যস্থানে আসা যাওয়া করত। বিয়ের পর নববধূকে গরুর গাড়িতে বা পালকিতে করে শ্বশুরবাড়ি আনা হতো।

উদ্দীপকে যা প্রাচীন বাংলার যোগাযোগ ব্যবস্থার সাথে মিল রয়েছে। তাই বলা যায়, দৃশ্যকল্প-১ প্রাচীন বাংলার যোগাযোগ ব্যবস্থার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ "দৃশ্যকল্প-২ প্রাচীন বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থার প্রতিচ্ছবি"- উক্তিটি যথার্থ।

প্রাচীন বাংলার অর্থনীতি গড়ে উঠেছে কৃষির ওপর নির্ভর করে। এছাড়াও কৃষির পাশাপাশি কুটিরশিল্প, ভারী শিল্পজাত দ্রব্য উৎপাদন ও ব্যবসায়-বাণিজ্য আয়ের অন্যতম প্রধান উৎস ছিল। প্রাচীন বাংলার মানুষেরা পণ্য আদান-প্রদান, ক্রয়-বিক্রয় ও ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য বিনিময় প্রথা চালু করেছিল। এসময় শিল্পের উন্নতি ও ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারের ফলে বাংলায় ধন-সম্পদ ও ঐশ্বর্য প্রচুর বৃদ্ধি পেয়েছিল। সম্ভবত খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকের পূর্বে বাংলায় মুদ্রার প্রচলন আরম্ভ হয়। বিভিন্ন সময়ে বঙ্গদেশে বিভিন্ন প্রকার মুদ্রা চালু থাকলেও এখানে কড়ি সবচেয়ে কম মান হিসেবে ব্যবহৃত হতো।

উদ্দীপকে যা প্রাচীন বাংলার অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সাথে মিল রয়েছে।

সুতরাং বলা যায়, "দৃশ্যকল্প-২ প্রাচীন বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থার প্রতিচ্ছবি"।

ময়মনসিংহ বোর্ড– ২০২৪

বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা) **বিষয় কোড : 1 5 3**

[২০২৪ সালের সিলেবাস অনুযায়ী]

সময় : ৩০ মিনিট পূর্ণমান : ৩০

[**বিশেষ দ্রষ্টব্য :** সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসংবলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১]

প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না।

১. **মেগাস্থিনিস এর 'ইন্ডিকা' কোন ধরনের সাহিত্যিক উপন্যাস?**
ক জীবনী গ্রন্থ খ দেশীয় সাহিত্য গ বিদেশিদের বিবরণী ঘ প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ

২. **"ইতিহাস হলো ঘটনার বৈজ্ঞানিক এবং ধারাবাহিক বিবরণ"– উক্তিটি কোন ঐতিহাসিকের?**
ক হেরোডোটাস খ র‍্যাপসন গ ড. জনসন ঘ লিওপোল্ড ফন্ র‍্যাংকে

৩. **মিশরীয় সভ্যতায় ভাস্কর্যগুলো কীভাবে মিশরীয়দের শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ বহন করে?**
ক মূর্তিগুলোর উচ্চতার কারণে খ ধর্মীয় ভাবধারার কারণে
গ দুই ধরনের চিত্রায়ণের ফলে ঘ পাথর কেটে তৈরি করায়

৪. **সূর্যদেবতা 'রে' কোন সভ্যতার ধর্মীয় দেবতা?**
ক মিশরীয় খ সিন্ধু গ গ্রিক ঘ রোম

৫. **শাহেদ তাদের পার্শ্ববর্তী দুটি সম্প্রদায়ের মধ্যে খেলার আয়োজন করে সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধ নিরসন করেন। শাহেদ কোন সভ্যতার জ্ঞান কাজে লাগিয়ে খেলার আয়োজন করেছিল?**
ক মিশরীয় খ সিন্ধু গ গ্রিক ঘ রোম

৬. **ফরিদপুর, বাকেরগঞ্জ ও পটুয়াখালীর নিচু জলাভূমি ও মধ্য অঞ্চল কোন জনপদের অন্তর্ভুক্ত?**
ক বঙ্গ খ পুণ্ড্র গ গৌড় ঘ সমতট

৭. **প্রাচীন জনপদগুলো থেকে আমরা জানতে পারি–**
i. ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য ii. সীমারেখা iii. রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৮. **শশাঙ্কের মৃত্যুর পরবর্তী সময়কে অন্ধকার যুগ বলা হয় কেন?**
ক যুদ্ধবিগ্রহের কারণে খ বিশৃংখলার ফলে
গ রাজনৈতিক কারণে ঘ শিক্ষার অভাবে

□ **নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৯ ও ১০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
ফাহিম গ্রীষ্মের ছুটিতে নরসিংদী জেলায় বেড়াতে যায়। সেখানে সে প্রাচীন এক ঐতিহাসিক নিদর্শন দেখতে পায়।

৯. **ফাহিম কোন ঐতিহাসিক নিদর্শন দেখেছে?**
ক পাহাড়পুর বৌদ্ধবিহার খ উয়ারী বটেশ্বর
গ বিক্রমপুরী বৌদ্ধ বিহার ঘ শালবন বিহার

১০. **ফাহিমের দেখা বিহারটির বৈশিষ্ট্য হলো–**
i. আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকেন্দ্র ii. নয়নাভিরাম পুতি তৈরির কারখানা
iii. উন্নত শিল্পযোগ ও দর্শন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১১. **ইখতিয়ার উদ্দীন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খলজি কত খ্রিষ্টাব্দে নদীয়া জয় করেন?**
ক ১২০৪ খ ১২০৯ গ ১০২১০ ঘ ১২১২

১২. **কোন শাসকের সময় টাকায় আট মন চাউল পাওয়া যেত?**
ক সুজাউদ্দীন খান খ আলিবর্দি খান গ শায়েস্তা খান ঘ মুর্শিদকুলি খান

১৩. **মধ্যযুগে মুসলমানগণ কেন নিজ নিজ রাজ্যে মসজিদ মাদ্রাসা নির্মাণ করতেন?**
ক ঐক্য ও ধর্মীয় চেতনার প্রসারের ফলে
খ নিজেদের শাসকগণকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য
গ নিজেদের আভিজাত্য প্রকাশ করার জন্য
ঘ নির্মাণ শিল্পের প্রসারের কারণে

১৪. **'ষাট গম্বুজ মসজিদ' কোন জেলায় অবস্থিত?**
ক কুমিল্লা খ ঢাকা গ বাগেরহাট ঘ নারায়নগঞ্জ

১৫. **সাফওয়ান নূর তার বাবার রেখে যাওয়া সম্পত্তি তার নিকট আত্মীয়দের বিরোধিতা ও ষড়যন্ত্রের কারণে হারাতে বাধ্য হয়। সাফওয়ান নূরের সাথে ইতিহাসের কোন ব্যক্তির মিল রয়েছে?**
ক সুজউদ্দীন খান খ আলিবর্দী খান গ সিরাজউদ্দৌলা ঘ সজদুদ্দৌলা

১৬. **ফরাসি কোম্পানি এ দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হয় কেন?**
ক ইংরেজদের উন্নত রণকৌশল খ ফরাসিদের দক্ষতার অভাব
গ ফরাসিদের অস্ত্রের অভাব ঘ ইংরেজ ও ফ্রান্সের চুক্তির ফলে

১৭. **মোহামেডান লিটারেরি সোসাইটি কে প্রতিষ্ঠা করেন?**
ক সৈয়দ আমির আলি খ নবাব আবদুল লতিফ
গ হাজি মুহম্মদ মহসীন ঘ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

১৮. **রাজা রামমোহনকে আধুনিক ভারতের রূপকার বলা হয় কেন?**
i. কুসংস্কার দূর করার জন্য ii. শিক্ষা সংস্কার করার ফলে
iii. রাজনৈতিক সংস্কারের জন্য
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

□ **নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১৯ ও ২০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
'ক' দেশে করোনা ভাইরাসের মহামারি দেখা দিলে 'ক' দেশের সরকারের পক্ষে এত বড়ো অঞ্চলের সেবা দেওয়া কষ্টকর হয়ে পড়ে। সকল রোগীকে সেবা প্রদানের জন্য 'ক' দেশের সরকার দুটি অংশে ভাগ করে সেবার কার্যক্রম শুরু করেন। এতে সকল রোগী সঠিকভাবে সেবা পায়।

১৯. **উদ্দীপকের 'ক' দেশের সরকারের সেবাদান কার্যক্রম কোন ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত?**
ক খিলাফত খ বয়কট গ বজ্গভজ্গ ঘ স্বদেশী

২০. **উক্ত ঘটনার ফলে–**
i. হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কে ফাটল ধরে ii. মুসলমান সম্প্রদায় স্বাগত জানায়
iii. হিন্দু সম্প্রদায় তীব্র প্রতিক্রিয়া জানায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২১. **পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাকালে দেশটির কত শতাংশে উর্দুভাষী জনগোষ্ঠী ছিল?**
ক ২-২.৭% খ ৩.২৭% গ ৩.২৮% ঘ ৩.২৯%

২২. **সংবিধানে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেওয়া হয় কত সালে?**
ক ১৯৫২ খ ১৯৫৪ গ ১৯৫৬ ঘ ১৯৫৮

২৩. **ছয় দফাকে আমাদের বাঁচার দাবি বলা হয় কারণ–**
i. সবগুলো দাবি এখানে সন্নিবিষ্ট আছে
ii. এই দাবি ছিল ৭০-এর নির্বাচনের মূল হাতিয়ার
iii. এই দাবির মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা অর্জিত হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৪. **পাকিস্তানের সংসদীয় সরকার মালিক ফিরোজ খানকে উৎখাত করে কে সামরিক শাসন জারি করেন?**
ক ইস্কান্দার মির্জা খ আইয়ুব খান গ ইয়াহিয়া খান ঘ খাজা নাজিমুদ্দীন

২৫. **'ক' নামক রাষ্ট্রে যুদ্ধ শুরু হলে, সেখানকার জনগণ 'খ' নামক রাষ্ট্রে আশ্রয়গ্রহণ করে। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সময় কোন দেশ 'খ' নামক রাষ্ট্রের ভূমিকা পালন করেছিল?**
ক রাশিয়া খ ভারত গ চীন ঘ যুক্তরাষ্ট্র

২৬. **'অপরাজেয় বাংলাকে' বাংলাদেশের ছাত্রসমাজের প্রেরণার উৎস বলা হয় কেন?**
ক প্রতিটি আন্দোলনে ছাত্রদের ভূমিকার জন্য
খ বাংলাদেশের ছাত্রসংখ্যা বেশি বলে
গ ছাত্ররা অপরাজেয় বাংলা তৈরি করেছিল তাই
ঘ এই চত্বরে ছাত্রদের দৃঢ় মনোবল দেওয়া হয় বলে

২৭. **সংবিধান রচনা কমিটির আহ্বায়কের দায়িত্ব পালন করেন কে?**
ক মোহাম্মদ উল্লাহ খ শাহ আব্দুল হামিদ
গ ড. কামাল হোসেন ঘ আব্দুস সামাদ

২৮. **বাঙালি জাতীয়তাবাদের জন্ম হয় কীভাবে?**
ক মুক্তিযুদ্ধের ফলে খ গণ অভ্যুত্থানের কারণে
গ ভাষা ও সংস্কৃতিকে কেন্দ্র করে ঘ ধর্ম নিরপেক্ষতার কারণে

□ **নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ২৯ ও ৩০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
সানি সাহেবের বাড়ি গ্রামে হলেও তার বাড়ির পানির ও বিদ্যুতের বিল বাড়িতে বসেই মোবাইলের মাধ্যমে দিতে পারে। এমন কি কৃষিবিষয়ক সকল তথ্য মোবাইলের মাধ্যমে জানতে পারে।

২৯. **সানি সাহেব কোন ধরনের বাংলাদেশে বাস করে?**
ক কৃষিভিত্তিক খ বিজ্ঞানভিত্তিক গ স্বল্পোন্নত ঘ ডিজিটাল

৩০. **এই ধরনের দেশে বসবাসের ফলে সানি সাহেব যে সুবিধা পান–**
i. ইন্টারনেট ii. অনলাইন ক্রয়বিক্রয় iii. ন্যাশনাল ওয়েব পোর্টাল
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

■ **খালি ঘরগুলোতে পেনসিল দিয়ে উত্তরগুলো লেখো। এরপর প্রদত্ত উত্তরমালার সাথে মিলিয়ে দেখো তোমার উত্তরগুলো সঠিক কি না।**

উত্তর																														
	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15	
	16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30	

ময়মনসিংহ বোর্ড– ২০২৪

বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা (সৃজনশীল)

[২০২৪ সালের সিলেবাস অনুযায়ী]

বিষয় কোড : 1 5 3

সময় : ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

পূর্ণমান : ৭০

[দ্রষ্টব্য : ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ দিয়ে পড়ো এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর যথাযথ উত্তর দাও। যেকোনো **সাতটি** প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

১।

ছক-১	ছক-২
মুদ্রা, শিলালিপি	সাহিত্য, দলিলপত্র

ক. ঐতিহ্য কী? ১

খ. ইতিহাসকে 'শিক্ষণীয় দর্শন' বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. ছক-১ ইতিহাসের কোন ধরনের উপাদানকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. কোনো বিষয়ের সঠিক ও সম্পূর্ণ ইতিহাস জানতে হলে ছক-১ এবং ছক-২-এ উল্লিখিত উভয় উপাদানই অত্যাবশ্যকীয়– তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

২। 'ক' অঞ্চলের অধিবাসীগণ শিক্ষা-দীক্ষা অর্জন করে দেশের বিভিন্ন পর্যায়ে কাজ করতে চায়। তাই তারা জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা ও উচ্চশিক্ষা অর্জন করতে আগ্রহী।
'খ' অঞ্চলের অধিবাসীরা নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব সংঘাতেই ব্যস্ত থাকে। ফলে আশেপাশের অঞ্চলসমূহও তাদের ভয়ে ভীত থাকে। এ অঞ্চলের লোকজন প্রয়োজনে অন্য অঞ্চলের লোকজনের উপর হামলা করতেও ইতঃস্তত করে না।

ক. 'নোম' কী? ১

খ. মিশরীয়দের অর্থনীতি কৃষির উপর নির্ভরশীল ছিল কেন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত 'খ' অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে গ্রিক সভ্যতার কোন নগর রাষ্ট্রের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত 'খ' অঞ্চলের চেয়ে 'ক' অঞ্চলের অধিবাসীরা জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দর্শন চর্চায় এগিয়ে ছিল– বিশ্লেষণ করো। ৪

৩। তূর্যদের বাড়ি পটুয়াখালী কিন্তু চাকরি সূত্রে তার বাবা ফরিদপুরে বসবাস শুরু করে সেখানকার পরিবেশ তার এত ভালো লাগে যে তারা ফরিদপুরে স্থায়ীভাবে বসবাস করা শুরু করে।
অন্যদিকে, শিবলী ছাত্রবস্থায় বিভিন্ন জেলার ঐতিহাসিক স্থান ভ্রমণ করেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো বগুড়া, রংপুর, রাজশাহী ও দিনাজপুর।

ক. জনপদ কাকে বলে? ১

খ. ভৌগোলিক পরিবেশ কীভাবে এদেশের মানুষকে কোমল আর শান্ত করেছে? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের তূর্যের বসবাসকৃত স্থানটি কোন জনপদের অন্তর্ভুক্ত? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের শিবলীর ভ্রমণকৃত স্থানটি বাংলার সবচেয়ে সমৃদ্ধ জনপদ, তোমার মতামতের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৪।

চিত্র : ১

চিত্র : ২

ক. প্রাচীন যুগ কী? ১

খ. বাংলাদেশের মানুষ সংগ্রামী কেন? ২

গ. চিত্র-১ কোন জনপদের অন্তর্ভুক্ত? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. চিত্র-২ এর জনপদটি কি প্রাচীন বাংলার সবচেয়ে উন্নত জনপদ? তোমার পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

৫। **দৃশ্য-১ :** 'ক' নামক একজন ব্যক্তি ক্ষমতা দখলের পর দুর্গ নির্মাণ করেন, নৌবাহিনী গঠন করেন এবং তিনিই প্রথম নৌবাহিনীর গোড়া পত্তন করেন।
দৃশ্য-২ : 'খ' নামক একজন ব্যক্তি ছিলেন সুদক্ষ সেনাপতি, দূরদর্শী শাসক এবং তার সময় দ্রব্যমূল্য খুবই সস্তা ছিল। এত সস্তা ছিল যে, টাকায় আটমন চাল পাওয়া যেত।

ক. বারো ভূঁইয়া কারা? ১

খ. বাংলাকে 'বুলগাকপুর নগরী' বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. দৃশ্য-১-এ 'ক' নামক ব্যক্তির সাথে প্রাচীন বাংলার কোন শাসকের মিল রয়েছে? তার শাসনকাল ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. দৃশ্য-২-এর 'খ' নামক ব্যক্তির সাথে ইতিহাসের যে ব্যক্তির মিল রয়েছে তার শাসনকালকে স্বর্ণযুগ বলা হয়– বিশ্লেষণ করো। ৪

৬। **দৃশ্যপট-১ :** রিপন 'ক' নামক রাষ্ট্রে রাজক্ষমতায় আরোহণ করেই নিকট স্বজনদের ষড়যন্ত্রের শিকার হন। রিপনকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য তার নিকটতম লোকজন বিদেশি বণিকদের সাথে হাত মিলিয়ে একটা যুদ্ধের সৃষ্টি করে। যুদ্ধে রিপনের অদূরদর্শিতা ও নিকটতমদের অসহযোগিতার কারণে তার পরাজয় হয়।
দৃশ্যপট-২ : জনাব শাহরিয়ার বিভিন্ন শর্তানুযায়ী ম্যানেজার শোভনকে একটা কোম্পানির পরিচালক হিসেবে মনোনীত করেন। পরবর্তীতে শোভনকে নামমাত্র দায়িত্ব দেওয়া হয়। অপরদিকে শাহরিয়ার লাভ করেন অন্যান্য সকল ক্ষমতা।

ক. 'আলীনগরের সন্ধি' কী? ১

খ. অন্ধকূপ হত্যা কী? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. রিপনের পরাজয়ের সাথে নবাবি শাসনামলের কোন ঐতিহাসিক ঘটনার মিল পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর দৃশ্যপট-১ এর পরিণতিতেই দৃশ্যপট-২ এর সৃষ্টি? বিশ্লেষণ করো। ৪

৭। সুলতান শাকিল খান সেনাপতি জনিকে খুব বিশ্বাস করতেন। জনি ক্ষমতা লাভের আশায় সুলতানের শত্রুদের সাথে হাত মেলায়। যুদ্ধক্ষেত্রে সেনাপতি হওয়া সত্ত্বেও নীরব দর্শক হিসেবে কাজ করে। ফলে সুলতান শাকিল খান পরাজিত ও নিহত হন এবং ক্ষমতাও হারান।

ক. চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কী? ১

খ. দ্বৈত শাসন বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের সাথে বাংলার ইংরেজ শাসনের সূচনা পূর্বের কোন ঘটনার মিল পাওয়া যায়? বিশ্লেষণ করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের উক্ত ঘটনার ফলে বাংলার স্বাধীনতাসূর্য অস্তমিত গিয়েছিল বলে তুমি মনে কর কি? ৪

৮। মুক্তা দশম শ্রেণির ছাত্রী। তার বড় বোনের বিবাহে তার বাবা ইংরেজিতে নিমন্ত্রণপত্র ছাপালো। কিন্তু মুক্তা সেটা পছন্দ করল না। কারণ মুক্তা চেয়েছিল নিমন্ত্রণপত্র বাংলায় ছাপা হোক।

ক. তমদ্দুন মজলিস কী? ১

খ. ভাষা আন্দোলনে নারীদের ভূমিকা ছিল "সক্রিয় ও প্রতিবাদী"– ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে মুক্তার মানসিকতার মধ্য দিয়ে কোন আন্দোলনের চিত্র ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. "মুক্তার এই ধরনের চেতনাই বাঙালি জাতীয়তাবাদ বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল"– তোমার পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

৯। **দৃশ্যকল্প-১ :** শিপন সাহেব একজন শিক্ষাবিদ। তিনি সমাজের মানুষের মধ্যে অন্ধ বিশ্বাস, ধর্মীয় গোঁড়ামী, ঝাড়-ফুঁক, পানিপড়া ইত্যাদি দূর করার জন্য মনোযোগ দেন।
দৃশ্যকল্প-২ : জনাব সুমনের গ্রাম শিক্ষার দিক থেকে পিছিয়ে আছে। তিনি তার একটি স্কুল স্থাপন করেন। সেখানে শুধু ধর্মীয় ও সামাজিক বিষয়গুলো পড়ানো হতো। কিন্তু তিনি ভাবলেন নতুন সমাজ গঠনে ইংরেজি ও বিজ্ঞান শিক্ষার গুরুত্ব দিতে হবে।

ক. সৈয়দ আমির আলির গঠিত সমিতির নাম কী? ১

খ. নীল কমিশন গঠন করা হয় কেন? বর্ণনা করো। ২

গ. দৃশ্যকল্প-১-এ শিপন সাহেবের কর্মকাণ্ডে ইতিহাসের কোন মনীষীর কর্মকাণ্ড খুঁজে পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. দৃশ্যকল্প-২-এর কর্মকাণ্ড "বাংলার নবজাগরণকে ত্বরান্বিত করেছিল"– বিশ্লেষণ করো। ৪

১০।

?

↓

১১টি ভাগ	১৫৩টি অনুচ্ছেদ	৪টি তফসিল

ক. গণতন্ত্র কাকে বলে? ১

খ. বঙ্গবন্ধু কৃষি উন্নয়নে মনোযোগ দিয়েছিলেন কেন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. ছকের প্রশ্নবোধক চিহ্নিত বক্সটিতে কী বোঝানো হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত বিষয়টি হলো নবীন রাষ্ট্রের জন্য আলোকবর্তিকা– যুক্তিসহ মতামত দাও। ৪

১১।

চিত্র-১

চিত্র-২

ক. শিখা চিরন্তন কী? ১

খ. ২৫শে মার্চকে কালোরাত বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. চিত্র-১-এ মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন তাদের ভূমিকা কী ছিল? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. চিত্র-২-এ মুক্তিযুদ্ধ ও দেশ পরিচালনার ক্ষেত্রে এর কার্যক্রম ছিল অনস্বীকার্য– বিশ্লেষণ করো। ৪

উত্তরমালা

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

উত্তর																														
	1	M	2	L	3	L	4	K	5	M	6	K	7	N	8	L	9	L	10	N	11	K	12	M	13	K	14	M	15	M
	16	K	17	L	18	K	19	M	20	N	21	L	22	M	23	M	24	K	25	L	26	K	27	M	28	M	29	N	30	N

সৃজনশীল

প্রশ্ন ▶ ০১

ছক-১	ছক-২
মুদ্রা, শিলালিপি	সাহিত্য, দলিলপত্র

ক. ঐতিহ্য কী? ১

খ. ইতিহাসকে 'শিক্ষণীয় দর্শন' বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. ছক-১ ইতিহাসের কোন ধরনের উপাদানকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. কোনো বিষয়ের সঠিক ও সম্পূর্ণ ইতিহাস জানতে হলে ছক-১ এবং ছক-২-এ উল্লিখিত উভয় উপাদানই অত্যাবশ্যকীয়– তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ঐতিহ্য হচ্ছে অতীতের অভ্যাস, শিক্ষা, ভাষা, শিল্প, সাহিত্য-সংস্কৃতি যা ভবিষ্যতের জন্য সংরক্ষিত থাকে।

খ ইতিহাস দৃষ্টান্তের মাধ্যমে শিক্ষা দেয় বলে ইতিহাসকে শিক্ষণীয় দর্শন বলা হয়।

ইতিহাস হচ্ছে মানবসভ্যতার বিবর্তনের সঙ্গে সম্পর্কিত বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের ধারাবাহিক ও সত্যনিষ্ঠ বিবরণ। অপরদিকে জগৎ, জীবন, মানুষের সমাজ; তার চেতনা এবং জ্ঞানের প্রক্রিয়া প্রভৃতি মৌল বিধানের আলোচনা হচ্ছে দর্শন। মানুষ ইতিহাস পাঠ করে অতীত ঘটনাবলির দৃষ্টান্ত থেকে শিক্ষা নিতে পারে। ইতিহাসের শিক্ষা বর্তমানের প্রয়োজনে কাজে লাগানো যেতে পারে। আর এজন্যই ইতিহাসকে শিক্ষণীয় দর্শণ বলা হয়।

গ উদ্দীপকের ছক-১ ইতিহাসের অলিখিত উপাদান নির্দেশ করে।

যেসব বস্তু বা উপাদান থেকে আমরা বিশেষ সময়, স্থান বা ব্যক্তি সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের ঐতিহাসিক তথ্য পাই সেই বস্তু বা উপাদানই প্রত্নতত্ত্ব নিদর্শন। প্রত্নতত্ত্ব নিদর্শনসমূহ বস্তুত ইতিহাসের অলিখিত উপাদান। ছক-১ এর বিষয় দুটি প্রত্নতত্ত্ব নিদর্শনের আওতাভুক্ত।

ছক-১ এ মুদ্রা ও শিলালিপির উল্লেখ রয়েছে। বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক স্থানসমূহে অনেক রকমের মুদ্রা পাওয়া গেছে। এগুলোতে রাজার নাম, সন-তারিখ, রাজার মূর্তি প্রভৃতি খোদাই করা রয়েছে। এ থেকে রাজার শাসনকাল, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও সমাজব্যবস্থা, ধর্মবিশ্বাস প্রভৃতি সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। এছাড়া লিপিমালা থেকে সরকারি লিপি, যুদ্ধবিগ্রহ, ভূমিদান, রাজার আদেশ, রাজার নাম, রাজ্যজয়, রাজত্বকাল, ধর্মবিশ্বাস প্রভৃতি জানা যায়। তাই এগুলো প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন। আর প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনসমূহ ইতিহাসের অলিখিত উপাদানের অন্তর্ভুক্ত।

ঘ কোনো বিষয়ের সঠিক ও সম্পূর্ণ ইতিহাস জানতে হলে ছক-১ ও ছক-২ এ উল্লিখিত উপাদান তথা অলিখিত এবং লিখিত উভয় উপাদানই অত্যাবশ্যকীয়।

ইতিহাস হলো অতীতের ঘটনাবলীর বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ ধারাবাহিক বিবরণ। আর যেসব তথ্য-প্রমাণের ওপর ভিত্তি করে ঐতিহাসিক সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব, তাকেই ইতিহাসের উপাদান বলা হয়। বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস রচনায় ইতিহাসের লিখিত ও অলিখিত উভয় উপাদানই গুরুত্বপূর্ণ। কেবল লিখিত উপাদান বা অলিখিত উপাদান দ্বারা পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনা করা সম্ভব নয়। কেননা একটিমাত্র উপাদান কোনো বিষয় সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ তথ্য-উপাত্ত দিতে পারে না। এজন্য ইতিহাসবিদরা সম্ভাব্য সমস্ত উৎস থেকে তথ্য খোঁজেন এবং সেগুলো সমন্বয় করে সঠিক ইতিহাস রচনার চেষ্টা করে থাকেন। কারণ ইতিহাসে আবেগ, অনুমান বা অতিকথনের স্থান নেই। ইতিহাসকে হতে হবে যথার্থ ও বাস্তবধর্মী। আর এক্ষেত্রে ইতিহাসের লিখিত উপাদানের সাথে অলিখিত উপাদানের সমন্বয় সাধন করা প্রয়োজন।

অলিখিত উপাদান যেমন– মুদ্রা, শিলালিপি, তৈজসপত্র, সমরাস্ত্র, ইমারত প্রভৃতির বৈজ্ঞানিক পরীক্ষানিরীক্ষা এবং বিশ্লেষণের মাধ্যমে একটি যুগের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। একই সাথে ঐ সময়ের বিভিন্ন লিখিত উপাদান প্রতিটি বিষয়ের লিখিত বিবরণ প্রদানের মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনায় সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে তাই বলা যায়, কোনো বিষয়ের সঠিক ও সম্পূর্ণ ইতিহাস জানতে হলে ইতিহাসের লিখিত ও অলিখিত উভয় উপাদানই অত্যাবশ্যকীয়।

প্রশ্ন ▶ ০২ 'ক' অঞ্চলের অধিবাসীগণ শিক্ষা-দীক্ষা অর্জন করে দেশের বিভিন্ন পর্যায়ে কাজ করতে চায়। তাই তারা জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা ও উচ্চশিক্ষা অর্জন করতে আগ্রহী।

'খ' অঞ্চলের অধিবাসীরা নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব সংঘাতেই ব্যস্ত থাকে। ফলে আশেপাশের অঞ্চলসমূহও তাদের ভয়ে ভীত থাকে। এ অঞ্চলের লোকজন প্রয়োজনে অন্য অঞ্চলের লোকজনের উপর হামলা করতেও ইতঃস্তত করে না।

ক. 'নোম' কী? ১

খ. মিশরীয়দের অর্থনীতি কৃষির উপর নির্ভরশীল ছিল কেন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত 'খ' অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে গ্রিক সভ্যতার কোন নগর রাষ্ট্রের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত 'খ' অঞ্চলের চেয়ে 'ক' অঞ্চলের অধিবাসীরা জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দর্শন চর্চায় এগিয়ে ছিল– বিশ্লেষণ করো। ৪

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক প্রাক-রাজবংশীয় যুগে মিশর কতগুলো ছোটো ছোটো নগররাষ্ট্রে বিভক্ত ছিল, সেগুলোকে বলা হতো 'নোম'।

খ মিশরীয়দের অর্থনীতি মূলত ছিল কৃষির উপর নির্ভরশীল।
নীল নদকে কেন্দ্র করে মিশরে কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি গড়ে উঠেছিল। নীল নদের দু'পাশে বসবাসকারী মিশরীয়দের জীবিকার জন্য নীল নদই ছিল একমাত্র ভরসা। কেননা প্রাচীনকালে প্রতিবছর নীল নদে বন্যা হতো। বন্যার পর পানি সরে গেলে এর দুই তীরে পলিমাটি পড়ে জমি উর্বর হয়ে উঠতো। পলিসমৃদ্ধ এই জমিতে জন্মাতো নানা ধরনের ফসল। যেমন– গম, যব, তুলা, পেঁয়াজ, পিচফল ইত্যাদি। ফসল উৎপাদনে এই প্রাচুর্যতার জন্য মিশরীয়দের অর্থনীতি কৃষির উপর নির্ভরশীল ছিল।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত 'খ' অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে গ্রিক সভ্যতার সামরিক নগররাষ্ট্র স্পার্টার মিল রয়েছে।
প্রাচীন গ্রিসে যে অসংখ্য নগররাষ্ট্র গড়ে উঠেছিল তার একটি ছিল স্পার্টা। এ নগররাষ্ট্রের অবস্থান ছিল দক্ষিণ গ্রিসের পোলোপোনেসাস নামক অঞ্চলে। স্পার্টানরা সমরতন্ত্র দ্বারা প্রভাবিত ছিল। মানুষের মানবিক উন্নতির দিকে নজর না দিয়ে সামরিক শক্তি সঞ্চয়ের দিকে তাদের দৃষ্টি ছিল বেশি। ৮০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে ডোরিয় যোদ্ধারা স্পার্টা দখল করে নেয়। এখানকার পরাজিত স্থানীয় অধিবাসীরা সুযোগ পেলেই বিদ্রোহ করত। ফলে ক্ষমতা টিকিয়ে রাখা আর বিদ্রোহ দমন ছাড়া স্পার্টার রাজাদের মাথায় আর কোনো চিন্তা ছিল না। স্পার্টার সমাজ তৈরি হয়েছিল যুদ্ধের প্রয়োজনকে ঘিরে। সরকারের মূল উদ্দেশ্য ছিল যুদ্ধের জন্য নাগরিকদের প্রস্তুত করা ও যুদ্ধ পরিচালনা করা। সামরিক দিকে অত্যধিক মনোযোগ দেওয়ার কারণে সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে তারা ছিল অনগ্রসর।
উদ্দীপকে 'খ' অঞ্চলের অধিবাসীরা নিজেদের ভেতর দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও অন্য অঞ্চলের লোকজনের ওপরও হামলা করে। উপরে আলোচিত স্পার্টার অধিবাসীদের মধ্যেও একই বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। সুতরাং বলা যায়, 'খ' অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে গ্রিক সভ্যতার সামরিক নগররাষ্ট্র স্পার্টার মিল রয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত 'খ' অঞ্চল হলো সামরিক নগররাষ্ট্র স্পার্টা। আর 'ক' অঞ্চল গণতান্ত্রিক নগররাষ্ট্র এথেন্স। স্পার্টার চেয়ে এথেন্সের অধিবাসীরা জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দর্শন চর্চায় এগিয়ে ছিল।
স্পার্টা ছিল একটি সামরিক নগররাষ্ট্র। এর অধিবাসীরা সমরতন্ত্র দ্বারা প্রভাবিত ছিল এবং যুদ্ধের প্রয়োজনকে ঘিরেই তাদের সমাজ গড়ে উঠেছিল। সামরিক দিকে অত্যধিক মনোযোগ দেওয়ার কারণে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে তারা ছিল অনগ্রসর।
অন্যদিকে এথেন্স ছিল গণতান্ত্রিক নগররাষ্ট্র। জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দর্শন চর্চায় তাদের অবদান অবিস্মরণীয়। নগররাষ্ট্র এথেন্সকে কেন্দ্র করেই গ্রিকরা প্রথম বিজ্ঞানচর্চার সূত্রপাত করেন। তারাই প্রথম পৃথিবীর মানচিত্র অঙ্কন করেন এবং প্রমাণ করেন যে, পৃথিবী একটি গ্রহ এবং তা নিজ কক্ষপথে আবর্তিত হয়। গ্রিক জ্যোতির্বিদরা সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণের কারণ নির্ণয় করতে সক্ষম হন। এছাড়া দার্শনিক চিন্তার ক্ষেত্রেও গ্রিসে অভূতপূর্ব উন্নতি হয়েছিল। পৃথিবী কীভাবে সৃষ্টি হয়েছে, প্রতিদিন কীভাবে এর পরিবর্তন ঘটছে এসব ভাবতে গিয়ে গ্রিসে দর্শন চর্চার সূত্রপাত। সক্রেটিস ছিলেন গ্রিক দার্শনিকদের মধ্যে সবচেয়ে খ্যাতিমান। সক্রেটিসের শিষ্য প্লেটো গ্রিক দর্শনকে চরম উন্নতির দিকে এগিয়ে নেন।
সুতরাং বলা যায়, মানুষের মানবিক উন্নতির চেয়ে সামরিক শক্তি অর্জনের দিকে স্পার্টানদের দৃষ্টি ছিল বেশি। অন্যদিকে এথেন্স জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় উন্নতির শিখরে আরোহণ করে। তাই বলা যায়, স্পার্টানদের চেয়ে এথেন্সের অধিবাসীরা জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দর্শন চর্চায় এগিয়ে ছিল।

প্রশ্ন ▸ ০৩ তুর্যদের বাড়ি পটুয়াখালী কিন্তু চাকরি সূত্রে তার বাবা ফরিদপুরে বসবাস শুরু করে সেখানকার পরিবেশ তার এত ভালো লাগে যে তারা ফরিদপুরে স্থায়ীভাবে বসবাস করা শুরু করে।
অন্যদিকে, শিবলী ছাত্রবস্থায় বিভিন্ন জেলার ঐতিহাসিক স্থান ভ্রমণ করেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো বগুড়া, রংপুর, রাজশাহী ও দিনাজপুর।

ক. জনপদ কাকে বলে? ১
খ. ভৌগোলিক পরিবেশ কীভাবে এদেশের মানুষকে কোমল আর শান্ত করেছে? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের তুর্যের বসবাসকৃত স্থানটি কোন জনপদের অন্তর্ভুক্ত? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের শিবলীর ভ্রমণকৃত স্থানটি বাংলার সবচেয়ে সমৃদ্ধ জনপদ, তোমার মতামতের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক প্রাচীন যুগে বাংলা বর্তমান বাংলাদেশের মতো একক ও অখণ্ড ছিল না। সাম্রাজ্যভিত্তিক বা কেন্দ্রীয়শাসন শুরু হওয়ার আগে বাংলা ছোটো ছোটো অনেকগুলো অঞ্চলে বিভক্ত ও স্থানীয়ভাবে শাসিত হতো। প্রাচীন বাংলার জনবসতিপূর্ণ ও কৃষিনির্ভর এই ছোটো ছোটো অংশগুলোকেই বলা হয় জনপদ।

খ ভৌগোলিক পরিবেশ বাংলাদেশের মানুষকে কোমল ও শান্ত স্বভাবের করেছে।
আবহাওয়া এবং ভৌগোলিক পরিবেশ মানুষের জীবনপ্রণালি, স্বভাব-চরিত্র, আচার-আচরণ নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবক হিসেবে কাজ করে। যেমন- পাহাড়ি এলাকা এবং সমুদ্র উপকূলবর্তী মানুষকে প্রতিকূল আবহাওয়ার সাথে লড়াই করে টিকে থাকতে হয়। এজন্য তারা কর্মঠ ও সংগ্রামী হয়। অন্যদিকে, সমতল বা নদী-বিধৌত অঞ্চলের আবহাওয়া স্নিগ্ধ, মনোরম হয় বলে এসব এলাকার মানুষ শান্ত ও আরামপ্রিয় হয়। বাংলাদেশের আবহাওয়া নাতিশীতোষ্ণ, তাই এ অঞ্চলের মানুষ কোমল ও শান্ত স্বভাবের।

গ উদ্দীপকের তুর্যের বসবাসকৃত স্থানটি বঙ্গ জনপদের অন্তর্ভুক্ত।
'বঙ্গ' অতি প্রাচীন জনপদ। বাংলার পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব দিকে 'বঙ্গ' জনপদটি গড়ে উঠেছিল। অনুমান করা হয়, এখানে 'বং' নামে একটি জাতি বাস করতো। তাই জনপদটি 'বঙ্গ' নামে পরিচিত হয়। প্রাচীন শিলালিপিতে বঙ্গের দুইটি অঞ্চলের নাম পাওয়া যায়। একটি 'বিক্রমপুর' আর অন্যটি 'নাব্য'। বর্তমানে 'নাব্য' বলে কোনো জায়গার অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। ধারণা করা হয়, ফরিদপুর, বাকেরগঞ্জ ও পটুয়াখালীর নিচু জলাভূমি এ নাব্য অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত ছিল।
উদ্দীপকের তুর্যের বসবাসকৃত অঞ্চলটি ফরিদপুর। উপরের আলোচনা থেকে দেখা যায় যে, ফরিদপুর অঞ্চলটি বঙ্গ জনপদে অবস্থিত। সুতরাং বলা যায়, তুর্যের বসবাসকৃত অঞ্চলটি বঙ্গ জনপদের অন্তর্ভুক্ত।

ঘ উদ্দীপকের শিবলীর ভ্রমণকৃত স্থানটি হলো পুন্ড্র। এটি ছিল প্রাচীন বাংলার সবচেয়ে সমৃদ্ধ জনপদ।

পুন্ড্র শব্দের অর্থ আখ বা ইক্ষু। প্রাচীন বাংলার জনপদগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো পুন্ড্র। খুব সম্ভবত : পুন্ড্র বলে একটি জনগোষ্ঠী এ জনপদ গড়ে তুলেছিল। বর্তমান বগুড়া, রংপুর, রাজশাহী ও দিনাজপুর এলাকা নিয়ে এ পুন্ড্র জনপদটির সৃষ্টি হয়েছিল। রাজধানীর নাম ছিল পুন্ড্রনগর। পরবর্তীকালে এর নাম হয় মহাস্থানগড়। মহাস্থানগড় প্রাচীন পুন্ড্র নগরীর ধ্বংসাবশেষ বলে পন্ডিতেরা মনে করেন। প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শনের দিক দিয়ে পুন্ড্রই ছিল প্রাচীন বাংলার সবচেয়ে সমৃদ্ধ নগরসভ্যতা।

পাথরের চাকতিতে খোদাই করা বাংলাদেশের প্রাচীনতম শিলালিপি এখানে পাওয়া গেছে। করতোয়া নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত পুন্ড্রনগরের সাথে জল ও স্থলপথে বাংলার অন্যান্য অংশের বেশ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল এবং প্রাচীন যুগে জনপদটি ব্যবসায়-বাণিজ্যের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসেবে বিখ্যাত ছিল।

সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের শিবলীর ভ্রমণকৃত স্থানটি অর্থাৎ পুন্ড্র প্রাচীণ বাংলার সবচেয়ে সমৃদ্ধ জনপদ।

প্রশ্ন ▸ ০৪

চিত্র : ১

চিত্র : ২

ক. প্রাচীন যুগ কী? ১

খ. বাংলাদেশের মানুষ সংগ্রামী কেন? ২

গ. চিত্র-১ কোন জনপদের অন্তর্ভুক্ত? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. চিত্র-২ এর জনপদটি কি প্রাচীন বাংলার সবচেয়ে উন্নত জনপদ? তোমার পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক খ্রিস্টপূর্ব পাঁচ শতক থেকে খ্রিষ্টীয় তেরো শতক পর্যন্ত সময়কালকে বাংলার ইতিহাসে প্রাচীন যুগ বলা হয়।

খ প্রকৃতির সাথে যুদ্ধ করে বাঁচতে হয় বলে বাংলার মানুষ সংগ্রামী। বাংলাদেশের আবহাওয়া নাতিশীতোষ্ণ। এ ভৌগোলিক পরিবেশ দেশবাসীকে কোমল আর শান্ত স্বভাবের করেছে। আবার ঋতুবৈচিত্র্যের কারণে ঝড়-জলোচ্ছ্বাসের সাথে যুদ্ধ করতে হয় বাংলাদেশের মানুষকে, তাই তারা হয়ে ওঠে সংগ্রামী।

গ ১নং চিত্রে উল্লিখিত নিদর্শনটি হলো 'শালবন বিহার', যা প্রাচীন জনপদ সমতটে অবস্থিত।

পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার বঙ্গ জনপদের প্রতিবেশী জনপদ হলো সমতট। গঙ্গা-ভাগীরথীর পূর্বতীর থেকে শুরু করে মেঘনার মোহনা পর্যন্ত সমুদ্রকূলবর্তী অঞ্চলকেই বলা হতো সমতট। কেউ কেউ মনে করেন বর্তমান কুমিল্লার প্রাচীন নাম সমতট। আর এই কুমিল্লার ময়নামতিতে যে কয়েকটি প্রাচীন নিদর্শনের সন্ধান পাওয়া গেছে তার মধ্যে শালবন বিহার অন্যতম।

উদ্দীপকের ১নং চিত্রটি শালবন বিহারের, যা বর্তমান কুমিল্লায় অবস্থিত। আর বর্তমান কুমিল্লা যেহেতু সমতটের অংশ ছিল। তাই বলা যায়, এই শালবন বিহারটি সমতট জনপদের অন্তর্ভুক্ত।

ঘ উদ্দীপকের ২নং চিত্রটি হলো মহাস্থানগড় যা প্রাচীন বাংলার পুন্ড্র জনপদের অন্তর্ভুক্ত। আর পুন্ড্র জনপদটি ছিল প্রাচীন বাংলার সবচেয়ে উন্নত জনপদ।

প্রাচীন বাংলার জনপদগুলোর মধ্যে পুন্ড্র ছিল অন্যতম। পুন্ড্র নামে একটি জাতি এই জনপদটি গড়ে তুলেছিল। পুন্ড্রদের রাজধানীর নাম ছিল পুন্ড্রনগর। পরবর্তীতে এর নাম হয় মহাস্থানগড়। মহাস্থানগড় কয়েক শতাব্দীকাল ধরে পরাক্রমশালী মৌর্য ও গুপ্তদের প্রাদেশিক রাজধানী ছিল। বর্তমান বগুড়া, রংপুর, দিনাজপুর ও রাজশাহী জেলা জুড়ে এ জনপদ বিস্তৃত ছিল।

সভ্যতার নিদর্শনের দিক থেকে অপরাপর জনপদ অপেক্ষা পুন্ড্রই ছিল প্রাচীন জনপদগুলোর মধ্যে সবচেয়ে সমৃদ্ধ। বগুড়া থেকে সাত মাইল দূরে অবস্থিত মহাস্থানগড় প্রাচীন পুন্ড্রনগরের ধ্বংসাবশেষ। পাথরের চাকতিতে খোদাই করা বাংলাদেশের প্রাচীনতম শিলালিপি এখানে পাওয়া গেছে। মহাস্থানগরের ধ্বংসাবশেষগুলোর মধ্যে বৈরাগীর ভিটা, গোবিন্দভিটা, খোদাই পাথর ভিটা, পরশুরামের প্রাসাদ, শীলাদেবীর ঘাট প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন। পাহাড়পুরে অবস্থিত বৌদ্ধ সংস্কৃতির আকর্ষণীয় নিদর্শন সোমপুর বিহার পুন্ড্রের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সোমপুর বিহারটি তৎকালীন বাংলার বৌদ্ধধর্মের বিখ্যাত শিক্ষা কেন্দ্রে পরিণত হয়। করতোয়া নদীর তীরে অবস্থিত পুন্ড্রনগরের সাথে জল ও স্থলপথে বাংলার অন্যান্য অঞ্চলের সাথে যোগাযোগ ছিল। প্রাচীন বাংলার এ জনপদটি ব্যবসা-বাণিজ্যের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র ছিল।

পুন্ড্র জনপদের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলো বিচার-বিশ্লেষণ করে বলা যায়, প্রাচীন বাংলার জনপদগুলোর মধ্যে পুন্ড্রই ছিল সবচেয়ে উন্নত জনপদ।

প্রশ্ন ▸ ০৫ **দৃশ্য-১ :** 'ক' নামক একজন ব্যক্তি ক্ষমতা দখলের পর দুর্গ নির্মাণ করেন, নৌবাহিনী গঠন করেন এবং তিনিই প্রথম নৌবাহিনীর গোড়া পত্তন করেন।

দৃশ্য-২ : 'খ' নামক একজন ব্যক্তি ছিলেন সুদক্ষ সেনাপতি, দূরদর্শী শাসক এবং তার সময় দ্রব্যমূল্য খুবই সস্তা ছিল। এত সস্তা ছিল যে, টাকায় আটমন চাল পাওয়া যেত।

ক. বারো ভূঁইয়া কারা? ১

খ. বাংলাকে 'বুলগাকপুর নগরী' বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. দৃশ্য-১-এ 'ক' নামক ব্যক্তির সাথে প্রাচীন বাংলার কোন শাসকের মিল রয়েছে? তার শাসনকাল ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. দৃশ্য-২-এর 'খ' নামক ব্যক্তির সাথে ইতিহাসের যে ব্যক্তির মিল রয়েছে তার শাসনকালকে স্বর্ণযুগ বলা হয়– বিশ্লেষণ করো। ৪

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ষোল শতকের মাঝামাঝি থেকে সতেরো শতকের মধ্যবর্তী সময়ে মুঘলদের বিরুদ্ধে যে সকল জমিদার স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সংগ্রাম করেছেন, ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে তারাই বারোভূঁইয়া।

খ বিদ্রোহ-বিশৃঙ্খলাপূর্ণ পরিবেশ তৈরি হওয়াতে বাংলাকে 'বুলগাকপুর নগরী' বলা হতো। ১২০৪ খ্রিষ্টাব্দে ইখতিয়ারউদ্দিন মুহম্মদ বখতিয়ার খলজির নদীয়া জয়ের মধ্য দিয়ে বাংলায় মুসলমান শাসনের সূচনা হয়। ১২০৬ খ্রিষ্টাব্দে বখতিয়ারের মৃত্যুর পর শাসনকর্তারা কেউ ছিলেন বখতিয়ারের সহযোদ্ধা, কেউ ছিলেন তুর্কি বংশের। তবে তারা সকলেই দিল্লির সুলতানদের অধীনে বাংলায় শাসনকর্তা হয়ে এসেছিলেন।

পরবর্তীতে অনেক শাসনকর্তাই দিল্লির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে স্বাধীন হতে চেয়েছেন। মুসলিম শাসনের এ যুগ ছিল বিদ্রোহ-বিশৃঙ্খলায় পূর্ণ। তাই ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দিন বারানী বাংলাকে নাম দিয়েছিলেন 'বুলগাকপুর নগরী' অর্থাৎ 'বিদ্রোহের নগরী'।

গ দৃশ্য-১ এ 'ক' নামক ব্যক্তির সাথে প্রাচীন বাংলার শাসক সুলতান গিয়াসউদ্দিন ইওজ খলজির মিল রয়েছে।

সুলতান গিয়াসউদ্দিন ইওজ খলজি মধ্যযুগের শাসকগণের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। তিনি শাসনকার্যের সুবিধার্থে রাজধানী দেবকোট হতে গৌড় বা লখনৌতিতে স্থানান্তর করেন। রাজধানীর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ় করার জন্য বসনকোট নামক স্থানে তিনি একটি দুর্গ নির্মাণ করেন। লখনৌতি নদীর তীরে অবস্থিত হওয়ায় ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধা ছিল। তাছাড়া ইওজ খলজি বুঝতে পেরেছিলেন, শক্তিশালী নৌবাহিনী ছাড়া শুধু অশ্বারোহী বাহিনীর পক্ষে নদীমাতৃক বাংলায় রাজ্য সম্প্রসারণ সম্ভব হবে না। তাই তিনি শক্তিশালী নৌবাহিনী গড়ে তোলেন। তিনি রাজধানীর নিরাপত্তার স্বার্থে এর তিন পাশে গভীর ও প্রশস্ত পরিখা নির্মাণ করেন। এছাড়াও তিনি তার রাজ্যকে রক্ষাকল্পে বহু খাল খনন ও সেতু নির্মাণ করেন।

উদ্দীপকের দৃশ্য-১ এ 'ক' নামক ব্যক্তি ক্ষমতা দখলের পর দুর্গ নির্মাণ করেন, নৌবাহিনী গঠন করেন এবং তিনিই প্রথম নৌবাহিনীর গোড়াপত্তন করেন। যা উপরে আলোচিত শাসক সুলতান গিয়াসউদ্দিন ইওজ খলজির শাসন ব্যবস্থায় ও প্রতিরক্ষার জন্য গৃহীত ব্যবস্থায় পরিলক্ষিত হয়।

ঘ দৃশ্য-২ এর 'খ' নামক ব্যক্তির সাথে বাংলার সুবাদার শায়েস্তা খানের মিল রয়েছে। তার শাসনকালকে স্বর্ণযুগ বলা হয়।

শায়েস্তা খান ছিলেন একজন সুদক্ষ সেনাপতি ও দূরদর্শী শাসক। তিনি মগদের উৎপাত থেকে বাংলার জনগণের জান-মাল রক্ষা করেন। সন্দ্বীপ ও চট্টগ্রাম অধিকার করে আরাকানি জলদস্যুদের সম্পূর্ণরূপে উৎখাত করেন। সুষ্ঠুভাবে শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে নিরাপত্তারও ব্যবস্থা করেন। ইংরেজদের ক্ষমতা ও ঔদ্ধত্য বৃদ্ধি পেতে থাকলে দীর্ঘদিনের চেষ্টার পর বাংলা থেকে তাদের বিতাড়িত করেন। এছাড়া তার শাসনামলে বিভিন্ন জনহিতকর কাজের জন্য তিনি স্মরণীয় হয়ে আছেন। তার সময়ে সাম্রাজ্যের সর্বত্র অসংখ্য সরাইখানা, রাস্তা ও সেতু নির্মিত হয়েছিল। জনকল্যাণকর কাজের জন্য শুধু বাংলার নয়, সমগ্র ভারতবর্ষেও তিনি খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

শায়েস্তা খানের আমলে বাংলার অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির মূলে ছিল শিল্প ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রসার। এ আমলে কৃষিকাজের সঙ্গে শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যেরও যথেষ্ট উন্নতি হয়। শায়েস্তা খান ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিদেশি বণিকদের উৎসাহিত করতেন। তাঁর সময়ে দ্রব্যমূল্য এত সস্তা ছিল যে, টাকায় আট মন চাল পাওয়া যেত। এছাড়া স্থাপত্য শিল্পের বিকাশের জন্যও তার শাসনকাল উল্লেখযোগ্য। ঢাকা ছিল শায়েস্তা খানের নগরী তার আমলে নির্মিত স্থাপত্য কর্মের মধ্যে ছোটো কাটরা, লালবাগ কেল্লা, হোসেনী দালান, চক মসজিদ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায় যে, উদ্দীপকে 'খ' নামক ব্যক্তির সাথে ইতিহাসের শায়েস্তা খানের মিল রয়েছে। জনকল্যাণমূলক শাসনব্যবস্থা, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি আনয়ন, স্থাপত্য শিল্পের বিকাশ প্রভৃতি কারণে তাঁর শাসনকালকে স্বর্ণযুগ বলা হয়।

প্রশ্ন ▶ ০৬ দৃশ্যপট-১ : রিপন 'ক' নামক রাষ্ট্রে রাজক্ষমতায় আরোহণ করেই নিকট স্বজনদের ষড়যন্ত্রের শিকার হন। রিপনকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য তার নিকটতম লোকজন বিদেশি বণিকদের সাথে হাত মিলিয়ে একটা যুদ্ধের সৃষ্টি করে। যুদ্ধে রিপনের অদুরদর্শিতা ও নিকটতমদের অসহযোগিতার কারণে তার পরাজয় হয়।

দৃশ্যপট-২ : জনাব শাহরিয়ার বিভিন্ন শর্তানুযায়ী ম্যানেজার শোভনকে একটা কোম্পানির পরিচালক হিসেবে মনোনীত করেন। পরবর্তীতে শোভনকে নামমাত্র দায়িত্ব দেওয়া হয়। অপরদিকে শাহরিয়ার লাভ করেন অন্যান্য সকল ক্ষমতা।

ক. 'আলীনগরের সন্ধি' কী? ১

খ. অন্ধকূপ হত্যা কী? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. রিপনের পরাজয়ের সাথে নবাবি শাসনামলের কোন ঐতিহাসিক ঘটনার মিল পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর দৃশ্যপট-১ এর পরিণতিতেই দৃশ্যপট-২ এর সৃষ্টি? বিশ্লেষণ করো। ৪

৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক পলাশির যুদ্ধের পর নবাব সিরাজউদ্দৌলা ইংরেজদের সাথে যে নতজানু ও অপমানজনক সন্ধি করতে বাধ্য হন তাই ইতিহাসে 'আলীনগরের সন্ধি' নামে পরিচিত।

খ নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে হেয় করতে হলওয়েল কর্তৃক প্রচারিত একটি মিথ্যা প্রচারণা ইতিহাসে 'অন্ধকূপ হত্যা' নামে পরিচিত। হলওয়েলের বর্ণনা অনুযায়ী ১৮ ফুট দৈর্ঘ্য ও ১৪.১০ ফুট প্রস্থ একটি ছোটো ঘরে ১৪৬ জন ইংরেজকে বন্দি করে রাখা হয়। যার ফলে প্রচণ্ড গরমে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে ১২৩ জন ইংরেজ সেনার মৃত্যু হয়। এটি ছিল ইংরেজ সেনা হলওয়েল কর্তৃক প্রচারিত একটি সম্পূর্ণ বানোয়াট ও মিথ্যা গুজব। এর কোনো ঐতিহাসিক সত্যতা নেই।

গ রিপনের পরাজয়ের সাথে নবাবি শাসনামলের ঐতিহাসিক ঘটনা পলাশি যুদ্ধের মিল পাওয়া যায়।

আলীবর্দি খানের মৃত্যুর পর মাত্র ২২ বছর বয়সে নবাব সিরাজউদ্দৌলা সিংহাসনে বসেন। সিংহাসনে বসার পর থেকে তাকে নানামুখী ষড়যন্ত্র ও সমস্যা মোকাবেলা করতে হয়। নবাবের খালা ঘসেটি বেগম তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। এ ষড়যন্ত্রে আরও যোগ দেন ঘসেটি বেগমের দেওয়ান রাজা রাজবল্লভ, পূর্ণিয়ার শাসনকর্তা সিরাজের খালাতো ভাই শওকত জঙ্গ এবং অন্যরা। দেশি-বিদেশি বণিক শ্রেণি, নবাবের দরবারের প্রভাবশালী রাজন্যবর্গ ও অভিজাত শ্রেণি, নবাবের সেনাপতি মীর জাফরসহ আরও অনেকে নবাবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে জড়িত ছিল। এই ষড়যন্ত্রকারীরা পলাশি যুদ্ধের পটভূমি তৈরি করতে ভূমিকা রেখেছিল।

উদ্দীপকের রিপনের 'ক' রাষ্ট্রের রাজক্ষমতায় আরোহণ করেই নিকট স্বজনদের ষড়যন্ত্রের শিকার হন। তারা রিপনকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য বিদেশি বণিকদের সাথে গোপনে হাত মেলায়। ফলে বিদেশি বণিকগণ বেপরোয়া হয়ে উঠলে রিপনের সাথে যুদ্ধ বাঁধে এবং তিনি পরাজিত হন। উদ্দীপকের এ ঘটনার সাথে উপরে আলোচিত পলাশি যুদ্ধের পটভূমি সাদৃশ্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, রিপনের পরাজয়ের সাথে ঐতিহাসিক পলাশি যুদ্ধের পটভূমির মিল রয়েছে।

ঘ দৃশ্যপট-১ তথা পলাশি যুদ্ধের পরিণতির ফলেই দৃশ্যপট-২ তথা দ্বৈত শাসন ব্যবস্থার সৃষ্টি।

ভারতীয় উপমহাদেশে পলাশির যুদ্ধ একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। কেননা, এ যুদ্ধে পরাজয়ের মধ্য দিয়ে বাংলা তথা ভারতের স্বাধীনতা ভূলুণ্ঠিত হয়। ফলে এ উপমহাদেশে প্রতিষ্ঠা পায় ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন। পলাশি যুদ্ধে বিজয়ের পর ইংরেজরা বাংলায় একচেটিয়া ব্যবসা-বাণিজ্যের অধিকার লাভের পাশাপাশি শাসন ক্ষমতায়ও তারা আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয়। এ যুদ্ধের ফলে ইংরেজরা মীর জাফরকে বাংলার সিংহাসনে বসালেও প্রকৃত ক্ষমতা ছিল রবার্ট ক্লাইভের হাতে। মীর জাফর শাসনকার্যে ব্যর্থ হলে তারা মীর কাশিমকে বাংলার সিংহাসনে বসায়। মীর কাশিম ছিলেন স্বাধীনচেতা নবাব। তিনি ব্রিটিশ আধিপত্য মেনে নিতে চাননি। ফলে কোম্পানির সাথে তার বিরোধ সৃষ্টি হলে ১৭৬৪ সালে বক্সার নামক স্থানে তার সাথে ইংরেজ বাহিনীর যুদ্ধ হয়। কিন্তু এ যুদ্ধে তিনি পরাজিত হন। ফলে বাংলার স্বাধীনতা রক্ষার শেষ চেষ্টাও ব্যর্থ হয়। এ যুদ্ধের পর ইংরেজরা পুরো ভারতবর্ষে তাদের রাজত্ব কায়েম করে। এ যুদ্ধের ফলে রবার্ট ক্লাইভ দিল্লির সম্রাটের কাছ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানি লাভ করেন। প্রকৃতপক্ষে ১৭৬৫ সালে দেওয়ানি লাভের পর থেকেই ইংরেজরা বাংলার সত্যিকার শাসকরূপে আত্মপ্রকাশ করে। দেওয়ানি লাভের ফলে এবং নবাব কর্তৃক প্রদত্ত শর্ত অনুযায়ী শুল্কহীন বাণিজ্যের কারণে কোম্পানির কর্মচারীরা বেপরোয়া হয়ে ওঠে। তাদের অর্থলোলুপতা দিনদিন বেড়ে যেতে থাকে। মূলত রবার্ট ক্লাইভ দেওয়ানি সনদের নামে বাংলার সম্পদ লুণ্ঠনের একচেটিয়া ক্ষমতা লাভ করে। দিল্লি কর্তৃক বিদেশি বণিক কোম্পানিকে এই অযাচিত ক্ষমতা প্রদানে সৃষ্টি হয় দ্বৈত শাসনের। এই দ্বৈত শাসনের ফলে দেশ এক ভয়াবহ বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়।

উপরের আলোচনা শেষে নিঃসন্দেহে বলা যায়, দ্বৈত শাসন ব্যবস্থার বীজ রোপিত হয়েছিল পলাশি যুদ্ধের মাধ্যমে এবং এর পূর্ণতা পায় কোম্পানির দেওয়ানি লাভের মাধ্যমে। তাই বলা যায়, পলাশি যুদ্ধের শেষ পরিণতিই হলো দ্বৈত শাসনব্যবস্থার সৃষ্টি।

প্রশ্ন ▶ ০৭ সুলতান শাকিল খান সেনাপতি জনিকে খুব বিশ্বাস করতেন। জনি ক্ষমতা লাভের আশায় সুলতানের শত্রুদের সাথে হাত মেলায়। যুদ্ধক্ষেত্রে সেনাপতি হওয়া সত্ত্বেও নীরব দর্শক হিসেবে কাজ করে। ফলে সুলতান শাকিল খান পরাজিত ও নিহত হন এবং ক্ষমতাও হারান।

ক. চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কী? ১

খ. দ্বৈত শাসন বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের সাথে বাংলার ইংরেজ শাসনের সূচনা পূর্বের কোন ঘটনার মিল পাওয়া যায়? বিশ্লেষণ করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের উক্ত ঘটনার ফলে বাংলার স্বাধীনতাসূর্য অস্তমিত গিয়েছিল বলে তুমি মনে কর কি? ৪

৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৭৯৩ সালের ২২ মার্চ নির্দিষ্ট রাজস্ব পরিশোধের বিনিময়ে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার জমিদারদের নিজ নিজ জমির ওপর স্থায়ী মালিকানা প্রদান করে যে বন্দোবস্ত প্রবর্তন করা হয় তাই ইতিহাসে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নামে পরিচিত।

খ রবার্ট ক্লাইভ ১৭৬৫ সালে উপমহাদেশে যে শাসনব্যবস্থা চালু করে ইতিহাসে তাই দ্বৈতশাসন ব্যবস্থা নামে পরিচিত।

দিল্লি কর্তৃক বিদেশি বণিক কোম্পানিকে দেওয়ানি প্রদানের পর সৃষ্টি হয় এ দ্বৈতশাসন ব্যবস্থা। এর ফলে কোম্পানি লাভ করে দায়িত্বহীন ক্ষমতা ও নবাব ক্ষমতাহীন শাসকে পরিণত হন।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত ঘটনার সাথে বাংলায় ইংরেজ শাসনের সূচনা পর্বে ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন অনুষ্ঠিত হওয়া পলাশির যুদ্ধের মিল রয়েছে।

উদ্দীপকে দেখা যায় সুলতান শাকিল খান তার সেনাপতি জনিকে খুব বিশ্বাস করতেন। কিন্তু ক্ষমতা লাভের আশায় জনি সুলতানের শত্রুদের সাথে হাত মেলায় এবং সেনাপতি হওয়া সত্ত্বেও যুদ্ধক্ষেত্রে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে। ফলে সুলতান শাকিল পরাজিত ও নিহত হন। উদ্দীপকের ন্যায় বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার নবাব সিরাজউদ্দৌলার প্রধান সেনাপতি ছিলেন মীরজাফর আলী খান। নবাব মীরজাফরকে অনেক বিশ্বাস করতেন। কিন্তু মীরজাফর ক্ষমতা লাভের আশায় নবাবের শত্রু ইংরেজদের সাথে গোপনে হাত মেলায়।

বাংলার ক্ষমতা লাভের উদ্দেশ্যে ইংরেজরা নবাবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে। এ ষড়যন্ত্রে লর্ড ক্লাইভের সঙ্গে যুক্ত হয় ব্যবসায়ী ধনকুবের জগৎ শেঠ, রায়দুর্লভ, উমিচাঁদ, রাজা রাজবল্লভ ও প্রধান সেনাপতি মীরজাফর আলী খান। ফলে ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন পলাশির আমবাগানে ইংরেজদের বিরুদ্ধে সিরাজউদ্দৌলার যুদ্ধ হয়। নবাবের পক্ষে দেশপ্রেমিক মীর মদন, মোহনলাল এবং ফরাসি সেনাপতি সিন ফ্রে প্রাণপণে যুদ্ধ করেন। যুদ্ধে নবাবের বিজয় আসন্ন দেখে মীরজাফর ষড়যন্ত্রমূলকভাবে যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা করে। এছাড়া মীরজাফর যুদ্ধক্ষেত্রে সহযোগিতা না করে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে। ফলে সিরাজউদ্দৌলা পরাজিত ও নিহত হন এবং ইংরেজরা বিজয়ী হয়।

ঘ হ্যাঁ, উদ্দীপকের উক্ত ঘটনা তথা পলাশির যুদ্ধে নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরাজয় ও নিহতের ফলে বাংলার স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত হয়েছিল।

পলাশির যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে বাংলায় ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের পথ প্রশস্ত হয়। এ যুদ্ধের ফলে ইংরেজরা মীরজাফরকে বাংলার সিংহাসনে বসায়, কিন্তু মীরজাফর ছিলেন নামেমাত্র নবাব, প্রকৃত ক্ষমতা ছিল ইংরেজদের হাতে।

পলাশীর যুদ্ধের পর ইংরেজ বণিকেরা বাংলায় একচেটিয়া ব্যবসায় বাণিজ্য করতে থাকে। বিনা শুল্কে তারা ব্যবসায় করার ফলে দেশীয় ব্যবসায়ীরা চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, একই সাথে ফরাসি বণিকরাও এদেশ থেকে বিদায় নিতে বাধ্য হয়। এদেশের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পরিবর্তন শুরু হয়। বাংলার স্থানীয় শিল্প ও বাণিজ্য ধ্বংসের মুখে পড়ে। এ যুদ্ধের সুদূরপ্রসারী পরিণতি ছিল উপমহাদেশে কোম্পানির শাসন প্রতিষ্ঠা। আর এভাবেই নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরাজয়ে বাংলা তথা ভারতবর্ষ পরাধীন হয়ে পড়ে।

অতএব দেখা যায়, ১৭৫৭ সালে পলাশির যুদ্ধে বাংলার স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত হয়। ফলে দীর্ঘ দুইশত বছর বাংলায় ব্রিটিশদের ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণ চলতে থাকে।

প্রশ্ন ▸ ০৮ মুক্তা দশম শ্রেণির ছাত্রী। তার বড় বোনের বিবাহে তার বাবা ইংরেজিতে নিমন্ত্রণপত্র ছাপালো। কিন্তু মুক্তা সেটা পছন্দ করল না। কারণ মুক্তা চেয়েছিল নিমন্ত্রণপত্র বাংলায় ছাপা হোক।

ক. তমদ্দুন মজলিস কী? ১

খ. ভাষা আন্দোলনে নারীদের ভূমিকা ছিল "সক্রিয় ও প্রতিবাদী"– ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে মুক্তার মানসিকতার মধ্য দিয়ে কোন আন্দোলনের চিত্র ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. "মুক্তার এই ধরনের চেতনাই বাঙালি জাতীয়তাবাদ বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল"– তোমার পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'তমদ্দুন মজলিশ' রাষ্ট্রভাষা বাংলার পক্ষে প্রতিষ্ঠিত ভাষা আন্দোলনের প্রথম সংগঠন। ১৯৪৭ সালে অধ্যাপক আবুল কাশেমের নেতৃত্বে এটি গঠিত হয়।

খ ভাষা আন্দোলনে পূর্বাপর সকল ঘটনা ও আন্দোলনে নারী সমাজ সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে।

ভাষা আন্দোলনের সূচনা লগ্ন থেকে কামরুন্নেসা স্কুল ও ইডেন কলেজের ছাত্রীরা বিভিন্ন মিটিং-মিছিলে বাংলা ভাষার মর্যাদার পক্ষে সংগ্রামী ভূমিকা রেখেছিল। বাংলা ভাষা আন্দোলনকে জোরদার করতে পোস্টার, ফেস্টুন লিখনে অগ্রগামী ভূমিকা পালন করেন নাদিরা চৌধুরীসহ আরও অনেক নারী। ঢাকার বাইরে তথা যশোর, বগুড়া ও সিলেটে ভাষা আন্দোলনে সংগ্রামী ও জোরালো ভূমিকা রাখেন রাহিমা খাতুন, সালেহা খাতুন, শাহেরা বানু, রাবেয়া খাতুনসহ আরও অনেক ছাত্রী ও নারী। ভাষা আন্দোলনকে সচল ও তৎপর রাখতে গ্রেফতারও হয় অনেকে। বাংলা ভাষার আন্দোলনকে জোরদার করতে ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি পূর্ববাংলা ব্যবস্থাপক পরিষদের অধিবেশন বর্জন করেও নজির সৃষ্টি করে তৎকালীন নারী সমাজ। তার মধ্যে আনোয়ারা খাতুন উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও ২১ ফেব্রুয়ারি ১৪৪ ধারা ভঙ্গের মতো দুঃসাহসিক ভূমিকা রেখেছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী শামসুন্নাহার, রওশন আরা, সুফিয়া ইব্রাহীমসহ অনেকে। অর্থাৎ ভাষা আন্দোলনে পুরুষের পাশাপাশি নারী সমাজও ছিল বেশ তৎপর ও সচল।

গ উদ্দীপকে মুক্তার মানসিকতার মধ্য দিয়ে ভাষা আন্দোলনের চিত্র ফুটে উঠেছে।

পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টির পর থেকেই পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী পূর্ব পাকিস্তান তথা বাঙালির সকল অধিকার হরণের চেষ্টায় লিপ্ত হয়। পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বাঙালির ওপর প্রথম আঘাত করে তাদের মাতৃভাষার ওপর। পুরো পাকিস্তানের ৫৬% মানুষের মুখে ভাষা বাংলা হওয়া সত্ত্বেও সংখ্যালঘিষ্ঠ মাত্র ৩.২৭% মানুষের ভাষা উর্দুকে তারা একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণা করে। বাঙালি বুদ্ধিজীবী, ছাত্রসমাজ, সাধারণ মানুষ সকলেই এই বৈষম্যমূলক সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদমুখর হয়। তারা উর্দুর পাশাপাশি বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা ঘোষণার দাবি জানায়। মূলত তাদের এ দাবির মাধ্যমে মাতৃভাষার প্রতি ভালোবাসা এবং বাঙালি জাতীয়তাবাদের চেতনা প্রকাশিত হয়।

উদ্দীপকেও দেখা যায়, মুক্তার বিবাহে তার বাবা ইংরেজিতে নিমন্ত্রণপত্র ছাপালে মুক্তার তা পছন্দ হয়নি। কারণ সে চেয়েছিল এটি বাংলায় ছাপাতে। মুক্তার এরূপ মনোভাব মাতৃভাষার প্রতি তার ভালোবাসা উপস্থাপন করে, যা ভাষা আন্দোলনে ভাষা সংগ্রামীদের মনোভাবের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে মুক্তার পছন্দের মধ্য দিয়ে ভাষা আন্দোলনের চিত্র ফুটে উঠেছে।

ঘ মুক্তার এই ধরনের চেতনাই বাঙালি জাতীয়তাবাদ বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল– মন্তব্যটি যথার্থ।

পাকিস্তান রাষ্ট্রের বৈষম্যমূলক আচরণের বিরুদ্ধে ভাষা আন্দোলন ছিল বাঙালি জাতির প্রথম প্রতিবাদ ও বিদ্রোহ। এছাড়া এ আন্দোলন ছিল বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রথম প্রেরণা। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই বাঙালি জাতি পশ্চিম পাকিস্তানি সরকারের অবহেলা, বঞ্চনা, শোষণের যাঁতাকলে পিষ্ট হচ্ছিল। মাতৃভাষা বাংলার প্রতি অবমাননা বাঙালির মনকে প্রবল নাড়া দিয়েছিল। তারা বুঝতে পেরেছিল পাকিস্তানিদের হাতে তাদের ভাষা, সংস্কৃতি, অর্থনীতি কিছুই নিরাপদ নয়। এভাবেই বাঙালির মাঝে বাঙালি জাতীয়তাবাদের বীজ রোপিত হয়। ফলে ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের ব্যালট বিপ্লব হয়।

১৯৬২ সালের শিক্ষা আন্দোলন পাকিস্তান সরকারের ভিত নাড়িয়ে দেয়। আর ১৯৬৬ সালে ঘোষিত হয় বাঙালির বাঁচার দাবি ৬ দফা। এরই প্রেক্ষিতে ১৯৬৯ সালে বাঙালি গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে স্বৈরাচারী আইয়ুব খান সরকারের পতন ঘটায় এবং ১৯৭০ এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগ বিপুল ভোটে জয়লাভ করে। সবশেষে দীর্ঘ আন্দোলন সংগ্রামের মাধ্যমে ১৯৭১ সালে অর্জিত হয় বাঙালির সেই কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা।

ভাষা আন্দোলনের সফলতাই বাঙালিকে পরবর্তীতে সকল আন্দোলনে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে। যার ফলে প্রত্যেকটি আন্দোলনে তারা সফলও হয়েছে। তাই বলা যায়, ভাষা আন্দোলনের চেতনাই বাঙালি জাতীয়তাবাদ বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল।

প্রশ্ন ▸ ০৯ **দৃশ্যকল্প-১ :** শিপন সাহেব একজন শিক্ষাবিদ। তিনি সমাজের মানুষের মধ্যে অন্ধ বিশ্বাস, ধর্মীয় গোঁড়ামী, ঝাড়-ফুঁক, পানিপড়া ইত্যাদি দূর করার জন্য মনোযোগ দেন।

দৃশ্যকল্প-২ : জনাব সুমনের গ্রাম শিক্ষার দিক থেকে পিছিয়ে আছে। তিনি তার একটি স্কুল স্থাপন করেন। সেখানে শুধু ধর্মীয় ও সামাজিক বিষয়গুলো পড়ানো হতো। কিন্তু তিনি ভাবলেন নতুন সমাজ গঠনে ইংরেজি ও বিজ্ঞান শিক্ষার গুরুত্ব দিতে হবে।

ক. সৈয়দ আমির আলির গঠিত সমিতির নাম কী? ১

খ. নীল কমিশন গঠন করা হয় কেন? বর্ণনা করো। ২

গ. দৃশ্যকল্প-১-এ শিপন সাহেবের কর্মকাণ্ডে ইতিহাসের কোন মনীষীর কর্মকাণ্ড খুঁজে পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. দৃশ্যকল্প-২-এর কর্মকাণ্ড "বাংলার নবজাগরণকে ত্বরান্বিত করেছিল"– বিশ্লেষণ করো। ৪

৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সৈয়দ আমির আলির গঠিত সমিতির নাম 'সেন্ট্রাল মোহামেডান অ্যাসোসিয়েশন'।

খ বাংলার নীল চাষিরা যখন নীল চাষের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড বিদ্রোহে ফেটে পড়ে, তখন ব্রিটিশ সরকার নীল চাষকে ঐচ্ছিক ঘোষণা করার প্রেক্ষাপটে যে কমিশন গঠন করেন, তাই নীল কমিশন। ১৮৬১ সালে ব্রিটিশ সরকার ইন্ডিগো বা নীল কমিশন গঠন করেন। এই কমিশনের সুপারিশের ওপর ভিত্তি করে নীল চাষকে কৃষকদের ইচ্ছাধীন বলে ঘোষণা করা হয় এবং ইন্ডিগো কন্ট্রাক্ট বাতিল করা হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে নীল বিদ্রোহের অবসান হয়।

গ দৃশ্যকল্প-১ এ শিপন সাহেবের কর্মকাণ্ডের সাথে ইতিহাসের প্রখ্যাত মনীষী হাজী শরীয়তউল্লার কর্মকাণ্ডের মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

উদ্দীপকের শিপন সাহেব একজন শিক্ষাবিদ। তিনি তার সমাজের মানুষের মধ্যে অন্ধবিশ্বাস, ধর্মীয় গোঁড়ামি, ঝাড়-ফুঁক, পানি পড়া গ্রহণ প্রভৃতি দূর করার জন্য মনোযোগ দেন। যা হাজী শরীয়তউল্লাহর কর্মকাণ্ডের সাথে মিল রয়েছে। ফরায়েজি আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা হাজী শরীয়তউল্লাহ দীর্ঘদিন মক্কায় অবস্থান করেন এবং ইসলাম ধর্মের ওপর লেখাপড়া করে অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। দেশে ফিরে তিনি বুঝতে পারেন যে, বাংলার মুসলমানরা ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা থেকে অনেক দূরে সরে গেছে। তাদের মধ্যে অনৈসলামিক রীতিনীতি, কুসংস্কার, অনাচার প্রবেশ করেছে। ইসলাম ধর্মকে কুসংস্কার আর অনাচারমুক্ত করতে তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন। এ প্রতিজ্ঞার বশবর্তী হয়ে উনিশ শতকের প্রথমার্ধে তিনি এক ধর্মীয়-সামাজিক সংস্কার আন্দোলনের সূত্রপাত করেন। ইসলাম অনুমোদিত সব বিশ্বাস, আচার-আচরণ ও অনুষ্ঠান ত্যাগ করে ইসলাম ধর্মে যা অবশ্য করণীয়, তা পালন করার জন্য তিনি মুসলমান সমাজকে আহ্বান জানান।

সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের দৃশ্যকল্প-১-এ শিপন সাহেবের কর্মকাণ্ডে হাজী শরীয়তউল্লাহর কর্মকান্ড খুঁজে পাওয়া যায়।

ঘ দৃশ্যকল্প ২-এর জনাব সুমনের কর্মকাণ্ড দ্বারা রাজা রামমোহন রায়কে নির্দেশ করা হয়েছে। রাজা রামমোহন রায়ের কর্মকাণ্ড বাংলার নবজাগরণকে ত্বরান্বিত করেছিল।

উদ্দীপকের জনাব সুমন নিজ গ্রামে শিক্ষায় পিছিয়ে থাকা মানুষদের জন্য একটি স্কুল স্থাপন করে। সে মনে করে, নতুন সমাজ গঠনে ইংরেজি ও বিজ্ঞান শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। তার এই কর্মকাণ্ড ও চিন্তা চেতনার সাথে রাজা রামমোহন রায়ের কর্মকাণ্ড সাদৃশ্যপূর্ণ।

রাজা রামমোহন রায় ছিলেন একজন অসাধারণ পণ্ডিত ব্যক্তি। বিশেষ করে ইংরেজি, বাংলা, আরবি, ফারসি, উর্দু, ল্যাটিন ও গ্রিক ভাষায় তিনি অসামান্য দক্ষতা অর্জন করেন। ভারতীয় জনগণের জন্য ইংরেজি ও বিজ্ঞান শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। এ কারণে তিনি নিজে সংস্কৃত পণ্ডিত হওয়া সত্ত্বেও ১৯২৩ সালে প্রস্তাবিত সরকারি সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করেন। ১৮২২ সালে তিনি কোলকাতায় 'অ্যাংলো-হিন্দু স্কুল' প্রতিষ্ঠা করেন, যেখানে ইংরেজি, দর্শন, আধুনিক বিজ্ঞান পড়াবার ব্যবস্থা ছিল। এ দেশবাসীর জন্য সংস্কৃত শিক্ষার বদলে আধুনিক জ্ঞান, বিজ্ঞান, দর্শন শিক্ষার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করে গভর্নর জেনারেল লর্ড আমহার্স্টকে চিঠি লেখেন। তাছাড়া ভারতীয়দের শিক্ষার জন্য ইংরেজ সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ১ লক্ষ টাকা তিনি সংস্কৃত ও মাদ্রাসা শিক্ষায় ব্যয় না করে আধুনিক শিক্ষায় ব্যয় করতে আবেদন করেন। রাজা রামমোহন রায় ছিলেন একজন সফল সমাজ সংস্কারক।

উপরের আলোচনা শেষে বলা যায়, রাজা রামমোহন রায়ের সংস্কারমূলক নানা কর্মকাণ্ড নিঃসন্দেহে বাংলার নবজাগরণকে ত্বরান্বিত করেছিল।

প্রশ্ন ▶ ১০

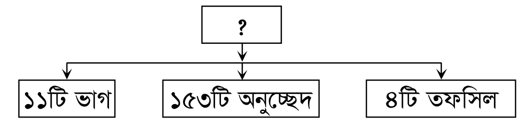

ক. গণতন্ত্র কাকে বলে? ১

খ. বঙ্গবন্ধু কৃষি উন্নয়নে মনোযোগ দিয়েছিলেন কেন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. ছকের প্রশ্নবোধক চিহ্নিত বক্সটিতে কী বোঝানো হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত বিষয়টি হলো নবীন রাষ্ট্রের জন্য আলোকবর্তিকা– যুক্তিসহ মতামত দাও। ৪

১০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে শাসন ব্যবস্থায় শাসন ক্ষমতা মুষ্টিমেয় লোকের হাতে পুঞ্জীভূত না থেকে রাষ্ট্রের সব জনসাধারণের ওপর ন্যস্ত থাকে এবং জনগণই তাদের সরকার গঠন করে তাকে গণতন্ত্র বলে।

খ বঙ্গবন্ধু কৃষির উন্নয়নে কিছু যুগান্তকারী পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের শতকরা ৮৫ ভাগ জনগণের জীবিকা ছিল কৃষির ওপর নির্ভরশীল। জাতীয় আয়ের অর্ধেকেরও বেশি আসত কৃষি খাত থেকে। তাই বঙ্গবন্ধু কৃষি ব্যবস্থার উন্নয়নে বিশেষ মনোযোগ দিয়েছিলেন। যেমন– ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মওকুফসহ পূর্বের সমস্ত বকেয়া খাজনা মওকুফ করে দেন। একটি পরিবারের সর্বাধিক ১০০ বিঘা পর্যন্ত জমির মালিকানা নির্ধারণ করেন। ২২ লাখের অধিক কৃষক পরিবারকে পুনর্বাসন করেন।

গ উদ্দীপকে ছকের প্রশ্নবোধক চিহ্নিত বক্সটি দ্বারা ১৯৭২ সালের সংবিধানকে বোঝানো হয়েছে।

১৯৭২ সালের সংবিধান ছিল একটি লিখিত দলিল। এ সংবিধানের মূল লক্ষ্য ছিল জনগণের মৌলিক চাহিদা পূরণ করে তাদের কষ্ট দূর করা। এই সংবিধানে ছিল একটি প্রস্তাবনা, ১১টি ভাগ, ১৫৩টি অনুচ্ছেদ এবং ৪টি তফসিল। অনুরূপভাবে উদ্দীপকের নীতিমালায়ও ৩টি ভাগ, ৩০টি অনুচ্ছেদ ও ৫টি তফসিল ছিল। বাংলাদেশের সংবিধানের প্রথমভাগে প্রজাতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য, দ্বিতীয় ভাগে মৌলিক অধিকারসমূহ, চতুর্থভাগে নির্বাহী বিভাগ, পঞ্চম ভাগে জাতীয় পরিষদ, ষষ্ঠ বিভাগে বিচার বিভাগ, সপ্তম ভাগে, নির্বাচন, অষ্টম ভাগে মহাহিসাব নিরীক্ষণ ও নিয়ন্ত্রক, নবম ভাগে কর্ম কমিশন, দশম ভাগে সংবিধান সংশোধন এবং একাদশ ভাগে বিবিধ বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। সংবিধান হচ্ছে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন এবং রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের ছকে উল্লিখিত ১১টি ভাগ, ১৫৩টি অনুচ্ছেদ, ৪টি তফসিল দ্বারা ছকের প্রশ্নবোধক চিহ্নিত বক্সটি দ্বারা ১৯৭২ সালের সংবিধানকেই নির্দেশ করা হয়েছে।

ঘ উক্ত বিষয়টি হলো বাংলাদেশের ১৯৭২ সালের সংবিধান। এ সংবিধান ছিল নবীন রাষ্ট্র বাংলাদেশের জন্য আলোকবর্তিকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আইন হলো বাংলাদেশের সংবিধান। '৭২-এর সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হিসেবে গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতাকে গ্রহণ করা হয়। পাকিস্তান আমলের ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদ মুক্তিযুদ্ধের মধ্য

দিয়ে বাতিল হয়ে যায়। এর বিপরীতে ভাষা ও সংস্কৃতির ভিত্তিতে বাঙালি জাতীয়তাবাদের জন্ম হয়। '৭২-এর সংবিধানে উল্লেখ করা হয়, "প্রজাতন্ত্র হইবে একটি গণতন্ত্র, যেখানে মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা থাকিবে, মানব সত্তার মর্যাদা ও মূল্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নিশ্চিত হইবে এবং প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হইবে।" রাষ্ট্র কোনো ধর্মকে পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করবে না বরং প্রতিটি নাগরিকের ধর্মীয় অধিকার ও আচার-অনুষ্ঠান পালনের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দেবে। এই সংবিধান অনুযায়ী বাংলাদেশে এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে সারা দেশের প্রশাসন পরিচালিত হয়। এই সংবিধানে মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার এবং এককক্ষবিশিষ্ট আইন পরিষদের কথা বলা হয়েছে।

এছাড়াও'৭২-এর সংবিধানে একটি স্বাধীন নিরপেক্ষ বিচার বিভাগ প্রতিষ্ঠার এবং সাম্প্রদায়িক রাজনীতি নিষিদ্ধ করার কথাও বলা হয়েছে।

পরিশেষে বলা যায়, স্বল্পতম সময়ের মধ্যে প্রণীত সংবিধানের মধ্যে সদ্য স্বাধীন দেশের জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটেছে। যা নবীন রাষ্ট্র বাংলাদেশের পথ চলার ক্ষেত্রে আলোকবর্তিকা হিসেবে কাজ করেছে।

প্রশ্ন ▸ ১১

চিত্র-১

চিত্র-২

ক. শিখা চিরন্তন কী? ১

খ. ২৫শে মার্চকে কালোরাত বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. চিত্র-১-এ মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন তাদের ভূমিকা কী ছিল? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. চিত্র-২-এ মুক্তিযুদ্ধ ও দেশ পরিচালনার ক্ষেত্রে এর কার্যক্রম ছিল অনস্বীকার্য– বিশ্লেষণ করো। ৪

১১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক চিরন্তন শিখা হলো মুক্তিযুদ্ধে আত্মদানকারী বীর শহিদদের অমর স্মৃতি চির জাগরূক রাখার জন্য ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে স্থাপিত একটি স্মৃতিস্তম্ভ।

খ ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ মধ্য রাতে পাকিস্তানের হানাদার বাহিনীর নারকীয় হত্যাকাণ্ডের কারণে ২৫ মার্চ রাত্রটি ইতিহাসে 'কালরাত্রি' হিসেবে অভিহিত।

সেদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোতে আক্রমণ শুরু হয় গভীর রাতে। জহুরুল হক হল, জগন্নাথ হল, রোকেয়া হলে চালানো হয় হত্যা ও পাশবিক নির্যাতন। এছাড়া পিলখানা, ইপিআর সদর দপ্তর, রাজারবাগ পুলিশ লাইন্সে আক্রমণ করে নির্বিচার হত্যা চালানো হয়। একইভাবে গণহত্যা চলেছিল পুরনো ঢাকায়, কচুক্ষেত, তেজগাঁও, ইন্দিরা রোড, মিরপুর, মোহাম্মদপুর, ঢাকা বিমানবন্দরের অভ্যন্তরে, রায়েরবাজার, গণকটুলি, ধানমন্ডি, কলাবাগান কাঁঠালবাগান প্রভৃতি স্থানে। ঢাকার ন্যায় দেশের অন্যান্য শহরেও পাকিস্তানি বাহিনী ব্যাপক গণহত্যা শুরু করে। ২৫শে মার্চের এ রাতে পূর্ব পাকিস্তানের প্রায় ৫০ হাজার নিরস্ত্র বাঙালিকে হত্যা করা হয়েছিল। এ রাতটি পৃথিবীর ইতিহাসে এক কলঙ্কজনক অধ্যায় সূচনা করে। এই নৃশংস হত্যার জন্য ২৫ মার্চকে কালরাত্রি বলা হয়।

গ চিত্র-১ এ মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন নারীদের ভূমিকাকে নির্দেশ করছে। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে নারীদের ভূমিকা ছিল গৌরবোজ্জ্বল। ১৯৭১ সালের মার্চের প্রথম থেকেই দেশের প্রতিটি অঞ্চলে যে সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়, তাতে নারীদের অংশগ্রহণ ছিল স্বতঃস্ফূর্ত। নারীরা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে মিছিল, মিটিং ও গণসমাবেশ করে পাকিস্তানি বাহিনীর অত্যাচার আর নির্যাতনের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলেন। যুদ্ধের ৯ মাসে কয়েক লক্ষ মা-বোন পাকিস্তানি বাহিনীর অত্যাচারের শিকার হন। এছাড়া মুক্তিযোদ্ধাদেরকে আশ্রয় দিয়ে, খাবার দিয়ে, জীবনের ঝুঁকি নিয়ে অস্ত্র লুকিয়ে রেখে, সেবা দিয়ে নানাভাবে সাহায্য করেছেন। এমনকি প্রত্যক্ষ যুদ্ধেও তাদের অংশগ্রহণের দৃষ্টান্ত রয়েছে। মুক্তিযুদ্ধে বীরত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ দুইজন নারী (তারামন বিবি ও ডাক্তার সিতারা বেগম) 'বীরপ্রতীক' খেতাব অর্জন করেন। সারাদেশে আরও অনেক নারী মুক্তিযোদ্ধা বিভিন্ন রণাঙ্গনে পাকিস্তানি বাহিনীর মোকাবেলা করেছেন।

চিত্র-১ এ মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন নারীদের অংশগ্রহণকে ইঙ্গিত করছে। উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে পুরুষের পাশাপাশি নারীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ও আত্মত্যাগ আমাদের স্বাধীনতার পথ সুগম করেছিল।

ঘ উদ্দীপকের চিত্র-২-এ মুজিব নগর সরকারের চিত্র প্রদর্শিত হয়েছে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও দেশ পরিচালনায় এ সরকারের কার্যক্রম ছিল তাৎপর্যপূর্ণ।

মুজিবনগর সরকার বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের এক উজ্জ্বল অধ্যায়। মুক্তিযুদ্ধকালীন গঠিত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারই মুজিবনগর সরকার নামে পরিচিত। ১৯৭০–'৭১ সালের নির্বাচনে বিজয়ী জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য দ্বারা মুজিবনগর সরকার গঠন করা হয়। মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা এবং স্বাধীন বাংলাদেশের পক্ষে বিশ্ব জনমত সৃষ্টি করা ছিল এ সরকারের প্রধান উদ্দেশ্য। মুজিবনগর সরকার বিশ্বের বিভিন্ন দেশের গুরুত্বপূর্ণ শহরে (কলকাতা, দিল্লি, লন্ডন ওয়াশিংটন, নিউইয়র্ক, স্টকহোম) বাংলাদেশ সরকারের মিশন স্থাপন করে। এসব মিশন বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে প্রচারণা ও সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করে। সরকার বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীকে বিশেষ দূত নিয়োগ দেয়। তিনি মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনমত সৃষ্টি ও বিশ্ব নেতৃবৃন্দের সমর্থন আদায়ের জন্য কাজ করেন। ১০ই এপ্রিল মুজিবনগর সরকার গঠিত হওয়ার পর মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার জন্য সামরিক, বেসামরিক জনগণকে নিয়ে একটি মুক্তিযোদ্ধা বাহিনী গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। ১০ই এপ্রিল সরকার ৪টি সামরিক জোনে বাংলাদেশকে ভাগ করে ৪জন সেক্টর কমান্ডার নিযুক্ত করে। ১১ই এপ্রিল তা পুনর্গঠিত করে ১১টি সেক্টরে বিভক্ত করা হয়। এ ছাড়া বেশ কিছু সাব-সেক্টর এবং তিনটি ব্রিগেড ফোর্স গঠিত হয়।

এক কথায় মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সকল ধরনের কার্যক্রমের পরিচালনা বা নির্দেশনা মুজিবনগর সরকার প্রদান করেছিল।